কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর বক্তব্যের এক অদ্বিতীয় সংকলন

اَلطَّرِيْقُ اِلَيْ الخلافة

দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

সাবেক শায়খুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫

اَلطَّرِيْقُ اِلَيْ الخلافة

দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়
মুফতী মুহাঃ রহমতুল্লাহ

প্রকাশনায়ঃ
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
http://khutba.tk.com

প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪৩৩ হিজরী ; **জুন** ২০১২ ইসায়ী

মূল্য ঃ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মাত্র

Deen Qayemer Shothik Poth
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price: 300.00 Tk. US. $ 8.00

{ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }

"তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না"[১]

উপহার

আমার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের...

....

....কে

'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

....

....

....

সাক্ষর ও তারিখ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"[২]

---

[১] সুরা আশ্ শুরা ৪২:১৩।

[২] সুরা নিসা ৪:৭৫।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইকামাতে দ্বীনের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায়

আল জামাআহ

বিভক্ত করেছে কারা?..
মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা সাময়িকভাবে
মূর্তিপূজার চেয়েও মারাত্মক।..

চতুর্থ অধ্যায়

আল-ইমারাহ

প্রশ্ন: 'আল জামাআহ' এর জন্য আমীরের গুরুত্ব কতটুকু?.................
প্রশ্ন: খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কোন
কিছু উল্লেখ আছে কি?..
ইমাম নিয়োগ পদ্ধতি...
প্রশ্ন: মুসলিম জাতির ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি কি?.........................
"আহলুল্ হাল্ল ওয়াল আকদ" এর বৈশিষ্ট্য.......................................
শুরা সদস্যের গুনাবলী...
প্রশ্ন: আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ' হওয়ার জন্য
কি কি বৈশিষ্ট থাকা জরুরী?...
প্রশ্ন: "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" কতজন হতে হবে?.....................
প্রশ্ন: ইমাম/খলিফা নিয়োগ বৈধ হবার জন্য কি
সাক্ষী রাখা ওয়াজীব?..
প্রশ্ন: সাক্ষী কতজন হতে হবে?..
প্রশ্ন: ইমামূল মুসলিমীন হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন?...............

পঞ্চম অধ্যায়

আল বাই'আত

প্রশ্ন: বাই'আতের শাব্দিক অর্থ কি?..
প্রশ্ন: ইসলামের পরিভাষায় বাই'আত কাকে বলে?...........................
প্রশ্ন: বাই'আতকে বাই'আত কেন বলা হয়?..................................
প্রশ্ন: ঐতিহাসিক বাই'আতুল 'আকাবার প্রেক্ষাপট কি ছিল?................
প্রশ্ন: ইসলামে বাই'আতের বিধান কি?.......................................
প্রশ্ন: বাই'আত কাকে দিতে হবে এবং কে নিতে পারবে?...................
প্রশ্ন: বর্তমানে বিভিন্ন পীর-মাশায়েখগণ তরিকতের

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল হিজরাহ্

প্রশ্ন: দার কত প্রকার ও কি কি?..

১. দারুল ইসলাম..

২. দারুল কুফুর..

৩. দারুল হারব..

৪. দার মুরাক্কাবাহ্ বা মিশ্র দার..

৫. দারুল 'আহ্দ..

৬. দারুল আমান..

৭. দারুল বুগাত (বিদ্রোহী এলাকা)..

প্রশ্ন: হিজরত করার শর'য়ী বিধান কি?.....................................

প্রশ্ন: শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বানিজ্য ও পর্যটনের জন্য
কাফের মূল্লুকে অবস্থান করা যাবে কি?.....................................

প্রশ্ন: হাদীসে বলা হয়েছে 'মক্কা বিজয়ের পর
কোন হিজরত নেই' । একথার অর্থ কি?......................................

প্রশ্ন: অনেকে বলে যে, হিজরত না করে জিহাদ করা যাবে না ।
তাদের এই ধারণা কতটুকু সঠিক?...

সপ্তম অধ্যায়

আল জিহাদ

প্রশ্ন: জিহাদের শাব্দিক অর্থ কি?...

প্রশ্ন: ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ কি?................................

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মতে........................

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনদের মতে......................

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ফুকাহায়ে কিরামগণের মতে.......................

জিহাদের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি

প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?............................

প্রশ্ন: ইসলামে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নাকি
শাব্দিক অর্থ গ্রহণযোগ্য?...

প্রশ্ন: ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোন কিছু আছে কি?.....................

বিভ্রান্তির উৎস ও তার সমাধান...

প্রশ্ন:- জিহাদে আকবর কিসের নাম?...

নবম অধ্যায়

সমরাস্ত্র প্রশিক্ষন, পরিচালনার ও জিহাদের রাস্তায় অর্থ এবং সময় ব্যায়ের ফজিলত

দশম অধ্যায়

মুজাহিদের ফাযীলাত

এগারতম অধ্যায়

শহীদদের মর্যাদা

বারতম অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরে জিহাদ বিষয়ক কিছু সংশয় নিরসন

এর মধ্যে পার্থক্য কি?...
প্রশ্নঃ আত্মঘাতি হামলা করা যাবে কি না?.......................................
প্রশ্নঃ বর্তমান বাংলাদেশে কিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হতে পারে?................
প্রশ্নঃ জিহাদ শুরু করার পূর্বে কোন মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী বা অন্যকোন শক্তির 'নুসরাহ' বা সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন আছে কি?...
প্রশ্নঃ ইমাম মাহদী কি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আগে আসবেন না পরে আসবেন?..
প্রশ্নঃ 'গাজওয়াতুল হিন্দ' কি? এ সম্পর্কে হাদীসে কি বলা হয়েছে?..
প্রশ্নঃ বর্তমান বিশ্বের কাফের ও তাগুতের বিরূদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব কতটুকু? দা'ওয়াত না দিয়ে যুদ্ধ শুরু করা যাবে কিনা?..........
প্রশ্নঃ ইসলামের ভূমি বলতে কি বর্তমানে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নাকি এক সময় খিলাফাহ্ ছিল এমন স্থানও গন্য হবে? সে স্থানটি শত্রুবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার জন্যে কি জিহাদ করতে হবে?..............................
প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনে কয়টি যুদ্ধ করেছেন? যুদ্ধগুলোর নাম কি কি?..
প্রশ্নঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তীর-তরবারী ব্যবহার করেছেন কি? যদি করে থাকেন তাহলে সেগুলোর নাম কি ছিল?............................
প্রশ্নঃ বর্তমানে অনেক দ্বীনদার, বুযুর্গ, মডারেট আলেম, ও পীর পন্থি লোকদের বলতে শুনা যায়, 'অসির যুদ্ধ ত্যাগ কর, মসির যুদ্ধ ধারণ কর' অর্থাৎ তলোয়ারের যুদ্ধ ত্যাগ করে, নফসের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক?..
প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঘোড়ার নাম সমূহ কি?..........................
প্রশ্নঃ দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশে মৌলিকভাবে চারটি পথে কাজ চলছে।
(ক) রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

(খ) পীর-মুরীদ, খানকাহ-দরগাহ ইত্যাদির মাধ্যমে
(গ) তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে
(ঘ) দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে। এর মধ্য থেকে
প্রথম তিনটি সম্পর্কে আমরা
কি ধরণের আক্বীদা পোষণ করবো?...
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি..

গণতন্ত্র বিষয়ে কতিপয় সংশয় নিরসন

প্রশ্নঃ ইসলামে যখন গণতন্ত্র হারাম হলো তাহলে
নেতা নির্বাচন হবে কিভাবে?...
প্রশ্নঃ ইসলামে যেমন শুরা আছে গণতন্ত্রেও
তেমন সংসদ আছে, শুরা ও সংসদের মধ্যে পার্থক্য কি?....................
প্রশ্নঃ ইউসূফ (আঃ) তৎকালীন মিশরের রাজসভায়
একজন মন্ত্রী হতে পারলে বর্তমানে কেন
গণতান্ত্রিক সংসদে যোগদান করা যাবে না?......................................
প্রশ্নঃ "দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ
যেটা সেটাকে গ্রহণ করা"র জন্য ইসলামে অনুমোদন রয়েছে,
গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি এই নীতিমালা প্রযোজ্য নয়?..............................
প্রশ্নঃ ''ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা''
এই নীতি গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?................................
প্রশ্নঃ "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"
এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে
গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?....................
প্রশ্ন ''সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ"
করার নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?................................
প্রশ্নঃ ''নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি''
এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?..................................
প্রশ্নঃ "জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য"
মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে
গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে?...
প্রশ্নঃ যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করতে চায়

তেরতম অধ্যায়

উপহার

- যারা সত্যের সংগ্রামে ও মিথ্যার মূলোৎপাটনে শীশাঢালা প্রাচীর।
- যারা নিজেদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে জান্নাতের বিনিময়ে।
- যারা নিজেদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও গিরিগুহাকে নিজ আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছে।
- যারা কখনো বন্দুকের ছায়াতলে আবার কখনো ট্যাংকের গোলায় জান্নাত খুজে বেড়ায়।
- যারা অসহায় নারী-শিশু ও মজলুমানদের ফরিয়াদের জবাবে অলী ও নাসীর (বন্ধু ও সাহায্যকারী) হয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
- যারা গভীর রজনীতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান রবের দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আবেদনে মগ্ন।
- যারা দুশমনের মোকাবেলা করতে গিয়ে হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি হারিয়ে পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করছে।
- যারা ঘোড়ার লাগাম ধরে কোন অসহায় নারী ও শিশুর চিৎকার ও মজলুম ভাইয়ের আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

সেই সকল মর্দে মুমিন আল মুজাহিদূনা ফী সাবীলিল্লাহর জন্য

- যারা তাদের প্রভু ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের খুশি করার জন্য কোরআন থেকে জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে তুলে দিতে আগ্রহী।
- যারা কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য জায়গায় বর্ণিত জিহাদকে 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' বলে আখ্যায়িত করে মুসলিম যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার কাজে লিপ্ত।
- যারা কোরআন হাদীসের অসংখ্য জায়গায় বর্ণিত জিহাদকে অস্বীকার করতে না পেরে শুধুমাত্র 'আত্মরক্ষামূলক জিহাদে'র কথা বলে তাদের পরম বন্ধু ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের খুশি করতে চায়।
- যারা জিহাদকে নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, কথার জিহাদ ও মিছিল-মিটিংয়ের জিহাদের মাধ্যমে অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করছে।

- যারা দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ পরিত্যাগ করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত।
- যারা ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদতে লিপ্ত।
- যারা নবীওয়ালা কাজের নামে জিহাদ বিমুখ দাওয়াতী কাজে জান-মাল ব্যয়ে ব্যস্ত।

ইসলামের সেই সকল নাদান দোস্ত, অসহায়, দূর্বল ও ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পাঁচাটা গোলাম, জ্ঞানপাপীদের প্রতি
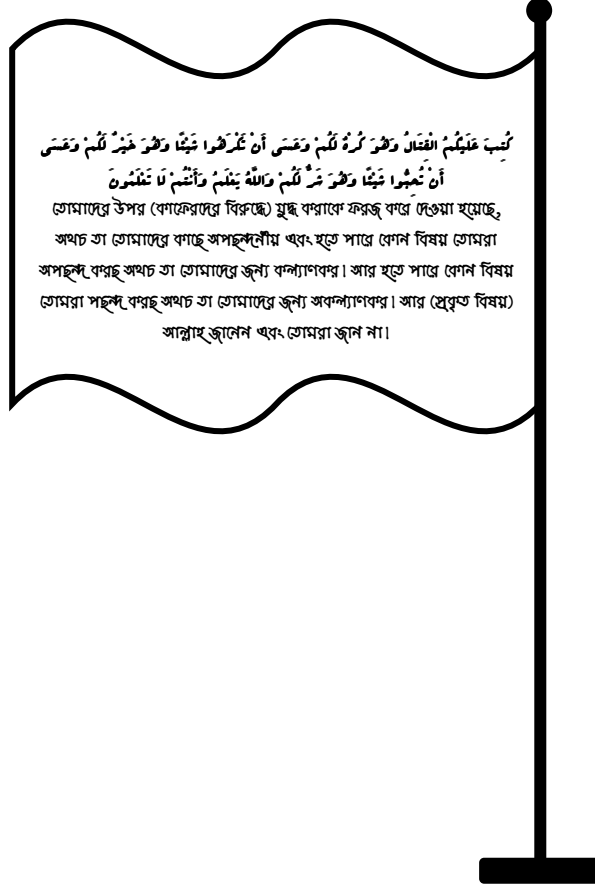
ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই প্রসংশা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থণা করি এবং তার কাছেই হেদায়েত চাই। আমরা আমাদের নফসের সকল অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভূল-ভ্রান্তি থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ্ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ্ হতে দেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।

আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বাধিক সত্যকথা আল্লাহর কালাম (আল্লাহর কথা)। আর সর্বাধিক উত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ। সর্বাধিক উত্তম কাজ কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কাজ। আর সর্বাধিক মন্দ কাজ কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত বেদ‘আত কাজ। এবং সকল বেদ‘আত গোমরাহী আর সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতি আজ দু’টি বিষয়ে খুবই উদাসীন। অথচ ইসলামের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য ঐ দুটো জিনিষ খুবই প্রয়োজন। একটির সম্পর্ক ঈমান ও আক্বিদার সাথে, অপরটির সম্পর্ক আমলের সাথে। একটির সম্পর্ক ইবাদতের ভিতরের অবকাঠামোর সঙ্গে, অপরটির সম্পর্ক বাহিরের অবকাঠামোর সঙ্গে। আর তা হলো: তাওহীদ ও জিহাদ। তাওহীদ হলো মুসলিম জাতির ঈমানের মূল ভিত্তি বা ভিতরের অবকাঠামো। আর জিহাদ হলো ইসলামের স্থায়ীত্বের মূল ভিত্তি বা বাহিরের অবকাঠামো। অন্তরে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবেন আল্লাহ (সুব:), আর সেই লক্ষ্যের দিকে চলতে হবে ঐ পথ ধরেই যে পথ ‘تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ’ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত,[৩] ‘نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ’ রূহুল আমীন জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে[৪] এবং

[৩] সুরা ওয়াকেয়া ৫৬:৮০।
[৪] সুরা শুআ’রা ২৬:১৯৩।

নাযিল হয়েছে 'عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ' রাসূল (সাঃ) এর অন্তরে যাতে তিনি লোকদের সতর্ক করতে পারেন।[৫] অর্থাৎ সকল কাজ করতে হবে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক।

কিন্তু আজ মুসলিম জাতির ভিতরে এই দু'টি জিনিষেরই অভাব। কারো ভিতরে তাওহীদ আছে কিন্তু জিহাদ নেই। বরং আছে বহু দলীয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বহু রব ও বহু ইলাহের ইবাদত। আবার কারো ভিতরে জিহাদ আছে কিন্তু তাওহীদ নেই বরং পীর-মুরিদী, কবর-মাজার, খানকা-দরগা ইত্যাদি কর্তৃক তৈরীকৃত সুন্নাহ বিবর্জিত বহু ত্বরীকার মনগড়া আমল। আর এর মাধ্যমে সহজে জান্নাতে যাওয়ার নব আবিস্কৃত শিরক-বিদআতে জর্জরিত চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, ছাবেরিয়া ইত্যাদি নামক তথাকথিত শর্টকাট রাস্তা। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে যখন জান্নাতে যাওয়ার আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি কি বলেছিলেন? তিনি যা বলেছিলেন নিম্নের হাদীসটিতে তার বিবরণ রয়েছে:

عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : بَخٍ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ أَسْلِمْ تَسْلَمُ وَأَمَّا عُمُودُهُ فَالصَّلاَةُ وَأَمَا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

অর্থঃ "মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী ! আমাকে এমন আমল বলে দিন, যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, বাহ! তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে এটা আল্লাহ (সুবঃ) যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য খুবই সহজ। আর তা হলোঃ এক আল্লাহর ইবাদত করবে তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরজ সালাতগুলো কায়েম করবে। ফরজ যাকাত আদায় করবে। আমি কি

[৫] সুরা শুআ'রা ২৬:১৯৪।

তোমাকে সকল কাজের মূল ভিত্তি, তার পিলার বা খুটি এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে বলবো না? সকল কাজের মূল হলো ইসলাম। তাই তুমি ইসলাম গ্রহণ করো এবং শান্তিতে থাক। আর তার পিলার বা খুটি হলো সালাত। এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।"[৬]

এই হাদীসে যেভাবে ইসলামের অস্তিত্বের বিষয়গুলোকে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিভাবে ইসলাম টিকে থাকার জন্য যে জিনিষটির প্রয়োজন সেটিও গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো **'وَأَمَّاذُرْوَةُ سَنَامِه فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله'** ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। সুতরাং এই উম্মত যখন ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়াকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে হেফাজত করবে তখন অন্যান্য শাখাগুলোও নিজ অবস্থানে মর্যাদার সাথে বহাল থাকবে। অন্যথায় সেগুলোও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অনেকে বলে থাকে, ইসলামের পঞ্চবেনার মধ্যে তো জিহাদের কথা উল্লেখ নেই, সুতরাং ইসলামে জিহাদের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এই হাদীসে সেই প্রশ্নেরও সুন্দর সমাধান দেওয়া হয়েছে। কারণ যে হাদীসে ইসলামের বেনা পাঁচটি বলা হয়েছে সেখানে শুধু ইসলামের পাঁচটি পিলারের কথা বলা হয়েছে। আর এ কথা সকলেরই জানা যে শুধু পিলারের নাম বিল্ডিং নয়। বিল্ডিংয়ের জন্য প্রয়োজন রয়েছে দরজা-জানালা, টয়লেট-বাথরুম ইত্যাদির। আর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন রয়েছে আরেকটি জিনিষের তা হলো ছাদ। ছাদ বিহীন শুধু পিলারের কোনই মূল্য নেই। বরং ছাদ না থাকার কারণে আস্তে আস্তে পিলার গুলোই নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে এই হাদীসে ইসলাম নামক বিল্ডিংয়ের সেই গুরুত্বপূর্ণ ছাদ বলা হয়েছে 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'কে। জিহাদ বিহীন ইসলামের বিল্ডিং পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা সম্ভব নয়। জিহাদ ব্যতিত নিজের ঈমান

---

[৬] মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী। মুসনাদে আহমদ ২২০৬৪; সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩।

রক্ষা করাও সম্ভব নয়। এ কারণেই এই হাদীসে জিহাদকে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ (সুবঃ) তার বান্দাদের পরিক্ষা করে থাকেন। কারণ যুদ্ধের ময়দানেই পৃথক হয়ে যায় যে, কে সত্যিকার মুমিন আর কে মুনাফিক। সাহাবায়ে কিরামগণ বলতেন: 'আমরা ততদিন পর্যন্ত মুনাফিক চিনতে পারি নি যতদিন পর্যন্ত জিহাদের বিধান নাযিল না হয়েছে।'

বর্তমানেও দ্বীন কায়েমের জন্য মুসলিম দেশগুলোতে নানা রকম চেষ্টা চলছে। কেউ মনে করছেন, বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়। আবার কেউ মনে করছেন তাবলীগ জামাআ'তের মাধ্যমেই কেবলমাত্র দ্বীন কায়েম করা সম্ভব। আবার কেউ মনে করছেন পীরের কাছে মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জণ করেই দ্বীন কায়েম করতে হবে। আর এ জন্য তারা হয়তো জিহাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে নতুবা জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে। নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, কথার জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদের ব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতির মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদের অন্তর থেকে বাতিলের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার চেতনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মুসলিম জাতির অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখন যদি ঐ মানব রচিত, মনগড়া পদ্ধতিগুলোর বিরূদ্ধে কথা বলা হয় তখন তারা প্রশ্ন করে; তাহলে দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি? অথচ দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুস্পষ্ট ঘোষনা রয়েছে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ اَلجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالهِجْرَةُ وَالجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অর্থঃ "হারেস আল আশআ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হচ্ছে)

(ক) اَلجَمَاعَةُ (আল জামা-'আহ) (সংগঠন/ঐক্য) একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

(খ) اَلسَّمْعُ (আস সামউ') আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা ।

(গ) اَلطَّاعَةُ (আত ত্ব-আহ) আমীরের নির্দেশ পালন করা ।

(ঘ) اَلْهِجْرَةُ (আল হিজরাহ) হিজরত করা ।

(ঙ) اَلْجِهَادُ (আল জিহাদ) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা ।[৭]

বক্ষমান কিতাবটিতে মূলতঃ দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ (সুবঃ) কতৃক প্রদত্ত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতৃক প্রদর্শিত এই পাঁচটি বিষয়েরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । এর মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে মানব রচিত সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র পরিহার করে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ।

যেহেতু আমি নিজে কোন বাংলা সাহিত্যিক নই এবং আমার সঙ্গে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগীতা করছে তারাও কেউ বাংলা ভাষায় পারদর্শী নন, তাই ভাষাগত ভুল-ক্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক । তাই ভাষার দিকে না তাকিয়ে বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বিশেষভাবে অনুরোধ রইল । আল্লাহ (সুবঃ) আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন । আমীন!

মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী
পিতাঃ মৃত নূর মুহাম্মদ হাওলাদার
গ্রাম+পোষ্টঃ হেউলিবুনিয়া, থানা+জেলাঃ বরগুনা
পরিচালকঃ মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, বছিলা রোড়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭১২১৪২৮৪৩

[৭] তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯; জামেউল আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫১৪১; **তাহকীক** : মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ ইবনে হিব্বানে হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَبَعْدُ:

মুসলিম জাতী আজ অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। দল-উপদল, ফেরকাবন্দী, মনগড়া তরিক্বা ইত্যাদি সহ নানাবিধ কারণে ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা। ইসলাম, মুসলিম, ইলাহ্, রব, ঈমান, ইহসান, কুফর, জুলম, নিফাক, ফিস্ক, রিদ্দাহ সহ যাবতীয় মৌলিক পরিভাষাগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা করছে তারা। শির্ক-বিদ'আতের সয়লাবে হারিয়ে গেছে ইসলামের তাহজীব-তামাদ্দুন ও সঠিক পরিচয়। কবর পূজা, মাজার পূজা, পীর পূজা ইত্যাদি 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে'র বাতিল রুসমগুলোকেও হার মানিয়েছে। অপরদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ্ ও বহু রবের ইবাদতের রাস্তা খোলা হয়েছে। মন্ত্রী-এমপি ও শাসকদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আইনদাতা-বিধানদাতা, আইন প্রণয়ন করা ও প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করার ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের মত আল্লাহর আসনে বসানো হয়েছে। ইসলামের সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নারকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে হলে সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র ত্যাগ করে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে।

মুসলিম জাতিকে কুরআন-সুন্নাহের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই আমাদের এই সিরিজ প্রকাশনা। ইতিপূর্বে "কিতাবুল ঈমান", "কিতাবুত তাওহীদ", "কিতাবুল আকাঈদ", "কিতাবুস সাওম", "কিতাবুয যাকাত", "কিতাবুল হজ্জ", "তাওহীদের মূল শিক্ষা", "বাই'আত ও সীরাতে মুস্তাক্বীম", "মরনের আগে ও পরে" এবং "কিতাবুদ দু'আ" নামে দশটি কিতাব আমরা প্রকাশ করেছি। যা পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এটি আমাদের একাদশতম প্রকাশনা "দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পথ"।

সচেতন পাঠক মহলে "শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী" সাহেবের পরিচয় নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে

হয়না। আর যারা নতুন তারা এ কিতাব পড়লেই তার সম্পর্কে ধারণা পাবেন। শায়খের সীমাহীন ব্যাস্ততা আর ধারাবাহিক সফরের মধ্যে খুবই স্বল্পতম সময়ে এই কিতাব বের করায় এতে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশীই বানান ও শব্দ বিভ্রাট থেকে যেতে পারে। তবে আক্বীদা ও কুরআন সুন্নাহর খেলাফ কোন বিষয় আশা করি এতে নেই। উক্ত কিতাবে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা লেখকের নয়, বরং প্রকাশক মহলের বলে গ্রহণ করার ও সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইলো। মহান আল্লাহ (সুব:) আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন, আমীন!

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)।"[৮]

[৮] সূরা আনফাল ৮:৩৯।

প্রথম অধ্যায়

ইকামাতে দ্বীনের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন: 'দ্বীন' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: 'দ্বীন' শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। কুরআন মজীদে বিভিন্ন অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন্ স্থানে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা পূর্ণ বাক্য থেকে বুঝা যাবে। যে বাক্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐ শব্দের অর্থ সঠিকভাবে বুঝার উপায় নেই।

'দ্বীন' শব্দের কয়েকটি অর্থ কুরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

এক: প্রতিদান, প্রতিফল, বিনিময় ইত্যাদি।

দুই: আনুগত্য বা হুকুম মেনে চলা।

তিন: আনুগত্য করার বিধান বা আনুগত্যের নিয়ম (যা ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত)

চার: আইন অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে নিয়মের অধিনে চলে, অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় (যা ওহীর মাধ্যমে নয় বরং মানুষের সৃষ্টি করা)।

কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত থেকে দ্বীন শব্দের এসব অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়।

প্রথম অর্থ: প্রতিদান বা বদলা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

[مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة : ٤ }

অর্থ: "প্রতিদান দিবসের মালিক।"[৯]

তাফসীরে বাইযাভীতে বলা হয়েছে:

ويوم الدين يوم الجزاء ومنه «كما تدين تدان» وبيت الحماسة : ولم يَبْــقَ سِــوَى العدوا ... نِ دِناهُمْ كما دَانُوا

---

[৯] সুরা ফাতিহা: ১:৪।

ইয়াউমুদ দ্বীন হচ্ছে 'ইয়াউমূল জাযা' বা বিনিময় দিবস। এ অর্থেই একটি আরবী প্রবাদ রয়েছে 'কামা তাদ্বীনু তুদ্বানু' অর্থাৎ 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। এ অর্থেই আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কিতাব 'হামাসাহ'তে বলা হয়েছে: 'শত্রুতা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিলনা # তাই আমরা তাদেরকে কর্মনুযায়ী উচিৎ বিনিময় দান করেছি।"[১০]

অপর আয়াতে বলা হচ্ছে:

[كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ } [الانفطار : ٩}

অর্থ: "না, তা নয়, বরং তোমরা প্রতিদানকে মিথ্যা মনে করেছো।"[১১]

এ আয়াত দুটিতে দ্বীন শব্দের অর্থ প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা ইত্যাদি। আখেরাতে মানুষের কাজের যে বদলা দেয়া হবে তাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থ: আনুগত্য

আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধান 'লিসানুল আরব' এ বলা হয়েছে:

ثم دانت بعدُ الربابُ أي ذلت له وأطاعته و الدِّينُ من هذا إنما هو طاعته والتعبد له و دانه ديناً أي أذله واستعبده

"دَانَ শব্দের একটি অর্থ اَطَاعَ বা 'সে আনুগত্য করল'। এ থেকে دِيـن মানে اطَاعَة বা আনুগত্য করা, বিনয় প্রকাশ করা। নিজেকে কারো গোলাম বানানো।"[১২]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران : ٨٣]

অর্থ: "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের (আনুগত্যের) পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলো ইচ্ছায় বা

---

[১০] তাফসীরে বাইযাভীর সুরা ফাতেহার ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
[১১] সুরা ইনফিতার: ৮২:৯।
[১২] লিসানুল আরব ১৩ খন্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা, দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনিচ্ছায় তাঁরই আনুগত্য করে এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে।"[১৩]

এখানে "দ্বীন" শব্দটি আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

{فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر : ٢]

অর্থ: "অতএব আল্লাহর 'ইবাদাত' কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।"[১৪]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة : ١٩٣]

অর্থ: "আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন (সকল প্রকারের আনুগত্য) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।"[১৫]

এখানে ফিত্না অর্থ আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ইসলাম বিরোধী শক্তি। যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে এখানে বলা হয়েছে যে, বিরোধী শক্তিকে এমনভাবে দমন কর যাতে আল্লাহর আনুগত্য করতে কেউ বাধা দিতে না পারে।

এ তিনটি আয়াত নমুনা স্বরূপ দেয়া হলো। কুরআনে এ জাতীয় আয়াত বহু আছে। উল্লেখ্য যে, আনুগত্যই হলো 'দ্বীন' শব্দের প্রধান অর্থ।

তৃতীয় অর্থ: আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা (ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত)

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران : ١٩]

অর্থ: "নিশ্চই আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা)।"[১৬]

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরে বাইযাভীতে বলা হয়েছে:

---

[১৩] সুরা আল ইমরান ৩:৮৩।
[১৪] সুরা আয যুমার ৩৯:২।
[১৫] সুরা আল বাক্বারা ২:১৯৩।
[১৬] সুরা আলে ইমরান ৩:১৯।

لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام ، وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

"আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্যকোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। আর তা হলো তাওহীদ ও মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক আনিত জীবন বিধানকে লৌহ বর্ম পরিধান করার ন্যায় গ্রহণ করা।"[১৭]

অপর আয়াতে একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে:

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران : ٨٥]

অর্থ: "যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) চায়, তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৮]

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বা আনুগত্যের বিধান হচ্ছে ইসলাম।

অপর আয়াতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে:

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى : ١٣]

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; (তা হচ্ছে ঐ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১৯]

অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:)সব নবীকেই তার নাজিলকৃত জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[১৭] তাফসীরে বাইযাভী সুরা আল ইমরানের ১৯ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

[১৮] সুরা আলে ইমরান ৩:৮৫।

[১৯] সুরা শু'রা ২৬:১৩।

আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছেঃ

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } [الصف : ٩]

অর্থঃ "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"[২০]

সাথে সাথে এই ঘোষণাও দিলেন যে,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة : ٣]

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম।"[২১] অর্থাৎ জীবনে একমাত্র আনুগত্যের বিধান যাতে পালন করা যায় এবং কোন ক্ষেত্রেই অন্য কোন বিধান থেকে কিছু নিতে না হয় সেজন্য তোমাদের জীবন বিধান পূর্ণ করে দিলাম।

উপরের আয়াতগুলো মাধ্যমে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ 'জীবন ব্যবস্থা' এটি প্রমানিত হলো।

চতুর্থ অর্থঃ মানব রচিত আইন,রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থা।

দ্বীন শব্দটি যেভাবে আল্লাহ প্রদত্ত আইন, বিধান, রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে মানব রচিত আইন, বিধান, রাষ্ট্র ও জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমনঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

{ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون : ٦]

অর্থঃ "তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"[২২]

এ আয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনে হক্বকেও দ্বীন বলা হয়েছে। মানব রচিত দ্বীনে বাতিলকেও দ্বীন বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছেঃ

---

[২০] সুরা সাফ ৬১:৯।

[২১] সুরা আল মায়েদা ৫:৩।

[২২] সুরা কাফিরূন ১০৯:৬।

{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر : ٢٦]

অর্থ: "আর ফির'আউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করবো এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের দ্বীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।"[২৩]

এখানে ফির'আউন তৎকালীন সমাজের মানব রচিত আইন, বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দ্বীন বলে উল্লেখ করেছে।

এমনি ভাবে, ইউসূফ (আ) এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

{مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [يوسف : ٧٦]

অর্থ: "বাদশার আইনে অন্য কাউকে ধরা যায় না।"[২৪]

অর্থাৎ যে চুরি করেছে তাকেই ধরতে হবে। দেশের আইনে দোষীর বদলে অন্য কাউকে ধরা যায় না।" এ আয়াতে 'দ্বীন' শব্দটি মানুষ কর্তৃক রচিত আইন-বিধান এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} [التوبة : ٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর সে সকল লোকদের বিরূদ্ধে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না।"[২৫]

এই আয়াতের মধ্যেও দ্বীন শব্দটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

মোটকথা: উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'দ্বীন' শব্দটি মানুষ কর্তৃক রচিত রাষ্ট্র, আইন, বিধান ও জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[২৩] সুরা মু'মিন ৪০:২৬।
[২৪] সুরা ইউসুফ ১২:৭৬।
[২৫] সুরা তাওবা ৯:২৯।

দ্বীনের ব্যাপকতা

প্রশ্নঃ দ্বীন বলতে কি শুধু ধর্মীয় বিষয়কেই বুঝায় নাকি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোও অন্তর্ভূক্ত?

উত্তরঃ আল্লাহর আনুগত্যের বিধান হিসেবে 'দ্বীন ইসলাম'কে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যাতে মানুষ একমাত্র আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ (সুবঃ) স্বয়ং ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন। সব দেশ, সব কাল ও সব জাতির উপযোগী জীবন বিধান রচনার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না।

আল্লাহর রচিত এ জীবন বিধানকে বাস্তব জীবনে কিভাবে পালন করা যায় এর সত্যিকার নমুনা মানব জাতির নিকট পেশ করার জন্যই রাসূল (সাঃ) কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ)স্বয়ং এ ঘোষণা দিয়েছেন যে,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب : ٢١]

অর্থঃ "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরণ করে।"[২৬]

অর্থাৎ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে রাসূল (সাঃ)। সুতরাং তার প্রদর্শিত বিধানের মাধ্যমেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

যে দুটি বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করতে হয় সে দুটি সাক্ষ্যের মর্মকথাও এই দাবী করে যে, আল্লাহর আদেশ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশের আনুগত্য সর্বব্যাপী। সাক্ষ্য দুটি হচ্ছেঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[২৬] সুরা আহযাব ৩৩:২১।

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" এ শব্দগুলো এমন কোন মন্ত্র নয় যে, তা উচ্চারণ করলেই আল্লাহর নিকট মুসলিম বলে গণ্য হয়ে যাবে। কালেমার অর্থ বুঝে কালেমার মর্মের প্রতি বিশ্বাস না করলে ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না।

যেমন মনে করুন একজন লোক আদালতে হাজির হলো; বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? সে বলল, আমি এই খুনের মামলার একজন সাক্ষী। বিচারক জিজ্ঞাসা করল, বল কে খুন করেছে? কাকে খুন করেছে? লোকটি বলল, তা তো আমি জানিনা। তখন বিচারক কি বলবে? বিচারক বলবে যে, তুমি কি আদালতের সঙ্গে ফাজলামী করতে এসেছ? পুলিশ ডেকে লোকটিকে জেলে পাঠিয়ে দেবে।

দুনিয়ার সামান্য আদালতে সাক্ষী দিতে হলে জেনে, শুনে ও বুঝে সাক্ষী দিতে হয়। তাহলে সবচেয়ে বড় সাক্ষী এবং যে সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন, ফেরেস্তারা দিয়েছেন এবং সকল উলুল ইলমগণ (জ্ঞানীগণ) দিয়েছেন। সেই সাক্ষী কিভাবে না বুঝে, না জেনে দেওয়া যেতে পারে?

আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল জ্ঞানীগণ এই দুটি বিষয়ের অর্থাৎ তাওহীদ এবং রিসালাতের স্বাক্ষ্য দিয়েছেন এর প্রমান নিম্নের আয়াতটি:

{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران : ١٨]

অর্থ: "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও (এই স্বাক্ষ্য দেন)। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৭]

তাওহীদের স্বাক্ষ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্বাক্ষ্য এর প্রমান নিচের আয়াতটি:

[২৭] সুরা আল ইমরান ৩:১৮।

{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـذَا الْقُـرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} [الأنعام : ١٩]

অর্থঃ "বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় কোন স্বাক্ষ্য?' বল, 'আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে । আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি । তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? বল, 'আমি সাক্ষ্য দেই না' । বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয় তা থেকে মুক্ত' ।"[২৮]

এই দুই সাক্ষী প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মূলনীতিই ঘোষণা করা হয় । যে ব্যক্তি এ কালেমা কবুল করে সে আসলে দুটো এমন মৌলিকনীতি মেনে নেয় যা তার সারা জীবন আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী চলার জন্য জরুরী ।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম মানবো না- অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো কথাই মানবো না । এটাই প্রথম নীতি । হাদীসে একথাটিকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَـالِقِ "স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না" ।[২৯]
অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত আর কারো হুকুম মানব না - একথাই প্রথম নীতি ।
সাক্ষীর দ্বিতীয় অংশে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সাঃ)" এর মাধ্যমে দ্বিতীয় মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মর্মকথা হলো, "আল্লাহর

[২৮] সুরা আনআম ৬:১৯ ।
[২৯] জামেউল আহাদীসঃ হাঃ ১৩৪০৫, মুয়াত্তাঃ হাঃ ১০, মু'জামূল কাবীরঃ হাঃ ৩৮১, মুসনাদে শিহাবঃ হাঃ ৮৭৩ আবি শাইবাঃ হাঃ ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মালঃ হাঃ ১৪৮৭৫ ।

আনুগত্যের বাস্তব যে রূপ রাসূলুল্লাহ (সা:) দেখিয়ে গেছেন একমাত্র সে নিয়মেই (তরীকায়) আল্লাহর হুকুম মানবো। রাসূল (সা:) ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়ম গ্রহণ করবো না। এভাবে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরীকা অনুযায়ী জীবন চলার সিদ্ধান্তই কালেমার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ সিদ্ধান্ত জীবনের সব ব্যাপারে পালন করাই কালেমার অপরিহার্য দাবী। কথায় ও কাজে, চিন্তায় ও বাস্তবে সবসময় এবং সব অবস্থায় এ নীতি মানার ইচ্ছাই এ কালেমার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং এভাবে বুঝে-শুনে যারা কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুসলিম। নফসের দুর্বলতার দরুন বা শয়তানের ধোঁকার ফলে মুসলিম হয়েও আল্লাহর হুকুম বা রাসূলের তরীকার অমান্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সর্বদা, সকল বিষয়ে আল্লাহ (সুব:)ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনুগত্য করাই যে মুসলিমের কর্তব্য এবং কালেমার দাবী সে কথা সরল মনে স্বীকার করতেই হবে অন্যথায় কেউ ঈমানদার ও মুসলিম হিসেবে আল্লাহর নিকট গণ্য হতে পারবে না। এই বিশ্বাসের সাথে যে ইসলাম কবুল করবে তার দ্বারা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরীকা বিরোধী কোন কাজ হয়ে গেলেও সে অবশ্যই তাওবা করবে, মাফ পাওয়ার আশা করবে এবং ভবিষ্যতে এধরণের অন্যায় আর না করার সংকল্প গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবনই দ্বীন ইসলামের বাস্তব নমুনা

দ্বীন ইসলাম কতটা ব্যাপক তা শেষ নবী (সা:) এর বাস্তব জীবন থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবেই সব কাজ করতেন। মসজিদে ইমামতি করার সময় তিনি যেমন রাসূল ছিলেন, মদীনার রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ও তিনি রাসূল ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি রাসূল ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যত কাজ করেছেন ও যত কথা বলেছেন তা রাসূলুল্লাহ হিসেবেই করেছেন ও বলেছেন। ধর্মীয় বিষয়ে যেমন তিনি রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রাসূল হিসেবেই সবকিছু করেছেন।

তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোটা জীবনটাই আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ রাসূলের জীবন যতটা ব্যাপক দ্বীন ইসলামও ততটা ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে মেনে চলাই মুসলিম জীবনের কর্তব্য। শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মেনে চললেই ইসলামী জীবন গড়ে উঠে না। সুতরাং যারা মুসলিম হবার দাবীদার হয়েও শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আদর্শ নেতা মেনে চলেন কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলের বিপরীত নীতি ও চরিত্রের লোকদেরকে নেতা মানেন, তারা কালেমার বিপরীতেই কাজ করছেন। শুধু তাই নয় এ জাতীয় লোকেরা আল্লাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুনিব বা ইলাহ মানতেই রাজী নয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সব বিষয়ে নেতা মানতেও প্রস্তুত নয়।

কতক লোক "ইসলামকে রাজনৈতিক ময়দানে টেনে আনার" বিরুদ্ধে কথা বলে। তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো কতক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মই মনে করে। তারা আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর উপর "১৪৪ ধারা" জারী করতে চায় যাতে মসজিদের বাইরে আল্লাহ ও রাসূলকে মানতে না হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামকেই মানতে রাজী নয়, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু ধর্ম-কর্মও করে থাকে কিন্তু ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই বা মানতে প্রস্তুত নয়। এ জাতীয় লোকদেরকে "ধর্মনিরপেক্ষ" বলা হয়।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকা দ্বীনদার হিসেবে সমাজে পরিচিত এক শ্রেণীর লোকও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মতো কথা বলে। তারা সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের আনুগত্য করছেন। কিন্তু আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, দেশ শাসন ইত্যাদি ব্যাপারেও আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহকে মানার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলে তারা মনেই করেন না। কারণ তারাও দ্বীনের ব্যাপকতা সম্পর্কে সজাগ নন। সে হিসেবে তাদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষ বলা চলে। কারণ তারাও ইসলামকে ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি।

এসব ধার্মিক লোক ইসলামকে রাজনীতি বর্জিত ধর্ম মনে করে। তাঁদের নিকট রাসূল (সা:) পরিপূর্ণ 'আদর্শ মানব' হলে তারা কিছুতেই এমন ভুল করতে পারতেন না। রাজনৈতিক ময়দানে কারো পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় না। প্রচলিত নির্বাচনে তো তারা কোন না কোন পক্ষকে সমর্থন করেই থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে কোন না কোন মতামত গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। যারা ধার্মিক হয়েও রাজনীতির ময়দানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি করেন, ইসলামের পক্ষে কাজ করেন না তাদের পক্ষে প্রচলিত নির্বাচনে এবং জাতীয় ইস্যুতে অধার্মিক রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একদল "ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে" বিশ্বাসী আর অন্যদল "রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মে" বিশ্বাসী। রাসূল (সা:) এর আনীত দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় দলই ভুল পথে আছেন। **তবে রাজনীতি বলতে আমরা প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি বা অন্য কোন মানব রচিত পদ্ধতির রাজনীতির কথা বলছি না যেখানে সাধারণ জনগনের ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচণ করে থাকে। বরং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক শুরা ভিত্তিক রাজনীতির কথা বলছি। যা বক্ষমান বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ!**

ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন কায়েমের মর্মকথা

প্রশ্ন: ইক্বামাত শব্দের অর্থ কি? ইক্বামাতে দ্বীন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: **اِقَامَةٌ** শব্দটির আরবীতে কয়েকটি প্রতিশব্দ রয়েছে:

رَفْعٌ – اِنْشَاءٌ – تَأسِيْسٌ – نَصْبٌ –

رَفْعٌ অর্থ: উপরে উঠানো, দাড়া করানো, তুলে ধরা।

اِنْشَاءٌ অর্থ: নির্মান করা, তৈরী করা, অস্তিত্বে আনা, স্থাপিত করা।

تَأسِيْسٌ অর্থ: প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিষ্ঠান কায়েম করা।

نَصْبٌ অর্থ: স্থাপন করা - যেমন খুঁটি স্থাপন করা।

সুতরাং 'ইক্বামাত' শব্দের অর্থ হলো:- কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা, চালু করা, দাড় করানো, অস্তিত্বে আনা ইত্যাদি।

কুরআন পাকে أَقِيمُوا الصَّلَاةَ কথাটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ "সালাত কায়েম কর"। إِقَامَةُ الصَّلَاةِ (ইকামাতুস সালাত) মানে 'সালাত চালূ করা'। ফরয সালাতের পূর্বে মুয়াজ্জিন যেই 'ইকামাত' দেয় এর শেষ দিকে বলা হয় قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ অর্থাৎ সালাত দাড়িয়ে গেছে বা সালাত শুরু হয়েছে। সালাতের মাসআলা শেখা, সালাত সর্ম্পকে জানা বা সালাতের বয়ান করাকে 'ইক্বামাতে সালাত' বলে না। বরং বাস্তবে সালাত চালূ হয়ে যাওয়াকেই 'ইক্বামাতে সালাত' বলে।

কোন ব্যাক্তির জীবনে সালাত ক্বায়েম হওয়ার অর্থ হলো যে, সে নিয়মিত, যথাসময়ে, জামায়াতের সাথে, সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করে। কোন মহল্লায় সালাত ক্বায়েম হওয়ার অর্থ হলো মহল্লায় মসজিদ বিদ্যমান থাকা, সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামায়াত চালু থাকা এবং মহল্লার অধিকাংশ লোকে জামায়াতে শরীক হওয়া। বাংলাদেশ ক্বায়েম হওয়ার অর্থ হলো বাস্তবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া। একটি কারখানা ক্বায়েম হওয়ার অর্থ হলো কারখানা চালূ হওয়া। ঠিক তেমনি দেশে দ্বীন ইসলাম ক্বায়েম হওয়া অর্থ হলো সরকার ও জনগণের যাবতীয় কাজ-কর্ম কুরআন-হাদীস অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া।

"ইক্বামাতে দ্বীন" এমন একটি পরিভাষা যার অর্থ বাংলায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়। "আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা" বা "দ্বীন ইসলাম কায়েম করা" এর সহজ তরজমা হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী হুকুমত, ইসলামী সমাজ, নেযামে ইসলাম ইত্যাদির যে কোন একটি কথার সাথে "কায়েম করা" কথাটি যোগ করলে "ইক্বামাতে দ্বীন" শব্দটির পারিভাষিক অর্থ বুঝায়।

ইক্বামাতে দ্বীনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝার জন্য বাস্তব উদাহরণ প্রয়োজন। আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের উদাহরণ দিলেই বিষয়টা সহজ হবে। সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলাদেশে কুরআনের আইন ও রাসুলের আদর্শ রাষ্ট্রিয়ভাবে কায়েম নেই। এ দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র নয়। সরকারও সঠিক অর্থে মুসলিম নয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, দেশীয়-বৈদেশিক নীতি ইত্যাদির কোনটাই ইসলামী বিধান দ্বারা পরিচালিত নয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, কোন্ আদর্শ, নীতি বা বিধান অনুযায়ী এই রাষ্ট্র, সরকার ও অন্যান্য সবকিছু চলছে? নিম্নে তার উত্তর প্রদান করা হলো।

কুরআনের পরিভাষায় ইসলামী বিধানকে (دِينُ الْحَــقِّ) বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করাই "একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থা"। সমাজে একজন অন্যজনের অনুগত না থাকলে কোন সমাজই চলতে পারে না। ইসলামের দাবী হলো যে,

{أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ } [الأعراف : ٥٤]

অর্থঃ "জেনে রাখ, সৃষ্টি যার, বিধান চলবে তারই।"[৩০]

সুতরাং যেহেতু সৃষ্টি আল্লাহর তাই বিধান চলবে তারই। সবার কর্তব্য একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা। মানব সমাজের শান্তি ও সুশৃংখলা একমাত্র একজন মনিবের পূর্ণ আনুগত্যের উপরেই নির্ভর করে।

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে পারে না। আর কেউ নির্ভূলও নয়। সুতরাং সকলের কল্যানে সত্য ও সঠিক বিধান শুধু তিনিই দিতে পারেন। তাই তার রচিত বিধান 'দ্বীনে ইসলামই' একমাত্র সত্য বা 'দ্বীনে হক'। এই 'দ্বীনে হকে'র বিপরীতে যা কিছু সবই অসত্য, ভুল ও ক্ষতিকর। আল্লাহর আনুগত্যের বিরূদ্ধে আর যত প্রকার আনুগত্য রয়েছে তা সবই 'দ্বীনে বাতিল' বা মিথ্যার আনুগত্য। 'হক্বে'র বিপরীত পরিভাষাই হলো 'বাতিল'।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশে যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা 'দ্বীনে বাতিল'। 'দ্বীনে হক' যেখানে কায়েম নেই সেখানে যেটাই চালু আছে সেটা অবশ্যই 'বাতিল'। সে হিসেবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সরকার, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই 'দ্বীনে বাতিল'।" সুতরাং বাংলাদেশে যেহেতু 'দ্বীনে হক' বা আল্লাহ (সুবঃ)এর মনোনীত 'দ্বীনে ইসলামে'র আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় না তাই এটা স্পষ্ট যে এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা 'দ্বীনে বাতিলে'র অনুসরণ করেই পরিচালনা করা হয়। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের কথা শুনা যায় কিন্তু তা কোনভাবেই

---

[৩০] সুরা আ'রাফ ৭:৫৪।

গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ (সুব:)আদেশ করেছেন পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে। ইরশাদ হচ্ছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة : ٢٠٨]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩১]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:)এর ঘোষণা হলো, ইসলাম গ্রহণ করতে হলে পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের পছন্দ মতো ইসলামের একাংশ গ্রহণ করে অন্য অংশ ত্যাগ করলে ইসলাম গ্রহণ করা হবে না। অপর আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة : ٨٥]

অর্থ: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"[৩২]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলছেন, আমার আনুগত্য করতে হলে সব ক্ষেত্রেই আমাকে 'মনিব' হিসেবে মেনে নিতে হবে। যেখানেই তোমরা ইসলামকে বাদ দিবে সেখানেই তোমরা শয়তানের অনুসারী হবে।

এজন্যই কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামকে মানে কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে গণতন্ত্রী বা ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী হয় তাহলে সে ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি বলেই বুঝা যাবে। বরং সে কুরআনের পরিভাষায় 'মুজাবজাব' বা 'দোদুল্যমান ব্যক্তি'

---

[৩১] সুরা বাক্বারা ২:২০৮।
[৩২] সুরা বাক্বারা ২:৮৫।

বলে গণ্য হবে। যেটা মুমিনদের স্বভাব নয় বরং মুনাফিকদের চরিত্র। ইরশাদ হচ্ছে:

{مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء : ١٤٣]

অর্থ: "তারা এই (দ্বীনের) ব্যাপারে দোদুল্যমান, না এদের (মুমিনদের) দিকে আর না ওদের (কাফেরদের) দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না।"[৩৩]

এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)আরও বলেছেন:

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء : ١٥٠ ، ١٥١]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় (অর্থাৎ সকলকে মানতে চায় না) এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।"[৩৪]

এটা একটা সাধারণ বিষয় যে, আপনার বাড়িতে যদি কোন মেহমান এসে দরজার ভিতরে অর্ধেক প্রবেশ করে আর অর্ধেক বাহিরে থাকে, তাহলে আপনি তাকে বলবেন, হয়তো ঘরের ভিতরে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করুন, নতুবা সম্পূর্ণ বাহিরে থাকুন। ঠিক তেমনিভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেও পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। আংশিক প্রবেশ করলে চলবে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামকে মানবে, আর জীবনের বিশাল অংশে মানব রচিত আইন মেনে চলবে তা হতে পারে না। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি আস্থার কথা লেখা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ 'ইসলামী রাষ্ট্র'

[৩৩] সুরা নিসা ৪:১৪৩।
[৩৪] সুরা নিসা ৪:১৫০,১৫১।

নয়। কারণ "দ্বীনে হক" এ দেশে চালু নেই। যেটা চালু আছে সেটা সাধারণ যুক্তিতেই দ্বীনে বাতিল, এ বাতিল ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকেই চালু রয়েছে। দ্বীনে বাতিলই এখানে বহুকাল থেকে বিজয়ী হয়ে আছে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে দ্বীনে হকের অবস্থা

প্রশ্ন: যেখানে 'দ্বীনে বাতিল' কায়েম বা বিজয়ী আছে সেখানে 'দ্বীনে হকের' অবস্থা কিরূপ?

উত্তর: এটা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। 'দ্বীনে হক' সেখানে 'দ্বীনে বাতিলে'রই অধীনে রয়েছে। অর্থাৎ 'দ্বীনে হক' বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ সকল মুসলিম দেশগুলোতে ততটুকুই বেঁচে আছে যতটুকু দ্বীনে বাতিল অনুমতি দিয়েছে। 'দ্বীনে হকে'র ততখানি অংশই চালু আছে যতটুকুতে দ্বীনে বাতিলের কোন আপত্তি নেই। অর্থাৎ 'ইসলাম' বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে ঐ পরিমাণই টিকে আছে যতটুকু দ্বীনে বাতিল বাধা দেয় না। আর 'দ্বীনে বাতিল' 'দ্বীনে হক্বে'র শুধু ততখানিই অনুমতি দেয় যতখানি ওদের নিজেদের তৈরী করা মানব রচিত সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য নয়। যেমন বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭' এর দ্বিতীয় ধারাতে বলা হয়েছে, **'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।'**[৩৫]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে 'দ্বীনে বাতিল' 'দ্বীনে হক্বে'র ততটুকুই সমর্থণ করে যতটুকু তার সাথে সামঞ্জস্য হয়। বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলামকে কখনোই সহ্য করতে রাযী হতে পারে না। বাতিল সমাজের কর্তারা ইসলামের ততটুকু অংশকেই সহ্য করে যতটুকুতে দ্বীনে বাতিলের কোন ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে ইসলামের যেসব খেদমত হচ্ছে তাতে বাতিল যদি শংকিত হতো তাহলে এসবকে সহ্য করতো না। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়াজ ও তাবলীগ দ্বারা বাতিল সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত হবার কোন ভয় নেই বলেই এসব ইসলামী কাজকে বাধা দেয়া

---

[৩৫] 'বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' চতুর্দশ সংশোধণী পরবর্তী প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কতৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯।

হচ্ছে না। অর্থাৎ বাতিলের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই বলেই এগুলো টিকে আছে। বাতিলের সাথে এ সবের কোন টক্কর বা সংঘর্ষ নেই।

বাংলাদেশে দ্বীন ইসলামের কী দশা তা সামান্য আলোচনা দ্বারাই স্পষ্ট হবে। ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান। ইসলামকে যদি বিরাট একটি দালানের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে কালেমা, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত সে বিরাট বিল্ডিং এর ভিত্তি মাত্র। রাসূল (সা:) একথাই বলেছেন:

...بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَــى خَمْــسٍ অর্থাৎ কালেমা, সালাত ইত্যাদি পাঁচটি জিনিস দ্বারা ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তি রচিত হয় মাত্র।[৩৬] এ ভিত্তিটুকুই শুধু ইসলাম নয়। ইসলামের মহান সৌধের সঠিক ধারণা আজ আলেম সমাজের মধ্যেও সকলের নেই। বাংলাদেশে ইসলামের গোটা বিল্ডিং এর তো কোন অস্তিত্বই নেই। শুধু ভিত্তিটুকুর অবস্থাই আলোচনা করে দেখা যাক যে বাংলাদেশে দ্বীনে হক্বের অবস্থা কত করুণ।

‘কালেমা তাইয়্যেবা’ যে গোটা জীবনের চিন্তা ও কাজের ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণ করবে এবং এই কালেমা কবুল করার অর্থ যে পূর্ণ জীবনে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করার অঙ্গিকার করা- একথা দ্বীনদার বলে পরিচিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকের জানা নেই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও কালেমার এ ব্যাপক অর্থ শেখান হয় না। শিক্ষিত সমাজ যদি কালেমার এ মর্ম না জানে তাহলে এ দোষ কার? দেশের সরকার ও শিক্ষা ব্যবস্থাই কি এর জন্য দায়ী নয়?

দ্বীনে ইসলামের প্রথম পাঠই কালেমা তাইয়্যেবা। যে নীতি অনুযায়ী গোটা জীবন যাপন করতে হবে তাই যদি শেখার কোন ব্যবস্থা না হয় তাহলে মানুষ ইসলামকে জীবনে কি করে পালন করবে?

এরপর সালাত হলো দ্বিতীয় ভিত্তি। আল্লাহ পাক মুসলিমদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে ফরয করেছেন। ফরয মানে হলো অবশ্য কর্তব্য বা অপরিহার্য দায়িত্ব। আল্লাহ সালাতকে ফরযের গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে সালাতের পজিশন কী? সাধারণভাবে এ দেশে সালাত মুবাহ (বৈধ) অবস্থায় আছে। অর্থাৎ করলে ক্ষতি নেই

[৩৬] সহীহ বুখারী ৮, ৪৫১৫; সহীহ মুসলিম ২১।

এবং না করলেও দোষ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সালাত পড়া মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। পিয়ন জামায়াতে যেয়ে সালাত পড়া হারাম বা নিষিদ্ধের পর্যায়ে আছে। তাই অনেকে ডিউটি থাকা কালে সালাত কাযা করতে বাধ্য হয়। 'দ্বীনে বাতিলের' অধীনে আল্লাহর দেয়া এ হুকুমের সাথে এরূপ ব্যবহার করাই স্বাভাবিক। যদি 'দ্বীনে হক' এ দেশে কায়েম থাকতো তাহলে সালাতকে ফরজ হিসেবেই মর্যাদা দেয়া হতো। সর্বত্র সবাই যাতে সালাত ঠিক মতো আদায় করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হতো। কর্তারা নিজে নিয়মিত সালাত আদায় করতো। সালাত যে নীতি অনুযায়ী জীবন যাপনের শিক্ষা দেয় তা সালাত আদায়কারীদের জীবনে বাস্তবে দেখা যেতো।

এ সমাজে সাওমের (রোজার) অবস্থা কী? ইসলামের এ ভিত্তিটিও সালাতের মতোই 'মুবাহ' অবস্থায় আছে, অথচ আল্লাহ (সুব:)রমযান মাসের সাওমকে ফরজ করেছেন। 'দ্বীনে হক' কায়েম থাকলে সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতো যার ফলে দিনের বেলা হোটেলের দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে খাওয়ার মতো মুনাফেকী করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হতো না।

সাওমের উদ্দেশ্য যে নৈতিক উন্নয়ন, বর্তমানে সে নৈতিকতার কোন মূল্যই সমাজে নেই। প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিবেকের শক্তি বৃদ্ধি করাই সাওমের অন্যতম বড় উদ্দেশ্য। ভাল ও মন্দের বিচারজ্ঞান দিয়ে মানুষকে তৈরী করা হয়েছে। তাই মানুষকে বিবেকবান হিসেবে গড়ে তুলবার জন্যই সাওমের প্রয়োজন। কিন্তু দ্বীনে বাতিলের নিকট বস্তুগত সুখ ও প্রবৃত্তির পূজাই বড়। তাই "রমযানের পবিত্রতা রক্ষার" লোক দেখান কিছু অভিনয় চলে।

এবার হজ্জের অবস্থা দেখা যাক। যাদের হজ্জ করা উচিত তাদের উপর আল্লাহর নির্দেশ যে, মক্কা মুকাররামায় গিয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে। কিন্তু আল্লাহর এ আদেশটি দ্বীনে বাতিলের অধীন। বাতিল যদি অনুমতি না দেয় তাহলে হজ্জে যাওয়া যাবে না। যদি দ্বীনে হক দেশে কায়েম থাকতো তাহলে যাদের হজ্জে যাবার ক্ষমতা আছে তাদেরকে সরকারীভাবে হজ্জে যাবার জন্য তাকিদ দেয়া হতো।

যাকাতের অবস্থা আরও করুণ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তার (Social security) বিধান। যাদের প্রয়োজনের চেয়ে আয় কম এবং কোন না কোন কারণে যারা অভাবগ্রস্ত ও ঋণী হয়ে পড়েছে তাদের জন্য ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হলো যাকাত দেয়ার যোগ্য লোকদের নিকট থেকে যাকাতের টাকা আদায় করে যাকাত গ্রহণের যোগ্য লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَـــى فُقَـــرَائِهِمْ অর্থাৎ: তাদের ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবেদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।[৩৭]

যাকাত অন্যান্য ট্যাক্সের মতো নয়। যে কোন সরকারি কাজে যাকাতের টাকা খরচ করার অনুমতি নেই। কুরআনে খরচের জন্য যে আটটি খাতের কথা উল্লেখ রয়েছে তার বাইরে যাকাতের টাকা খরচ করার কোন অধিকার সরকারের নেই। যাকাত ব্যবস্থা ঠিকমতো চালু করা হলে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকার সমস্যা থাকতেই পারে না।

কিন্তু 'দ্বীনে হক' চালু নেই বলে যাকাতের মতো মহান ব্যবস্থাটিও ইসলামের কলংক বলে ধারণা হওয়ার কারণ ঘটেছে। বর্তমান বাতিল সমাজ ব্যবস্থায় যে নিয়মে যাকাত চালু আছে তাতে মনে হয় যে, যাকাত যেন গরীবদের প্রতি ধনীদের দয়ার ভিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যাকাত হলো যাকাতদাতাদের উপর ধার্য করা এক প্রকার বাধ্যতামূলক ট্যাক্স এবং দরিদ্রদের জন্য এটা হক বা অধিকার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات : ١٩] অর্থ: "আর তাদের (ধনীদের) মালের মধ্যে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার।"[৩৮] ইসলামী সরকার যাকাত উসুল করে যথানিয়মে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করলে অত্যন্ত সম্মানের সাথে যথাযোগ্য ব্যক্তিরা পেতে পারে। বর্তমানে যারা যাকাত পায় তারা অপমানজনক ভাবেই দাতাদের অনুগ্রহ হিসেবে তা পাচ্ছে।

ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির এখানে যে দুর্দশা তা থেকেই অনুমান করা যায় যে, গোটা ইসলামী জীবন বিধানের মর্যাদা এখানে কতটুকু? ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সবার অন্তরে দ্বীনে হকের যত উচ্চ মর্যাদাই থাকুক,

---

[৩৭] সহীহ বুখারী ১৩৯৫।

[৩৮] সুরা জারিয়াত ১৯।

বাস্তবে এ দেশে যে দ্বীনে বাতিলের অধীনে ইসলামের নামটুকু মাত্র বেঁচে আছে তা ইসলাম দরদীরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

যেটুকু ইসলাম বেঁচে আছে তা দ্বীনি মাদরাসাগুলোরই বিশেষ অবদান। এসব মাদরাসা না থাকলে কুরআন ও হাদীসের কোন চর্চাই থাকতো না। মুসলিম জনগণের সাহায্য না হলে এসব মাদরাসার অস্তিত্বই অসম্ভব হতো। বাতিলের অধীনে এটুকু বেঁচে থাকাটাও বড় সৌভাগ্যের কথা।

প্রশ্নঃ দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলের অবস্থা কি হয়?

উত্তরঃ যেখানে দ্বীনে বাতিল কায়েম আছে সেখানে যেমন দ্বীনে হক বাতিলের অধীন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলকেও হকের অধীন হতে হয়। আল্লাহ (সুব:)বাতিলকে খতম করার হুকুম দেননি। তিনি হককে বিজয়ী করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন।"[৩৯]

হক বিজয়ী হলে বাতিলকে ততটুকুই বেঁচে থাকার অধিকার ও সুযোগ দেয়া হবে যতটা হকের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমন বর্তমানে দ্বীনে হক ততটুকুই টিকে আছে যতটুকুতে বাতিলের আপত্তি নেই বা যতটুকু থাকলে দ্বীনে বাতিলের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না।

আল্লাহ (সুব:)মানুষকে যে উন্নত নৈতিক সত্তা হিসেবে মর্যাদা দিতে চান তা একমাত্র দ্বীনে হকের অধীনেই সম্ভব। মানুষের মধ্যে পশুত্বের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তা আরও আস্কারা দেয়ার জন্য দ্বীনে বাতিলের পক্ষ থেকে বস্তুগত অদ্ভুত অদ্ভূত দর্শন সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম ও জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিচ্ছে।

দ্বীনে হক বিজয়ী হলে মানুষকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য আল্লাহর (সুব:) দেয়া বিধানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। বিশ্বনবী (সা:) সেকালে দুনিয়ার সবচেয়ে অসভ্য ও নিকৃষ্ট মানব সমাজকে

---

[৩৯] সুরা তাওবা ৯:৩৩; সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮; সুরা আস সফ ৬১:৯।

দ্বীনে হকের মাধ্যমেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও সভ্যতম সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্ন: ইক্বামাতে দ্বীনের দায়িত্ব কার?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:)এ দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সা:) কে পাঠিয়েছেন। যেমন কুরআন পাকের তিনটি সুরায় এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ [التوبة/٣٣، الفتح/٢٨، الصف/٩]

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।"[৪০]

কিন্তু এ দায়িত্ব কি শুধু রাসুলেরই! রাসুলের প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তারা কি শুধু সালাত, সাওম ও অন্যান্য কতক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন? কুরআন ও হাদীস একথার সাক্ষী দেয় যে, প্রত্যেক ঈমানদারকেই রাসূল (সা:) এর সাথে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনে জান ও মাল দ্বারা পূর্ণরূপে শরীক হতে হতো। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ইমামতিতে মদীনার মসজিদে জামায়াতে সালাত আদায়কারী এক হাজার লোক নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা:) উহুদের যুদ্ধে রওনা হলেন। কিছুদূর যেয়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নেতৃত্বে তিনশ' লোক যুদ্ধে শরীক না হয়ে ফিরে এলো। আল্লাহ (সুব:)এদেরকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করলেন। তাবুকের যুদ্ধে তিনজন সাহাবী যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় এবং পরে রওয়ানা হবার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও রাসূলের নির্দেশে তাদেরকে মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করা হলো। এমনকি তাদের বিবি বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। এ অবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন লাগাতার তাওবা করার পর আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে ক্ষমা করলেন।

এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা:) যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন তা বাস্তবায়নে পূর্ণভাবে শরীক হওয়া ঈমানের অপরিহার্য

---

[৪০] সুরা তাওবা ৯:৩৩; সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮; সুরা আস সফ ৬১:৯।

দাবী। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই আবশ্যক। রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) এর এ মহান দায়িত্বে শরীক না হলে ঈমান আনার প্রয়োজনই কি ছিল? কুরআনে রাসূলের (সা:) মুখ দিয়েই প্রকাশ করানো হয়েছে যে:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ [الشعراء/١٠٨/١١٠/١٢٦/١٣١/١٤٤/١٥٠]

অর্থ: "সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।"[৪১]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পূর্ণ আনুগত্য করার মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব।

আল্লাহ পাক যত হুকুম করেছেন, যত বিধান দিয়েছেন তা বাস্তবে মানব সমাজে তখনই প্রচলন হতে পারে যখন দ্বীনে হক কায়েম করা হবে। কোন ফরয বিধানই দ্বীনে বাতিলের অধীনে থেকে ফরযের মর্যাদা পায় না। 'ইক্বামাতে দ্বীন' ছাড়া কোন হারামই সমাজ থেকে উৎখাত হতে পারে না। তাই আল্লাহর রাসূল (সা:) যত ফরজ কায়েম করতে পেরেছিলেন তা ইকামাতে দ্বীনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। দ্বীন কায়েম করতে না পারলে কোন ফরজই সমাজে চালু করতে পারতেন না। সুতরাং ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বটাই সব ফরজের বড় ফরজ। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কোন ফরজকেই ঠিকভাবে সমাজে কায়েম করা সম্ভব নয়। তেমনি দ্বীন কায়েম করা ছাড়া সমাজ থেকে খারাবী ও অন্যায়কে উৎখাত করা যায় না।

তাহলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযায়ে ইক্বামাতে দ্বীন) প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। অর্থাৎ দ্বীনকে কায়েম বা বিজয়ী করার চেষ্টা করা "ফরযে আইন"। অবশ্য দ্বীন বিজয়ী হয়ে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক সরকারের উপরই দ্বীনকে কায়েম রাখার দায়িত্ব থাকে। তখন এটা সাধারণ মুসলিমদের জন্য "ফরযে কিফায়া" হয়ে যায়। কিন্তু দ্বীনে বাতিলকে পরাজিত করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্বটি অবশ্যই "ফরযে আইন"। আল্লাহর রাসূল (সা:)

---

[৪১] সুরা শূআ'রা: ১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০।

কে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (উৎকৃষ্টতম আদর্শ) ও সাহাবায়ে কেরামকে অনুকরণ যোগ্য মনে করলে একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

সব ফরজের বড় ফরজ হিসেবে ইক্বামাতে দ্বীনের দায়িত্বকে বুঝাবার পর কারো পক্ষেই ইসলামের কতক মূল্যবান খেদমত করেই সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য এ দায়িত্বের অনুভুতিই যাদের নেই তাদের কথা আলাদা। নাজাত দেয়ার মালিক যে মহান আল্লাহ তিনিই তাদের হাল জানেন এবং তিনি কারো উপর অবিচার করবেন না - একথা নিশ্চিত। কিন্তু আল্লাহ পাক যাদেরকে ইক্বামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযাহ) বুঝবার যোগ্যতা দিয়েছেন তাদের পক্ষে এ বিষয়ে অবহেলা করা স্বাভাবিক নয়। মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের যতটুকু খেদমত হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্নঃ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের বিধান কি?

উত্তরঃ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা ফরজ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى : ١٣]

অর্থঃ "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; (তা হচ্ছে ঐ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৪২]

যেহেতু এ আয়াতটিকে দ্বীন ও দ্বীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা হয়েছে, তাই এর ব্যাপারে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তা বুঝে নেয়া আবশ্যকঃ বলা হয়েছে شَرَعَ لَكُمْ "তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।" شَرَعَ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'রাস্তা তৈরী করা'

---

[৪২] সুরা শু'রা ২৬:১৩।

এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি, বিধি ও নিয়ম-কানুন রচনা করা। এই পারিভাষিক অর্থ অনুসারে আরবী ভাষায় تَشْرِيْعٌ শব্দটি আইন প্রণয়ন (Legislation)। شَرْعٌ এবং شَرِيْعَةٌ শব্দটি আইন (Law) এবং شَارِعٌ শব্দটি আইন প্রণেতার (Lawmaker) শব্দের সমার্থক বলে মনে করা হয়। আল্লাহই বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক, তিনি মানুষের প্রকৃত অভিভাবক এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়েই মতভেদ হোক না কেন তা ফয়সালা করার দায়িত্ব তারই। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের যেসব আয়াত অবর্তীণ হয়েছে তার সহজ ব্যাখ্যা হলো 'পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ (সুব:)এমন আইন রচনা করবেন যার দ্বারা মানুষের মধ্যে ফয়সালা করা যায়। আর যেহেতু আল্লাহই প্রকৃত মালিক, অভিভাবক ও শাসক তাই মানুষের জন্য আইন ও বিধান রচনা করা এবং মানুষকে এই আইন ও বিধান দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই।

পরের অংশে বলা হয়েছে مِنَ الدِّينِ 'দ্বীন থেকে', শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী এই শব্দের অনুবাদ করেছেন 'আইন থেকে' অর্থাৎ আল্লাহ 'শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন' যা আইনের পর্যায়ভুক্ত। দ্বীন অর্থই কারো নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। এ কারণেই আল্লাহ নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে 'আইন' বলার পরিষ্কার অর্থ হল, এটা শুধু সুপারিশ (Recomended) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয় বরং তা বান্দার জন্য মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না করার অর্থ হলো 'বিদ্রোহ করা'। যে ব্যক্তি এই আইনের অনুসরণ করবে না সে প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করলো। রাষ্ট্রের আইন অমান্য করলে যেভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হয় তেমনি ভাবে আল্লাহর আইন অমান্য করলে তাকেও আল্লাহদ্রোহী বলা হবে যা রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার চেয়েও ভয়ানক।

আয়াতের এর পরের অংশে বলা হয়েছে দ্বীনের এই 'আইন'ই সেই 'আইন' যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নুহ, ইবরাহীম ও মুসা (আ:) কে এবং সর্বশেষ মুহাম্মদ (সা:) কে সেই একই নির্দেশ দান করা হয়েছে। এই বাণী থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে:

১. আল্লাহ এই বিধানকে সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠাননি, বরং মাঝে মধ্যে যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে তাঁর রাসূলুল্লাহ মনোনীত করে এই বিধান তার কাছে সোপর্দ করেছেন। যিনি অন্যান্য লোকদের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন।

২. প্রথম থেকেই এই বিধান এক ও অভিন্ন। এমন নয় যে, কোন জাতির জন্য কোন একটি দ্বীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্য সময় অপর এক জাতির জন্য তা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত কোন দ্বীন পাঠিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিক দ্বীন আসেনি বরং একটি দ্বীনই এসেছে।

৩. আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব মানার সাথে সাথে যাদের মাধ্যমে এ বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মানা এবং যে ওহীর দ্বারা এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়া এ দ্বীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবিও তাই। কারণ, যতক্ষন পর্যন্ত তা আল্লাহর তরফ থেকে হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই আনুগত্য করতেই পারে না। অতপর বলা হয়েছে, এসব নবী-রাসূলদেরকে এই বিধান দেওয়ার সাথে সাথে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল যে, أَقِيمُوا الدِّينَ অর্থাৎ শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী এই আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন “দ্বীনকে কায়েম করো ” আর শাহ রফী উদ্দীন ও শাহ আব্দুল কাদের অনুবাদ করেছেন যে, “দ্বীনকে কায়েম রাখো” এই দুইটি অনুবাদই সঠিক। اِقَامَةٌ শব্দের অর্থ ‘কায়েম করা’ ও ‘কায়েম রাখা’ উভয়ই।

নবী–রাসূলুল্লাহগন (আ:) এই দুটি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে এই দ্বীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন জিনিসকে কায়েম রাখার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা কায়েম থাকে। অন্যথায় প্রথমে তা কায়েম করতে হবে, তারপর তা যাতে কায়েম থাকে সে জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রশ্নঃ দ্বীন কায়েমের বাস্তব উদাহরণ কি?

উত্তরঃ এ পর্যায়ে আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। একটি হলো দ্বীন কায়েম করার অর্থ কি? অপরটি হলো 'দ্বীন' অর্থ কি যা কায়েম করার এবং কায়েম রাখার আদেশ করা হয়েছে? এ দুটি বিষয় ভলোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

'কায়েম করা' কথাটি যখন কোন বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় উপবিষ্টকে উঠানো, যেমনঃ কোন মানুষ বা জন্তুকে উঠানো। কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাঁড় করানো। যেমনঃ বাঁশ বা কোন থাম তুলে দাঁড় করানো। অথবা কোন জিনিসের বিক্ষিপ্ত অংশ গুলোকে একত্রিত করে সমুন্নত করা। যেমনঃ কোন খালি জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা। কিন্তু যা বস্তুগত বা দেহধারী জিনিস নয় বরং অবস্তুগত বা দেহহীন জিনিষ তার জন্য যখন কায়েম করা শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয়, বরং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত প্রতিষ্ঠা করা। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি তার রাজত্ব কায়েম করেছে তখন তার অর্থ এই হয় না যে, সে তার রাজত্বের দিকে আহবান জানিয়েছে। বরং তার অর্থ হয়, সে দেশের লোকদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে এবং সরকারের সকল বিভাগে এমন সংগঠন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, দেশের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নির্দেশ অনুসারে চলতে শুরু করেছে। অনুরূপ যখন আমরা বলি, দেশে আদালত কায়েম আছে তখন তার অর্থ হয়ঃ ইনসাফ করার জন্য বিচারক নিয়োজিত আছেন। তিনি মোকাদ্দমা সমূহের শুনানি করছেন এবং ফয়সালা দিচ্ছেন। একথার এ অর্থ কখনো হয় না যে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা খুব ভালভাবে করা হচ্ছে এবং মানুষ তা সমর্থন করছে।

অনুরূপ ভাবে কুরআন মজিদে যখন নির্দেশ দেয়া হয়, সালাত কায়েম করো তখন তার অর্থ সালাতের দাওয়াত ও তাবলীগ নয় বরং তার অর্থ হয় সালাতের সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে শুধু নিজে আদায় করা না বরং এমন ব্যবস্থা করা যেন ঈমানদারদের মধ্যে তা নিয়মিত প্রচলিত হয়। মসজিদের ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমআ' ও জামাআ'তের ব্যবস্থা

হয়, সময়মত আযান দেয়া হয়, ইমাম ও খতীব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে সময়মত মসজিদে আসা ও সালাত আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

এই ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, নবী-রাসূলুল্লাহ (আঃ) দের যখন এই দ্বীন কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তখন তার অর্থ শুধু এতটুকু ছিল না যে, তারা নিজেরাই কেবল এ দ্বীনের বিধান মেনে চলবেন, অন্যদের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করবেন, যাতে মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয় বরং তার অর্থ এটাও যে, মানুষ যখন তা মেনে নেবে তখন তারা আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দ্বীনের প্রচলন ঘটাবেন, যাতে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হতে এবং চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর। এই স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারে না। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই নির্দেশের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করা হয়নি, দ্বীনকে কায়েম করা ও কায়েম রাখাকেই 'উদ্দেশ্য' বানানো হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। সুতরাং নবী-রাসূলুল্লাহদের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো 'দাওয়াত ও তাবলীগ করা' একথা বলা একেরারেই অবান্তর।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন টি দেখুন। কেউ কেউ বলেনঃ পবিত্র কুরআনে যে দ্বীন কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ঐ একই দ্বীন পূর্বের সমস্ত নবী-রাসূলদেরকেও সমান ভাবে কায়েম করতে বলা হয়েছে। যদিও তাদের সবার শরীয়াতের শাখা-প্রশাখাগত আমল ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন আল্লাহ কুরআন মজিদে বলেছেনঃ

{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة : ٤٨]

অর্থঃ "আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্যে স্বতন্ত্র শরীয়াত এবং স্বতন্ত্র পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি।"[৪৩]

তাই তারা ধরে নিয়েছে যে , এ দ্বীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নয়, বরং এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব,

[৪৩] সুরা মায়িদা ৫:৪৮।

ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদত করা। তারা নিম্নের মুফাসসিরগণের মতামতকে দলীল-প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন:

ইমাম হাসান বিন মুহাম্মদ নিশাপুরী (র:) বলেন:

هُوَ اِقَامَةُ الدِّيْنِ يَعْنِيْ اِقَامَةُ اُصُوْلِه مِنَ التَّوْحِيْد وَالنُّبوة وَالْمَعَاد وَنَحْوِ ذَلِـــكَ دُوْنَ الْفُرُوْعِ الَّتِيْ تَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الْاَوْقَات لِقَوْلِهِ { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً } [المائدة : ٤٨]

অর্থ: "দ্বীনের উছূল বা মূলনীতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত কর। যেমন: তাওহীদ, নবুওয়াত, আখেরাতের উপর বিশ্বাস বা অনুরূপ বিষয় সমূহ। শাখা-প্রশাখা বিষয় সমূহ নয়, যা সময়ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন. তোমাদের জন্য আমরা পৃথক-পৃথক বিধি-বিধান ও পদ্ধতি সমূহ নির্ধারিত করেছি।"[৪৪]

ইমাম কুরতুবী (র:) বলেছেন:

" أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ " وَهُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ، وَالْاِيْمَانُ بِرُسُلِه وَكُتُبِه وَبِيَوْمِ الْجَزَاءِ، وَبِسَائِرِ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِإِقَامَتِه مُسْلِمًا.وَلَمْ يَرِدِ الشَّرَائِعُ الَّتِيْ هِيَ مَصَالِحُ الْـــاُمَمِ عَلَى حَسْبِ أَحْوَالِهَا، فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ

অর্থ: "দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর" এর অর্থ হল, আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য, তাঁর রাসূলগণের উপরে, কিতাব সমূহের উপরে, ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সবকিছুর উপরে ঈমান আনয়ন কর। অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উম্মতের উপরে যেসকল শরীয়ত বা ব্যবহারিক বিধি-বিধান নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলো এই আয়াতের বিষয় বস্তুর অন্তর্ভূক্ত নয়।"[৪৫]

বায়যাভী (র:) বলেন:

وَهُوَ الْإِيْمَانُ بِمَا يَجِبُ تَصْدِيْقُهُ وَالطَّاعَةُ فِيْ أَحْكَامِ اللهِ وَمَحَلُّهُ النَّصَبُ عَلَى الْبَدْلِ مِنْ مَفْعُوْلٍ

---

[৪৪] তাফসীরে নিশাপুরি ২য় খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা।

[৪৫] তাফসীরে কুরতুবী ১৬ নং খন্ড, ১০ নং পৃষ্ঠা।

অর্থ: "দ্বীন অর্থ যেসবের উপরে ইয়াকীন রাখা ওয়াজিব, সেসবের উপরে ঈমান আনা এবং আল্লাহর বিধান সমূহের আনুগত্য করা।"[৪৬]

হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন:

وَالدِّيْنُ الَّذِيْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ}. وَفِيْ الْحَدِيْثِ «نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ دِيْنُنَا وَاحِدٌ» أَيْ اَلْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ

অর্থ: "ঐ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, তা হল এক আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন: আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।' রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: 'আমরা নবীর দল সকলেই আল্লাতি ভাই এবং সকলের দ্বীন অভিন্ন। অর্থাৎ মৌলিক বিষয়ের বিবেচনায় সকলের দ্বীন এক, যদিও তাদের শরীআ'ত ও কর্মধারা পৃথক ছিল।"[৪৭]

ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী বলেন:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .....هَوُ التَّوْحِيْدُ

অর্থ: "তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে পরষ্পরে বিছিন্ন হয়ো না" ... এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন هُوَ التَّوْحِيْدُ অর্থ 'সেটা (দ্বীন অর্থ) হলো তাওহীদ'।"[৪৮]

ইমাম শাওকানী বলেন:

أَنْ أَقِيْمُوا الدِّينَ (أَىْ تَوْحِيْدُ اللهِ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَطَاعَةُ رُسُلِهِ وَقُبُوْلُ شَرَائِعِهِ

অর্থ: "ইক্বামাতে দ্বীনের অর্থ হলো আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর উপরে ঈমান আনা, তাঁর রাসূলগণের উপরে ঈমান আনা ও আল্লাহর শরী'আত সমূহ কবুল করা।"[৪৯]

---

[৪৬] তাফসীরে বায়যাবী ৫ম খন্ড, ১২৪ নং পৃষ্ঠা।
[৪৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা শুরা ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।
[৪৮] তাফসীরে জালালাইন ১ম খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠায় সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

আব্দুর রহমান বিন নাছের সা'দী বলেন:

{ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ } أَيْ: أَمْرُكُمْ أَنْ تُقِيْمُوْا جَمِيْعَ شَرَائِعِ الدِّيْنِ أُصُوْلِه وَفُرُوْعِه، تُقِيْمُوْنَهُ بِأَنْفُسِكُمِ، وَتَجْتَهِدُوْنَ فِيْ إِقَامَتِه عَلَى غَيْرِكُمْ، وَتَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىْ وَلَا تَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. { وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }

অর্থ: "আমি তোমাদের আদেশ করছি যে, তোমরা দ্বীনের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা সমূহ সহকারে সকল বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা কর এবং অপরের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কর। নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরষ্পরকে সাহায্য কর। অন্যায় ও গোনাহের ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করো না। এবং তা করতে গিয়ে পরস্পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।"[৫০]

তারা উপরোক্ত তাফসীরসমূহের ভিত্তিতে শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব, ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদত করাকেই 'ইক্বামাতে দ্বীন' বা দ্বীন কায়েম করা বলতে চান। শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ ও বিধি বিধান কায়েম করা নয়। কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ক মত। কেননা উপরোক্ত তাফসীরকারকদের উদ্দেশ্য তা নয়। বরং তাদের কথার সারমর্ম হলো "ইকামাতে দ্বীন অর্থ ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদ বা এক আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা।"

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। যারা তাওহীদ বলতে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করাকে বুঝান এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান তৈরী করাকে শিরক মনে করেন না তারা তাদের ভুলচিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপরোক্ত তাফসীর সমূহ দলীল-প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্ট করে থাকেন।

কিন্তু এটি মারাত্মক ভুল। কেননা তারা শুধু বহ্যিকভাবে সকল নবীদের দ্বীনের মৌলিক ঐক্য ও শরীয়তের শাখাগত আমলসমূহের বিভিন্নতা দেখে এ মত পোষণ করেছেন। এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে, যদি তা

[৪৯] তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ৪ খন্ড, ৫৩০ নং পৃষ্ঠা, সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।
[৫০] তাফরীরে কারীমির রহমান সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

সংশোধন করা না হয় তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের সূচনা করবে যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীয়ত বিহীন দ্বীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং ঈসা (আ:) এর উম্মতকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন। কারণ, শরীয়ত যখন দ্বীন থেকে সতন্ত্র একটি জিনিস। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু দ্বীন কায়েমের জন্য শরীয়ত কায়েমের জন্য নয়। তখন মুসলমানরাও খৃস্টানদের মত অবশ্যই শরীয়তকে গুরুত্বহীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে উপেক্ষা করবে এবং দ্বীনের মধ্যথেকে শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও বড় বড় নৈতিক নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে। যেমনটা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেকেই বলে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখতে হবে। যেটা বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি নামে প্রসিদ্ধ।

কাজেই এভাবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে **دِيْنٌ** এর অর্থ নিরূপন করার পরিবর্তে কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকে জেনে নিচ্ছি না যে, ‘দ্বীন কায়েম’ করার নির্দেশ যেখানে দান করা হয়েছে সেখানে তার অর্থ কি শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি, না শরীয়তের অন্যান্য আদেশ নিষেধও অন্তর্ভুক্ত? কুরআন মাজীদ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি কুরআন মজীদে যেসব জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও আছে।

এক:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة/٥]

অর্থ: “আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত’ করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন।”[৫১]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, সালাত এবং সাওম এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ সালাত ও সাওমের আহকাম বিভিন্ন শরিয়াতে বিভিন্ন রকম ছিল। পূর্ববর্তী শরীয়াতসমূহে বর্তমানের মত সালাতের এই একই নিয়ম-কানুন,

---

[৫১] সুরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫।

একই খুঁটি-নাটি বিষয়, একই সমান রাকআত, একই কিবলা,একই সময় এবং এই একই বিধি বিধান ছিল একথা কেউ বলতে পারে না। অনুরূপ যাকাত সম্পর্কে কেউ এ দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত শরীয়তে বর্তমানের ন্যায় যাকাতের এই একই নিসাব, একই হার এবং আদায় ও বন্টনের এই একই বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু শরীয়তের ভিন্নতা সত্তেও আল্লাহ এ দুটি জিনিসকে দ্বীনের মধ্যে গণ্য করেছন।

দুই:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [المائدة/٣]

অর্থ: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু, অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে-তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ (মারা যাওয়ার আগেই) তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূঁজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[৫২]

এ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের এসব হুকুম আহকামও দ্বীনের মধ্যে শামিল।

তিন:

[৫২] সুরা মায়িদা ৫:৩

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ [التوبة/٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না।"[৫৩]

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ (সা:) যেসব আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তা মানা ও তার আনুগত্য করাও দ্বীন।

চার:

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور : ٢]

অর্থ: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।"[৫৪]

এ চারটি উদাহরণই এমন যেখানে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বীন বলা হয়েছে। কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝা যায়, আরও যেসব গুনাহের কারণে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন (যেমন ব্যভিচার, সুদখোরী, মুমিন বান্দাকে হত্যা, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ নেয়া ইত্যাদি) এবং যেসব অপরাধকে আল্লাহর শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমনঃ লুতের কওমের মত পাপাচার এবং পারস্পারিক লেনদেনে শুয়াইব (আ:) এর কওমের মত আচরণ) তার পথ রুদ্ধ করার কাজেও অবশ্যই দ্বীন হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ, দ্বীন যদি জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে

[৫৩] সুরা তাওবা ৯:২৯।
[৫৪] সুরা নূর ২৪:২।

রক্ষা করার জন্য না এসে থাকে তাহলে আর কিসের জন্য এসেছে। অনুরূপ শরীয়তের যেসব আদেশ-নিষেধ লংঘনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব আদেশ-নিষেধও দ্বীনের অংশ হওয়া উচিত। যেমন উত্তরাধিকার বিধি–বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছেঃ

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء : ١٤]

অর্থঃ "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।"[৫৫]

অনুরূপ আল্লাহ যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার কথা কঠোর ভাষায় অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমনঃ মা, বোন ও মেয়ের সাথে বিয়ে, মদ্যপান, চুরি, জুয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দান। এসব জিনিসের হারাম হওয়ার নির্দেশকে যদি "ইকামাতে দ্বীন" বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য করা না হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ কিছু অপ্রয়োজনীয় আদেশ নিষেধও দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন তার উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ আল্লাহ যেসব কাজ ফরজ করেছেন, যেমন: সাওম ও হজ্জ তাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার পর্যায় থেকে এই অজুহাতে বাদ দেওয়া যায় না যে, রমজান মাসে ত্রিশটি সাওম পূর্ববর্তী শরীয়াত সমূহে ছিল না এবং কাবায় হজ্জ করা কেবল সেই শরীয়তেই ছিল যা ইবরাহীমের (আ:) বংশধারার ইসমাঈলী শাখাকে দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভূল বোঝাবোঝি সৃষ্টির কারণ হলো,

{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة : ٤٨]

অর্থ: "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা।"[৫৬]

আয়াতের এ অর্থ করা যে, যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্য শরীয়াত ছিল ভিন্ন কিন্তু কায়েম করতে বলা হয়েছে দ্বীনকে যা সমানভাবে সব নবী-রাসূলদের দ্বীন ছিল, তাই দ্বীন কায়েমের নির্দেশের মধ্যে শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত

---

[৫৫] সুরা নিসা ৪:১৪।

[৫৬] সুরা মায়িদা ৫:৪৮।

নয়। অথচ এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুরা মায়েদার যে স্থানে এ আয়াতটি আছে তার পূর্বাপর অর্থাৎ ৪১নং আয়াত থেকে ৫০নং আয়াত পর্যন্ত যদি কেউ মনযোগ সহকারে পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সেটিই ছিল তাদের জন্য দ্বীন এবং সেই নবীর নবূওয়াতকালে সেই দ্বীন কায়েম করাই কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

এখন যেহেতু মুহাম্মদ (সা:) এর নবুওয়াতের যুগ সেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে যে শরীয়াত দান করা হয়েছে এ যুগের জন্য সেটিই দ্বীন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠা করাই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা। এরপর থাকে শরীয়াতের পরস্পর ভিন্নতা। এ ভিন্নতার তাৎপর্য এই নয় যে, আল্লাহর দ্বীন অর্থাৎ শরীয়াত সমূহ পরস্পর বিরোধী ছিল। সঠিক তাৎপর্য হলো অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ঐ সব শরীয়তে কিবলা এক ছিল না। তাছাড়া সালাতের সময়, রাকাআতের সংখ্যা এবং বিভিন্ন অংশে কিছুটা পার্থক্য ছিল। অনুরূপ সাওম সব শরীয়তেই ফরয ছিল। কিন্তু রমাযানের ত্রিশটি সাওম অন্যান্য শরীয়তে ছিল না। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয় যে, সালাত ও সাওম "ইকামাতে দ্বীন" তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ঠিকই কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে সাওম রাখা 'ইকামাতে দ্বীনের' বহির্ভুত। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন শরীয়তে সালাত ও সাওম আদায়ের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছিল সেই সময়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে সালাত কায়েম করা ও সাওম পালন করাই ছিল দ্বীন কায়েম করা। বর্তমানে এসব ইবাদতের জন্য শরীয়াতে মুহাম্মদীতে যে নিয়ম-পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক ইবাদাত-বন্দেগী করাই "ইকামাতে দ্বীন"। এ দুটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে শরীয়াতের অন্যান্য সব আদেশ-নিষেধও বিচার করুন।

যে ব্যক্তি চোখ খুলে কুরআন মাজীদ পড়বে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এই গ্রন্থ তার অনুসারিদেরকে কুফরি ও কাফেরদের আজ্ঞাধীন ধরে নিয়ে বিজিতের অবস্থানে থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করার কর্মসূচী দিচ্ছে না বরং প্রকাশ্যে নিজের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে

জীবনাপাত করার জন্য অনুসারীদের কাছে দাবী করছে এবং তাদেরকে মানবজীবনের সংস্কার ও সংশোধনের এমন একটি কর্মসূচী দিচ্ছে যার একটি বৃহদাংশ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতে থাকে ।

আল্লাহ (সুব :) কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

{ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء : ١٠٥]

অর্থঃ "নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন ।"[৫৭]

এই কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে এমন একটি সরকারের ধারণা পেশ করেছে, যে সরকার একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করে হকদারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন:

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : ٦٠]

অর্থঃ নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) এবং মুসাফিরদের মধ্যে । এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ।"[৫৮]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

---

[৫৭] সুরা নিসা ৪:১০৫ ।

[৫৮] সুরা তাওবা ৯:৬০ ।

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : ١٠٣]

অর্থ: "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৫৯]

এই কিতাবে সুদ বন্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুদখোরী চালু রাখার কাজে তৎপর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة : ٢٧٥ – ٢٨١]

অর্থ: "যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তবে যা পিছনে হয়েছে তা তাঁর জন্যই। আর তার

[৫৯] সুরা তাওবা ৯:১০৩।

ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা পুনরায় ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। এই হুকুম কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা থাকবে ঈমানদারদের হাতে।

এই কিতাবে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة : ١٧٨]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"[৬০]

এই কিতাবে চুরির ব্যাপারে হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করছেন:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [المائدة : ٣٨]

---

[৬০] সুরা আল বাকারা ২:১৭৮।

অর্থ: "আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তারা যা করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৬১]

এই কিতাবে ব্যাভিচারের শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করছেন:

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور : ٢]

অর্থ: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে।"[৬২]

পবিত্র কুরআন মাজিদে এসব সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। যেগুলো অমান্যকারীদের পুলিশ ও আদালতের অধীনে থাকতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা।

এই কিতাবে আল্লাহ (সুব:)কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة : ١٩٠]

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৬৩]

---

[৬১] সুরা মায়েদা ৫:৩৮।

[৬২] সুরা আননুর ২৪:২।

[৬৩] সুরা বাকারা ২:১৯০।

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

অর্থ: "তোমাদের উপর (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর (প্রকৃত বিষয়) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৬৪]

এখানে বলা হয়নি যে, যারা দ্বীন মেনে চলে তারা কাফিরদের সরকারী বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করে এ নির্দেশ পালন করবে। বরং এজন্য মুমিনদের নিজেদেরই রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এমনিভাবে এই কিতাবে আল্লাহ (সুব:)আহলে কিতাবিদের কাছ থেকে জিযিয়া কর নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : ٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয়।"[৬৫]

একথা বলা হয়নি যে মুসলমানরা কাফেরদের অধীন থেকে তাদের জিযিয়া আদায় করবে এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এ ব্যপারটি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমুহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাবেন মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে প্রথম থেকেই যে

[৬৪] সুরা আল বাক্বারা ২:২১৬।
[৬৫] সুরা তাওবা ৯:২৯।

পরিকল্পনা ছিল তা হলো দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন, কুফরি সরকারের অধীনে দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের জিম্মি হয়ে থাকা নয়।

তাদের ব্যাখ্যার এই ভ্রান্তি যে জিনিষটির সাথে সবচেয়ে বেশী সাংঘর্ষিক তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজের বিরাট কাজ। যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাতের যুগে সমাধা করেছেন। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই গোটা আরবকে বশীভূত করেছেন এবং বিস্তারিত শরীয়াত বা বিধি-বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন যা আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকান্ড, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজনীতি ও ন্যায় বিচার এবং যুদ্ধ ও সন্ধিসহ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যপ্ত ছিল। এ আয়াত অনুসারে নবী (সা:) সহ সমস্ত নবী-রাসূলুল্লাহকে ইকামাতে দ্বীনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নবী (সা:) এর এসব কাজকে যদি তার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা না হয় তাহলে তার কেবল দুটি অর্থই হতে পারে। হয়তো নবী (সা:)এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে (মাআ'যাল্লাহ) যে, তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন শুধু ঈমান ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বড় বড় মূলনীতি সমূহের তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য কিন্তু তা লংঘন করে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই একটি সরকার কায়েম করেছিলেন, যা অন্যসব নবী-রাসূলদের শরীয়াত সমূহের সাধারণ নীতিমালা থেকে ভিন্ন ছিল, অতিরিক্তও ছিল। নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে যে, তিনি সুরা শুরায় উপরোক্ত ঘোষণা দেওয়ার পর নিজেই তার কথা থেকে সরে পড়েছিলেন এবং নিজের নবীর নিকট থেকে ঐ সূরায় ঘোষিত ইক্বামাতে দ্বীনের চেয়ে কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন ধরনের কাজই শুধু নেননি, বরং উক্ত কাজকে পূর্ণতা লাভের পর নিজের প্রথম ঘোষণার পরিপন্থি ২য় এই ঘোষনাটিও দিয়েছেন যে ,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম।"[৬৬]

নাউযুবিল্লাহ! এ দুটি অবস্থা ছাড়া ৩য় এমন কোন অবস্থা যদি থাকে যে ক্ষেত্রে ইকামাতে দ্বীন এর ব্যাখ্যাও বহাল থাকে এবং আল্লাহ কিংবা তার

[৬৬] সুরা মায়িদা ৫:৩।

রাসুলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও না আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তা জানতে চাইবো ।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে:

[وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ] {الشورى : ١٣}

অর্থ: "দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করোনা"[৬৭]

কিংবা তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। দ্বীনে বিভেদের অর্থ ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে এমন অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বা না মানার উপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং মান্যকারীদের নিয়ে অমান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। অথচ দ্বীনের মধ্যে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই অভিনব বিষয়টি কয়েক ধরণের হতে পারে। দ্বীনের মধ্যে যে জিনিস নেই তা এনে শামিল করা হতে পারে। দ্বীনের অকাট্য উক্তি সমূহের বিকৃত প্রায় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত আক্বীদা-বিশ্বাস এবং অভিনব আচার অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা হতে পারে। আবার দ্বীনের উক্তি ও বক্তব্য সমূহ রদবদল করে তা বিকৃত করা যেমন যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া এবং যা একেবারেই মোবাহ পর্যায়ভূক্ত তাকে ফরয ও ওয়াজিব এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বানিয়ে দেওয়া ।

এ ধরণের আচরণের কারনেই নবী-রাসূলুল্লাহ (আ:) দের উম্মতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর এসব ছোট ছোট দলের অনুসৃত পথই ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার অনুসারীদের মধ্যে বর্তমানে এই ধারণাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই যে এক সময় তাদের মূল ছিল একই। দ্বীনের আদেশ-নিষেধ বুঝার এবং অকাট্য উক্তি সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মাসআলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও পন্ডিতদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কিতাবের ভাষার মধ্যে আভিধানিক, বাগধারা ও ব্যকরণের নিয়ম অনূসারে যার অবকাশ আছে সেই বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত মতভেদের সাথে এই বিবাদের কোন সম্পর্ক নেই ।

[৬৭] সুরা শুরা ৪২:১৩ ।

প্রশ্ন: সকল নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব কি ছিল? দলীল-প্রমানসহ বর্ণনা করুন?

উত্তর: সকল নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল দ্বীন কায়েম করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى : ١٣]

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; (তা হচ্ছে ঐ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৬৮]

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) এর দায়িত্ব ছিল দ্বীন কায়েম করা। আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

{ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة : ٣٣]

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।"[৬৯]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا } [الفتح : ٢٨]

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৭০]

---

[৬৮] সুরা শু'রা ২৬:১৩।
[৬৯] সুরা তাওবা ৯:৩৩।
[৭০] সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮।

অন্য স্থানে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [الصف : ٩]

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।"[৭১]

এ তিনটি আয়াতে **هُدَي** (হুদা) মানে হচ্ছে "ঈমান" আর **وَدِينِ الْحَقِّ** দ্বারা বুঝানো হয়েছে **اَعْمَالٌ صَالِحَةٌ** (আ'মালে সালেহা) অর্থাৎ নেক আমল। **لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** এর অর্থ হচ্ছে ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর ও সমস্ত মতবাদের উপর বিজয়ী করা।[৭২]

দ্বীনের পথে বাধা-বিপত্তি

প্রশ্ন: 'দ্বীনে হক্ব'কে 'দ্বীনে বাতিলে'র উপর বিজয়ী করতে চাইলে দ্বীনে বাতিলের পক্ষ থেকে কি কি ধরণের বাঁধা আসতে পারে?

উত্তর: যুগে যুগে যারাই 'দ্বীনে হক্ব' এর পক্ষে কথা বলেছেন তাদেরকেই 'দ্বীনে বাতিলে'র অনুসারিদের পক্ষ থেকে বাঁধা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের গালি-গালাজ, অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো:

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} [الفرقان : ٣١]

অর্থ: "আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।"[৭৩]

---

[৭১] সুরা আস সফ ৬১:৯।
[৭২] ইবনে কাসীর ২;৩৪৯।
[৭৩] সুরা ফুরকান ২৫/৩১।

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} [الأنعام : ١١٢]

অর্থ: " আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় ।"[৭৪]

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [الأنعام : ١٢٣]

অর্থ: "আর এভাবে আমি প্রতিটি জনপদে তার অপরাধীদের সর্দারদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে । আর তারা শুধু নিজেদের সাথেই চক্রান্ত করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না ।"[৭৫]

১. গালি-গালাজ করা

যারাই হক্বের কথা বলেছেন তাদেরকেই চরমভাবে গালি-গালাজ করা হয়েছে । আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া মাত্রই গালী-গালাজ শুরু হয়েছে ।

এক শ্বাসে দুই গালি (উম্মাদ ও কবি)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ } [الصافات : ٣٦]

অর্থ: "আর তারা বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব?"[৭৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} [الحجر : ٦]

অর্থ: " আর তারা বলল, 'হে ঐ ব্যক্তি, যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো নিশ্চিত পাগল' ।"[৭৭]

---

[৭৪] সুরা আনআম ৬/১১২ ।
[৭৫] সুরা আনআম ৬/১২৩ ।
[৭৬] সুরা সাফফাত ৩৭:৩৬ ।
[৭৭] সুরা হিজর ১৫:৬ ।

গালীর সংখ্যায় নতুন সংযোজন (জাদুকর ও মিথ্যাবাদী)

তাওহীদের দাওয়াত যত বেগবান হবে কাফেরদের বিরোধিতা ততো তীব্র হবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন মক্কায় দাওয়াতের কাজ ব্যাপক ভাবে চালাতে লাগলেন তখন মক্কার কাফেররা আরো দুটি নতুন গালীর সংযোজন করলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص : ٤ ، ٥]

অর্থ: "কাফিররা বললো, 'এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী'। সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়!"[৭৮]

সকল নবী-রাসূলদেরই মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা

{ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ } [الأنعام : ٣٤]

অর্থ: "আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই।"[৭৯]

২. উপহাস ও বিদ্রুপ করার

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে উপহাস ও বিদ্রুপ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ [يس/٣٠]

অর্থ: "আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের নিকট কখনও এমন কোন রাসূলই আসেননি, যাকে তারা বিদ্রুপ না করেছে।"[৮০]

---

[৭৮] সুরা সোয়াদ ৩৮:৪,৫।
[৭৯] সুরা আনআ'ম ৬:৩৪।
[৮০] সূরা ইয়াসীন ৩৬:৩।

৩. ঘর-বাড়ি ও মাতৃভূমি থেকে বের করে দেওয়া

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে ঘর-বাড়ি ও মাতৃভূমি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ [إبراهيم/١٣]

অর্থ: "আর কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বললো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবো, নতুবা তোমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে আসো। তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাহাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি সেই যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।"[৮১]

৪. সমাজের জন্য অমঙ্গল ও ক্ষতিকর আখ্যায়িত করা

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে দেশ ও সমাজের জন্য অমঙ্গল মনে করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [يس : ١٨]

অর্থ: "তারা বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমরা যদি বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে'।[৮২]

৫. হত্যা ও নির্যাতন করা

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে কাউকে হত্যা করা হয়েছে আর কাউকে চরম নির্যাতন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ [البقرة/٨٧]

---

[৮১] সূরা ইবরাহীম ১৪:১৩।

[৮২] সুরা ইয়াসিন ৩৬:১৮।

অর্থ: "কিন্তু যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল-তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।"[৮৩]
এরই ধারাবাহিকতায় ইবরাহীম (আ:) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} [الأنبياء : ٦٨]

অর্থ: "তারা বলল, 'তাকে (ইবরাহীম আ:) আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের ইলাহদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।"[৮৪]
সকলের সাথেই এই আচারণ হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ} [البقرة : ٢١٧]

অর্থ: "আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে।"[৮৫]

পবিত্র কুরআনে আসহাবুল উখদুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

{قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج : ٤ – ٨]

অর্থ: "ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা, (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা (কাফেররা) তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী। আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"[৮৬]
আসহাবুল উখদুদের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ .....أُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ

---

[৮৩] সূরা বাকারা ২:৮৭।
[৮৪] সুরা আম্বিয়া ২১:৬৮।
[৮৫] সুরা বাকার ২:২১৭।
[৮৬] সুরা বুরুজ ৮৫:৪-৮।

أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ».

অর্থ: "সুহাইব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন........ রাজা তখন একটি গভীর গর্ত খুড়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলো এবং বললোঃ যে এই বালকের দ্বীন থেকে সরে না আসবে তাকেই এই আগুনে নিক্ষেপ করো বা তাকেই আগুনে লাফ দিতে আদেশ করো। তারা এমনটাই করতে থাকলো যতক্ষণ না এক মহিলা তার শিশুসন্তান সহ আসলো। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু শিশুটি বলে উঠলোঃ মা, সহ্য করো (এটি পরীক্ষা), কারণ তুমি সঠিক পথে আছো।"[৮৭]

খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) এর উক্তি ঃ

عَنْ خَبَّابٍ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ

অর্থ: "খাব্বাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমাদের পূর্বে এমনও ঈমানদার ছিলেন যাকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খন্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানআ' থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। কিন্তু

---

[৮৭] সহীহ মুসলিম ৭৭০৩;

আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন কিছুর ভয় থাকবে না। আর ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।"[৮৮]

৬. মুমিনদেরকে ক্ষমতা লোভী বলে অপবাদ দেয়া

পবিত্র কোরাআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ} [يونس : ٧٨]

অর্থ: "তারা বলল, 'তুমি কি এসেছ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেন যমীনে তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য? আর আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই'।"[৮৯]

৭. মুমিনদেরকে অশান্তি সৃষ্টিকারী ও ধর্ম পরিবর্তণকারী বলে আখ্যায়িত করা

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر : ٢٦]

অর্থ: "আর ফির'আউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দ্বীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।" [৯০]

বর্তমানেও যখন কুরআন ও হাদীসের সহীহ কথা বলা হয় তখন নব্য ফেরআউনরা একই কথা বলে। এরা জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসী, দেশে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী, বিভ্রান্তকারী, আমাদের বাব-দাদার ধর্ম পরিবর্তণকারী, এরা নতুন নতুন ইসলাম প্রচার করে, আগের লোকেরা কি ভূল করে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে থাকে।

---

[৮৮] সহীহ বুখারী ৩৮৫২।
[৮৯] সুরা ইউনুস ১০:৭৮।
[৯০] সুরা গাফের ৪০:২৬।

৮. মুমিনদের দারিদ্রতা ও দূর্বলতার কারণে তুচ্ছ ও ঘৃণা করা

{قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء : ١١١]

অর্থ: " 'তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে'?[৯১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا} [مريم : ٧٣]

অর্থ: "আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা ঈমানদারদেরকে বলে, 'দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস হিসেবে উত্তম?'[৯২]

একথার মাধ্যমে তারা মুমিনদের থেকে সাধারণ মানুষদেরকে দূরে সরানো উদ্দেশ্য করে থাকে।

৯. মুমিনদের বিরূদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ} [الأعراف : ٩٠]

অর্থ: "আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরী করেছিল তারা বলল, 'যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[৯৩]

১০. বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দেওয়া

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

---

[৯১] সুরা শুআ'রা ২৬:১১১।

[৯২] সুরা মারইয়াম ১৯:৭৩।

[৯৩] সুরা আ'রাফ ৭:৯০।

অর্থ: "তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না।"[৯৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

অর্থ: "যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে?"[৯৫]

১১. পীর-মাশায়েখ ও ওলী-বুযুর্গদের দোহাই দেওয়া

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন তাদেরকেই দ্বীনে বাতিলের অনুসারীদের পক্ষ থেকে পূর্বের যুগের বড় বড় পীর-মাশায়েখ, ওলী-বুযুর্গদের দোহাই দিয়ে জনগণকে তাদের বিরূদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح : ٢٣]

অর্থ: "তারা বলল: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।"[৯৬]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নূহ (আ:) তার জাতীকে শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি কারো নাম নেন নাই, কিন্তু তার জাতি সাধারণ মানুষদেরকে উত্তেজিত করার জন্য তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো। বর্তমানেও যখন তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয় তখন দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা কুরআন ও সুন্নাহের কোন

---

[৯৪] আরাফ ৭:২৮।
[৯৫] মায়েদা ৫:১০৪।
[৯৬] নূহ ৭১:২৩।

দলীল উপস্থাপন না করে বড় বড় আলেম ও পীর-বুযুর্গদের দোহাই দেয় এবং বলে এত বড় বড় আল্লাহর ওলীরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি সকলেই মুশরিক ছিলেন? বেদআতী ছিলেন? তারা যদি জাহান্নামে যায় তাহলে আমরাও তাদের সাথে জাহান্নামে যাব। নাউযুবিল্লাহ!

১২. মুমিনদেরকে 'অল্প কিছু লোক' বলে অপবাদ দেয়া

{ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ} [الشعراء : ٥٣ - ٥٦]

অর্থ: "অতঃপর ফির'আউন নগরে–নগরে একত্রকারীদেরকে পাঠাল। এবং (লোকের একত্রিত হওয়ার পর) বললো: নিশ্চয়ই এরা (মুমিনরা) তো ক্ষুদ্র একটি দল। আর এরা অবশ্যই আমাদের ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছে। আর আমরা সবাই তো যথেষ্ট সতর্ক।"[৯৭]

বর্তমানেও একই কথা বলা হয়, অমুক পীরের দরবারে এত লক্ষ লক্ষ লোক, অমুক ইজতেমায় এত লক্ষ লক্ষ লোক ইত্যাদি।

১৩. ইসলামের ভিতরে নানা রকম সন্দেহ ও সংশয় তৈরী করা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا [الأنعام : ١١٢]

অর্থ: "আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়।"[৯৮]

১৪. অর্থনৈতিক ভাবে অবরোধ দেয়া

{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} [المنافقون : ٧]

অর্থ: "তারাই বলে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়।"[৯৯]

---

[৯৭] সুরা শুআ'রা ২৬:৫৪।
[৯৮] সুরা আনআ'ম ৬:১১২।
[৯৯] সুরা মুনাফিকূন ৬৩:৭।

মদীনার মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে এভাবে জনগণকে অবরোধ দেওয়ার জন্য উস্কানি দিয়েছিলো। মক্কার কাফেররাও রাসূলুল্লাহ (সা:) কে ও তাঁর আশ্রয়দাতা বনু হাশেম, বনু মুত্তালিবকে ‘শেআবে আবী তালেব’ এ অবরূদ্ধ করে রেখেছিলো।

প্রশ্নঃ বর্তমান যুগে দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা দ্বীনে হক্বের বিরূদ্ধে কি ধরণের চক্রান্তে লিপ্ত আছে?

উত্তরঃ বর্তমান যুগের দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা তাদের পূর্বসুরী ফেরআউন, নমরূদ, আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাবদের সহ সকল দ্বীনে বাতিলের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা ছাড়াও নতুন কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যা পূর্বে দ্বীনে বাতিলের অনুসারীরা করে নাই। আর সেগুলো সর্ম্পকে র‍্যান্ড এর কিছু পরিকল্পনা ও পরামর্শ তুলে ধরলাম।

এখানে Rand ইনস্টিটিউট-এর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরতে চাই। Rand একটি মুনাফাবিহীন সংগঠন। যার ১৬০০ জন কর্মচারী রয়েছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণের ফলাফল সমূহ মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।[১০০]

“র‍্যান্ড (RAND) ইনস্টিটিউটের ২০০৭ সালের একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, “অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে যে সংগ্রাম চলছে, তা সত্যিকার অর্থে একটি ‘মতাদর্শগত যুদ্ধ’ এর ফলাফলই নির্ধারণ করবে মুসলিম বিশ্বের আগামী দিনের পথ নির্দেশনা।”

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চতুর্মাসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, “যুক্তরাষ্ট্র এমন এক যুদ্ধে জড়িত যা একই সাথে অস্ত্রের ও আদর্শের। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হবে যখন চরমপন্থীদের আদর্শকে তাদের নিজেদের সমাজের জনগণ এবং সমর্থকদের চোখে কলঙ্কিত অথবা অখ্যাত করা যাবে।”

সুতরাং তাদের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে যুদ্ধ ও সংঘাত চলছে তা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং তা হচ্ছে মতাদর্শের যুদ্ধ। মুসলিম দেশগুলোতে সঠিক ইসলাম থাকবে নাকি

---

[১০০] www.rand.com

অমুসলিমদের মর্জি মোতাবেক তথাকথিত মডারেট ইসলাম থাকবে? পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থাকবে নাকি পীরপন্থী ও সূফীবাদীদের নরম ইসলাম থাকবে? সত্যিইতো আজ মুসলিম বিশ্ব মাতদর্শগত যুদ্ধে লিপ্ত আছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ সকল মুসলিম বিশ্বে একদিকে একদল মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করছে অপরদিকে আরেকদল নামধারী মুসলিম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে। এই যে আদর্শের দ্বন্দ্ব চলছে, এই ব্যাপারে অমুসলিমরা কি ভাবছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটি ইউ.এস.নিউজ (US news) এবং ওয়াল্ড রিপোর্ট তুলে ধরছি। সেখানে বলা হয়েছে:

"৯/১১ আক্রমনের পরে বারবার ভুল পদক্ষেপ নেয়ার পর আজ ওয়াশিংটন পাল্টা আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের তুলনায় নজিরবিহীন এক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা শুরু করেছে যুক্তরাষ্টের সরকার। সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক অভিযান এবং সি.আই.এ (CIA) এর গোপন অভিযান পরিচালনার জন্যে নিয়োজিত দলগুলো থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে যোগাযোগ মাধ্যম (রেডিও, টি.ভি, সংবাদপত্র, ইত্যাদি) এবং বুদ্ধিজীবিদের অর্থনৈতিক যোগান দেওয়া পর্যন্ত। ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে এমন এক প্রচার অভিযানে, যার লক্ষ্য শুধুমাত্র মুসলিম সমাজকেই নয়, ইসলামকেও প্রভাবিত করা।"

বুঝা গেল কাফের শক্তিগুলো শুধু মুসলিমদেরকেই ধ্বংস করতে চায় না বরং ইসলামকেও বিকৃত করার মাধ্যমে পরিবর্তণ করতে চায়। আর এই কাজটি তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা পারে বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদেরকে হত্যা করতে কিন্তু ইসলামের কোন পরিভাষাকে পরিবর্তণ করা অথবা অর্থ বিকৃতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটার জন্য প্রয়োজন একদল আলেম, পীর-মাশায়েখ, বড় বড় মসজিদের ইমাম ও খতীব, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা যারা ইসলামের অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে বলবে ইসলাম মানে শান্তি। যারা জিহাদের অর্থ পরিবর্তণ করে বলবে জিহাদ মানে চেষ্টা অথবা তারা বলবে নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অথবা বলবে এই যুগে অস্ত্রের জিহাদ নয় বরং কথার জিহাদ, কলমের জিহাদ ও নফসের জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম করতে

হবে। এ জন্য ইতিমধ্যেই ইয়াহুদী-খৃষ্টান জগত অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা তাদের মুখেই শুনা যাক। ঐ প্রবন্ধেই বলা হয়েছে:

"ওয়াশিংটন গোপন ভাবে কমপক্ষে চব্বিশটি দেশে অনুদান প্রদান করেছে রেডিও এবং টেলিভিশনে (জিহাদ বিমুখ) ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য, মুসলিম স্কুলে (জিহাদ বিরোধি) কোর্স চালুর জন্যে। অনুদান প্রদান করেছে মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের জন্যে ও রাজনৈতিক কর্মশালার জন্যে অথবা অন্যান্য কর্মসূচি পালনের জন্যে। শুধুমাত্র 'মডারেট[১০১] ইসলামকে' উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য দেয়া হচ্ছে মসজিদ নির্মাণের জন্যে, এশিয়ান কুর'আন রক্ষা করার জন্যে, এমন কি ইসলামী স্কুল (মাদরাসা) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে।"

বুঝা গেল অমুসলিমরা ওদের দালাল তৈরী করার জন্য কতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং তারা এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনেক সফলতাও অর্জণ করেছে। বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষনের সমাপনী অনুষ্ঠানে আমেরিকার নর্তকী দিয়ে ব্যালেড্যান্স করানোর মাধ্যমে তার প্রমান পাওয়া যায়।

Rand থেকে প্রকাশিত, শেরিল বার্নার্ড রচিত একটি প্রতিবেদনের নাম হলো "সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম" (সামাজিক গণতান্ত্রিক ইসলাম)। শেরিল বার্নার্ড একজন ইহুদী, যে বিয়ে করেছে একজন মুরতাদকে, যখন সে নামধারী মুসলমান ছিল তখন তার নাম ছিল জালমাই খলিল জাদ। জালমাই খলিল জাদ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সে এক সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছে এবং সে আফগানিস্তান ও ইরাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। তাকে খুব স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। শেরিল বার্নার্ড হচ্ছে তার স্ত্রী। সে (শেরিল বার্নার্ড) র‍্যান্ড-এর জন্যে "সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম" নামক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। সে প্রতিবেদনে ইসলামের যারা সঠিক কথা বলে, তাওহীদের কথা বলে, শিরক-বিদআতের বিরূদ্ধে কথা বলে, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের পক্ষে কথা বলে তাদের বিরূদ্ধে,

---

[১০১] সংযত, মধ্যপন্থী, নরমপন্থী।

তাদের ভাষায় মডারেট মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। নিম্নে তাদের পরামর্শগুলোর তুলে ধরা হলো:

এক: "আমাদের র‍্যান্ড মুসলিমদের কাজ (লেখা বই, প্রবন্ধ) কম খরচে (বা ভর্তূকি দিয়ে) প্রকাশ এবং বিতরণ করা উচিত।" এটা হয় মিথ্যার প্রসার ঘটানোর জন্যে।

দুই: "তাদেরকে (মডারেট মুসলিম) উৎসাহ দান করা জনসাধারণ এবং যুবকদের উদ্দেশ্যে বই-পুস্তক, রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার জন্যে। যাতে যুবকরা এবং সাধারণ মুসলমানগণ জিহাদ ও জঙ্গিবাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নেয়।"

তারা উপলব্ধি করেছে যে মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ সত্যকে বুঝে নিতে সক্ষম এবং তারা জানে কারা তাদের জন্য কথা বলে এবং কারা বলে না। এই অমুসলিমরা জানে যে যুবকদের থেকেই তাদের বিপদ আসে কারণ যুবকরাই হল তারা যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারে। ইবরাহিম (আ:) যুবক ছিলেন যখন তিনি মুর্তিগুলোকে ধ্বংস করে ছিলেন। এবং সূরা কাহাফের গুহার ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে যারা গুহায় চলে গিয়েছিল তারা যুবক ছিল। আমরা সীরাতের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, রাসূল (সা:) এর নবুওয়াতের প্রথম দিকের অনুসারীরা ছিলেন যুবক। সুতরাং সে (শেরিল বার্নার্ড) যুবকদের পথভ্রষ্ট করার জন্য উৎসাহিত করেছে।

তিন: "তাদের (মডারেট মুসলিম) দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।"

তারা এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা অনেক মুসলিম দেশের পাঠ্যক্রমকে ধবংস করে দিয়েছে। যে সব বিষয় জিহাদ, হুদুদ, আল্লাহর শাসন নিয়ে কথা বলে তা পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সম্পূর্ণ অধ্যায়ই মুছে ফেলা হয়েছে, পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে স্কুল,কলেজ, ইউনিভার্সিটি এমনকি মাদরাসার ছাত্রদেরকেও জিহাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নিয়ে ওদের শিখানো মতে জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করছে।

চারঃ "প্রাক-ইসলামী এবং যা ইসলামী নয় সেই সমস্ত ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রচার মাধ্যম ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে সম্পর্কে সচেতনতাকে উৎসাহিত করা।"

যেমন, ফেরাউনিক সভ্যতা কে পুনর্জাগরিত করা। ফেরাউন সম্পর্কে আলোচনা করা এবং ওদের সম্পর্কে একটি ভাল মনোভাব সৃষ্টি করা। ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে ওদের সভ্যতা, ওদের সাফল্য, ওরা যে উন্নয়ন সাধন করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা, সমাজে ইসলামের পূর্ব সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরিত করা এবং প্রাক-ইসলামী আরব এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা করা। আবার, উত্তর আফ্রিকার বর্বর লোকদের নিয়ে আলোচনা করা, শামের দেশের রোমান ও গ্রীক সময়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা। এই কারনেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্নতত্ত্ববিদরা (Archeologists) মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের উপর বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে তারা মেসোপটেমিয়া এবং ফেরাউনের সময় মিশরের অবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা করছে। এভাবে মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস ও সভ্যতাকে ভুলিয়ে দিয়ে ইসলামের পূর্বের ইতিহাস ও সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার গভীর চক্রান্তের নীল-নকশা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পাঁচঃ "সূফীবাদের জনপ্রিয়তা" এবং এর "গ্রহণযোগ্যতা" কে উৎসাহ দান করা।" এটি একটি মারাত্বক চক্রান্ত। কারণ ওরা জানে যে, ওরা হয়তো বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদের হত্যা করতে পারবে কিন্তু এতে স্থায়ী কোন ফায়দা হবে না। সাধারণ মুসলিম ও যুবকদের অন্তর থেকে জিহাদি চেতনা বিলুপ্ত হবে না। বরং আরো তারা কাফের-মুশরিকদের বিরূদ্ধে জিহাদ করার জন্য ঈমানী চেতনায় ফুসে উঠবে। পক্ষান্তরে একদল আলেম, মুফতী, মুহাদ্দেস, মুফাসসির ও মসজিদের ইমাম ও খতীব যদি জিহাদের বিরূদ্ধে বক্তব্য দেয় এবং জিহাদকে বিতর্কিত করে দেয় সেটা সাধারণ জনগণ এবং যুবকদের মধ্যে অনেক বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে। সেকারণেই তারা পীরবাদ, সূফীবাদ ইত্যাদিকে উৎসাহিত করছে। সুতরাং ওরা তাসাউফ[১০২]-এর প্রসার করতে চায়। এটা এই জন্য নয় যে ওরা

[১০২] সূফীবাদ।

তাসাউফকে ভালোবাসে। ওরা একে ভালোবাসে জিহাদের বিরূদ্ধে এদের অবস্থানের কারণে এবং এদের উদার বা নরম পন্থী মনোভাবের কারণে। কিন্তু ওরা কি কখনও উমর আল-মুখতার[১০৩]-এর তাসাউফের (দুনিয়ার বিলাসিতা ত্যাগের) কথা, অথবা উত্তর আফ্রিকা বা সেই মহা দেশে (ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে) আন্দেলন বা সংগ্রাম হয়েছিল তা প্রচার করবে?

অতঃপর, শেরিল বার্নার্ড তার প্রতিবেদনে "মৌলবাদীদের বিরোধিতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কৌশল" শিরোনামে কিছু প্রস্তাব পেশ করেছে। নিম্নে তার সেই প্রস্তাবগুলোর কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ

ক. "তাদের সাথে অবৈধ দল এবং কর্মকান্ডের সম্পর্ক প্রকাশ করা।" একারণেই আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যারা দ্বীনে হকের পক্ষে কথা বলে তাদেরকে মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, জে.এম.বি, আল-কায়েদা ইত্যাদি বলে মুসলিম সমাজে বিতর্কিত করা হয় এবং নানাভাবে হয়রানী করা হয়।

খ. তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের পরিণতিগুলো প্রচার করা।

এখানে সে (শেরিল বার্নার্ড) বলেছে যে, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনাগুলোকে আমাদের হিসেবে নেয়া উচিত এবং তা প্রচার করা এবং তা নিয়ে বিশাল হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দেয়া। আর যখন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের বোমাগুলো আবাসিক এলাকায় পড়ে এবং মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ সবাইকে হত্যা করে, তখন তা এড়িয়ে যাও, এ সম্বন্ধে কোন কথা বলো না, এবং এ (ঘটনাগুলো) ভুলে যাও, যদি তা বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে অজুহাত খুঁজে বের কর। আর যদি মুসলিমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, কোন ভুল করে অথবা যদি অনিচ্ছাকৃত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে তাকে একটি বড় বিষয়ে পরিণত কর এবং তা প্রচার করতে থাক। এ ক্ষেত্রেও তারা অনেক সফলতা অর্জণ করেছে। আফগানিস্তানে যদি কাফের সৈন্যরা সাধারণ জনতার উপরে হামলা করে তা নিয়ে কোন হৈ-চৈ নেই কোন রকম তোলপাড় নেই। কিন্তু যদি

[১০৩] লিবিয়ার একজন বীর মুজাহিদ যিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও ব্রিটিশ জালেম দখলদারদের হাত থেকে নিরহ মানুষদের রক্ষা করার জন্য দুনিয়ার ভোগ বিলাসীতা ত্যাগ করে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ করে গেছেন।

মুজাহিদীনদের সমান্য ভুল-ভ্রান্তিও ধরা পরে সেক্ষেত্রে তিলকে তাল বানিয়ে প্রচারের ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়।

গ. "মৌলবাদী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের ধবংসাত্মক কাজের জন্যে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা।"

অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদীনদের বীরত্বের প্রশংসা করা, বন্দী শত্রুদের সঙ্গে তাদের সদাচরণ করা ইত্যাদির কোন প্রশংসা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এরপর সে কি বলছে জানেন? সে বলছে:

"তাদেরকে মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল এবং কাপুরুষ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত কর, খল নায়ক হিসেবে নয়।"

কখনও কখনও আপনি আপনার শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারেন তার কিছু গুণের জন্যে। যেমন ধরুন, পশ্চিমারা সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবীর বিনয় ও সাহসীকতাকে লুকাতে পারেনি। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন জাতি এবং জনগোষ্ঠির মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল তথাপিও শত্রুরা অন্য পক্ষকে শ্রদ্ধা করতো এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসা করতো। যেমন, ওরা বলতো 'হ্যাঁ এটা সত্য যে তারা আমাদের শত্রু, কিন্তু আমাদের সত্য কথা বলতে হবে, তারা সাহসী' অথবা 'হ্যাঁ এটা সত্য যে তারা আমাদের শত্রু, কিন্তু তাদেরও একটি মূল্যবোধ রয়েছে' ইত্যাদি।

শেরিল বার্নার্ডের মতে, তাদের এই ধরনের শ্রদ্ধাবোধও দেখানো উচিত নয়, মুসলিম বীরদের কখনই খল নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। তারপর সে বিশেষ ভাবে মুসলিম বীরদেরকে মানসিক ভারসাম্যহীন ও কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রেও তারা অনেক সফলতা অর্জণ করেছে। আমরা আশ্চর্যজনক ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমানে কিছু মুসলিমনামধারী নেতা-নেত্রী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এমনকি একদল বক্তা ও খতীবদেরকে তোতা পাখির মত তাদের এই শিখানো এই বুলিগুলো আওড়াতে শুনা যাচ্ছে। যারা পাঞ্জাবী-পায়জামা পড়ে অত্যাধুনিক মারনাস্ত্রের সামনে দাড়িয়ে শুধু বন্দুক অথবা পাথর দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে কাপুরুষ। আর যারা বুলেটপ্রুফ পোষাক পরিধান করে অত্যাধুনিক মারনাস্ত্রে সজ্জিত হয়েও মুসলিম মুজাহিদীনদের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করে তাদেরকে বলা হচ্ছে বীরপুরুষ। যারা বন্দীদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করার

পরে তাদের গায়ে পেশাব করে দেয় তাদেরকে বলা হয় বীরপুরুষ। আর যারা বন্দীদেরকে নিজেদের খাদ্যের মধ্যে সমান অংশীদার বানায় অথবা নিজেরা না খেয়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদেরকে খেতে দেয় তাদেরকে বলা হচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন, কাপুরুষ। যারা সতী-সাধবী নারীদেরকে গ্রেফতার করে জেলখানার অন্ধ কুঠরিতে পালাক্রমে, জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তাদেরকে বলা হয় বীরপুরুষ। আর যারা বন্দী নারীদেরকে আপন মা-বোনের মতো হেফাজত করে তাদেরকে বলা হয় মানসিক ভারসাম্যহীন কাপুরুষ। এটাই হচ্ছে বর্তমান ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধসহ সকল কাফের-মুশরিকদের চরিত্র।

প্রশ্ন: আল্লাহর রীতি মুতাবেক কারা এই যমীনে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষিত হন?

উত্তরঃ- সা'দ ইবন্ আবি ওয়াক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ

عَنْ سَعْد قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاس أَشَدُّ بَلَاءً فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دينه فَإِنْ كَانَ رَقيقَ الدِّين ابْتُليَ عَلَى حَسَب ذَاكَ وَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّين ابْتُليَ عَلَى حَسَب ذَاكَ قَالَ فَمَا تَزَالُ الْبَلَايَا بِالرَّجُل حَتَّى يَمْشيَ في الْأَرْض وَمَا عَلَيْه خَطيئَةٌ

অর্থ: "সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম: 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?' তিনি (সা:) জবাব দিলেনঃ 'নবীগণ, অতঃপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের, এবং তারপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের। মানুষ তার দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয়। কাজেই যদি সে দ্বীন পালনে কঠোর না হয় তাহলে তার পরিক্ষাও হালকা হবে আর যদি দ্বীন পালনে কঠোর হয় তাহলে তার পরিক্ষাও কঠিন হবে। একজন বিশ্বাসীকে

ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জমীনের উপর দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাঁটতে থাকে।"[১০৪]

এ হাদীস থেকে শিক্ষা হচ্ছে- সবচেয়ে বেশী বিপদাপদ সহ্য করেছেন নবীগণ। এরপর নবীদের মত যারা কাজ করেছেন তারা। আর মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারীরা মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী পরীক্ষিত হন। কেননা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তারা নবীগণের পদ্ধতির অনুসরণ করে।

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সা:) নিজে ও তাঁর অনুসারীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে তুলেননি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

রাসূল (সা:) এর নিজের ঘটনা

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِى فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِى كَتِفَىْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ. لَوْ كَانَتْ لِى مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَالنَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِىَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ ». وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ فَوَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– بِالْحَقِّ لَقَدْ

---

[১০৪] মুসনাদে আহমদ ১৪৯৪।

رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. (صحيح مسلم)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) মক্কার খানায়ে কাবার সামনে সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল এবং তার কয়েকজন সাথী তখন কাবার সামনে বসেছিল। তার আগের দিন একটি উট জবাই করা হয়েছিল। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বলল, কে আছো এরকম যে অমুক গোত্রের উটের নাড়ী-ভূড়ীগুলো নিয়ে আসবে। এবং অপেক্ষা করতে থাকবে যখন মুহাম্মদ (সা:) সিজদায় যাবে তখন তার ঘাড়ে ওগুলো চাপিয়ে দিবে। তখন তাদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা (উক্ববা ইবনে আবী মুআ'ইত) দ্রুত উঠে গেল এবং উটের নাড়ী-ভূড়ী এনে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে কাফেরগণ হাসাহাসি করতে লাগল এবং একে অপরের গায়ে হেলে পরতে লাগল। (হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে এটাকে প্রতিহত করতাম। অতঃপর এক ব্যক্তি ফাতেমা (রা:) কে খবর দিল। তিনি তখন ছোট মেয়ে ছিলেন তিনি এসে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর ঘাড় থেকে ওগুলো সরিয়ে ফেললেন এবং কাফেরদেরকে তিরস্কার করতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন সালাত শেষ করলেন তখন ওদের বিরূদ্ধে বদদোয়া করলেন। রাসূল (সা:) যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার করতেন। কাফেররা যখন আল্লাহর নবীর আওয়াজ শুনলো তখন তারা ভয় পেয়ে গেল এবং তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল (সা:) ওদের নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেন। হে আল্লাহ! তুমি পাকড়াও কর আবু জাহেল ইবনে হিশামকে, ওতবা ইবনে শাইবা ও রাবিয়া ইবনে শাইবাকে, ওলীদ ইবনে উক্ববাকে, উমাইয়া ইবনে খালফকে এবং উক্ববা ইবনে আবি মুআ'ইতকে। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন, সেটা আমি ভুলে গেছি। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর রাসূল (সা:) যে কয়জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন তারা প্রত্যেকে

বদরের যুদ্ধে নিহত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।"[১০৫]

আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সাহাবী বেলাল (রা:) এর ঘটনা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ

অর্থ: "আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্ব প্রথম সাত ব্যক্তি ইসলামকে প্রকাশ করেছে। ১. রাসূলুল্লাহ (সা:) ২. আবু বকর (রা:) ৩. আম্মার (রা:) ৪. তাঁর মা সুমাইয়্যা (রা:) ৫. সুহাইব (রা:) ৬. বেলাল (রা:) ৭. মিকদাদ (রা:)। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ তাঁর চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। আবু বকর (রা:) কে আল্লাহ (সুব:)তাঁর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। আর বাকী সকলকেই মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং তাদেরকে লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচন্ড রোদের তাপে ফেলে রাখতো। তাদের সকলের সাথে এই আচরনই করা হত। বিলালের বিষয়টি ছিল আরো ভিন্ন (কঠোর)। তিনি আল্লাহর জন্য তাঁর জীবনকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে তুচ্ছ মনে করেছেন। তাঁকে বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। তারা বিলালকে নিয়ে মক্কার অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করতো। আর এ অবস্থায় বিলাল (রা:) বলতেন, আহাদ! আহাদ! "আল্লাহ এক, আল্লাহ এক"।"[১০৬]

আম্মার (রা:) এর ঘটনা

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِالْبَطْحَاءِ إِذْ بِعَمَّارٍ وَأَبُوْهُ وَأُمُّه يُعَذَّبُوْنَ فِىْ الشَّمْسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ أَبُوْ

---

[১০৫] সহীহ মুসলিম ৪৭৫০।

[১০৬] মুসনাদে আহমদ ৩৮৩২; সুনানে বাইহাকী ১৭৩৫১; মুস্তাদরাকে হাকেম ৫২৩৮।

عَمَّارٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَلدَّهْرُ هكَذَا فَقَالَ صَبْراً يَا آلِ يَاسِرَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لآلِ يَاسِرَ وَقَدْ فَعَلْتَ

অর্থ: "উসমান ইবনে আফফান (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সাথে মক্কায় হাটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আম্মার (রা:), তাঁর পিতা ইয়াসেরকে ও তাঁর মাতা সুমাইয়্যাকে (রা:) সূর্যের তাপে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করে। আম্মার (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে উদ্দেশ্য করে বলল, যুগ যুগ ধরে কি এই শাস্তি চলতে থাকবে? তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা:) ইয়াসির পরিবারের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) তুমি তা করেছো।"[১০৭]

পূর্বেকার মুমিনদের উপর শাস্তির ব্যাপারে খাব্বাব (রা:) এর ঘটনা

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

অর্থ: "খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কাবার ছায়াতলে চাঁদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর (সা:) কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থণা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, "তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হতো। তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো,

[১০৭] মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৩৬; বাইহাকী ফি শুআ'বুল ইমান ১৬৩১; কানযুল উম্মাল : ৩৭৩৬৯।

এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।[১০৮]

আম্মার (রা:) এর মা সুমাইয়্যা (রা:) এর ঘটনা

عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلاَمِ أُمُّ عَمَّارٍ ، طَعنها أَبُو جَهْلٍ بِحَرْبَةٍ فِي قُبُلِهَا.

অর্থ: "মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ যাকে শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয়। তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়্যা (রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।[১০৯]

এধরণের যুলুম-নির্যাতন আসবে তা সত্ত্বেও যারা হকের উপর অটল থাকবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেছেন:

{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [آل عمران: ١٨٦]

অর্থ: "অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১১০]

---

[১০৮] বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩।

[১০৯] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলুন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল উম্মাল ৩৭৬০০।

[১১০] সুরা আল ইমরান ৩:১৮৬।

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البقرة : ٢١٧]

অর্থ: 'আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে।"[১১১]

আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কে হত্যা করার চক্রান্তও করা হয়েছিল। আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } [الأنفال : ٣٠]

অর্থ: "আর যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে বের করে দিতে। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম।"[১১২]

প্রশ্ন: আমাদের উপরও কি পরিক্ষা আসবে?

উত্তর: হ্যাঁ! যারাই দ্বীনে হক্বের কথা বলবে তাদের উপরেই পরিক্ষা আসবে। কারণ পরিক্ষা ছাড়া খাঁটি মু'মিন হওয়া যায় না। স্বর্ণ যদি সুন্দরী নারীর গলায় ঝুলতে চায় তাহলে তাকে আগুনে পোড়া খেতে হয়, হাতুড়ীর পেটা খেতে হয়। তেমনিভাবে মুমিনরাও যদি জান্নাত পেতে চায় তাহলে তাদেরকেও পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ } [البقرة: ٢١٤]

অর্থ: "তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত

---

[১১১] সুরা বাকার ২:২১৭।

[১১২] সুরা আনফাল ৮:৩০।

হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"[১১৩]
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } [البقرة: ١٥٥]

অর্থ: "আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান–মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"[১১৪] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ }

অর্থ: "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।"[১১৫]

প্রশ্ন: জুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলায় আমাদের করণীয় কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:)এবং রাসূলল্লাহ (সা:) কুরআন ও হাদীসে যুগে যুগে কুফফারদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র তুলে ধরেছেন। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা মুসলিমরা ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো এবং হিকমার নামে কুরআন-সুন্নাহের ঐ সকল বিষয়গুলো আলোচনা করব এবং আমল করবো যাতে কাফেররা ক্ষেপে না যায়। এবং জিহাদ বিহীন ও রাষ্ট্রিয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বিহীন খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের মত ইসলামকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে কাফেরদের পরিকল্পনা মতো এক অভিনব মডারেট ইসলাম প্রচার করবো। শুধু আসমানের উপরের আর জমিনের নিচের কথা বলবো। ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন, বিচার ইত্যাদি বাদ দিয়ে

---

[১১৩] সুরা বাক্বারা ২:২১৪।
[১১৪] সুরা বাক্বারা ২:১৫৫।
[১১৫] সুরা আনকাবুত ২৯:২-৩।

শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রাখবো। না! এ জন্য আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেন নি। বরং এগুলো উল্লেখ করেছেন, যাতে মু'মিনরা যে কোন কঠিন পরিস্থিতি ও যে কোন জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে ইসলামের উপর অটল থাকতে পারে। এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, তাদের পূর্বসুরীদের সাথে যেই আচারণ করা হয়েছে তাদের সঙ্গেও সেই আচারণই করা হবে। এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় মু'মিনদের জন্যই অবধারিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করে:

{ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ [هود : ١٢٠]

অর্থ: "আর রাসূলদের এসকল সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমার মনকে স্থির করি।"[১১৬]

পবিত্র কুরআনে আরেক আয়াতে আল্লাহ (সুব:)নুহ (আ:) ও তার জাতির আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

{تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} [هود : ٤٩]

অর্থ: "এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবর কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।"[১১৭]

রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও সাহাবায়ে কিরামদের সামনে পূর্বের যুগের মুসলিমদের উপর কাফেরদের নির্যাতনের ঘটনা শুনাতেন এবং তাদেরকে পূর্বের যুগের দ্বীনে হকে অনুসারীদের মত ধৈর্য ধারণ করা ও অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করতেন। আর সাহাবাগণও সেভাবে তৈরী হয়েছিলেন। তারা দ্বীনে বাতিলের জনবল, অর্থবল, অস্ত্রবল কোন কিছুকেই পরোয়া করতেন না। পবিত্র কুরআনে তাদের বীরত্বকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَـالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران : ١٧٣]

---

[১১৬] সুরা হুদ ১১:১২০।

[১১৭] সুরা হুদ ১১:৪৯।

অর্থ: "যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, 'নিশ্চয় লোকেরা (যুদ্ধ করার জন্য) তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর'। কিন্তু এই কথা তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'!"[১১৮]

যুগে যুগে যারাই প্রকৃত মুমিন হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করতে পেরেছে আল্লাহ (সুব:)তাদেরকেই সাহায্য করেছেন। এর বাস্তব প্রমাণ হলো: আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমেরিকা যখন প্রথম আফগানিস্তানে হামলা করে তখন তারা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশীল ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমরা ছিল দূর্বল ও অনভিজ্ঞ। তারা শুধু আফগানিস্তানেই যুদ্ধ করছিল। কিন্তু সামান্য দশ বছরের মধ্যে আমেরিকা সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে অনেক দূর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের দেশে দারিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি বর্তমান ওবামা প্রশাসন এক লক্ষ সৈনিক ছাঁটাই করার ঘোষণা দিয়েছে। অপর দিকে মুসলিম মুজাহিদদের শক্তি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ও অনেক সমৃদ্ধ। তারা এখন শুধু আফগানিস্তানেই যুদ্ধ করছে না বরং ফিলিস্তীনে, ইরাকে, পাকিস্তানে, ইয়ামানে, মিশরে, কাশ্মিরে, সুদানে, সোমালিয়ায় ও আরো অনেক জায়গায় যুদ্ধ করছে। কাফেররা যেখানেই চ্যালেঞ্জ করছে সেখানেই মুসলিম মুজাহিদরা মোকাবেলা করে যাচ্ছে। কোথাও তারা কাফেরদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বঞ্চিত করছে না। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে মুসলিমরাই আবার বিশ্বের বিজয়ী শক্তি হিসাবে অচিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

সুতরাং যারাই আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে আগ্রহী তাদেরকে সকল প্রকার বাতিলের চোখ রাঙ্গানীকে উপেক্ষা করে দ্বীন কায়েমের সঠিক পথে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেছেন:

{نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [الصف : ١٣]

অর্থ: "আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"[১১৯]

---

[১১৮] সুরা আল ইমরান ১৭৩।
[১১৯] সুরা সফ ৬১:১৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি?

উত্তর: এ সম্পর্কে আলোচন করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (complete code of life)। মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দ্বীন কায়েমের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিভাবে আঞ্জাম দিতে হবে তা যদি কুরআনে না থাকে বরং অমুসলিমদের তৈরি করা গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি থেকে ধার-কর্জ করতে হয় তাহলে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো কিভাবে? অথচ আল্লাহ (সুব:)নিজেই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًـــا}

[المائدة : ٣]

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআ'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে।"[১২০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران : ١٩]

অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"[১২১]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থ: "আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১২২]

---

[১২০] সুরা মায়িদা ৫:৩।

[১২১] সুরা আল-ইমরান ৩:১৯।

[১২২] সুরা আলে ইমরান ৩:৮৫।

এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে দ্বীন ইসলাম মুকাম্মাল বা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে । ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে বা মতবাদে কোন প্রকার মুক্তি বা শান্তির পথ তালাশ করা যাবে না । সুতরাং সেই দ্বীন ইসলাম কিভাবে কায়েম করতে হবে? তার পথনির্দেশিকা যদি ইসলামে না থাকে বরং তা আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র নামক ধর্ম থেকে ধার-কর্জ করতে হয় তাহলে ইসলাম "মুকাম্মাল" হলো কি করে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:) কি কোন দিক নির্দেশনা দিয়ে যান নি? যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি 'اسوة حسنة' (উসওয়াতুন হাসানাহ্) বা উত্তম আদর্শ হলেন কি করে? অথচ আল্লাহ (সুবঃ)রাসূল (সা:) কে উত্তম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে :

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَـــوْمَ الْـــآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } الأحزاب :٢١

অর্থ: "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুলাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ।"[১২৩]

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা:)আমাদের উত্তম আদর্শ তাই সর্ব ক্ষেত্রে আমাদেরকে তারই অনুসরনের কথা বলা হয়েছে ।

{ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

অর্থ: "বল, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর' । তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আলাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না ।"[১২৪]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন;

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

---

[১২৩] সুরা আহযাব ৩৩:২১।

[১২৪] আল ইমরান ৩:৩২ ।

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْـــرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء : ٥٩]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[১২৫] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ}

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ।"[১২৬] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور : ٥٤]

অর্থ: "বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।"[১২৭] অরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ }

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"[১২৮]

---

[১২৫] সুরা আন নিসা ৪:৫৯।
[১২৬] সুরা আনফাল ৮:২০।
[১২৭] সুরা নুর ২৪:৫৪।
[১২৮] সুরা মুহাম্মদ৪৭:৩৩।

সুতরাং দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রেও তারই অনুসরন করতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা:) দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি قَوْلاً وَ عَمَـــلاً অর্থাৎ ‘কথা ও কাজ’ উভয়ের মাধ্যমেই দেখিয়েছেন । তিনি নিজে দ্বীন কায়েমের জন্য যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন, মৌখিক ভাবেও সেই পদ্ধতিটিই নির্দেশ করেছেন ।

দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে রাসূল (সা:) এর পদ্ধতি

প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) কি নির্দেশনা দিয়েছেন?

উত্তর: দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে রাসূল (সা:) এর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন:

عَنِ الْحَارِث الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْـــسٍ اللهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ اَلجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالهِجْرَةُ وَالجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله فانَّهُ مَـــنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَة قِيْدَ شِبْرٍفَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْا سْلَامِ مِنْ عُنْقه الَّا اَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَ عْوَىَ جَاهِلِيَةٍ فَهَوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ. قَالُوْ يَا رَسُوْلَ الله وَاِنْ صَامَ وَ صَلَيَّ؟ قَـــالَ وَاِنْ صَامَ وَ صَلَيَّ وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمْ.

অর্থ: “হারেস আল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) বলেন: আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হলো) আল জামাআহ (ঐক্য, একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া)। আস সামউ (আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা)। আত ত্ব-আহ (আমীরের নির্দেশ পালন করা)। আল হিজরাহ (হিজরত করা)। আল জিহাদ (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা)। যে ব্যাক্তি আল “জামাআহ ” থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল। তবে যদি সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের দিকে আহ্বান জানায় সে তো জাহান্নামের পঁচা-গলা লাশ । সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:) যদি তারা সালাত ও

সাওম পালন করে তবুও? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হাঁ যদিও সালাত ও সাওম পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।"[১২৯]

এ হাদীসে ইক্বামাতে দ্বীনের ব্যাপারে পরিষ্কার দিক নির্দেশণা দেয়া হয়েছে। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে আগ্রহী তাদের জন্য এ হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাঁচটি কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

ক) اَلْجَمَاعَــةُ (আল জামাআহ, ঐক্য) - একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

খ) اَلسَّمْعُ (আস সামউ) - আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা।

গ) اَلطَّاعَةُ (আত ত্ব-আহ) - আমীরের নির্দেশ পালন করা।

ঘ) اَلْهِجْرَةُ (আল হিজরাহ) - হিজরত করা।

ঙ) اَلْجِهَادُ (আল জিহাদ) - আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) নিজেও এই পদ্ধতিতেই দ্বীন কায়েম করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বাতলানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে মনগড়া পদ্ধতি বা কোন অমুসলিমের পদ্ধতি অনুসরন করে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখা কোন পাগল বা নাস্তিক-মুরতাদদের কাজ হতে পারে, কোন মু'মিন-মুসলিমের কাজ হতে পারে না। তাই কবি বলেছেন :

خلاف پیمبر کسی راه گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ (সা:)এর পথ বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য পথে চলে সে কখনোই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।"

আর এক কবি আরও সুন্দর বলেছেনঃ

ترسم نرسی بکعبہ ای اعرابی
کہ این راه کہ تو میروی بترکستان است

[১২৯] [তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন , মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ১৭২০৯, জামেউল আহাদীস হা : নং ৪৪ , সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৬২৩৩ ,সহীহ ইবনে খুযাইমা হাঃ নং ১৮৯৫ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাঃ নং ৫১৪১] **তাহকীক** : তার সনদ সহীহ মুসনাদে আহমদ ও খুযাইমা ইবনে হিব্বান ।

অর্থ: "ওহে মক্কার পথযাত্রী বেদুইন! আমার আশংকা হচ্ছে যে তুমি এই পথে মক্কা যেতে পারবে না। কারণ তোমার এই পথ মক্কার নয় বরং তুর্কিস্থানের।"

কাজেই যারা সত্যিকার অর্থে দ্বীন কায়েম করতে চায় তাদের এই হাদীসে বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য। সে জন্য আমি এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় অধ্যায়

اَلجَمَاعَةُ আল জামাআহ

প্রশ্ন: 'আল জামাআহ' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: اَلجَمَاعَـــةُ "জামা'আহ" শব্দটি (اَلْاِجْتِمَــاعُ) 'ইজতেমা' শব্দ হতে গৃহীত। ইহা (اَلْفرْقَةُ) বা দলাদলির উল্টো যার অর্থ জনগণের দল সমষ্টি। কোন একটি বিষয়ে বিভক্ত না হয়ে বরং মানুষের পারস্পরিক মিলন বা ঐক্য হওয়াকে জামা'আহ বলা হয়।

আভিধানিক অর্থে যদি জামা'আহ দ্বারা মানুষের একত্রিত হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোন একটি বিষয়ে জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বুঝাবে। সহজ করে বলা যায় যে, জামা'আহ হলো বেশী সংখ্যক মানুষের সমষ্টির নাম। যারা একটি মাত্র উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাঃ) বলেন,

الْجَمَاعَةُ هِيَ الاِجْتِمَاعُ، وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْــمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمعِينَ.

অর্থ: "মূলত ঃ জামা'আহ-ই হচ্ছে ইজতেমা, যার বিপরীত হচ্ছে অনৈক্য বা দলাদলি। যদিও জামা'আহ শব্দটি যে কোন ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের নামে ব্যবহৃত হয়।[১৩০] জামা'আহ এর আভিধানিক অর্থ বুঝলেই এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিস্কার হয়ে উঠবে। কেননা, আভিধানিক অর্থ হতে এর পরিভাষা ভিন্ন নয়। আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের পারস্পরিক সম্মিলন, বিভক্তি নয়। আর মুসলিম যে বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবেন তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর বিধান আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস।[১৩১]

প্রশ্ন: 'আল জামাআহ' শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: যখন "আল জামাআহ" (اَلْجَمَاْعَةُ) শব্দটি "আস সুন্নাহ (اَلــسُّنَّةُ) এর সাথে যুক্ত হবে অর্থাৎ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ' বলা হবে তখন

---

[১৩০] মাজমু'আ ফাতাওয়া (ইবনে তাইমিয়্যাহ) ৩/১৫৭

[১৩১] নাজবাতুন নাঈম, দারুল ওয়াসীলাহ, জিদ্দা ২/৪২ পৃঃ

জামাআহ বলতে ঐ সকল মু'মিন-মুসলিমদের বুঝাবে যারা সাহাবায়ে কিরামাদের আদলে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহর অনুসরণ করে। এককথায় যারা কুরআনকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আয়নায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সাহাবায়ে কিরামদের আয়নায় দেখে। তারাই হলো প্রকৃত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ" ।[১৩২]

আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামদের মতো ঈমান আনাকে হেদায়াতের জন্য শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [البقرة : ١٣٧]

অর্থ: "অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১৩৩]

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কিরামদের মত ঈমান না আনাকে মুনাফিকদের চরিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ} [البقرة : ١٣]

অর্থ: "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'? জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।"[১৩৪]

এ আয়াতে 'লোকেরা' বলতে সাহাবায়ে কিরামদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সাহাবীগণ যে হক্ব এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হক্ব এর অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর তাঁদের পরে যারাই এই পথের

[১৩২] শরহে আল-ওয়াসেত্বীয়্যাহ লিল হেরাস ১৫ পৃঃ
[১৩৩] সুরা বাকারা ২:১৩৭।
[১৩৪] সুরা বাকারা ২:১৩।

অনুসারী ছিলেন তাঁরাই (اَلْجَمَاعَةُ) 'আল জামাআহ'। যদিও তিনি একজন হন বা জনগণের বড় 'জামাআহ' হয়।[১৩৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, জামাআহ বলা হয়, যা হক্ক অনুযায়ী হয়। যদিও তুমি (হক্কের অনুসারী) একাই হও।[১৩৬]

তাদেরকে জামাআহ এজন্য বলা হয় যে, তারা সুন্নাহ এর উপর সমবেতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম বায়হাক্বী (রহ:) নুআঈম বিন হাম্মাদ এর বাণী উধৃত করতঃ বলেন, "যদি জামা'আতে বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে জামাআহ বিপর্যয়ের পূর্বে যে অবস্থায় (হক্ব এর উপর প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, সেই অবস্থায় থাকবে। যদিও তুমি একাকী হও। কেননা, সেক্ষেত্রে তুমি একাই জামাআহ।

জামাআহ দ্বারা যে "হক্ব" উদ্দেশ্য, তা পরিস্কার হয়ে উঠবে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রঃ) -এর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ وَالْحُجَّةَ وَالسَّوَادَ الأَعْظَمَ هُوَ الْعَالِمُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ

অর্থ: "জেনে রাখুন! ইজমা, হুজ্জাত ও বড় দল হলেন হক্ব এর অনুসারী আলেম। যদিও তিনি একা হোন, আর পৃথিবীর সকলে তার বিরোধিতা করে।[১৩৭]

আহলুস সুন্নাহ তথা সুন্নাতের অনুসারীদেরকে আল-জামা'আহ বলা হয় এই মর্মে যে, তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হননি। এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে আমদের পূর্বসুরী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন একমত হয়েছেন, তারা তার অনুসরণ করেন। তাই এ সমস্ত কারণে তাদেরকে আল-জামা'আহ বলা হয়।

---

[১৩৫] মুহাম্মদ আব্দুল হাদী আল-মাসরী, মাআলিমূল ইনতিলাক্বাতিল কুবরা, দারুন ওয়াতুন ৪৯ পৃঃ।

[১৩৬] বায়হাক্বী ফিল মাদখাল, গৃহীত শায়েখ আব্দুল আযীয আল রশীদ "আত্তানবিহাত আস্‌সানিয়াহ" ১৫।

[১৩৭] ইবনুল কামিয়্যাম (রহঃ) ই'লামূল মুয়াক্বিয়ীন গৃহীত, পৃষ্ঠা ১৫। (اَلْجَمَاعَةُ)

এছাড়া রাসুলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনো তাদেরকে আহলুল হাদীস, কখনো আহলুল আছার, 'আত ত্বায়েফাতুল মানসূরাহ' (সাহায্য প্রাপ্ত ও সফলতা লাভকারী) দল বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-বর্গই হচ্ছেন 'আল জামাআহ'। চাই তিনি একক ব্যক্তি হোন বা তাদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠি হন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রঃ) জামাআহ দ্বারা মুজাহিদীনদেরকেই উদ্দেশ্যই করতেন।[১৩৮] তবে কোন কোন আলেম জামাআহ দ্বারা শুধুমাত্র সাহাবাদেরকেই বুঝান। কেননা, তাঁরা দ্বীনের ভিত্তি সু-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কখনো তারা দালালাহ বা গোমরাহী বিষয়ে একমত হননি। 'আল জামাআহ' দ্বারা উম্মাতের বিদ্যান, আহলুল ইল্‌ম ও আহলুস্‌সুন্নাহ এবং তাদের অনুসারীরা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা, তারা নবী (সাঃ), তাঁর সাহাবা ও সালাফে সালেহীনের পদাংক অনুসারী।

মোট কথা, কুরআন ও সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসারীরাই হলেন 'আল জামাআহ'। সংখ্যায় তারা কম হোন আর বেশী হোন। এখানে সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং হক্বই উদ্দেশ্য। হক্ব এর উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর 'আল জামাআহ' শব্দটি প্রযোজ্য হবে। সে কারণে, হক্ব থেকে বিচ্যুৎ বিভিন্ন বিদ'আতী ও গোমরাহ ফেরক্বাহসমূহ আভিধানিক অর্থে 'আল জামাআহ' হলেও শারঈ অর্থে 'আল জামাআহ' এর অর্ন্তভূক্ত নেই।[১৩৯] সুতরাং বর্তমানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এই নামে অনেক দল দেখা যাচ্ছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরিকার পরিবর্তে বিভিন্ন শাসক ও যাজকের তরিকা অনুসরণ করে তারা আর যাই হোক 'আল জামাআহ' হতে পারে না। যেমনঃ গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, পীরতন্ত্রী, বিভিন্ন তরিকাত পন্থি। এরা কোন ক্রমেই তাবিয 'আল জামাআহ' বলে দাবী করতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামগণ এ সব করেন নি। এবং তাদের যুগে এসবের কোন অস্তিত্বও ছিল না। অতএব নিঃসন্দেহে এরা 'আহলুল বিদ'আত ওয়াল খুরাফাত'।

---

[১৩৮] আল বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১/২০৫

[১৩৯] ইমাম শাত্বেবী আল ইতিসাম, গৃহীত- জামা'আতী যিন্দেগীঃ পৃঃ ১৩-১৪।

প্রশ্নঃ দ্বীন কায়েমের জন্য 'আল জামাআহ' এর গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তরঃ দ্বীন কায়েমের জন্য 'আল জামাআহ' বা ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন :

{ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى : ١٣]

অর্থঃ "তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না।"[১৪০]

আল্লাহ (সুবঃ) আরও বলেনঃ

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران : ١٠٣]

অর্থঃ "আর তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।"[১৪১]

এ দুটি আয়াতে একদিকে যেমন দ্বীন কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অপরদিকে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হতেও বলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ঐক্যের ভিত্তি কি হবে?

উত্তরঃ অনেকেই ঐক্যের কথা বলেন। ঐক্য আমাদেরও কাম্য। কিন্তু ঐক্য করব কার সাথে? কিসের ভিত্তিতে? আমরা কি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, নাস্তিক, মুরতাদ, জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কবর পূঁজারী, পীর পূঁজারী সহ সকলের সাথে ঐক্য করব? না অবশ্যই না। আমাদের ঐক্যের ভিত্তি কি হবে সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেন;

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران/٦٤]

অর্থঃ বল, হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হচ্ছেঃ আমরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক

---

[১৪০] সুরা আশ-শুরা ৪২:১৩।

[১৪১] সুরা আল ইমরান ৩:১০৩।

করবো না। আর আমরা আমাদের কেউ কাউকে রব বানাবো না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে পরিস্কার বলে দাও: তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ কারী)।[১৪২]

সুতরাং কুরআনের এ আয়াতের সূত্র অনুযায়ী যারা শির্‌ক মুক্ত, তাগুতের আনুগত্য মুক্ত, মানব রচিত আইন-কানুন ও সংবিধান থেকে মুক্ত এবং সকল প্রকার কুফরী আক্বীদা ও মানহাজ থেকে মুক্ত কেবলমাত্র তাদের সঙ্গেই তাওহীদের আক্বীদা, দা'ওয়াত, হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের জন্য 'আল-জামাআহ' (ঐক্য) গঠন করা যেতে পারে। যারা আক্বিদার ক্ষেত্রে তাওহীদের পরিবর্তে বহু ইলাহ ও বহু রবের আনুগত্যে লিপ্ত নানা প্রকার শিরক-বিদ'আতে জর্জরিত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন পীর-সূফীদের তৈরী করা তরিকার অনুসরণ করে, যারা কোন নেতা-নেত্রীর আদর্শ কায়েমের জন্য সংগ্রাম করে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বা ঐক্যজোট করে ইসলাম কায়েম করতে বলা হয় নি। বরং প্রকৃত মুমিনদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে।

মুমিনদের ঐক্যের চমৎকার পদ্ধতি

মুমিনদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দিয়ে একটি পাড়া/মহল্লার মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর জুমু'আর সালাতের মাধ্যমে আরও বড় এলাকার মুমিনদের, ঈদের সালাতের মাধ্যমে গোটা শহরের মুমিনদের, হজ্জের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মুমিনদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলাম মুমিনদেরকে শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দেশ করেই ক্ষ্যান্ত হয় নি বরং 'আল জামা'আহ' থেকে বিছিন্ন হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন :

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ ».

[১৪২] সূরা আল ইমরান ৩:৬৪।

অর্থ: "হারেস আল আশআরী (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: যে ব্যক্তি 'আল জামাআহ' থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল । তবে যদি সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা ।[১৪৩]

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরোও ইরশাদ করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَـــةٌ جَاهِلِيَّـــةٌ ».

صحيح مسلم للنيسابوري

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (রা:)থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ(সা:)বলেন, যে ব্যক্তি আমীরের এমন কোন কাজ দেখে যা সে অপছন্দ করে সে যেন সবর করে কেননা, যে ব্যক্তি জামাআহ থেকে একবিঘত পরিমাণ দুরে সরে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল ।[১৪৪]

জামা'আত বদ্ধ হওয়াকে জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ

অর্থ: "উমর ইবনে খাত্বাব (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করতে চায় সে যেন জামা'আহকে শক্তভাবে ধরে রাখে ।[১৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ

---

[১৪৩] তীরমিযি ২৮৬৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ হা: নং ১৭২০৯; জামেউল আহাদীস হা : নং ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান হা: নং ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা হা: নং ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫১৪১ । **তাহকীক** : মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বানে হাদীসের সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

[১৪৪] সহীহ মুসলিম হা নং ২৮৯৬; মুসান্নাফে আবি শায়বা ৩৭১৫৪; বুখারী হা: নং ৬৬৪৬; মুসনাদে বাজ্জার হা: নং ২৯৩৩, ৪০৫৮ হুযাইফাতুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত; মুসনাদে আহমদ হা: নং ২১৬০১; আবু দাউদ হা: নং ৬৭৬০; কানজুল উম্মাল হা: নং ৮৪৬ । আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন ।

[১৪৫] জামেউল আহাদীস হা: নং ২২৪২১; কানজুল উম্মাল হা: নং ১০৩৩; বায়হাকী হা: নং ৫২; মুসনাদে শিহাব হা: নং ৪৫১; মাআ'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার বাইহাকী ৫২ ।

كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ

অর্থ: "মুআয ইবনে জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে মেষ নিজের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা একপাশে চলে যায় তাকে যেমনভাবে নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায়। তেমনিভাবে জামাআ'হ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাকে শয়তান নিজের খপ্পড়ে নিয়ে যায়। কারণ শয়তান হচ্ছে মানুষের বাঘ স্বরূপ। সুতরাং তোমরা বিছিন্ন দল গুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক এবং সহীহ জামাআ'তের সাথে সম্পৃক্ত থাক।"[১৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরও ইরশাদ করেন:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ فِينَا فَقَالَ « أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ

অর্থ: মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমাদের পূর্ববতী আহলে কিতাবরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মতের লোকেরা অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের ৭২ দল হবে জাহান্নামী আর একটি দল হবে জান্নাতী। আর তা হলো আল জামা'আহ।[১৪৭]

অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ...

[১৪৬] মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ২২০৮২; তাবরানী: হাঃ নং ৩৪৪। হাফেজ ইরাক্বী বলেন তার বর্ণনাকারীগন নির্ভরযোগ্য তবে সনদটি منقطع (সনদের ধারাবাহিকতায় কিছুটা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তবে মুহাদ্দিসীনদের নিকট ক্ষেত্র বিশেষ তা গ্রহণযোগ্য, শায়েখ আলবানী (র:) হাদীসটিকে জইফ বলেছেন)। কানযুল উম্মাল: ১০২৬; মুসনাদে হারেস: ৬০৬; বায়হাক্বী: ২৮৬০; মু'জামূল কাবীর: ৩৪৪; জামেউল আহাদীস: ৬৪২৬।

[১৪৭] আবু দাউদ হাঃ নং ৪৫৯৯, দারেমী হাঃ নং ২৫১৮, জামেউল আহাদীস হাঃ নং ৪৫৮২, জামেউল উসুল: হাঃ নং ৮৪৮৯, কানযুল উম্মাল: হাঃ নং ৩০৮৩৫, মুসনাদে সাহাবা: হাঃ নং ২০।

অর্থ : "আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন: তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যা কোন মুসলিমের অন্তর খেয়ানত করে না; (১) কোন আমল খালেসভাবে আল্লাহর জন্য করা। (২) যে সকল শাসক কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের কল্যাণ কামনা করা (৩) মুসলিমদের 'আল জামাআহ্' কে শক্তভাবে ধরে রাখা....।[১৪৮]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামে আল জামা'আহর গুরুত্ব অপরিসীম। আল জামা'আহর সাথে সম্পৃক্ত থাকা একজন মুমিনের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুসারী আল জামা'আহ ব্যতিত কোন বাতিল জামা'আহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পেশ করা হলো।

আল জামাআহ্ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস।

عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِى وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ « نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ: "হুযাইফা (রা:) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:) এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে

---

[১৪৮] মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং -১৩৩৭৪; সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ নং- ৬৮; মারেফতুস সাহাবা হাঃ নং - ১১১৫; জামেউল আহাদীস হাঃ নং- ১২৬৯৯; কানযুল উম্মাল হাঃ নং-২৯১৯৪।

জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হুযায়ফা (রা:) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একসময় মূর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। অত:পর আল্লাহ (সুব:)আমাদেরকে এই কল্যাণ (দ্বীন ইসলাম) দান করেন। তবে কি এই কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত (কলুষিত)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ধোঁয়া কি ধরণের? তিনি বললেন লোকেরা আমার সুন্নাহ (তরিকা) বর্জন করে অন্য তরীকা গ্রহন করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সেই কল্যাণের পর আবার কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহবান কারী লোকদেরকে সেই দিকে আহবান করবে। যারা তাদের আহবানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:)! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন: তারা লেবাস-পোষাকে আমাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্তই হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, যদি আমি সে অবস্থায় উপনীত হই তাহলে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন: তখন তুমি মুসলিমদের 'আল জামা'আহ' ও তাদের ইমামকে শক্তভাবে ধরে রাখবে। আমি বললাম, সে সময়ে যদি কোন মুসলিম 'জামা'আহ' ও তাদের ইমাম না থাকে (তখন আমাকে কি করতে হবে)? তিনি বললেন: তখন তুমি সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন দলের সবগুলোকেই পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকর চিবিয়ে জীবনধারন করতে হয় এবং তুমি এই অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল ফেরকাসমূহ থেকে দুরে থাকতে হবে, এতে যে কোন দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে পারে)।"[১৪৯]

---

[১৪৯] সহীহ বুখারী ৩৪১১,৬৬৭৩, মুসলিম শরীফ ৪৮৯০, বায়হাকী ২৯৩৩, ৪০৫৮মুসনাদে আহমদ ও খুযাইমা ইবনে হিব্বান ১৬৫৭২।

আর মুসলিম শরিফে হুযাইফা (রা:) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে -

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:) বলেছেন: আমার ওফাতের পর এমন কতিপয় ইমাম ও বাদশাহর আর্বিভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত ও তরীকা অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে-গঠনে এবং চেহারা-অবয়বে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ হবে শয়তানের অন্তর যা মানবদেহে স্থাপন করা হয়েছে (অর্থাৎ তারা হবে শয়তানের প্রেতাত্মা)। হুযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:) যদি আমি সেই অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করনীয় কি হবে? তিনি বললেন, তোমার আমীর যা বলে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে, যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে।"[১৫০]

তবে এটা হলো যদি তারা দ্বীন কায়েম রাখে। আর যদি দ্বীন কায়েম না করে বা না রাখে তাহলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। এজন্যই কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে مَا أَقَامُوا الدِّينَ (মা আকামু দ্বীন) অর্থাৎ শাসকদের আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দ্বীন কায়েম করবে।[১৫১]

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এদেশের অনেক বড় বড় আলেম এই হাদীসগুলোকে অপব্যাবহার করে। তারা এই হাদীসগুলোর ভিত্তিতে বর্তমান তাগুতী ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসকদের আনুগত্য করাকে ফরজ

---

[১৫০] সহীহ মুসলিম ৪৮৯১।

[১৫১] সহীহ বুখারী ৭১৩৯; মুসনাদে আহমদ ১৬৮৫২; সুনানে বাইহাকী ১৬৯৭৫।

বলে। আবার তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন, 'ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়া, হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান প্রমূখরা খলীফাতুল মুসলিমীন হতে পারে না এবং তৎকালীন মুসলিম জাতি তাদের আনুগত্য করতে পারে তাহলে বর্তমানে আমাদের নেতা-নেত্রীদের দোষ কি? তারা কি ওদের থেকেও বড় জালিম? ইত্যাদি বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কেননা তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতো যে, উপরোক্ত শাসকগণ যদিও ইতিহাস খ্যাত জালিম ছিলেন কিন্তু তারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। তাদের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। তাদের শাসন ছিল খেলাফত ভিত্তিক। তাদের সংবিধান ছিল কুরআন-সুন্নাহ। সেজন্যই তাদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যদিও তারা জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস রচনা করেছে। পক্ষান্তরে বর্তমান শাসকেরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। তাদের সংবিধান কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান। আর এ জাতীয় শাসকদেরকে উলূল আম্‌র বলা হয় না। বরং এরা হলো উলূল খাম্‌র। একারণেই হাদীস শরীফে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হয়েছে مَـــا أَقَامُوا الدِّينَ অর্থাৎ যতক্ষণ তারা দ্বীন কায়েম করবে বা দ্বীন কায়েম রাখবে।

প্রশ্নঃ আল-জামা'আহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে ক্ষতি কি?

উত্তরঃ 'আল-জামাআহ' থেকে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেনঃ

{ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [الأنعام : ١٥٩]

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন।[১৫২]

[১৫২] সুরা আল আনআম ৬:১৫৯।

উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে তাদের সাথে রাসুলের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ মুসলিমরা সবর্দা আল্লাহর কুরআনকে সকলে মিলে একসাথে ধারন করবে এবং একজন নেতার চেইন অব কমান্ডে তারা চলবে। এ আয়াতে বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ পরিনাম হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে যারা বিভেদ ঘটায় বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কোন সম্পর্ক নেই। অপর দিকে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } [الروم : ٣١ ، ٣٢]

অর্থ: আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।[১৫৩]

এ আয়াতে বলা হচ্ছে তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। কেননা বিচ্ছিন্ন হওয়াটা মুশরিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। এর অনুপ্রবেশ যাতে মুসলিমদের মাঝে না ঘটে সেজন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। একইভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়ে:

{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة : ٤]

আর কিতাবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই কেবল মতভেদ করেছে।[১৫৪] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران : ١٠٥]

অর্থ: আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব।[১৫৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেন:

---

[১৫৩] সুরা আর্‌রুম ৩০:৩১,৩২।
[১৫৪] সুরা আল বায়্যিনাহ ৯৮:৪।
[১৫৫] সুরা আল ইমরান ৩:১০৫।

{وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} [الشورى : ١٤]

অর্থ ঃ আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা কেবল নিজদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে; একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল,তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।[১৫৬]

আরেক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }(آل عمران : ١٠٣)

অর্থ ঃ আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্ত রে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল।[১৫৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে

[১৫৬] সুরা আশশুআরা ২৬:১৪।
[১৫৭] সুরা আল ইমরান ৩:১০৩।

যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তাঁর দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।........[১৫৮]

আরও অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) ও হাদীসে মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সর্তক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ أَللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمْ بِثَلاَثٍ وأَنْهَـاكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ . أُمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وأَنْ تَعْتَـصِمُوا بِحَبْـلِ الله جَمِيعاً ولاَ تَفَرَّقُوا....

অর্থ: "আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজের আদেশ করছি এবং তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করছি: তোমরা এক আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআনকে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবে না..... ।"[১৫৯]

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ الْحَسَنِ أَلَمْ تَعْلَمُوْا أَنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِمَّنْ فَاْرَقَ دِيْنَه وَكَاْنُوْا شِيْعًا

অর্থ: "হাসান বসরী বলেন, তোমরা কি জাননা যে, মুহাম্মদ (সা:) ঐ সকল লোকদের থেকে মুক্ত যারা তাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে।" অতঃপর তিনি সুরা আ্নআমের ১৫৯ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

{ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [الأنعام : ١٥٩]

'নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো

---

[১৫৮] সুরা আশশুআরা ২৬:১৩।

[১৫৯] সহীহ ইবনে হীব্বান ৪৫৬০ (হাদীসটি সহীহ)।

আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন।"[১৬০]

মুসলিম জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ পরস্পরের বিরোধ ও বিভক্তি

মুসলিম জাতির মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরী করে বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলিমদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় ও সাহস হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال : ٤٦]

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[১৬১]

এ আয়াতে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ করাকে শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলিম জাতির শক্তি, সাহস নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাহলো: নিজেদের আবেগ অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে সংযত রাখো। তাড়াহুড়ো করো না। ভীত-আতংকিত হওয়া, লোভ-লালসা পোষণ করা এবং অসংগত উৎসাহ -উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকো। স্থির মস্তিস্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষণতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে যাও। বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা না টলে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোন অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনা শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল না হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সফল

---

[১৬০] ইত্তিহাফুল খিয়ারতি ওয়াল মাহারতি৭/৭৭১ এ উক্তিটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হলেও এর সমর্থনে আরো অনেক শাহেদ পাওয়া যায়।

[১৬১] সুরা আনফাল ৮:৪৬।

হবার আনন্দে অধীর হয়ে অথবা কোন আধা-পরিপক্ক ব্যবস্থাপনাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর হতে দেখে তোমাদের সংকল্প যেন তাড়াহুড়োর শিকার না হয়ে পড়ে। আর যদি কখনো বৈষয়িক স্বার্থ, লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্ররোচনা তোমাদের লোভাতুর করে তোলে তাহলে তাদের মোকাবিলায় তোমাদের নফস যেন দূর্বল হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সেদিকে এগিয়ে যেতে না থাকে। এ সমস্ত অর্থ শুধু একটি মাত্র শব্দ 'সবর' এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন এসব দিয়ে যারা সবরকারী হবে তারাই আমার সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে ধন্য হবে।

প্রশ্ন: যুগে যুগে ইসলামকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করেছে কারা?

উত্তর: যুগে যুগে আলেমদেরই এক শ্রেণী আল্লাহর দ্বীনের ভিতরে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }

অর্থ: "মানুষ ছিল এক উম্মত (এক জাতি)। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদেরকে প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। আর তারাই তাতে মতবিরোধ করেছিল, যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশত। অতঃপর আল্লাহ নিজ অনুমতিতে মুমিনদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।[১৬২]

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আল্লামা বাগবী তার তাফসীরে বলেন, ইহুদী খৃস্টানদের ইখতিলাফটা দুই ধরণের ছিল এক: তারা কিতাবের কিছু অংশ মানতো আর কিছু অংশে কুফরি করতো "তারা

---

[১৬২] সুরা আল বাকারা ২:২১৩।

বলতো আমরা কিছু মানি কিছু মানিনা।" দুই: তারা আল্লাহর কিতাবের তাহ্‌রীফ বা বিকৃত সাধন করতো।"[১৬৩]

আজকে আমাদের সমাজের আলেমদের একই অবস্থা, কেউ কুরআনের কিছু অংশ মানে তার সুবিধা মতো এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করে তার নিজস্ব মতের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণে। আরেক দল আলেম আল্লাহর কুরআনের বিকৃতি সাধন করে কুরআনের অর্থ ঘুরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়তী (রহঃ) বলেন: দুইদল মানুষ কুরআন পড়তে গিয়ে গোমরাহ হয়।

أَحَدُهَا: قَوْمٌ اعْتَقَدُوا مَعَانِيْ ثُمَّ أَرَادُوْا حَمْلَ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا. وَالثَّانِيْ: قَوْمٌ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يَسُوْغُ أَنْ يُرِيْدَه مَنْ كَانَ مِنَ النَّاطِقِيْنَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالْقُرْآنِ وَالْمَنْزِلِ عَلَيْهِ وَالْمُخَاطِبِ بِه،

প্রথম দল: ঐ সকল লোকেরা যারা পূর্ব থেকেই একটি বিশেষ আক্বীদা ও বিশ্বাস ধারণ করে আছে, অতঃপর যখনই কুরআনের কোন আয়াত সামনে আসে তখন তারা চেষ্টা করে ঐ আয়াতটি তাদের আক্বীদার পক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ এ জাতীয় লোকেরা একটি বিশেষ দল বা তরিকার রঙ্গিন চশমা দিয়ে কুরআন-হাদীসকে গবেষণা করে। তারা সবসময় চেষ্টা করে কুরআনের আয়াতকে তাদের আক্বিদাহ ও বিশ্বাসের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করতে। যদি কোন আয়াত তাদের দলীয় মতের বিপক্ষে যায় তাহলে সে আয়াতকে তাদের দলীয় আলেম ও পীর-বুযুর্গদের অপব্যাখ্যার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, দুমড়িয়ে, মুচড়িয়ে নিজেদের স্বপক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন এই কিতাবের বারতম অধ্যায়ের শেষ দিকে পীর-সূফীদের কুরআন বিকৃতি শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দল: ঐ সকল লোকেরা যারা শুধুমাত্র আয়াতের শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই তাফসীর করে থাকে যেভাবে সাধারণ একজন আরবী লোকের কথার তাফসীর করা হয়। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, এ

---

[১৬৩] তাফসীরে বাগবী ১ম খন্ড পৃঃ ২৪৪।

কুরআন কে নাজিল করেছেন? কার উপর নাজিল করেছেন? কাদেরকে সম্বোধন করে নাজিল করা হয়েছে?[১৬৪]

আর এদুটি কাজ এক শ্রেণীর আলেমরাই করে থাকে। যেমন আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

{ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: ١٩]

অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিত রূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।"[১৬৫]

এসব আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুগে যুগে বিজ্ঞ আলেমদেরই একটি শ্রেণী মুসলিম জাতিকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করেছে।

সুতরাং কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে কোন আলেম/বুজুর্গ বা বড় বড় মুফতী মুহাদ্দেস সাহেবদের দোহাই না দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ যা বলে তাই সঠিক বলে গ্রহণ করা উচিত। হকের কথা বললেই - 'অমুক আলেম কি বললেন', বা 'অমুক পীর সাহেব কি কম বুঝেন?' এগুলো বলা যাবে না। বরং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যা সত্য তার অনুসরন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের। তারপর যদি

---

[১৬৪] আল ইত্ক্বান ফি উলুমিল কুরআন ১খন্ড ৪৪১ পৃষ্ঠা, শরহে মুকাদ্দামাতুত্ তাফসীর ৯ খন্ড ১ম পৃষ্ঠা।
[১৬৫] সুরা আল-ইমরান ৩:১৯।

তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।"[১৬৬]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা:) আনুগত্যের ক্ষেত্রে উভয় স্থানেই أَطِيعُواْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'উলুল আমর' এর ক্ষেত্রে أَطِيعُواْ শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ উলুল আমরের আনুগত্য স্বতন্ত্র নয়; বরং তারা যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যের অধীনে থাকবে, ততক্ষণই কেবল তারা উলুল আমর বলে বিবেচিত হবেন। আর কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন বিধান অনুসরন করে সে উলুল আমর নয় - বরং সে উলুল খাম্‌র (মাতাল)।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকদের চাটুকার, তাগুতের পা-চাটা গোলাম এক শ্রেণীর 'ওলামায়ে ছূ' এই আয়াত দিয়ে বর্তমান শাসকদের আনুগত্য করাকে ফরয বলে দাবী করে। তারা বলে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য করা রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলূল আমর' তাদের। আর 'উলূল আমরের' ব্যাখ্যায় বেশীর ভাগ মুফাচ্ছিরগণ শাসকদের উদ্দেশ্য করেছেন। অতএব শাসকদের আনুগত্য করা কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজে 'আইন। এই জ্ঞানপাপী তথা-কথিত আলেমদের জানা উচিত যে, 'উলূল আমরে'র আনুগত্য করাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি নিজেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহলেই কেবলমাত্র তারা 'উলূম আমর' বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের আনুগত্য করতে হবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য না করে এবং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক দেশ শাসন না করে তাহলে তারা কুরআনে বর্ণিত 'উলূল আমর' নয় বরং তারা হলো 'উলূল

---

[১৬৬] সুরা নিসা ৪:৫৯।

খাম্‌র’ (মদের হেফাজতকারী)। তাদের আনুগত্য করা ফরজ হওয়াতো দূরের কথা বরং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদেরকে অমান্য করা, তাদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ফরজে ‘আইন হয়ে যায়। যেভাবে ইবরাহীম (আ:) তৎকালীন শাসকদের বিরূদ্ধে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে “ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি (মানি না)। আর শুরু হল আমাদের ও তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।”[১৬৭]

মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা সাময়িকভাবে মূর্তিপূজার চেয়েও মারাত্মক। পবিত্র কুরআনে মূসা (আ:) ও তার ভাই হারুন (আ:) এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

অর্থ: “হারুন বললেন: হে আমার সহোদর! তুমি আমার দাড়ি ও চুল ধরে টেনো না। আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে: ‘তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা কর নাই।”[১৬৮]

এ আয়াতে দেখা যায় যে মুসা (আঃ) তার ভাই হারুন (আঃ) এর উপর এই বলে ক্ষেপে গেলেন যে, ‘যখন আমার অবর্তমানে লোকেরা গো-বৎস তৈরী করে তার ইবাদত করা আরম্ভ করল, তখন তুমি তাদেরকে বাঁধা প্রদান কর নাই কেন? কেন বাছুর পূজা কঠোর হস্তে দমন কর নাই?’

মুসার (আ:) এই প্রশ্নের উত্তরে হরুন (আ:) বললেন, এই ভয়ে যে, আমি যদি কঠোর হস্তে দমন করতাম তাহলে কিছু লোক আমার কথা মানতো আর কিছু লোক অমান্য করতো। ফলে দু’টো দল হয়ে যেত। আর দল

---

[১৬৭] সুরা মুমতাহিনাহ ৬০:৪।

[১৬৮] সুরা ত্ব-হা ২০:৯৪।

হয়ে গেলে তাদের পূনরায় একত্র করা কঠিন হতো। তাই মনে করলাম যে, তারা সাময়িকভাবে মুর্তি পূজা করুক তবুও বিভক্ত না হোক। তুমি এসে এদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং তাদের ঐক্য বজায় থাকবে। তোমার নেতৃত্বকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।' এই উত্তর শুনে মুসা (আঃ) খামোশ হয়ে গেলেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা কত বড় অপরাধ।

খোলাসাঃ উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে যা প্রমানিত হলো তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

ক. মুমিনদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে।

খ. বিছিন্নভাবে জীবন যাপন করার অধিকার তাদের নেই।

গ. বিছিন্নভাবে জীবন যাপনকারী শয়তানের শিকারে পরিনত হয়।

ঘ. 'আল-জামাআহ' থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জাহিলিয়্যাতে প্রত্যাবর্তনের শামিল।

ঙ. "আল-জামা'আহ" বদ্ধভাবে জীবন যাপন জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত।

চ. 'আল-জামা'আহ' না থাকলে ইসলাম সগৌরবে টিকে থাকতে পারে না।

ছ. 'আল জামাআহ' এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন শখের ব্যাপার নয়। বরং 'আল জামা'আহ' এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা:) নির্দেশের সুস্পষ্ট লংঘন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা:) প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে 'আল জামাআহ' বা ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা।

চতুর্থ অধ্যায়

আল-ইমারাহ

প্রশ্ন: 'আল জামাআহ' এর জন্য আমীরের গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর: 'আল জামাআহ' এর জন্য আমীর একান্ত জরুরী। আমীর ছাড়া 'আল জামাআহ'র কল্পনাই করা যায় না। এ জন্যই উমর (রা:) বলেন:

عَنْ عُمَرُ اَنَّه قَالَ لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ

অর্থ: "ইসলামের অস্তিত্বই হতে পারে না জামা'আহ ছাড়া। আর জামা'আহ'র অস্তিত্বই হতে পারে না ইমারাহ (নেতৃত্ব) ছাড়া। আর ইমারার অস্তিত্বই হতে পারে না আনুগত্য ছাড়া।"[১৬৯]

"আল-জামা'আহ" এর প্রধানকে ইসলামের পরিভাষায় খলিফাতুল মুসলিমীন, ইমামুল মুসলিমীন বা আমীরুল মু'মিনীন বলা হয়।

খলিফা শব্দটি কুরআনে সূরা বাক্বারার ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থ: "তোমাদের রব মালায়েকদের বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে চাই।"[১৭০]

'খলিফা' বলা হয় সে ব্যক্তিকে, যে কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই অর্পিত ক্ষমতা বা ইখতিয়ার ব্যবহার করে। খলিফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মত কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছা পূরণ করাই হচ্ছে তার কাজ।

যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার উপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে থাকে, অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছা পূরণ করতে থাকে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গন্য হবে।

---

[১৬৯] সুনানে দারিমী ১ম খন্ড পৃ ঃ ৯১ অধ্যায়: ইলম উঠে যাওয়া পর্ব।

[১৭০] সূরা বাক্বারা ২:৩০।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন:

قَالَ الْقُرْطُبِيْ فِيْ تَفْسِيْرِهَذه الْاَيَة الْكَرِيْمَة:" هَذه الْاَيَةُ اَصْلٌ فِيْ نَصْب امَامٍ وَخَلِيْفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاْ عُ لتَجْتَمِعَ بِهِ الْكَلِمَةُ وَتُنْفَذَ بِهِ اَحْكَامُ الْخَلِيْفَةِ وَلَاخِلَاْفَ فِيْ وُجُوْبِ ذَلكَ بَيْنَ الْاُمَّة وَلَاْ بَيْنَ الْاَئمَّة

"এ আয়াতটি মুসলিমদের একজন ইমাম বা খলিফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে মূলভিত্তি। খলিফার কথা শুনতে হবে এবং তার নির্দেশ মানতে হবে। তার নেতৃত্বে মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তিনি আল্লাহর খলীফা হিসাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কার্যকর করবেন। আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে জনগনের ঝগড়া-বিবাদের মিমাংসা করা ও তাদের বিরোধ-বিসম্বাদ দূর করা, মজলুমের সহায়তা করা, জিহাদ পরিচালনা করা, দন্ডবিধি চালু করা, অন্যায়-অনাচার বিলোপ করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি তাঁর মূল দায়িত্ব। এজন্যই মুসলিম জাতির জন্য একজন খলীফা নিযুক্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। এব্যাপারে কারো কোন দ্বীমত নেই।"[১৭১]

সম্ভবত: এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর পরে তাঁর লাশ দাফন করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ খলীফা নিয়োগ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর লাশ দাফন করতে প্রায় তিনদিনের মত বিলম্ব হয়। অত:পর যখন আবূ বকর (রা:) খলীফা নিযুক্ত হলেন তারপর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর লাশ দাফন করা হলো। খলীফা নিযুক্ত করা মুসলিম উম্মাহর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

প্রশ্ন: খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কোন কিছু উল্লেখ আছে কি?

উত্তর: খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত এবং হাদীস পেশ করা হলো।

---

[১৭১] তাফসীরে কুরতুবী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০।

প্রথম আয়াতঃ মানব জাতিকে সৃষ্টিই করেছেন খলীফা হিসেবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থঃ "আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব মালায়েকাদের বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে চাই।"[১৭২]

এ আয়াতে বুঝা গেল, মানব জাতির সৃষ্টিই হল আল্লাহর খলীফা হিসাবে। তবে এ আয়াতের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই যে, প্রত্যেকেই খলীফা দাবী করবে। কেননা প্রতিটি মানুষই যদি খলীফা হয় তাহলে আলাদা ভাবে কাউকে খলীফা বানানোর কোন প্রয়োজন হতো না। অথচ আল্লাহ (সুবঃ) কোন কোন নবীকে খাসভাবে খলীফা বানানোর কথা ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আয়াতটি লক্ষ্য করুন।

দ্বিতীয় আয়াতঃ আল্লাহ (সুবঃ) দাউদ (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَـوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" (ص:٢٦)

অর্থঃ "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন কর এবং 'হাওয়া'র (খেয়াল খুশির) অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।"[১৭৩]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) দাউদ (আঃ) কে পৃথিবীর খলীফা হিসাবে ঘোষণা করলেন। এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। **একঃ** মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য খলীফা প্রয়োজন। **দুইঃ** প্রতিটি বনী আদম খলীফা নয়। যদি প্রতিটি মানুষ খলীফা হতো তাহলে দাউদ (আঃ) কে স্বতন্ত্রভাবে খলীফা বানানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের আরও একটি আয়াত থেকে বুঝা যায় যে,

---

[১৭২] সূরা বাক্বারা ২:৩০।
[১৭৩] সূরা ছোয়াদ ৩৮:২৬।

প্রতিটি বনী আদম সৃষ্টিগতভাবে খলীফা নয়। যদি তাই হতো তাহলে এই পৃথিবীর খেলাফত পাওয়ার জন্য কোন প্রকার শর্তারোপ করা হতো না। অথচ আল্লাহ (সুবঃ) এই পৃথিবীর খেলাফত প্রাপ্তির জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন। যা তৃতীয় আরেকটি আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয় আয়াতঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (النور:৫৫)

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফাহ দান করবেন, যেমন তিনি খিলাফাহ দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরে তা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরিক সাব্যস্ত করবে না। আর যারা এর পরও অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই তো নাফরমান।"[১৭৪]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুমিনদেরকে এই পৃথিবীর খেলাফত দান করার ওয়াদা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, খেলাফত বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসঃ

মুসলিম জাতির খলীফা বা ইমামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বুখারী শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَ اَنَّهُ سَمَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ يَقُوْلُ .... وَاِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يَقا تَلُ مِنْ وراءه وَيُتقى بِهِ

[১৭৪] সূরা নুর ২৪:৫৫।

অর্থঃ "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম ঢাল। তার অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই প্রতিরক্ষা হবে।[১৭৫]"

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম জাতির একজন ইমাম থাকতে হবে। যার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। মুসলিম জাতি অমুসলিমদের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম জাতির ইমামকে ঢাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইমামের প্রয়োজন। এজন্যই ইমাম বা খলীফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সালাফ ও খালাফ সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত। কিছু ওলামায়ে কিরামদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইমাম কুরতুবীঃ

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

هَذه الْآيَةُ اَصْلٌ فِيْ نَصْب امَام وَخَلِيْفَة يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ لِتَجْتَمِعَ بِه الْكَلِمَةُ وَتُنْفَذَ بِه اَحْكَامُ الْخَلِيْفَة وَلَاخِلَافَ فِيْ وُجُوْب ذَلكَ بَيْنَ الْاُمَّة وَلَا بَيْنَ الْاَئمَّة

"এ আয়াতটি মুসলিমদের একজন ইমাম বা খলিফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে মূলভিত্তি। খলিফার কথা শুনতে হবে এবং তার নির্দেশ মানতে হবে। তার নেতৃত্বে মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তিনি আল্লাহর খলীফা হিসাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কার্যকর করবেন। এজন্যই মুসলিম জাতির জন্য একজন খলীফা নিযুক্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। এব্যাপারে কারো কোন দ্বীমত নেই।"[১৭৬]

ইমাম শানকীতিঃ

ইমাম মুহাম্মাদ আল আমিন আল শানকীতি তার প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'আদওয়াউল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআনি বিল কুরআন' নামক কিতাবে বলেনঃ

---

[১৭৫] বুখারী হাঃ ২৭৫৭ ইমামের নেতৃত্বে অধ্যায়; মুসলিম হাঃ ১৮৩৫; নাসাই হাঃ৪১৯৩; ইবনে আবি শাইবা হাঃ ৩২৫২৯; আহমাদ হাঃ ৭৪২৮; ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯।

[১৭৬] তাফসীরে কুরতুবী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬০।

مِنَ الْوَاضِحِ الْمَعْلُوْمِ مِنَ ضَرُوْرَةِ الدِّيْنِ انَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ نَصْبُ امَامٍ تَّجْتَمِعُ بِه الْكَلِمَةُ وَتُنْفَذُ بِه اَحُكَامُ اللهِ فِيْ اَرْضِه

"একথা সুস্পষ্ট যে, দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলঃ 'মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরয। যার নেতৃত্বে মুসলিমগন ঐক্যবদ্ধ হবে, তিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করবেন।"[১৭৭]

ইমাম শানকিতি আরও বলেন:

وَاَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَىْ اَنَّ وُجُوْبَ الْامَامَةِ الْكُبْرَى بِطَرِيْقِ الْشَرْعِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَ اَشْبَاهُهَا وَ اجْمَاعُ الْصَحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَلَانَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَاْ لَا يَزَعُهُ بِالْقُرْآنِ – كَمَا قَالَ تَعَالَى – لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থ: "অধিকাংশ আলেমগন এব্যাপারে একমত যে, ইমাম নিযুক্ত করা 'শরি'আহ' এর ভিত্তিতেই ওয়াজীব যা পূর্বে উল্লেখিত আয়াত সমূহ এবং সাহাবাদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা ইমামের নেতৃত্বে এমন কিছু কাজ করা সম্ভব যা কুরআন দ্বারা সম্ভব হয় না।" যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "আমি আমার রাসূলগনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ন করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগনকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।"[১৭৮] ইমাম শানকিতি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

فِيْهِ اشَارَةٌ الَىْ اعْمَالِ السَّيْفِ عَنْدَ الْابَاءِ بَعْدَ اقَامَةِ الْحُجَّةِ

---

[১৭৭] তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান أَضْوَاءُ الْبَيَانْ فِي ايضاح القران بالقران ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭।

[১৭৮] তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা।

অর্থ: "এই আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, যদি 'হুজ্জাহ' (দলীল-প্রমাণ) কায়েম করার পরও কাজ না হয় তাহলে তরবারী কাজে লাগাতে হবে।"[১৭৯]
আর এটা স্পষ্ট যে, তরবারী কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই ইমাম প্রয়োজন হবে।

ইমামুল হারামাইন:

ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল জুওয়াইনী তার কিতাব **غَيَاثُ الْاُمَم فِيْ التِّيَاثِ الْظَلَمِ** এ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার খোলাসা এই:

وَلَاْ يَشُكُّ اَحَدٌ مِنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ وُجُوْبِ نَصْبِ الْاِمَامِ – بَلْ قَدْ رُوِىَ الْاِجْمَاعُ عَلَىْ وُجُوْبِ ذَلِكَ كُلٌّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ

অর্থ: "মুসলিম আলেমদের এ ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিমদের একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরজ। বরং এ ব্যাপারে যারাই কথা বলেছেন তারা সকলেই 'ইজমা' বা ঐক্যমত পোষন করেছেন।"[১৮০]

ইমাম নিয়োগ পদ্ধতি

প্রশ্ন: মুসলিম জাতির ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি কি?

উত্তর: ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি কয়েকটি হতে পারে:

প্রথম পদ্ধতিঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ঘোষনা করে যাওয়া যে, আমার পরে অমুক তারপর অমুক খলিফা হবে। এভাবে যদি কারও নাম ঘোষনা করে যান তাহলে তিনিই খালিফা নিযুক্ত হবেন। কোন কোন আলেম বলেন যে, প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এই পদ্ধতিতেই খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) কর্তৃক তাকে সালাতের ইমামতিতে নিযুক্ত করাই এই ইংঙ্গিত বহন করে যে- তিনিই 'ইমামতে কুবরা' (রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা) এর অধিকারী।

---

[১৭৯] তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা।

[১৮০] **غَيَاثُ الْاُمَمِ فِيْ التِّيَاثِ الْظَلَمِ** প্রথম খন্ড, الباب الأول في وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة ।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ **اَهْــلُ الْحَــلِّ وَالْعَقْــدِ** "আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ" সিদ্ধান্তকর মূহুর্তে সঠিক পরামর্শদানে সক্ষম, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী, বিচক্ষন ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে খলীফা নিযুক্ত করে তাকে বাই'আত প্রদান করা। বেশীর ভাগ ওলামায়ে কিরাম মনে করেন যে, আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে এই প্রক্রিয়াতেই খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল। কেননা আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্য থেকে যারা "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ" ছিলেন তারা বিভিন্ন মতামতের পরে আবু বকর (রা:) কে বাই'আত দান করেন। এ ক্ষেত্রে সকল আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ' এর ঐক্যমত জরুরী নয়। দু'/একজন বিরোধিতা করলেও তা ধর্তব্য নয়, যেমন- সা'আদ ইবনে উবাদাহ আবু বকর (রা:) কে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে রাজি হননি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার ফয়সালা

আবু বকর (রা:) এর খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে উপরোল্লিখিত উভয় মতামত বর্ণনা করার পরে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:

اَلتَّحْقِيْقُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ دَلَّ الْمُسْلمِيْنَ عَلَىْ اسْتخْلَاْف اَبِيْ بَكْرٍ وَ اَرْشَدَهُمْ اَلَيْه بِاُمُوْرٍ مُتَعَدِّدَة منْ اَقْوَاله وَاَفْعَاله فَخلَاْفَةُ اَبِيْ بَكْــرٍ الــصِّدِّيْق دَلَّــتْ النُّصُوْصُ الصَّحِيْحَةُ عَلَىْ صُحَّتهَا وَ ثُبُوْتهَا وَرِضَا الله وَ رَسُوْله صَــلَّىْ اللهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ لَهُ بِهَا وَانْعَقَدَتْ بِمُبَايَعَة الْمُسْلميْنَ وَ اخْتيَارُهُمْ اَيَّاهُ اخْتيَارًا اسْتَنَدُوا فيْه اِلَىْ مَا عَلمُوهُ منْ تَفْضِيْلِ الله وَ رَسُوْلُهُ وَاَنَّهُ اَحَقُّهُمْ بِهَذَا الْــاَمْرِ عِنْــدَ الله وَ رَسُــوْله فَصَارَتْ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ وَ الْاجْمَاعِ جَمِيْعاً .....

অর্থ: "সঠিক কথা এই যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে খলিফা বানানোর ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বীয় কথা এবং কাজের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করে গেছেন। সুতরাং আবু বকরের খিলাফত আল্লাহ (সুব:) ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া সহীহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত। অপর দিকে মুসলিমীনরাও সেই দলিল প্রমাণের ভিত্তিতেই আবু বকর (রা:) কে মনোনিত করেন। সুতরাং আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এর খলীফা নিযুক্ত হওয়া শুধু 'নস' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা:)

এর নির্দেশনা বা শুধু 'ইজমা' অর্থাৎ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আক্বদি' এর মাধ্যমে হয় নি বরং উভয় প্রকার দলিল দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[১৮১]

তৃতীয় পদ্ধতিঃ পূর্বের খলিফা কর্তৃক পরবর্তী খলিফাহ নিয়োগ করে যাওয়া। যেভাবে আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক উমর (রাঃ) কে নিয়োগ করা হয়। আবার উমর (রাঃ) তার মৃত্যুর পূর্বে ছয় সদস্যের শুরা গঠন করাও এই পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ পদ্ধতিঃ অস্ত্রের জোরে, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করে নেয়া, সাধারন মুসলিমদের রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মুসলিমদের ঐক্য বজায় রাখার খাতিরে তা মেনে নেয়া; যতক্ষন পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে। খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর নেতৃত্বে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে হত্যা করে খলিফা হওয়া এই চতুর্থ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বলেই অনেকে মনে করেন। ইমাম ইবনে কুদামাহও "আল মুগনী" নামক কিতাবে এই মতামতই ব্যক্ত করেছেন। তবে এই পদ্ধতিটি কোন বৈধ পদ্ধতি নয়। বরং মুসলিম জাতির ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং ব্যাপক রক্তপাত ঘটার আশংকা থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে মেনে নেওয়া জায়েজ। তবে শর্ত হলো যদি সে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নতুবা তার বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে বরখাস্ত করা সকল মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে যায়।

صِفَاتُ اَهْلِ الْحَلِّ وَ الْعَقْد

"আহলুল্ হাল্ল ওয়াল আকদ" এর বৈশিষ্ট্যঃ

শুরা সদস্যের গুনাবলী

প্রশ্ন: আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ' হওয়ার জন্য কি কি বৈশিষ্ট থাকা জরুরী?

উত্তর: ইমাম/খালিফা নিযুক্ত করার পদ্ধতি সমুহ থেকে "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" হচ্ছে মূল পদ্ধতি। তাই "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" এর বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা জানা আবশ্যক। নিম্নে তা দেওয়া হলো:

---

[১৮১] 'মিনহাজুস সুন্নাহ আন্নাববীয়াহ' ১ম খন্ড পৃ:১৩৯,১৪০,১৪১

- **পুরুষ হওয়া:** মহিলাগন “আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ” এর অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং ইমাম/খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভুমিকা থাকবে না।

- **আযাদ হওয়া:** কৃতদাস, যদিও ইলম ও জ্ঞানে পারদর্শী হয়, তবুও সে ইমাম নিয়োগে রায় দিতে পারবে না।

- **আলেম হওয়া:** সুতরাং সাধারন জনগন, যাদেরকে আলেম/জ্ঞানী, বুদ্ধিমান/বিচক্ষন হিসেবে গন্য করা হয় না তারা রায় দিতে পারবে না।

- **মুসলিম হওয়া:** সুতরাং অমুসলিমদের খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে রায় দেওয়ার কোন অধিকার থাকবে না।

- **বিচক্ষণ হওয়া:** কেউ কেউ ইমাম/খলিফা নিয়োগকারীদের মুজতাহিদ এবং ফাতওয়া দানে সক্ষম হওয়ার শর্ত আরোপ করেন। কাজী আল বাকিল্লানী এবং একদল মুজতাহিদ বলেন যে, “আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ” হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয় বরং পূর্ণ জ্ঞানী-বিচক্ষন সম্ভ্রান্ত, দূরদর্শী, বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হতে হবে।

ইমামুল হারামাইন বলেন,

وَلَكِنِّى اشْتَرَطَ اَنْ يَكُوْنَ الْمُبَايِعُ مِمَّنْ يُفِيْدُ مُتَابَعَتُهُ هُنَّةً وَاقْتِهَارًا

অর্থ: শুধু জ্ঞানী, বিচক্ষন, দূরদর্শীই নয় বরং প্রভাবশালীও হতে হবে।

ইমাম মাওয়ারদী “আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ” এর শর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

فَاَمَّا اَهْلُ الْاخْتِيَارِ فَالشُّرُوْطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيْهِمْ ثَلَاْثَةٌ – اَحَدُهَا الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ مَشْرُوْطٌ لَهَا – وَالثَّانِىْ اَلْعِلْمُ الْذِىْ يَتَوَصَّلُ بِهِ اِلَىْ مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْاِمَامَةَ عَلَىْ الشُّرُوْطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيْهَا – وَالثَّالِثُ اَلرَّأْىُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ اِلَىْ اِخْتِيَارٍ مَنْ هُــوَ لِلْاِمَامَــةِ اَصْلَحُ وَ بِتَدْبِيْرِالْمَصَالِحِ اَقْوَيْ وَاَعْرَفُ

নির্বাচক মন্ডলীর জন্য গ্রহনযোগ্য শর্ত তিনটি:

প্রথম শর্ত: ন্যায় পরায়ন হওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা।

দ্বিতীয় শর্ত: ইমাম/খলিফা হওয়ার জন্য কে যোগ্য এবং তার কি কি শর্ত পূরন করতে হবে, এ সংক্রান্ত ইলম থাকা।

তৃতীয় শর্ত: এমন রায় এবং হিকমাহ এর অধিকারী হওয়া যার মাধ্যমে ইমাম হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত এবং মুসলিম জাতির কল্যাণে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে কে বেশী শক্তিশালী এবং পারদর্শী তা নির্ণয়ে সক্ষম হওয়া।[১৮২]

প্রশ্ন: "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" কতজন হতে হবে?

উত্তর: একথা নিশ্চিত যে, 'ইমাম নিয়োগ করার জন্য ইজমা শর্ত নয়' - এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। কারন আবু বকর (রাঃ) কে যখন মদিনার "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" বাই'আত দিয়ে খলিফা নিযুক্ত করলেন তখন তিনি তৎকালীন মুসলিম ভূ-খন্ডের সর্বত্র খবর পৌঁছানোর এবং তাদের বাই'আত দানের অপেক্ষা না করে দায়িত্ব পালন শুরু করে দিলেন। বিচার-ফয়সালা, সেনা প্রস্তুতকরণসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সব কাজই শুরু করে দেন। চার খলিফার সকলের ব্যাপারেই এমনটা ঘটেছিল। তাই মুসলিম বিশ্বের সকল "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" এর ইজমা শর্ত নয়। তবে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জরুরী কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কিছু মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- কোন কোন আলেম বলেন, দুইজন "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" এর বাই'আত দানের মাধ্যমেই ইমাম নিযুক্ত হবে।
- কেউ কেউ সাক্ষীদের পূর্ণ সংখ্যার ভিত্তিতে চারজন হওয়াকে শর্ত করেছেন।
- আবার কেউ কেউ চল্লিশ জনের শর্তও করেছে। কেননা এটা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে জুমু'আ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত।
- ইমামুল হারামাইন শাইখ আবুল মা'আলী আল জুওয়াইনী বলেন: 'এই সব মতামত গুলোই ভিত্তিহীন। আমার কাছে যেটা সঠিক বলে মনে হয় তা হচ্ছে এত পরিমান অনুসারী, অনুগামী ও নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগন বাই'আত দিবেন যাতে খলিফার অবস্থান গ্রহনযোগ্য, শক্তিশালী এবং

---

[১৮২] আল-আহকামুস সুলতানিয়া, পৃঃ৬।

সুরক্ষিত হয়। যারা বিরোধিতা করবে তাদেরকে যেন খলিফার অনুসারীগন প্রতিহত করতে পারেন।'

- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'ইমামুল হারামাইন যে কথা বলেছেন এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর বক্তব্য। যদিও ওলামাদের কেউ কেউ চারজনের কথা, কেউ দুইজনের কথা আবার কেউ একজনের বাই'আত দ্বারাও খলিফা মনোনিত হবার কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলো "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ" এর বক্তব্য নয়। বরং আহলুস সুন্নাহ এর মতে এমন লোকদের বাই'আত এর মাধ্যমে খলিফা নিযুক্ত হবেন যারা মুসলিম উম্মাহর উপর প্রভাব রাখেন। যাদের বাই'আত দ্বারা ইমামতের উদ্দেশ্য সফল হয়। কেননা ইমামত হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন, ক্ষমতার কেন্দ্র। আর এটা একজন, দু'জন এর বাই'আত দ্বারা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ যদি এই স্বল্প সংখ্যক লোকের বাই'আত গোটা মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।'

সুতরাং যারা বলেন একজন, দু'জন দশজন এর বাই'আত দ্বারা ইমাম নিযুক্ত হয়ে যাবে যদিও তারা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নয়; এটা যেমন ভুল তেমনিভাবে - একজন, দু'জন দশজনের বিরোধিতা ইমাম নিযুক্ত করাকে বাঁধাগ্রস্থ করবে এটাও ভুল।[১৮৩]

প্রশ্ন: ইমাম/খলিফা নিয়োগ বৈধ হবার জন্য কি সাক্ষী রাখা ওয়াজীব?

উত্তর: এ প্রশ্নে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন:

لَاْ يَجِبُ: لِاَنَّ اِيْجَابُ الْاِشْهَادِ يَحْتَاجُ اِلَىْ دَلِيْلٍ مِنَ النَّقْلِ وَ هَذَا لَاْ دَلِيْلَ عَلَيْهِ مِنْهُ

"না ওয়াজিব নয়। কেননা কোন জিনিস ওয়াজিব হওয়ার জন্য কুরআন/হাদীসের দলিল প্রয়োজন। অথচ এব্যাপারে কোন সহীহ দলিল নাই।"

আরেকদল আলেম বলেন:

يَجِبُ الْاِشْهَادُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَدَّعِىْ مُدَّعٍ اَنَّ الْاِمَامَةَ عُقِّدَتْ لَهُ سِراً فَيُؤَدِّىْ ذَلِكَ اِلَــىْ الشِّقَاقِ وَ الْفِتْنَةِ.

---

[১৮৩] মিনহাজুস সুন্নাহ আন নববীয়া, পৃ:১৪১.১৪২।

অর্থ: "হ্যাঁ, সাক্ষী রাখা ওয়াজীব। নতুবা কেহ দাবী করতে পারে যে, তাকে গোপনে ইমাম/খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে এর দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ এবং নানা প্রকার ফেৎনার জন্ম নিবে।"

প্রশ্ন: সাক্ষী কতজন হতে হবে?

উত্তর: যারা ইমাম/খলিফা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে সাক্ষী ওয়াজীব বলেছেন, তাদের মধ্যে আবার সাক্ষীদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেছেন দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট। কেউ বলেন "চারজন সাক্ষী, প্রস্তাবক এবং প্রস্তাবিত ব্যক্তি সহ মোট ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ওয়াজিব।"

তাদের দলিল হল, উমর (রাঃ) এর মনোনীত ছয় সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শুরা। সেখানে চারজন সাক্ষী ছিলেন, তা ছাড়া ছিলেন প্রস্তাবক আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও প্রস্তাবিত উসমান (রাঃ)।

কিন্তু ইমাম ইবনে কাছীর ও ইমাম কুরতুবী এই মতটি বিতর্কিত এবং দূর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আমাদের কথা: খলিফা নিযুক্তির বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এখানে সংখ্যার বিষয়টি মূখ্য নয় বরং **اَهْلُ الْحَــلِّ وَالْعَقْــدِ** "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্‌দ" হতে এমন সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য দিতে হবে "যারা মিথ্যার উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে একমত হয়েছে, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাক্রমে তাদের সকলের থেকে মিথ্যা প্রকাশ পেয়েছে" এমন ধারনা করা যায় না। নতুবা ফাসেক, ফুজ্জার, স্বার্থবাদী ও চাটুকারদের সংখ্যা যতবেশী হোক না কেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

شُرُوْطُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ

প্রশ্ন: ইমামূল মুসলিমীন হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন?

উত্তর: ইমামূল মুসলিমীন হওয়ার জন্য নিম্নে লিখিত শর্তাবলী প্রয়োজন:

اَلْمُسْلِمُ মুসলিম হওয়া: ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কেননা কোন কাফের-মুশরিককে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হয় নাই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء : ١٤١]

অর্থ: আল্লাহ (সুব:) কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর কর্তৃত্ব করার কোন পথই রাখেন নাই।[১৮৪]

এছাড়া কাফেররা সবসময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে এবং মুসলিমদের ক্ষতি কামনা করে। এজন্য কোন কাফেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতেও নিষেধ করা হয়েছে। যেখানে একজন কাফেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে সেখানে তাদেরকে মুসলিম জাতির সর্বোচ্চ পদ খলিফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মু'মিনীন নিয়োগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران : ١١٨]

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তারা অন্তরসমূহে যা গোপন করে তা আরো মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।[১৮৫]

اَلْبُلُوْغُ বালেগ হওয়া: ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই বালেগ/প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা খলিফা হতে পারবে না। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

অর্থ: "আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়।"[১৮৬]

---

[১৮৪] সুরা নিসা ৪:১৪১।

[১৮৫] সুরা আল ইমরান ৩:১১৮।

[১৮৬] সুরা আনআ'ম ৬:১৫২।

এই আয়াতে এতিম নাবালেগ থাকা পর্যন্ত তার মাল উত্তম পন্থায় দেখাশুনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ নাবালেগ থাকা পর্যন্ত সে তার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ বুঝতে পারে না। সে ক্ষেত্রে নাবালেগ খলিফা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কারণ সে রাষ্ট্রের কল্যাণ কিছুই বুঝবে না। এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}

অর্থঃ "আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।"[১৮৭]

কাজেই নাবালেগ শিশুদেরকে ইমামূল মুসলিমীন নিয়োগ করা যাবে না।

اَلْعَاقِلُ আক্বেল হওয়াঃ ইমামুল মুসলিমীনকে অবশ্যই সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। কারণ বোকা লোকদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } [النساء : ٥]

অর্থঃ "আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল।"[১৮৮]

এ আয়াতে দুনিয়ার সামান্য ধন-সম্পদ যখন বোকাদের হাতে তুলে দিতে নিষেধ করা হয়েছে তখন মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কি করে তাদের হাতে তুলে দেয়া যায়? সুতরাং পাগল, বোকা, নির্বোধ ও মাতাল লোকদেরকে ইমামূল মুসলিমীন নিয়োগ করা যাবে না।

اَلْحُرِّيَّةُ স্বাধীন হওয়াঃ ইমামূল মুসলিমীনকে স্বাধীন হতে হবে। গোলাম বা কৃতদাস হতে পারবে না। কারণ কৃতদাস নিজেই পরাধীন। আর পরাধীন ব্যক্তি গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র নেত্রীত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এখন

---

[১৮৭] সুরা ইউসুফ ১২:২২।

[১৮৮] সুরা নিসা ৪:৫।

প্রশ্ন হয় যে, অনেক হাদীসে হাবশী গোলামকেও যদি আমীর নিযুক্ত করা হয় তার আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যেমন নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (صحيح البخاري)

অর্থ: হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন; তোমরা আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলাম নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটা শুকনো আঙ্গুরের (কিসমিস) এর মত।[১৮৯]

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ: উম্মে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি; .... হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামকেও যদি আমীর নিযুক্ত করা হয় তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবকে কায়েম রাখে।[১৯০]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ

---

[১৮৯] সহীহ বুখারী ৬৯৩, ৭১৪২; ইবনে মাজাহ ২৮৬০; মুসনাদে আহমদ ১২১৪৭; সহীহ বুখারী ৬৭২৩; ইবনে মাজাহ্ ২৮৬০; বাইহাক্বী ৬৩৮৩; জামেউল আহাদীস ৩৪৩৬।

[১৯০] সুনানে তিরমিজি ১৭০৬; সুনানে নাসায়ী ১৭০৪৩; মুসনাদে আহমদ ১৬৬৪৯; মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন:- ৭৩৮১।

অর্থ: আবু যর (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন; আমাকে আমার বন্ধু রাসূল (সা:) আদেশ করেছেন যেন আমি আমীরের কথা শুনি এবং মানি যদিও সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনকৃত (বিকলাঙ্গ) গোলাম হয়।[১৯১]

এ হাদীস গুলোতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হতে পারে। তাহলে ইমামের জন্য اَلْحُرِّيَّــةُ "স্বাধীন হওয়া কিভাবে শর্ত করা হলো? এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে:

(ক) "ইয়ে আগার-মাগার কি বাত হ্যায়" অর্থাৎ কখনো কোন জিনিসের বেশী গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অবাস্তব জিনিসকে বাস্তব ধরে এরকম বলা হয়। যেমন: কোরআনে বলা হয়েছে:

{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف : ٨١]

অর্থ: "বল, 'রহমানের (আল্লাহর) যদি সন্তান থাকত তবে আমি প্রথম তাঁর ইবাদাতকারী হতাম।"[১৯২] আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف : ٤٠]

অর্থ: নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং এই ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রতে প্রবেশ করে।[১৯৩]

এখানে প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহর সন্তান হওয়া এবং দ্বিতীয় আয়াতটিতে সূঁচের ছিদ্রতে উট প্রবেশ করা অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহর সন্তান না থাকা এবং কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ না করার বেশী গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ঐভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আমীরের আনুগত্যের বেশী গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে গোলামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বাস্তবে কখনো গোলামকে আমীর নিযুক্ত করা হবে না।

---

[১৯১] সহীহ মুসলিম ১৪৯৯।

[১৯২] সুরা যুখরুফ ৪৩:৮১।

[১৯৩] সূরা আ'রাফ ৭:৪০। এর দ্বারা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব বুঝানো হয়েছে।

(খ) হাবশী গোলামের আমীর হওয়া বলতে মুসলিমদের সর্বোচ্চ ইমাম (اَلْاَمِيْرِ الْعَامُ) কে বুঝানো হয় নাই। বরং ইমামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিশেষ কোন এলাকা অথবা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর জন্য অথবা বিশেষ কোন কাজের জন্য খাস আমীরকে বুঝানো হয়েছে। সে মতে এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, আমীরে 'আমের আনুগত্য করা যেমন ফরজ তেমনিভাবে আমীরে খাসের আনুগত্য করাও ফরজ।

(গ) গোলামের আমীর হওয়া বলতে বর্তমানে গোলাম অবস্থায় আছে তা বুঝানো হয় নাই বরং পূর্বে গোলাম ছিল কিন্তু তারপরে স্বাধীন হয়ে ইমাম নিযুক্ত হয়েছে এমন গোলামকে বুঝানো হয়েছে।

اَنْ يَكُوْنَ عَدْلاً ন্যায়পরায়ন হওয়া : ইমামূল মুসলিমীনকে ন্যায়পরায়ন হতে হবে। কাজেই ফাসেক জালেম ইমামূল মুসলিমীন হতে পারবে না। তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة : ١٢٤]

অর্থ: আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব'। সে বলল, 'আমার বংশধরদের থেকেও'? তিনি বললেন, 'যালিমরা আমার এই অঙ্গিকার প্রাপ্ত হয় না।'[১৯৪]

اَنْ يَكُوْنَ قُرَيْشاً কুরাইশী হওয়া: ইমামের জন্য শর্ত হল কুরাইশ বংশের হওয়া। ইমাম কুরতুবী إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এর তাফসীরে ইমামের জন্য শর্ত সমূহ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে,

اَلْاَوَّلُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ صَمِيْمِ قُرَيْشٍ لِقَوْلِهِ صَلَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيْ هَذَا...

---

[১৯৪] সুরা বাক্বারা ২:১২৪।

"প্রথম শর্ত হচ্ছে ইমাম খাঁটি কুরাইশী হওয়া।" যেহেতু রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন; "ইমাম কুরাইশ থেকেই হতে হবে" তবে এব্যাপারে উলামাদের মতভেদ রয়েছে।"[১৯৫]

কিন্তু এখানে ইমাম কুরতুবী যে মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন তা নিতান্তই দুর্বল। কেননা অনেকগুলো সহীহ হাদীস রয়েছে যা প্রমান করে যে, ইমাম কুরাইশী হতে হবে। এবং বেশীর ভাগ উলামাদের এ বিষয় ইজমা হয়েছে।

ইমাম বুখারী একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: بَابُ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُــرَيْشٍ "অধ্যায়: আমীর কুরাইশ থেকে।" মুলত: এটা হাদীসেরই অংশ। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে اَلْأَئِمَّــةُ مِــنْ قُــرَيْشٍ "ইমাম কুরাইশ থেকে হবে"।[১৯৬] হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, وَقَدْ جَمَعَتْ طُرُقُهُ عَنْ نَحْوِ اَرْبَعِيْنَ صَــحَابِيًّا "আমি এই হাদীসের সনদ সমূহ একত্র করেছি তাতে প্রায় চল্লিশজন সাহাবীকে পেয়েছি যারা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[১৯৭]

তিনি আরও বলেন:

قَالَ عِيَاضُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْاِمَامِ قُرَيْشًا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَةً وَقَدْ عَدُّوْاهَا فِيْ مَسَائِلِ الْاِجْمَاعِ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ اَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيْهَا خِلَاْفٌ وَكَذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ فِيْ جَمِيْعِ الْاَمْصَارِ

অর্থ: "কাজী ইয়াজ বলেছেন যে, ইমাম কুরাইশী হওয়া শর্তটি সকল উলামাদের অভিমত। এ বিষয়টি ঐ সকল 'মাছআলা'র অন্তর্ভূক্ত যার উপর সকল উম্মতের 'ইজমা' হয়েছে"। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন এবং তাদের পরবর্তী কারো থেকে কোন বিরোধ পাওয়া যায় নি" [১৯৮]

রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন:

---

[১৯৫] বুখারী: হা: নং ৩৫০১, মুসনাদে আহমদ ৩/১২৯,১৮৩, মুসলিম : ইমারাহ্ অধ্যায়: হা :নং ৪, আল আহকাম হা: নং- ৭১৩৯

[১৯৬] বুখারী: হা: নং ৩৫০১, মুসনাদে আহমদ ৩/১২৯,১৮৩, মুসলিম : ইমারাহ্ অধ্যায়: হা :নং ৪, আল আহকাম হা: নং- ৭১৩৯

[১৯৭] ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ:৩২

[১৯৮] ফাতহুল বারী, খন্ড-১৩, পৃ:১১৯

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ

অর্থ: "ওয়াসিলা বিন আসকা' (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি,নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইসমাইলের (আঃ) বংশ হতে 'কিনানাহ'কে নির্বাচন করেছেন, আর 'কিনানাহ' হতে কুরাইশকে নির্বাচন করেছেন, কুরাইশ থেকে বনি হাশেমকে নির্বাচণ করেছেন আর বনু হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন ।"[১৯৯]

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:

خَصَّ قُرَيْشًا بِاَنَّ الامَامَةَ فِيْهِمْ وَذَلِكَ لِاَنَّ جِنْسَ قُرَيْشٍ لَمَّا كَانُوْا اَفْضَلَ وَجَبَ اَنْ تَكُوْنَ الْاِمَامَةُ فِيْ اَفْضَلِ الْاَجْنَاسِ مَعَ الاِمْكَانِ

অর্থ: "ইমামতের বিষয়টি কুরাইশদের জন্য সংরক্ষিত। কারণ মানব গোষ্ঠির মধ্যে কুরাইশ যখন উত্তম, তখন উত্তম লোকদেরকেই যথাসাধ্য ইমাম বানানো বাঞ্চনীয় ।"[২০০]

এছাড়া আরও অনেকেই এব্যাপারে 'ইজমা'র দাবী করেছেন। কিন্তু 'ইজমা'র দাবী সঠিক নয় । কেননা হযরত উমর (রা:) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ اَنَّه قَالَ....إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ ....ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ تُوُفِّيَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যদি আমি সময় পাই আর আবু উবাইদাহ জীবিত থাকে তাহলে তাকে আমি খলিফা

[১৯৯] সহীহ মুসলিম ৬০৭৭ ।
[২০০] আল ইয়ালা, রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনা অধ্যায় ।

বানাতাম আর যদি আমি সময় পাই এবং আবু উবাইদাহর মৃত্যু হয়ে যায়- তাহলে, 'মুআজ বিন জাবাল' কে খলিফা বানাতাম।"[২০১]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে যে, মুআজ (রা:) কুরাইশ বংশের ছিলেন না। তাহলে বুঝা যায় যে, উমর (রাঃ) খলিফা হবার জন্য কুরাইশী হওয়াকে জরুরী মনে করতেন না। অবশ্য এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন যে, হযরত উমর (রা:) কে বাদ দিয়ে অন্যদের ইজমা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন উমর (রা:) পরবর্তীতে জমহুরদের মতের সঙ্গে ঐক্যমত পোষন করেন। অতএব, কুরাইশী শর্ত হওয়াটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বীদাহ্।

পক্ষান্তরে খাওয়ারিজরা 'কুরাইশী হওয়া' শর্ত লাগানোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং এই আক্বীদা পোষন করাকে কুফরী মনে করে। তারা দলিল হিসাবে সুরা হুজুরাতের এই আয়াতটিকে পেশ করে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـــهِ أَتْقَـــاكُمْ "তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী সম্মানিত।"[২০২]

এই আয়াতের ভিত্তিতে তারা বেশী মুত্তাকী ব্যক্তিকেই খলিফা হওয়ার বেশী যোগ্য বলে আকিদা পোষন করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পক্ষ হতে বলা হয় যে, এ আয়াতটি খলিফা নিয়োগ সম্পর্কীয় নয়। ইমাম শানক্বিতী উভয় পক্ষের দলিল পর্যলোচনা শেষে বলেন;

فَاشْتَرَاطُ كَوْنِه قُرَيْشاً هُوَ الْحَقُّ، وَلَكِنَّ النُّصُوْصَ الشَّرْعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَـــيْ أَنَّ ذَلِـــكَ التَّقْدِيْمَ الْوَاْجِبَ لَهُمْ فِيْ الْإِمَامَةِ مَشْرُوْطٌ بِإِقَامَتِهِمُ الدِّيْنِ وَإِطَاعَتِهِمْ لِلَّهِ وَرَسُـــوْلِهِ. فَإِنْ خَالَفُوْا أَمْرَاللهِ فَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُطِيْعُ اللهَ تَعَالَيْ وَيُنْفِذُ أَوَامِرَهُ أَوْلَيْ مِنْهُمْ.

অর্থ:"ইমাম কুরাইশ বংশের হওয়া শর্ত এই অভিমতটিই সঠিক। তবে এই শর্ত ওয়াজিব কেবল ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) এর আনুগত্য করবে এবং দ্বীন কায়েম করবে। আর যদি আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে এবং দ্বীন কায়েমে সচেষ্ট না হয় তাহলে অন্য বংশের লোক যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা:) এর আনুগত্য করবে এবং

---

[২০১] মুসনাদে আহমাদ হা: নং: ১০৮।

[২০২] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে সেই ইমামূল মুসলিমীন হওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পাবে।"[২০৩]

এ ব্যাপারে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে;

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ (صحيح البخاري)

অর্থ: "মুহামাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত্'ঈম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সহিত তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহতান বংশীয় একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে। ইহা শুনে মু'আবীয়া (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকেও বর্ণিত হয় নি। এরাই বড্ড মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আমি বলতে শুনিছি যে, খিলাফাত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে যতদিন তারা দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে। এ বিষয়ে যে কেহ তাদের সহিত শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)[২০৪]।

---

[২০৩] তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান: খন্ড- ৩ পৃ: ২৮।

[২০৪] বুখারী ৭১৩৯।

এখানে مَا أَقَامُوا الدِّينَ "যতদিন তারা দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে" শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমামত কুরাইশদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত তারা দ্বীন কায়েম করবে।

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী ফাতহুলবারী কিতাবে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ রকমই একটি হাদীস বর্ণিত আছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) হতে। এরপর তিনি ছক্বিফায় বনী ছায়িদাহর ঘটনা এবং আবু বকর এর বাইআতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তার একটি অংশ হল:

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَإِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِى قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللّٰهَ وَاسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِهِ

অর্থ: "আবু বকর বললেন, 'এ বিষয়টি (ইমাম হওয়া) কুরাইশদের জন্য সংরক্ষিত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে থাকবে এবং আল্লাহর বিধান কায়েমে অটল থাকবে।"[২০৫]

আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي مَسْعُود الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَزَالُ فِيكُمْ ، وَأَنْتُمْ وُلاَتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَعْمَالاً ، فَإِذَا أَحْدَثْتُمُوهَا سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ ، فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

অর্থ: আবু মাসউদ আল বাদরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা:) এর সাথে একটি ঘরে প্রবেশ করলাম তখন তিনি বললেন; এই কাজ (ইমারাত ও শাসন ক্ষমতা) তোমাদের মধ্যেই থাকবে এবং তোমরাই এর অধিকারী যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিদ'আত না করবে (দ্বীনকে পরিবর্তন না করবে)। আর যখন তোমরা বিদ'আত করবে (আল্লাহর দেওয়া শরীয়াতকে পরিবর্তন করে মনগড়া শরীয়াত তৈরী করবে তখন আল্লাহ তার সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাখলুককে তোমাদের উপর বিজয়ী করে দিবেন। সে তোমাদের কে গাছের ডাল পালা কাটার মত কেটে ফেলবে।"[২০৬]

---

[২০৫] সুনানে বাইহাকী ১৬৩১৪; কানযুল ইম্মাল ১৪০৫৯।

[২০৬] মুসনাদে আহমদ ২২৩৬১; ইবনে আবি শায়বাহ ৩৭৭১৮, ইবনে জারীর, কানযুল উম্মাল ৩৭৯৯০।

اَلذُكُوْرَةُ পুরুষ হওয়া: ইমামের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে পুরুষ হওয়া। মহিলা হতে পারবে না। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। এর দলিল বুখারী সহ হাদীসের প্রায় কিতাবেই উল্লেখ রয়েছে। যখন রাসূল (সা:) কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, পারস্যবাসীরা কিছরার মেয়েকে তাদের বাদশা বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

অর্থ: "সে জাতি কখনও সফল হবেনা যারা কোন মহিলাকে তাদের শাসক বানিয়েছে।"[২০৭]

اَنْ يَكُوْنَ سَلِيْمَ الْحَوَاسِّ সুস্থ ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন হওয়া:

অর্থাৎ ইমামূল মুসলিমীনকে সুস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয়। অন্ধ, বোবা ও বধির না হতে হবে।

ক) اَلْبَصَرُ: দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া: এই শর্তের ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই।

لِاَنَّ فَقْدَهُ يُمَانِعُ الْاِنْتِهَاضَ فِيْ الْمُلِمَّاتِ وَالْحُقُوْق

অর্থ: "কেননা দৃষ্টি শক্তি না থাকলে মানুষের অধিকার আদায় ও সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে না।" সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি এ পদের জন্য যোগ্য নয়।

খ) اَلسَّمْعُ: শ্রবন শক্তি সম্পন্ন হওয়া।

فَالْاَصَمُّ الَّذِىْ يَعْسُرُ جِدًّ السِّمَاعَةَ لَاْيَصْلُحُ لِهَذَا الْمَنْصَبِ الْعَظِيْمِ

অর্থ: "খলিফাতুল মুসলিমিনকে অবশ্যই শ্রবন শক্তি সম্পন্ন হতে হবে কেননা বধির ব্যক্তি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উপযুক্ত নয়।"

গ) نُطْقُ الْلِسَانِ: বাক শক্তি সম্পন্ন হওয়া। মুক বা বোবা না হওয়া।

لِاَنَّ الْاَخْرَسَ لَاْيَصْلُحُ لِهَذَا الشَّانِ

অর্থ: "কেননা বোবা ব্যক্তি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উপযুক্ত নয়।"

---

[২০৭] বুখারী হাদীস নং ৪৪২৫, ৭০৯৯; সুনানে নাসায়ী ৫৪০৩; সুনানে তিরমিযী ২২৬২; মুসতাদরাকে হাকেম ৪৬০৮।

اَنْ يَكُوْنَ سَلِيْمَ الْاَعْضَاءِ সুস্থ অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পন্ন হওয়া:

ইমামূল মুসলিমিনকে অবশ্যই দৈহিকভাবে সুস্থ-সবল হতে হবে। প্যারালাইসিস, পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হতে পারবে না। তবে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে খলিফার কাজের কোন সম্পর্ক নেই সে গুলো না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। আর যে সকল অঙ্গের সাথে রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের সম্পর্ক আছে যেমন হাত-পা ইত্যাদি, এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ আলেমদের অভিমত হলো, এগুলো থাকা বাঞ্চনীয়।

সুতরাং যেভাবে অন্ধ, বধির ও বোবা ব্যক্তি খলিফা হতে পারে না তেমনিভাবে উভয় হাত ও উভয় পা বিহীন ব্যক্তিও খলিফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন:

{قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ}

অর্থ: সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে (তালুতকে) তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। (সুরা বাক্বারা: ২৪৭)

اَلْعِلْمُ কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের অধিকারী হওয়া:

أَنْ يُكُوْنَ مِمَّنْ يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ قَاضِياً مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، مُجْتَهِداً يُمْكِنُهُ الْاسْتِغْنَاءُ عِنِ اسْتِفْتَاءِ غَيْرِهِ فِيْ الْحَوَادِث.

অর্থা: "ইমামূল মুসলিমীনকে অবশ্যই যোগ্য আলেম হতে হবে। যিনি মুসলিমদের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। যে কোন পরিস্থিতিতে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া-ই নিজে ইজতিহাদ করে সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। এটি ইমামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমূহ ইমামের উপর ন্যাস্ত থাকে। কাজেই ইমাম যদি মুজতাহিদ আলেম না হন তাহলে তাকে পদে পদে মুজতাহিদ আলেমদের দারস্থ হতে হবে। আর তখন সঠিক সময়ে আলেমদের ফতোয়া না পেলে অথবা বিভিন্ন আলেমদের বিভিন্ন মতামতের কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হবেন। মুসলিমদের ইমাম যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের দায়িত্বশীল সেহেতু

তাকে দুনিয়াবী ইল্‌ম সম্পর্কে যেমন বিচক্ষণ হতে হবে, তেমনিভাবে দ্বীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও গভীর পারদর্শী হতে হবে।

তাছাড়া ইমামগণ হলেন নবীদের প্রতিনিধি। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

(صحيح البخاري)

অর্থ: আবু হাজেম বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা:) এর সঙ্গে পাঁচ বৎসর উঠাবসা করেছি, আমি তাকে রাসূল (সা:) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন "বনী ঈসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন তাদের নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন তখনই তার স্থলে আরেকজন নবী চলে আসতেন। কিন্তু আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। তবে খলিফা হবেন। আর তা অনেক হবে।" সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, তখন আপনি আমাদেরকে কি করার আদেশ করছেন? রাসূল (সা:) বললেন "তোমরা পর্যায়ক্রমে প্রথম ব্যক্তির বায়আত পূর্ণ করবে...... ।[২০৮]

আলেমগণই যে নবীদের উত্তরসুরী তা আরেকটি হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّى جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَدِيثٍ بَلَغَنِى أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: .... إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

[২০৮] আহমদ- ২/২৭৯, হা: নং- ৭৯৪৭, সহীহ বুখারী- ৩/১২৭৩ হা: নং- ৩২৬৮, সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭১ হা: নং- ১৮৪২, ইবনে মাজাহ্ হা: নং- ২৮৭১

অর্থ: কাছীর ইবনে ক্বায়স হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু দারদা (রা:) এর সাথে দামেশকের মসজিদে বসেছিলাম। হঠাৎ একটি লোক এসে আবু দারদাকে বলল; হে আবু দারদা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর শহর মদিনা থেকে আপনার কাছে এসেছি, একটি হাদীস গ্রহণ করার জন্য যে হাদীসটি আপনি আল্লাহর রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেন বলে আমি শুনেছি। .... তখন আবু দারদা বললেন আমি রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি .... নিশ্চই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীরা দিনার দেরহাম বা অর্থ সম্পদের কাউকে ওয়ারিস বানান না। তারা ওয়ারিস বানান ইলমের। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল সেই নবীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির পূর্ণ অংশ অর্জন করল।[২০৯]

সুতরাং নবীদের প্রতিনিধিদেরকে অবশ্যই নবীদের ইলমের অধিকারী হতে হবে। মূর্খ লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে গেলে তারা মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশ করে ফেলবে। যেমন রাসূল (সা:) হাদীসে বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা:) বলতে শুনেছি "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নিবেন না। বরং ইলমকে উঠিয়ে নিবেন আলেমদেরকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে। অতঃপর যখন কোন আলেম থাকবে না, তখন মানুষেরা মূর্খ লোকদেরকে তাদের নেতা বানাবে। ফলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২১০]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ইমামকে অবশ্যই আলেম হতে হবে। আর শুধু আলেম হলেই চলবে না। বরং তাকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন মুজতাহিদ আলেম হতে হবে। কেননা ইমামের কাজ হলো বিভিন্ন

---

[২০৯] সুনানে আবু দাউদ হাঃ নং ৩৬৪১, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে হিব্বান, বায়হাক্বী।

[২১০] সহীহ বুখারী হাঃ নং ১০০, মুসলিম হাঃ নং ৬৯৭১, তিরমিযী হাঃ নং ২৬৫২, ইবনে মাজাহ্ ৫২।

মতামতের ভিত্তিতে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এখন ইমাম যদি মুজতাহিদ না হন তবে তাঁকে অন্য আলেমদের মতের অনুসরণ করতে হবে। আর এটা ইমামের পদমর্যাদার পরিপন্থী, তাছাড়া ইমাম হলেন জনগণের নেতা, জনগণ তাঁর আনুগত্য করবে। তিনি তাঁর অধিনস্ত আলেম বা জনগনের আনুগত্য করবেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বাহাবী বলেন:

وَقَدْ دَلَّتْ نُصُوْصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ اَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ وَإِمَامَ الصَّلَاةِ وَالْحَاكِمَ وَأَمِيْرَ الْحَرْبِ وَعَامِلَ الصَّدْقَةِ يُطَاعُ فِيْ مَوَاضِعِ الْاجْتِهَادِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطِيْعَ أَتْبَاعَهُ فِيْ مَوَارِدِ الْاجْتِهَادِ، بَلْ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ فِيْ ذَلِكَ وَتَرْكُ رَأْيِهِمْ لِرَأْيِه.

অর্থ: "কুরআন সুন্নাহ এবং পূর্বেকার সমস্ত আলেমদের ইজমা হলো যে, মুসলিমদের খলিফা সালাতের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের আমীর যাকাত ও সদকা আদায়কারী আলেমদেরকে ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে জনগন অনুসরন করবে, জনগনের মতামতের অনুসরন তারা করবে না, জনগনের কাজ হলো নিজের মতামত ত্যাগ করে ইমামের মতের অনুসরন করা।

তবে ইমাম/খলিফাতুল মুসলিমীন তাঁর অধিনস্ত আলেম ও বিচক্ষণ মেধার অধিকারী দ্বীনদার, আমানতদার, পরহেজগার লোকদের সাথে পরামর্শ করবে, যাতে সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।[২১১]

ইমাম বুখারী (র:) বলেন:

وَكَانَتْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا .....وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا

আল্লাহর নবী (সা:) এর পরে ইমামগন দ্বীনদার আমানতদার পরহেজগার আলেমদের সাথে মুবাহ কাজে পরামর্শ করতেন, যাতে জনগনের জন্য সহজ এবং কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। উমর (রাঃ) এর পরামর্শ দাতা হিসাবে আলেমরাই ছিলেন শুরা সদস্য চাই সে বুড়ো হউক

---

[২১১] শরহে ত্বাহাবী ফি আক্বীদাতুস্ সালাফিয়্যা ২য় খন্ড ৪১০ পৃষ্ঠা।

আর যুবক হউক।[২১২] ইমাম বুখারী এ বিষয়ের উপর একটি অধ্যায় কায়েম করে তার মধ্যে এগুলো আলোচনা করেছেন

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ }

অর্থঃ "তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে" (সুরা আশ্ শুরা: ৩৮) (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) " আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর" (সুরা আলে ইমরানঃ ১৫৯)

বিঃ দ্রঃ ১. এ আয়াতে وَشَاوِرْهُمْ "তাদের সাথে পরামর্শ করুন" দ্বারা এখানে "তাদের" বলতে আম জনগণকে বুঝায় নাই। নতুবা আল্লাহর রাসূলকেও নির্বাচন বা গণভোটের আয়োজন করতে হতো, অথচ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) সকল জনগণের মত নেন নাই সংসদ নির্বাচনও দেন নাই। বরং কিছু বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গেই পরামর্শ করতেন।

২. এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষনীয় যে পরামর্শ হবে শুধুমাত্র فِيْ الْأُمُوْرِ الْمُبَاحَـةِ "মুবাহ" বা "সাধারণ" বৈধ কাজের ক্ষেত্রে যেমন কারেন্টের বিল কি পরিমাণ নির্ধারন করা হবে? মোবাইলের বিল কি পরিমাণ ইত্যাদি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন বিধান নেই শুধুমাত্র সে সকল ক্ষেত্রেই আইন-কানূন তৈরী করতে পারবে। পক্ষান্তরে যে সব ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি অথবা যেটা ভূলে গেছে বা ছুটে গেছে তা স্বরণ করিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শুরার কাজ। শুরার মাধ্যমে আল্লাহর কোন বিধানকে বাতিল করা কিংবা পরিবর্তন করা কিংবা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন তৈরী করার সুযোগ নাই। সুতরাং প্রচলিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতিকে ইসলামের শুরার সাথে তুলনা করা কোনক্রমেই সঠিক নয়। কেননা তারা সুযোগ পেলেই আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করে। আর সেই আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে।

---

[২১২] সহীহ বুখারী ৭৩৭০ নং হাদীসের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যায়ঃ 'তাদের কার্যক্রম পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে (সুরা শুরা ৩৮ নং আয়াত)।

মেধাবী ও বিচক্ষন হওয়াঃ

اَنْ يَكُوْنَ ذَا خُبْرَةٍ وَرَأْيٍ حَصِيْفاً بِأَمْرِ الْحَرْبِ، وَتَدْبِيْرِ الْجُيُوْشِ، وَسَدِّ الثُّغُوْرِ، وَحِمَايَةِ بَيْضَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَرَدْعِ الْأُمَّةِ، وَالْاِنْتِقَامِ مِنَ الظَّالِمِ، وَالْاَخْذِ لِلْمَظْلُوْمِ،

অর্থাৎ: ইমামূল মুসলিমীনকে বিচক্ষণ, দূরদর্শী, রণকৌশলে পারদর্শী, সেনা প্রস্তুত করতে সক্ষম, মুসলিম ভূখন্ডের ভৌগলিক সিমারেখা রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মুসলিম জাতির প্রতিরক্ষা ও জান মালের নিরাপত্তা বিধান করতে অটল এবং জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ও মাজলুমকে সাহায্য করতে আপোষহীন।

সৎসাহসী হওয়াঃ

اَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ لَاْ تَلْحَقُهُ رِقَّةٌ فِيْ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ، وَلَاْ فَزْعَ مِنْ ضَرْبِ الرِّقَابِ، وَلَاْ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ، وَيَدُلُّ لِذَاْلِكَ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَيْ أَنَّ الْإِمَامَ لَاْ بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ كَذَاَلِكَ،

অর্থ: "ইমামূল মুসলিমীনকে সৎ সাহসী এবং নির্ভীক হতে হবে। আল্লাহর বিধান কায়েম করতে গিয়ে কারো গর্দান উড়িয়ে দিতে অথবা হুদুদ কায়েম করতে অথবা কারো অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করতে গিয়ে মনের মধ্যে কোন প্রকার ভীতি বা মায়ার সঞ্চার না হতে হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, এই শর্তটি সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা দ্বারা প্রমানিত হয়েছে।"[২১৩]

সুতরাং যারা মুরগী জবাই করতে গিয়েও ভয় পায় অথবা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ন হয়ে দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দিতে ভয় পায় অথবা চোরের হাত কাটতে, যিনা ব্যাভিচারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে অথবা খুনীকে কিসাস হিসেবে হত্যা করতে ভয় পায় তারা খলিফা হওয়ার যোগ্য নয়।

اَلْوَرْعُ وَالتَّقْوَيْ মুত্তাক্বী পরহেজগার হওয়াঃ

ইমামূল মুসলিমীনকে মুত্তাক্বী পরহেজগার হতে হবে এই জন্য যে, ফাসেকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) মুমিনদেরকে সাবধান করেছেন:

---

[২১৩] তাফসীরে কুরতুবী ১/২৭০।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [الحجرات : ٦]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। (সুরা হুজুরাত: ৬)

তাছাড়া দুনিয়ার সামান্য টাকা-পয়সার ব্যাপারেও ফাসেকের স্বাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ

{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور : ٤]

অর্থ: "এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।"[২১৪]

তাহলে মুসলিম জাতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা যার উপরে ন্যাস্ত থাকবে সে যদি মুত্তাক্বী পরহেজগার না হয়ে ফাসিক হয় তাকে কিভাবে বিশ্বাস করা যাবে। সুতরাং কোন ফাসিক-মুনাফিক মুসলিম জাতির ইমাম বা খলিফা হতে পারে না।

[২১৪] সুরা নূর ২৪:৪।

পঞ্চম অধ্যায়

اَلْبَيْعَةُ "বাই'আত "

পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলিমীনদের জন্য একজন আমীর থাকা আবশ্যক। যখন উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আমীর মনোনীত হবে তখন সাধারন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় তাকে বাই'আত দেওয়া। তাই বাই'আত সম্পর্কে জানা প্রতিটি মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় পর্যায় থেকে ছিনতাই করে পীর-ফকিরদের মনগড়া তরীকার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন এ বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে জানা আরও জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই আসুন! জেনে নেই বাই'আত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে।

প্রশ্ন: বাই'আতের শাব্দিক অর্থ কি?

উত্তর: বাই'আতের শাব্দিক অর্থ:

قَالَ الْبَرْكَتِيْ: اَلْبَيْعَةُ عِبَارَةٌ عِنِ الْمُعَاقَدَة وَالْمُعَاهَدَة وَالتَّوْلِيَة وَعَقْدهَا

আল্লামা আল-বারকাতী (র:) বলেন: বাই'আত অর্থ চুক্তিবদ্ধ হওয়া, অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, নেতৃত্ব মেনে নেওয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।[২১৫]

قَالَ اَبْنُ الْأَثِيْرِ: إِنَّ الْبَيْعَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَة وَالْمُعَاهَدَة،

ইবনুল আসীর (রঃ) বলেন, বাই'আত হচ্ছে প্রতিজ্ঞা ও আনুগত্য স্বীকার করা।[২১৬]

وَقَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيْ: وَبَايَعَ السُّلْطَانُ إِذَا تَضَمَّنَ بَذْلَ الطَّاعَةِ لَهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ بَيْعَةٌ وَمُبَايَعَةٌ

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (রঃ) বলেন: শাসকের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে বাই'আত ও মুবায়া'আত বলা হয়।[২১৭]

---

[২১৫] আল বাইআতুল খাচ্ছাহ ওয়াল আ'ম্মাহ পৃ: ১৮৩ , লিসানুল আরব খন্ড নং ১ পৃঃ ৫৭০।

[২১৬] আন্ নিহায়া লি ইবনিল আছির খন্ড ১ পৃঃ ১৭৪।

[২১৭] আল-মুফরাদাত ফি গারীবুল কুরআন (আল্লামা ইস্পাহানি)।

প্রশ্ন: ইসলামের পরিভাষায় বাই‘আত কাকে বলে?

উত্তর: ইসলামের পরিভাষায় বাই‘আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে সুলাইমান আদ-দুমাইজী বলেন:

هِيَ إِعْطَاءُ الْعَهْدِ مِنَ الْمُبَايِعِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فِيْ الْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَدَمِ مُنَازَعَتِهِ الْأَمْرَ وَتَفْوِيْضِ الْأُمُوْرِ إِلَيْهِ

"ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে, সচ্ছল-অসচ্ছল সর্ব অবস্থায় স্রষ্টার নাফরমানী ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এবং তার নির্দেশের বিরোধিতা না করা ও তার সকল কার্যাবলীর ব্যাপারে আমীরের রায়কে চূড়ান্ত হিসাবে মেনে নেয়া।"[২১৮]

ইমাম ইবনে খালদুন বলেন:

وَقَالَ ابْنُ خَلْدُوْنَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيْ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ، كَأَنَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيْرَهُ عَلَىْ أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ النَّظْرَ فِيْ أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، لَاْ يُنَازِعُهُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيْعُهُ فِيْمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَىْ الْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ

বাই‘আত হল আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেন বাই‘আত দাতা তার আমীরের সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হল তার নিজের ব্যাপারে ও মুসলিমীনদের ব্যাপারে আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে। সুখে-দুঃখে সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে তার বিরোধিতা না করে।"[২১৯]

প্রশ্ন: বাই‘আতকে বাই‘আত কেন বলা হয়?

উত্তর: বাইআ'তকে বাইআ'ত কেন বলা হয় এ প্রসঙ্গে ছাহেবে মিরআ'ত বলেন

سُمِّيَت الْمُعَاهَدَةُ عَلَي الْاسْلَام بِالْمُبَايَعَة تَشْبِيْهًا لِنَيْلِ الثَّوَاب فِيْ مُقَابَلَة الطَّاعَة بعَقْد الْبَيْعِ الَّذِيْ هُوَ مُقَابَلَةُ مَال، كَانَّهُ بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبه وَاَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسه وَ طَاعَته كَمَا فِيْ قَوْله تَعَالَي (انَّ اللهَ اشْتَرَيْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ)

---

[২১৮] ইমামাতুল উজমা ইনদা আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্ পৃঃ ১৯৯।

[২১৯] মুকাদ্দামাতে ইবনে খালদুন পৃঃ ২০৯।

"(বাই'আত শব্দের মূল অর্থ বেচকেনা করা) ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বাই'আত এ জন্য বলা হয় যে, ব্যবসায়িক চুক্তির মাধ্যমে যেভাবে মূল্যের বিপরীতে সম্পদ লাভ করা হয়, অনুরূপভাবে আমীরের নিকট আনুগত্যের চুক্তির বিপরীতে পুণ্য লাভ হয়। যেন বাই'আতদাতা নিজেকে তাঁর আমীরের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে (আল্লাহর কাছে সওয়াব ও জান্নাতের বিনিময়ে)। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন: "নিশ্চই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অত:পর তারা মারে ও মরে। (সুরা তাওবা ৯:১১১)"[২২০]

প্রশ্ন: ঐতিহাসিক বাই'আতুল 'আকাবার প্রেক্ষাপট কি ছিল?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সা:) তায়েফের থেকে ফিরে আসার পরে হজ্জ মৌসূমে বিপূল উৎসাহ-উদ্দিপনা নিয়ে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। এরপরে ইয়াছরিবের বিখ্যাত কবি সুওয়াইদ বিন সামিত, খ্যাতনামা ছাহাবী আবু জর গিফারী, ইয়ামানের কবি ও গোত্রনেতা তুফায়েল বিন আমর, অন্যতম ইয়ামানী নেতা যিমাদ আল আয্দী ইসলাম গ্রহণ করেন।

১১ নববী বর্ষে ৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন সৌভাগ্যবান যুবক হজ্জে আগমন করেন, যাদের নেতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আসআ'দ বিন যুরারাহ। বাকী পাঁচ জন হলেন, 'আওফ ইবনুল হারিছ, রাফে' বিন মালেম, কুৎবা বিন আমের, উক্ববাহ বিন আমের ও জাবের বিন আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা:) আবু বকর ও আলী (রা:) কে সাথে নিয়ে মিনায় তাবুতে তাবুতে দাওয়াত দেওয়ার এক পর্যায়ে তাদের নিকট পৌঁছেন। তারা ইতিপূর্বে ইয়াছরিবের ইহুদীদের নিকটে আখেরী নবীর আগমন বার্তা শুনেছেন। ফলে রাসূলের দাওয়াত তারা দ্রুত কবুল করে নেন। তারা তাঁর আগমনের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ইয়াছরিবে শান্তি স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান।

---

[২২০] মিরআতুল মাফাতীহ হাদীস নং ১৮ এর ব্যাখ্যা ১ম খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য, হজ্জ থেকে ফিরে গিয়ে উক্ত ছয় জনের ক্ষুদ্র দলটি ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন এবং পরবর্তী বছরে ১২ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে জাবের বিন আবদুল্লাহ ব্যতিরেকে পুরানো ৫ জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জন এসে মিনাতে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে বাইআ'ত করেন। এদের মধ্যে ২ জন ব্যতিত সবাই ছিল খাজরাজী। দুই জন ছিল আউস গোত্রের। এটাই ছিল আক্বাবার প্রথম বাই'আত ।

'আক্বাবাহ' অর্থ পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথ। এই পথেই মক্কা থেকে মিনায় আসতে হয়। এরই মাথায় মিনার পশ্চিম পার্শ্বে এই স্থানটি ছিল নির্জন। এখানে পাথর মেরে হাজী সাহেবগণ পূর্ব প্রান্তে মিনার মসজিদে খায়েফের আশ-পাশে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকেন। এখানে 'জামরায়ে কুবরা' অবস্থিত। এখানেই ইসমাইল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা:) মানবরূপী শয়তানদের বিরূদ্ধে অহির বিধান কায়েমের জন্য ঐতিহাসিক বায়আত গ্রহণ করেন। ঐদিনের ঐ আক্বীদার বিপ্লব পরবর্তীতে শুধু মক্কা-মদীনায় নয়, বরং বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে ও অবশেষে তা সার্বিক সমাজ বিপ্লব সাধন করে। ১২ নববী বর্ষের হজ্জের মওসূমে ঐদিনকার বাইআ'তকারীদের মধ্যে নতুন আগত খ্যাতনামা সাহাবী উবাদাহ বিন সামিত আনছারী (রা:) উক্ত বায়আতের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوف فَمَنْ وَفَى منْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه وَمَنْ أَصَابَ منْ ذَلكَ شَيْئًا فَعُوقبَ به فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ منْ ذَلكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلكَ

অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের ডেকে বলেন, এসো! আমার নিকটে তোমরা একথার উপরে বাইআ'ত করো যে, আল্লাহর সাথে কোনকিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না,

কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না, শরীআত সম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গিকার পূর্ণ করবে, তার জন্য পুরষ্কার রয়েছে আল্লাহর নিকটে। কিন্তু যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে কোন একটি অন্যায়ে লিপ্ত হবে, অতপর দুনিয়াতেই তার আইন সংগত শাস্তি হয়ে যাবে, সেটি তার জন্য কাফফারা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটি করে, অত:পর আল্লাহ তা গোপন রাখেন (যে কারণে তার শাস্তি হতে পারেনি) তাহলে উক্ত শাস্তির বিষয়টি আল্লাহর মর্জির উপরে নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে পরকালে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন। হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত (রা:) বলেন, আমরা একথাগুলির উপরে তাঁর নিকট বাইআ'ত করলাম। বলা বাহুল্য যে, বায়আতের উক্ত ৬টি বিষয় তৎকালিন আরবীয় সমাজে প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। আজও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র উক্ত বিষয়গুলো প্রকটভাবে বিরাজমান রয়েছে।

এরপর উক্ত বাইআ'তের দাবীর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা:) 'মুসআব বিন উমায়ের' (রা:) নামক একজন তরুণ দাঈকে তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈ। সেখানে গিয়ে তিনি ও তাঁর মেযবান তরুন ধর্মীয় নেতা আস'আদ বিন যুরারাহ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে পরের বছর ১৩ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগের এক গভীর রাতে পূর্বোক্ত পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে (আক্বাবায়) ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার একটি বিরাট দলের আগমন ঘটে। চাচা আব্বাস (রা:) কে সাথে নিয়ে (যিনি তখনও ইসলাম কবুল করেন নি) রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের নিকট গমন করেন ও রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে নিঃশব্দ রজনীতে বাইআ'তের পূর্বে চাচা আব্বাস তাদেরকে এই বাইআ'তের পরকালীন গুরুত্ব এবং দুনিয়াতে সম্ভাব্য দুঃখ- কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এতে তারা স্বীকৃত হলে বিগত দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে পরপর দাঁড় করানো হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত অন্তে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন। তখন তারা সকলে বলেন, আমরা

আমাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে অত্র অঙ্গীকার করছি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, জান্নাত। তখন তারা বললেন, اُبْسُطْ يَدَكَ 'আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।' অতপর আসআ'দ বিন যুরারাহ নেতা হিসাবে প্রথম তাঁর হাতে বাইআ'ত করেন ও তারপর একে একে সকলে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাতে বাইআ'ত করেন। মহিলা দু'জন মুখে বলার মাধ্যমে বাইআ'ত করেন। সৌভাগ্যবতী ঐ দুজন মহিলা ছিলেন বনু মা'জেন গোত্রের 'নুসাইবাহ বিনতে কা'ব উম্মে উমারাহ' এবং বনু সালামাহ গোত্রের 'আসমা বিনতে আমর উম্মে মুনী'। উক্ত বাইআতের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

عَنْ جَابِرٍ ..... فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُومُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বললাম আমরা আপনার নিকটে কি বিষয়ে বাইআ'ত করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, ১. আনন্দে ও অলসতায় (সুখে-দুঃখে) সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মানবে ২. অস্বচ্ছল ও স্বচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করবে ৩. ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে ৪. আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করার জন্য) সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে এবং ৫. উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না ৬. যখন আমি তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে হেফাযত করে থাক ঠিক সেভাবে আমাকেও সাহায্য করবে এবং হেফাযত করবে। আর এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য পুরষ্কার রয়েছে জান্নাত।[২২১]

---

[২২১] মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫৩।

অতপর রাসূলুল্লাহ (সা:) উক্ত ৭৫ জনকে ১২ জন নকীব (নেতার) এর অধীনে ন্যস্ত করেন। যার মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ও ৩ জন ছিলেন আউস গোত্রের। ঐ ১২ জন নকীব বা নেতার মধ্যে খাযরাজ গোত্রের ৯ জন হলেন। ১. আসআ'দ বিন যুরারাহ ২. সা'দ বিন রাবী ৩. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ ৪. রাফে বিন মালেক ৫. বারা বিন মারূ'র ৬. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, খ্যাতনামা সাহাবী জাবের (রা:) এর পিতা আবদুল্লাহ ৭. উবাদাহ বিন সামিত ৮. সা'দ বিন উবাদাহ ৯. মুনযির বিন আমর। আউস গোত্রের তিন জন হলেন ১. উসায়েদ বিন হুযায়ের ২. সা'দ বিন খায়ছামাহ ৩. রেফাআ'হ বিন আবদুল মুনযির। অতপর নেতা এবং দায়িত্বশীল হিসাবে তাদের থেকে রাসূলুল্লাহ (সা:) পূনরায় অঙ্গীকার নেন এবং বলেন যে, "তোমরা তোমাদের কওমের উপরে দায়িত্বশ-ীল, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসা ইবনে মারিয়ামের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ছিলেন এবং আমি আমার কওমের উপরে (অর্থাৎ মুসলিমদের উপরে) দায়িত্বশীল।'

এভাবে ইমারত ও বায়আতের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয়। এর ফলাফল সবারই জানা আছে। এই বাইআ'ত দ্বিতীয় আক্বাবার বাইআ'ত বা বাইআ'তে কুবরা নামে খ্যাত। নিঃসন্দেহে এই বাইআতের মূল শিকড় প্রোথিত ছিল ঈমানের উপরে। যে ঈমান কোন দুনিয়াবী প্রলোভন, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতির কাছে মাথা নত করে না। যে ঈমানের সু-বাতাস সমাজে প্রবাহিত হলে মানুষের আক্বীদা ও আমলে সূচিত হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তণ। যে ঈমানের বলেই মুসলিমগণ যুগে যুগে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছে। আজও তা মোটেই অসম্ভব নয়, যদি সেই ঈমান ফিরিয়ে আনা যায়।

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران : ١٣٩]

অর্থ: "আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক।"[২২২]

---

[২২২] সুরা আল ইমরান ৩:১৩৯।

প্রশ্নঃ ইসলামে বাই‘আতের বিধান কি?

উত্তরঃ ইমামূল মুসলিমীনের কাছে বাই‘আত দেওয়া ওয়াজীব। এ প্রসঙ্গে "আত্ব ত্বারিক ইলাল খিলাফাহ" কিতাবে বলা হয়েছেঃ

بَيْعَةُ إِمَامِ الْمُسْلِميْنَ ، وَاجِبَةٌ عَلَيْ كُلِّ مُسْلِمٍ، لَا يَسَعُ لِأَحَدٍ اَلتَّنَصُّلُ مِنْهَا أَوِ الْخُرُوْجُ عَلَيْهَا الْبَتَّةَ.

ইমামূল মুসলিমীনের কাছে বাইআহ দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজীব। এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা বিদ্রোহ করার সুযোগ কারো নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عن عبدالله بن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শাসক বা ইমামের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে (ওযর-আপত্তির) কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে ইমাম (শাসক) এর আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করে নি সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করবে।"[২২৩]

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছেঃ

عن ابن عمر قال سمعت رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: مَنْ مَاتَ وَلَا بَيْعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থঃ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি বাই‘আত বিহীন মারা গেল সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।[২২৪]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

---

[২২৩] মুসলিম হাঃ নং ১৮৫১, আবু আওয়ানাহ্ ৭১৫৩, বাইহাক্বী ১৬৩৮৯, জামেউল আহাদীস ২২১৪৮

[২২৪] তাবরানী ১/৭৯ নং ২২৫, জামেউল আহাদীস ২৩৯৩৮, কানযুল উম্মাল ৪৬২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

অর্থঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মত কে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগন আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ আমাদের কে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বাই'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল।[২২৫]

এ সকল হাদীস থেকে প্রমানিত হলো যে, বাই'আত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাই'আত বিহীন কোন মুসলিম থাকতে পারে না। বাই'আত বিহীন মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।

প্রশ্নঃ বাই'আত কাকে দিতে হবে এবং কে নিতে পারবে?

উত্তরঃ বাই'আত নেওয়ার অধিকার কেবল মাত্র আমীরুল মু'মিনীন বা মুসলিম জাতির খলীফার। খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মু'মিনীন ছাড়া অন্য কোন পীর-সূফী, ফকীর-হাকীরের বাই'আত নেওয়ার অধিকার নেই। 'বাই'আতু জামাআতিত্ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ' কিতাবে বলা হয়েছেঃ

اَلْبَيْعَةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ يُبَايِعُهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، وَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْفُضَلَاءُ وَوُجُوْهُ النَّاسِ ، فَإِذَا بَايَعُوْهُ ثَبَتَتْ وَلَايَتُهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَىْ عَامَّةِ النَّاسِ أَنْ

[২২৫] সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯

يُبَايِعُوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَزِمُوْا طَاعَتَهُ فِيْ غَيْــرِ مَعْــصِيَةِ اللهِ تَعَالَىْ

"বাই'আত নেওয়ার অধিকার একমাত্র মুসলিম খলিফার। তার কাছে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ' এর সদস্যরা বাই'আত দিবে। তারা হচ্ছে উলামা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। যখন তারা আমীরের কাছে বাই'আত দিবে তখন আমীরের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। প্রত্যেক জনসাধারণ আমীরের কাছে আলাদা ভাবে বাই'আত দেয়া ওয়াজীব নয়। বরং তাদের জন্য ওয়াজীব হচ্ছে আমীরের আনুগত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া।"[২২৬]

বর্তমানে প্রচলিত পীর-মুরীদির বাই'আত তথা তরীক্বার বাই'আত ও ফক্বীর-হাক্বীরের বাইআতের কোন ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জিবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ নিজের পক্ষে বাই'আত নেন নি। তেমনি ভাবে মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থা চলাকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তারাও কেউ বাই'আত নেন নি। ইমাম আবু হানিফা (র:), ইমাম মালেক (র:), ইমাম শাফী (র:), ইমাম আহমদ ইবনে হম্বল (র:), ইমাম বুখারী (র:), ইমাম মুসলিম (র:) সহ কোন ইমাম তার অনুসারীদের থেকে বাই'আত নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন: বর্তমানে বিভিন্ন পীর-মাশায়েখগণ তরিকতের বাই'আত নিয়ে থাকেন এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি?

উত্তর: বাই'আত করা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশ বটে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পীর-মুরীদীর বাই'আত সম্পূর্ণ বিদ'আত, যেমন বিদয়াত স্বয়ং পীর-মুরীদী। বাই'আত দিতে হবে এবং বাই'আত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এই বায়আত দিতে হবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র একজন আমীরুল মুমিনীন বা খলিফাকে আনুগত্য করার শপথের মাধ্যমে। যেমন

[২২৬] বাইআতু জামাআতিত্ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ।

নবী করীম (সা:)এর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনী সভায় উমর ফারুক (রা:) সর্বপ্রথম বাই'আত করলেন আবূ বকর (রা:) এর হাতে।

চিশতীয়া, কাদিরিয়া, নকশাবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকায় ফকীর হাকীরের হাতে বাই'আত নেওয়ার বর্তমানকালে প্রচলিত এই সিলসিলা কোথা থেকে এলো? এ বাই'আতের সাথে নবী করীম (সা:) সাহাবাদের বাইআতের সম্পর্ক কি? মিল কোথায়? মূলতঃ এটা হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত ব্যাপার। আর এ কারণেই পীর মুরীদার ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে অথবা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা মিলিয়ে বাই'আত করা সম্পূর্ণ বিদআত। আরো বড় বিদ'আত হল কুরআন বাদ দিয়ে বিভিন্ন পীরের বাতলানো তরীকার যিকির করা, তাযকিরাতুল আওলিয়া, ফাযায়েলে 'আমাল, মাকছূদুল মু'মিনীন, বার চাঁন্দের ফযিলত ও 'দালায়েলুল খায়রাত' নামে এক বানানো দরূদ সম্বলিত কিতাবের তিলাওয়াতে মশগুল হওয়া। মনে হয় যেন এগুলোর তিলাওয়াত একেবারে ফরয। কিন্তু শরীয়তে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত করাকে বড় সওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোন মানবীয় কিতাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্টরূপে এক বড় বিদআত।

তারা তাদের বাই'আত কে বৈধ করার জন্য যেমস্ত দলিল গুলো পেশ করে তা হচ্ছে কুরআনের সুরা ফাতাহের ১০ নং আয়াত। যে আয়াতে "বাই'আতু র রিদওয়ান" এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ বাই'আতুর রিদওয়ান কি এবং তার প্রেক্ষাপট কি ছিল?

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) মক্কায় ওসমান (রা:) কে দূত হিসেবে পাঠানোর পর মক্কার কুফ্ফাররা তাঁকে বন্দি করে তাদের কাছে রেখে দিল। দীর্ঘ সময় ওসমান (রা:) ফিরে না আসায় মুসলিমদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো অথবা কাফেররা ইচ্ছা করে মুসলিমদের শক্তি পরিক্ষা করার জন্য এই খবর ছড়িয়ে দিল যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূলকে এ খবর জানানো হলে তিনি বললেন, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা এ জায়গা থেকে ফিরে যাব না। একথা বলার পর তিনি সাহাবায়ে কিরামদের বাইআতের জন্য আহ্বান জানালেন। সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত

আগ্রহ দেখিয়ে এ মর্মে বাই'আত করলেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কেউ পলায়ন করবে না। সর্বাগ্রে বাই'আত করলেন আবু হাছান আছাদী (রা:)। ছালমা ইবনে আকওয়া (রা:) তিনবার বাই'আত করলেন। শুরুতে একবার, মাঝামাঝি সময়ে একবার এবং শেষে একবার। আল্লাহর রাসূল (সা:) নিজের এক হাত অন্য হাতে নিয়ে বললেন, এ হাত ওসমানের। বাই'আত গ্রহণ শেষ হলে ওসমান (রা:) এসে হাযির হলে তিনিও বাই'আত করলেন। এই বাইআতে জাদ ইবনে কায়েস নামক একজন লোক অংশ নেয়নি। সে ছিল মুনাফিক।

রাসূলুল্লাহ (সা:) একটি গাছের নীচে এই বাই'আত গ্রহণ করেন। উমর (রা:) রাসূল (সা:) এর হাত ধরে রেখেছিলেন। মা'কাল ইবনে ইয়াছার (রা:) গাছের কয়েকটি শাখা ধরে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উপর থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই বাই'আত সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِــي قُلُــوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: ١٨]

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।" (সুরা ফাতাহ: ১৮)[২২৭]

এই বাই'আতে আল্লাহ (সুব:) শুধু খুশিই হন নি বরং এ বাই'আতকে আল্লাহ (সুব:) তার নিজের হাতে বাই'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ١٠]

অর্থ: "আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর

---

[২২৭] আর রাহীকুল মাখতুম ৩৫০।

যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলো তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।"[২২৮]

ইবনে ইসহাক বলেন, ওসমান (রা:) নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে রাসূল (সা:) বললেন, 'মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।' অত:পর রাসূল (সা:) সকল মুসলমানকে বাই'আত (অঙ্গীকার) করার আহবান জানালেন। এটাই ছিলো গাছের নীচে বসে সম্পাদিত "বাই'আতু র রিদওয়ান" বা "আল্লাহর সন্তুষ্টির বাই'আত "। এ আয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদের মন্তব্য ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাই'আত করিয়েছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাই'আত নয়, বরং আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্যে বাই'আত করিয়েছেন। এই বাই'আতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালামা গোত্রের সদস্য জাদ্দ বিন কায়েস ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) কে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলতেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, জাদ্দ বিন কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে জানালো যে, ওসমান (রা:) এর ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যা।[২২৯]

কুরআন-সুন্নাহর ভিতরে যত জায়গায় বাই'আতের আলোচনা রয়েছে তা কেবল মাত্র খলিফাতুল মুসলিমীনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খলিফাতুল মুসলিমীন বিভিন্ন কাজের জন্য বাই'আত নিতে পারেন, ইসলামের জন্য, জিহাদের জন্য, বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য অথবা ব্যক্তিগত ইসলাহে নাফসের (আত্মশুদ্ধির) জন্য ইত্যাদি। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবীদের থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের জন্য বাই'আত গ্রহন করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) এর জীবিত থাকা অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন কিন্তু তারা কি কোন "বাই'আত"

[২২৮] সুরা ফাতাহ ৪৮:১০।

[২২৯] তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন খন্ড: ১৯ পৃ: ১১৮।

নিয়েছেন? না, কোথাও তার কোন প্রমান নেই। রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দিক (রা:) খলিফা হলেন। তাঁর কাছে লোকেরা বাই'আত দিল। আবু বকরের খিলাফত চলাকালীন সময়ে কোন সাহাবী কি বাই'আত নিয়েছিলেন? না, এরও কোন প্রমান নেই। এভাবে উমর (রা:) উসমান (রা:) সহ সকল খলিফার যুগে এই একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। সে সময় ইসলাহে নফ্‌সের জন্য কোন পীর সাহেব ক্বেবলা বাই'আত নেননি। কোন তরিকার বাই'আতও নেননি। কারণ তারা নিম্নের হাদীসগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন। যে হাদীসগুলোকে একই সময় একধিক খলিফার বাই'আত গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: খলিফা কতজন হবে? একই সময় একাধিক খলিফা হওয়ার বৈধতা ইসলামি শরি'আত অনুমোদন করে কি?

উত্তর: পূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাই'আত শুধু মুসলিমদের খলিফা বা ইমামকেই দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে, একই সঙ্গে একাধিক খলিফা বা ইমামকে বাই'আত দেয়া যাবে কিনা। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

অর্থ: "আবু সা'ঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যদি একই সময়ে দুই জন খলীফা বাই'আত গ্রহণ করে তাহলে দ্বিতীয় জনকে কতল (হত্যা) করে ফেল।"[২৩০] অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

অর্থ: 'আরফাজা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: অচিরেই বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও

[২৩০] সহীহ মুসলিম, "কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।)

কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে-কেউ হোক না কেন।[২৩১] অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

অর্থ: 'আরফাজা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে বলতে শুনেছি: যদি কোন ব্যক্তি বৈধ ও নির্বাচিত খলীফার বিরূদ্ধাচরণ করবে সংকল্প নিয়ে তোমাদের নিকট আসে, অথচ অবস্থা হল যে, তোমরা কোন একজন খলীফা বা শাসকের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। তবে যে লোক তোমাদের সেই ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে কতল করে দাও।[২৩২]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (صحيح مسلم)

অর্থ: রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বাই'আতের হক আদায় করবে।

---

[২৩১] সহীহ মুসলিম ৪৯০২; ("কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।) মুসনাদে আহমদ ১৯০০০।

[২৩২] সহীহ মুসলিম ৪৯০৪; "কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।)

তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চই আল্লাহ (সুব:) তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল।[২৩৩]

অন্য একটি হাদীসে আরো কঠোরভাবে বলা হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه و سلم مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন: যেই ব্যক্তি ইমামের (খলীফার) বাই'আত করল, এবং অন্তর হতে সেই বাই'আতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। এরপর যদি কোন ব্যক্তি (ইমামত বা খেলাফতের দাবী তুলে) প্রথম ইমামের মোকাবেলায় দাঁড়ায়, তখন তোমরা পরবর্তী দাবীদারের ঘাড় সংহার করে দাও।[২৩৪]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেল যে, মুসলিমদের খলিফা হবেন একজন। একজন খলিফা থাকা অবস্থায় যদি আরেকজন খলিফা গজায় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশ মোতাবেক তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। একারণেই মুসলিম জাতির ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যখনই দুই খলিফা বাই'আত নেয়া শুরু করে তখনই এই হাদিসগুলোর উপর আমল করার জন্য উভয় গ্রুপ প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

এদেশের পীর সাহেবগণ মুরীদ বানাতে গিয়ে সাধারণ মুসরিমদের থেকে যে বাই'আত নেন এবং পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ বলেন, সে জন্য তারা কুরআন ও হাদীসের ঐ দলিল গুলোই পেশ করেন যা আমরা মুসলিমদের সর্বোচ্চ নেতা খলিফাতুল মুসলিমীনের জন্য পেশ করেছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হল যদি তরিকার পীর সাহেবগন কুরআন ও হাদীসের

---

[২৩৩] সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯

[২৩৪] সহীহ মুসলিম ৪৮৮২; "কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।) সুনানে আবু দাউদ ৪২৫০; সুনানে নাসায়ী ৪২০২; মুসনাদে আহমদ ৬৫০১।

ঐ দলিলগুলো পীর মুরীদির জন্য ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা হল যে, একাধিক খলিফা হলে যে রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রথম খলিফাকে বাদ দিয়ে বাকীদের হত্যা করতে বলেছেন এগুলোও কি তারা পীর সাহেবদের বেলায় প্রয়োগ করবেন?

তাহলে আসুন! এদেশের সকল পীর সাহেবদেরকে কোন এক মাঠে একত্র করি, তারপর তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম পীর হয়েছে তাকে বহাল রেখে অবশিষ্ট সকলের উপর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীস কার্যকর করণার্থে তরবারী দ্বারা তাদের গর্দানগুলো উড়িয়ে দেই। তখন হয়তো পীর সাহেবগন ও তাদের সমর্থক মুহাদ্দিসগন বলবেন যে, না এই হত্যার নির্দেশ যে খলিফার জন্য দেওয়া হয়েছে সেটা আমাদের পীর সাহেবদের খলিফার কথা বলা হয় নাই বরং ওটা মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় খলিফার জন্য প্রযোজ্য। ওহ! তাহলে হত্যা দেখলে বাই'আতের হাদীস চলে যায় রাষ্ট্রীয় খলিফার জন্য। আর হালুয়া-রুটি ও গদী দেখলে তখন বাই'আতের হাদীস চলে যায় পীর সাহেবের জন্য। আফসোস তাদের ইলমের জন্য, আফসোস তাদের হাদীস বিকৃতির জন্য, আফসোস তাদের মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থাকে ছিনতাই করার জন্য। মূলতঃ মুসলিম জাতির একক নেতৃত্তের প্রতীক খিলাফত ব্যবস্থাকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা ধংস করে দিয়ে নিজেরা পোপতন্ত্র চালু করেছে, এখন দুনিয়ার সকল খৃষ্টানরা একজন পোপের নেতৃত্বে চলে। কিন্তু ওরা দেখল যে, তারা যদিও খিলাফত ব্যাবস্থাকে ধংস করেছে কিন্তু খিলাফত-বাই'আত সম্পর্কীয় যে আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা তো মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। তাই যদি মুসলিমরা ঐ আয়াত এবং হাদীসগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃবহাল করে গোটা মুসলিম জাতিকে এক খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ " ইমাম ঢাল স্বরূপ তাঁর অধীনে মুসলিমরা যুদ্ধ করবে" এই হাদীসের উপর আমল করা শুরু করে তাহলে দুনিয়ার কাফির-মুশরিক, হিন্দু-বৌদ্ধ, ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা পালানোর জায়গাও খুজে পাবে না।

সে জন্য কুরআন-হাদীসে বর্ণিত খিলাফত-বাই'আত কে পীর সাহেবদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথকে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে। আর সেই চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছেন

তরিকার পীর-মাশায়েখগন। তাইতো দেখি যখন তরিকতপন্থী মুহাদ্দিসগন বাই'আতের হাদীস পড়ান তখন তারা ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করেন যে, "তোমরা ফারেগ হয়ে (লেখাপড়া শেষ করে) কোন হক্কানী পীরের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত দিবা"। এইভাবে একটা বিভ্রান্তির রঙীন গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেয় এরপর ঐ ছাত্ররা আবার যখন শিক্ষক হয় তখন তাদের ছাত্রদের কে একইভাবে বিভ্রান্তির রঙীন গ্লাস পরিধান করিয়ে দেয়। এভাবেই খিলাফত-বাইআতের আয়াত ও হাদীসগুলোকে ছিনতাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন: 'আলী (রা:) চার তরিকার পীর' এই কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর: তরিকার পীর সাহেবগণ তাদের মুরীদদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলে থাকেন যে, তাদের এই তরিকার বাই'আত নাকি আলী (রা:) হতে চলে এসেছে। আর আলী (রা:) কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) খিলাফত দিয়েছেন। এভাবে তারা আলী (রা:) কে চার তরিকার পীর বানিয়ে মনগড়া একটি শাজারা (পীরদের ধারাবাহিক সিলসিলা) তৈরী করে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

আমরা তাদের জবাবে বলতে চাই যে, এই বক্তব্য মূলত: শিয়াদের। শিয়াদের আক্বিদা হলো যে, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে আলী (রা:) কে খিলাফত প্রদান করেন। সেমতে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পরে তিনিই সরাসরি খলিফা। আবু বকর, উমর ও ওসমান (রা:) এই তিনজন-ই অবৈধ খলিফা, এরা ছিল মুরতাদ। (নাউজুবিল্লাহ)। এদেরকে যারা মান্য করেছে তারাও মুরতাদ হয়ে গেছে।

তরিকার পীর-মাশায়েখগন যে, আলী (রা:) কে চার তরিকার সকল পীরদের পীর বলেন এবং রাসূল (সা:) এর খলিফা বলেন, তাহলে তারাও কি শিয়াদের মত আবু বকর, উমর, ওসমান (রা:) কে অবৈধ খলিফা বলবেন? আলী (রা:) কে যদি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) খলিফা নিযুক্ত করেই থাকেন তাহলে "ছক্বিফায়ে বনু সা'য়েদাহ" তে বসে নতুন খলিফা নিযুক্তির প্রয়েজনইবা কি ছিল? এটা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করা নয় কি? তাছাড়া ঐখানে উপস্থিত সাহাবারা যখন আবু বকর (রা:) কে বাই'আত দিলেন তারপর আবার

মসজিদে নববীতে ‘আম বাই‘আত ’ নিলেন তখন বাকি সাহাবীদের উচিৎ ছিল আবু বকর (রা:) কে হত্যা করে ফেলা । কারণ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا “যদি একই সময়ে দুই জন খলীফা বাই‘আত গ্রহণ করে অথবা একজন খলীফা থাকা অবস্থায় আরেকজন খলীফা বাই‘আত নিতে চায় তাহলে তোমরা দ্বিতীয় জনকে কতল (হত্যা) করে ফেল ।” যখন সাহাবাগন আবু বকর (রা:) কে হত্যা করলেন না বরং হত্যা তো দুরের কথা কেউ তার বিরোধিতাও করলেন না । আলীকে খিলাফত দেওয়ার প্রসঙ্গও কেউ তুললেন না । এমনকি খোদ আলী (রা:) নিজেও কোন আপত্তি তুললেন না তাহলে বুঝতে হবে যে, আলী (রা:) কে খিলাফত দেওয়ার বিষয়টি কোন সাহাবী জানতেন না এমনকি খোদ আলী (রা:) নিজেও জানতেন না । বরং পীর সাহেবগন তাদের গোপন কাশফের মাধ্যমে জেনেছেন হয়তো??? অথবা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা রটনা করা হয়েছে । আর মূলত বিষয়টি তাই ।

পীর সাহেবগন বলতে পারেন যে, আলী (রা:) কে যেই খেলাফত প্রদান করা হয়েছিল সেটা ছিল “তাসাউউফ বা বাতেনী খিলাফত” । তাহলে আমি জানতে চাই যে, রাষ্ট্রীয় খিলাফত আর বাতেনী বা ধর্মীয় খিলাফত কি আলাদা? যদি আলাদা হয়ে থাকে তাহলে সেই আধ্যাত্মিক খলিফা একাধিক হতে পারেন কি? যদি পারেন তাহলে আমার প্রশ্ন, আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা:) সেই খিলাফত পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কিনা? পীরদের খলিফা যদি একই সাথে শত শত হতে পারে তাহলে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) শুধুমাত্র একজনকে খিলাফত দিলেন কেন? আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর লক্ষাধিক সাহাবাদের মধ্যে শুধুকি একজনই সেই যোগ্যতা লাভ করেছিলেন? আর পীর সাহেবগন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর থেকে কয়েক শতগুণ বেশী খিলাফতের যোগ্যলোক তৈরি করলেন? এটা কি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মত মহান মু‘আল্লিমকে পীর সাহেবদের থেকে ছোট করা হলো না? নাকি পীর সাহেবগনও শিয়া? যাদের আক্বীদা হলো, আলী সহ কয়েকজন সাহাবী ছাড়া বাকী আবু বকর, ওমর, ওসমান (রা:) সহ সবাই ছিল মুনাফিক এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর পর সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল (না‘উযুবিল্লাহ) ।

আসল রহস্যটা কিন্তু এখানেই। এই প্রচলিত পীর-মুরিদীর তরিকা, খিলাফত, বাই'আত সব কিছুই শিয়াদের থেকে আমদানীকৃত। এমনকি খোদ পীর শব্দটিও ফার্সী, যা ইরানী শিয়াদের মাতৃভাষা এবং পীরদের কবিতা-কাহিনী বেশীর ভাগই ফার্সী ভাষায়। ফার্সী ভাষার মাধ্যমে শিয়াদের আক্বীদা, আর উর্দু ভাষার মাধ্যমে হিন্দুদের সন্যাসীবাদ এবং **فَصْلُ السِّيَاسَةِ عَنِ الدِّيْنِ** বা ধর্মীয় খলিফা আর রাষ্ট্রীয় খলিফা আলাদা করার মাধ্যমে খৃষ্টানদের رُهْبَانِيَّـــةٌ বা বৈরাগ্যবাদকে গ্রহন করে বিভিন্ন প্রকার দেশীয় গাছ-গাছরায় তৈরী একটি ভেষজ ইসলাম পালন করছেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান।

বর্তমানে পীর সাহেবগণ এবং তাদের সমর্থক কতিপয় আলেমগণ বলতে শুরু করেছেন, পীর সাহেবদের সকল তরিকা-ই সাহাবায়ে কিরামদের থেকে চালু হয়েছে, সুতরাং এগুলো নতুন কোন বিদ'আত নয়। আমি আমার শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কিরামদের বলতে চাই, যদি সত্যি তাই হয় তাহলে তরিকাগুলোর নাম সাহাবায়ে কিরামদের নামানুসারে হওয়া উচিত ছিল যেমনঃ আলী (রা:) এর নামানুযায়ী 'আলাভী' (যেমন শীয়াদের একটি গ্রুপ রয়েছে) অথবা 'ফাতেমী', ওসমানী, ফারুকী, ছিদ্দিকী, হাসানী, হুসাইনী (যেমন বর্তমানে অনেক বিদ'আতিরা এসকল সিলসিলা তৈরী করতে শুরু করতে শুরু করেছে)। কিন্তু তা না হয়ে, তরিকাগুলো চিশতী, কাদেরী, নকশাবন্দি, মুজাদ্দেদী, সাবেরী ইত্যাদি নামে কেন নামকরণ করা হলো? যখন সাহাবায়ে কিরামদের নামানুসারে না হয়ে পরবর্তী কিছু পীর-বুযুর্গদের নামে নামকরণ করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে এগুলোর সাথে সাহাবায়ে কিরামদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। বরং সাহাবায়ে কিরামদের নামে ডাহা মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে।

প্রশ্নঃ বর্তমানে পীর-মুরীদদের বাই'আত ছাড়াওতো বিভিন্ন দলীয় বাই'আত নেওয়া হচ্ছে, এগুলোর ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি?

উত্তরঃ এজাতীয় বাই'আতের কোন ভিত্তি কুরআন-হাদীস ও সালাফে সালেহীনদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তখন মুসলিম জাতির খলিফা বা ইমাম ছিলেন। মুসলিমরা কেবল মাত্র তাদেরকেই বাই'আত

দিতেন যা ইতিপূর্বেই দলিল-প্রমানসহ আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এই জাতীয় নতুন দল ও ফেরকা তৈরী করার-ই তো কোন সুযোগ ইসলামে নেই। তারপর বাই'আত ? সে তো খলিফাতুল মুসলিমিন এর অধিকার। আর খিলাফত ব্যবস্থা না থাকলে তখন ইকামতে দ্বীন এর জন্য, কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, মাজলুমকে সাহায্য করার জন্য মুসলিমগণ একজন ইমাম নিযুক্ত করে তার নিকটে বাইআতের শর্ত পুরণের অঙ্গীকার করবে। আলাদা আলাদাভাবে দলীয় আমীর বা তরিকার পীরদেরকে বাই'আত নেয়ার অধিকার দেয়া যাবেনা। কেননা:

প্রথম দলীল: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরা এবং বাই'আত দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দলিল-প্রমানকে এসব খন্ড-খন্ড দলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা ওগুলো শুধুমাত্র গোটা মুসলিম উম্মাহর ইমামের জন্যই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় দলীল: খন্ড-খন্ড দল তৈরীর মাধ্যমে মূলত মুসলিম জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা হয় এবং মুসলিম জাতির ঐক্য ধংস হয়ে যায়। আর যারা মুসলিম জাতির ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার আদেশ করেছেন। হাদীস:

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

অর্থ: আরফাজা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: অচিরেই বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর) ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে-কেউ হোক না কেন।[২৩৫]

তৃতীয় দলীল: হাদীস শরীফে খন্ড-খন্ড জামা'আত বা ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। হয়তো জামাআতুল মুসলিমীন তথা

---

[২৩৫] সহীহ মুসলিম ৪৯০২; ("কিতাবুল ইমারাহ বা প্রশাসন ও নেতৃত্ব অধ্যায়", "যদি দুইজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধানের) পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হয়" পরিচ্ছেদ।) মুসনাদে আহমদ ১৯০০০।

গোটা মুসলিম উম্মাহর আমীরের সাথে সম্পৃক্ত হবে নতুবা সব ফেরকা থেকে আলাদা থাকতে হবে। যেমন হুজায়ফা (রা) এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا
অর্থ:"যদি মুসলিমদের কোন জামাআহ এবং ইমাম না থাকে সে সময় তুমি ঐ সকল ফেরকা এবং দল থেকে আলাদা থাকবে।"[২৩৬]

বি:দ্র: একটি সংশয় নিরসন,

হুজায়ফা (রা:) এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেকে বলে যে, বর্তমান সময়ে সকল দল পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে থাকতে হবে। কারণ এই হাদীসের মধ্যে সকল দল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ, এই হাদীসের মধ্যে 'ফেতনার যামানায় যেই সমস্ত বাতিল দল থাকবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে বলা হয়েছে'। হক-বাতিল সকল প্রকারের জামাআত ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি। এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ঐ হাদীসগুলো যেখানে 'হকপন্থি জামাআত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে' ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং ঐ সমস্ত হাদীস যেখানে "হকপন্থি জামাআতের আমিরের কাছে বাই'আত দেয়ার আদেশ করা হয়েছে"। নিম্নে হাদীসগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عن جَابِرَ بْنَ عَبْد اللَّه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের একদল লোক কেয়ামত (কায়েম হওয়া) পর্যন্ত সত্য দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে এবং তারা বিজয়ী হবে।"[২৩৭]

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

[২৩৬] সহীহ মুসলিম ৪৮৯০।

[২৩৭] মুসলিম শরিফ ১৫৬, আহমদ ১৪৭৬২, ইবনে হিব্বান ৬৮১৯, ইবনুল জারুদ ১০৩১, বাইহাক্বী ১৮৩৯৬

وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "সালামা ইবনে নুফাইল আল কিন্দী (রা:) বলেন, আমি রাসূল (সা:) এর কাছে বসেছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা:) লোকেরা ঘোড়াগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে এবং অস্ত্র রেখে দিয়েছে। আর বলছে, এখন আর জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। এখনই, হ্যাঁ, এখনই যুদ্ধের সময় হয়েছে। আমার উম্মতের একটি দল হক্বের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য জাতিগুলোর অন্তরকে বাঁকা করে দিবেন। এবং তাদের (মুজাহিদগন)-কে ওদের (গুমরাহদের) থেকে রিযিক দেবেন। কিয়ামত আসা ও আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। আর (মুজাহিদদের) ঘোড়ার ললাটের সঙ্গে কল্যাণ বাঁধা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।"[২৩৮] অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থ: "জাবের ইবনে সামুরাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেছেন; এই দ্বীন (ইসলাম) স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের উপর অটল থেকে অব্যাহত ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।"[২৩৯] অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

---

[২৩৮] সুনানে নাসায়ী ৩৫৬৩।

[২৩৯] সহীহ মুসলিম ৫০৬২, কানজুল উম্মাল ৩৪৪৯৫, আহমদ ২১০২৩, ইতহাফুল খিয়ারাহ ৭৪১৫, মুসনাদে সাহাবা, মুজামুল কাবীর ১৯৩১।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "মুসলিমদের একটি জামা'আত হক্বের উপর অটল থেকে অব্যাহত ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যারা তাদের বিরোধী শক্তির উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে।"[২৪০]

চতুর্থ দলীল: দল তৈরীর মাধ্যমে মুসলিম জাতির ঐক্য বিনষ্ট হয়। আল্লাহর দিকে আহবান করার পরিবর্তে দলের দিকে আহবান করা হয়। বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে পরস্পরে বিদ্বেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়। শায়েখ বকর ইবনে আবদুল্লাহ আবু জায়েদ বলেন:

والخلاصة: أن البيعة في الإسلام واحدة من ذوي الشوكة: أهل الحل والعقد لولي المسلمين وسلطانهم وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولاعمل صحابي ولا تابعي، فهي بيعات مبتدعة، وكل بدعة ضلالة وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير لازمة العهد، فلا حرج ولا إثم في تركها ونكثها، بل الإثم في عقدها؛ لأن التعبد بها أمر محدث لا أصل له، ناهيك عما يترتب عليها من تشقيق الأمة وتفرقها شيعًا وإثارة الفتن بينها، واستعداء بعضها على بعض فهي خارجة عن حد الشرع سواء سميت بيعة أو عهدا أو عقدا

অর্থ: "মোট কথা: ইসলামে বাই'আত কেবল মাত্র একটাই, আর তা হল খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীনের জন্য। এছাড়া যত প্রকার বাই'আত আছে চাই সে দলীয় বাই'আত হোক অথবা তরিকার বাই'আত হোক, এগুলোর ইসলামী শরীয়তে কোন ভিত্তি নাই। কোরআনে নাই, হাদীসে নাই, কোন সাহাবীর আমলে নাই, কোন তাবেয়ীর আমলে নাই। সুতরাং এগুলো নিশ্চিত বেদ'আতী বাই'আত। আর সকল বিদ'আত

---

[২৪০] সহীহ মুসলিম ৫০৬৫, আহমদ ১৬৮৯৫, মুজামূল কাবীর ১০১৬, আবি আওয়ানাহ ৬/৪১, জামেউল আহাদীস ৬৭৭৭, তাহজীবুল আছার ৯২৩।

গোমরাহী। সুতরাং এজাতীয় কোন বাই'আত কেউ দিয়ে থাকলে সে বাই'আত রক্ষা না করে ভঙ্গ করলে কোন গুনাহ হবে না। বরং এজাতীয় বাই'আত রক্ষা করলে গুনাহ হবে। কারণ এর মাধ্যমে উম্মাহকে বিভক্ত করা, তাদের মধ্যে দলাদলী ও ফাটল তৈরি করা, বিভেদ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করা হয়, যা ইসলামি শরিয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। চাই এটাকে বাই'আত বলা হোক অথবা চুক্তি বা অঙ্গিকার বলা হোক শরীয়তের আওতাভূক্ত কোন বাই'আত নয়। তাই এসকল বাই'আত বর্জন করা জরুরী।[২৪১]

ব্যতিক্রমী বাই'আত

পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল খলীফাতুল মুসলিমীন বা ইমামূল মুসলিমীন ছাড়া অন্য কারো জন্য বাই'আত নেয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে কিছু শক্তিশালী দলীল পাওয়া যাওয়ার কারণে শুধুমাত্র জিহাদের ময়দানে শর্ত সাপেক্ষে খলীফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীন ছাড়া অন্য কেউ তাৎক্ষনিক ভাবে জিহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাই'আত নিতে পারবে। নিম্নে তার দলিল সমূহ পেশ করা হলোঃ

ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরামা ইবনে আবু জাহালের ঘটনা। হাফেজ ইবনে কাছির (র:) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ" এর ৭ নাম্বার খন্ডের ১৫ নাম্বার পৃষ্ঠায় উল্ল্যেখ করেছেন।

قَالَ عِكْرَمَةُ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ يَوْمَ الْيَرْمُوْكَ: قَاتَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَوَاْطِنَ وَأَفِرُّ مِنْكُمُ الْيَوْمَ ؟ ثُمَّ نَادَىْ: مَنْ يُبَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ ؟ فَبَايَعَهُ عَمُّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَضِرَارُ بْنُ الْاَزْوَرِ فِيْ أَرْبَعمِأَةٍ مِنْ وُجُوْهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَفُرْسَانِهِمْ، فَقَاتَلُوْا قُدَامَ فُسْطَاطِ خَالِدٍ حَتَّىْ أَثْبَتُوْا جَمِيْعًا جِرَاحًا، وَقُتِلَ مِنْهُمْ خَلْقٌ مِنْهُمْ ضِرَارُ بْنُ الْاَزْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيْ وَغَيْرُهُ أَنَّهُمْ لَمَّا صُرِعُوْا مِنَ الْجِرَاحِ اسْتَسْقُوْا مَاءً فَجِيْئَ إِلَيْهِمْ بِشُرْبَةِ مَاءٍ فَلَمَّا قُرِّبَتْ إِلَىْ أَحَدِهِمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الْآخَرُ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا دُفِعَتْ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ الْآخَرُ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِ، فَتَدَافَعُوْهَا كُلُّهُمْ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىْ وَاحِدٍ حَتَّى مَاتُوْا جَمِيْعًا وَلَمْ يَشْرَبْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ

---

[২৪১] আল বাইআতুল আম্মাহ্ ওয়াল খাচ্ছাহ ১৯৬।

অর্থ: "ইকরামা (রা:) (আবু জাহেলের পুত্র) ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন বললেন; আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর বিরুদ্ধে বহু জায়গায় যুদ্ধ করেছি। আর আজকে (ইসলাম গ্রহণ করার পর) তোমাদের থেকে পালাব? অতপর তিনি ঘোষণা করলেন, কে আছো যে, মৃত্যুর উপর বাই'আত দিবে? এরপর তার চাচা হারেছ ইবনে হিশাম, যিরার ইবনে আযওয়ার (রা:) সহ চারশত নেতৃস্থানীয় মুসলিম যোদ্ধা ও অশ্বারোহীগণ বাই'আত দিলেন। এরপর তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা:) এর তাবুর সামনে যুদ্ধ করলেন এবং সকলেই আহত হলেন। এবং যিরার ইবনে আযওয়ার সহ অনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লামা ওয়াকেদী সহ আরও অন্যান্য ওলামাদের থেকে বর্ণিত: আহত হওয়ার পর তারা পানি চাইলে এক পাত্র পানি আনা হলো। পাত্রটি যখন একজনের নিকট উপস্থিত করা হলে সে দেখলো আরেক জন পাত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সে প্রথমে তাঁকে পানি দিতে বললো। যখন তার কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো সে দেখল পাত্রের দিকে আরেকজন তাকিয়ে রয়েছে, সে প্রথমে তাকে পানি দিতে বললো। এভাবে একজন থেকে আরেকজনের কাছে নিতে নিতে তারা সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন কেউ পানি পান করলেন না। আল্লাহ (সুব:) তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।"[২৪২]

বাইআতের পদ্ধতি

প্রশ্ন: কুরআন-সুন্নাহ-র আলোকে বাই'আত দেওয়া ও নেওয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর: কুরআন-সুন্নাহ-র আলোকে বাই'আত দেওয়া ও নেওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো:

প্রথম পদ্ধতি: اَلْمُصَافَحَةُ وَالْكَلَامُ মুসাফা এবং কথার মাধ্যমে। বাই'আত গ্রহণকারীর হাতের উপর বাই'আত প্রদানকারীর হাত রেখে আনুগত্যের মৌখিক ঘোষণা দেওয়া। আর এই পদ্ধতিটিই হচ্ছে প্রসিদ্ধ পদ্ধতি। দলিল:

---

[২৪২] আল বিদায়া ওয়ন নিহায়া ৭/১৫।

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: ١٠]

অর্থ: "আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, নিশ্চই তারা আল্লাহর কাছেই বাই'য়াত গ্রহণ করলো; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।"[২৪৩]

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা:) এর বাই'আতও এই পদ্ধতিতেই হয়েছিল। দলিল:

فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ

অর্থ: .... অতপর উমর (রা:) বললেন, বরং হে আবু বকর (রা:) আমরা আপনাকে বাই'আত দিব। কেননা আপনি আমাদের নেতা, আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। এই বলে উমর (রা:) আবু বকর (রা:) এর হাত ধরলেন এবং বাই'আত দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই বাই'আত দিলেন।[২৪৪]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: اَلْكَلَامُ فَقَطْ শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে বাই'আত। দলিল:

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ

অর্থ: আমর (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন; "সাক্বীফ" গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল। রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) তার প্রতি নির্দেশ পাঠালেন "তুমি ফিরে যাও"। আমি তোমার বাই'আত নিয়েছি।"[২৪৫]

রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) মহিলাদের থেকে এই পদ্ধতিতেই বাই'আত গ্রহণ করতেন। মহিলাদের সাথে কখনো তিনি মুসাফাহা করে বাই'আত গ্রহণ করেন নি।

মহিলাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারা পুরুষদের মতই ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে বাই'আতের অঙ্গীকার করবে। সেটা

---

[২৪৩] সুরা ফাতাহ ৪৮:১০।

[২৪৪] দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, সহীহ বুখারী ৩৬৬৭।

[২৪৫] সুনানে নাসায়ী ৪১৯৩, তাহজীবুল আসার ১২৮৮, জামেউল আহাদীস ৩১৪০, জামেউল উসুল ৫৪৮৯, ইতহাফুল খিয়ারাহ ৪৫২৮, বায়হাক্বী ১৪০২২, আহমদ ১৯৪৯২।

পুরুষদের সাথে যৌথ ভাবেও হতে পারে। আবার শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য আলাদাভাবেও হতে পারে।

عَنْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْه منْ الْمُؤْمنَات بهَذه الْآيَة بقَوْل اللَّه { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْنَكَ إِلَى قَوْله غَفُورٌ رَحيمٌ } قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بهَذَا الشَّرْط منْ الْمُؤْمنَات قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُك كَلَامًا وَلَا وَاللَّه مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَة قَطُّ في الْمُبَايَعَة مَا يُبَايعُهُنَّ إِلَّا بقَوْله قَدْ بَايَعْتُك عَلَى ذَلك

অর্থ: আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে যখন কোন ঈমানদার মহিলা হিজরত করে আসতেন তখন তাদেরকে কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করতেন। "হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কারো উপর কোন মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং সৎ কাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" উরওয়াহ বলেন আয়েশা (রা:) বলেন, মুমিন মহিলাদের মধ্যে যে এই শর্ত মেনে নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বলতেন, তোমাকে আমি এই আয়াতের উপর বাই'আত করে নিয়েছি। আল্লাহর কসম, বাই'আত নেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি। শুধুমাত্র একথা বলতেন, আমি তোমাকে এ বিষয়ের উপর বাই'আত নিলাম।[২৪৬]

আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ

[২৪৬] সহীহ বুখারী হা: নং ৪৮৯১, জামেউল আহাদীস, জামেউল উসুল ৮৪৪।

بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

অর্থ: আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) মহিলাদের থেকে বাই'আত নিতেন কথার মাধ্যমে এ আয়াতের দ্বারা "তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) এর হাত তাঁর অধিনস্ত মহিলারা (অর্থাৎ স্ত্রীগণ এবং বাঁদীগণ) ছাড়া অন্য কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ করে নি।[২৪৭]

নেতৃস্থানীয় মহিলা ও পুরুষদের যৌথভাবে বাই'আত নেয়ার দলিল:

عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامت يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ: "উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমরা মজলিসে থাকাবস্থায় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে বললেন; "তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বাই'আত দাও যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। এবং কোন ব্যক্তিকে এমন মিথ্যা অপবাদ দেবে না যা তোমাদেরই গড়া। এবং সৎ কাজে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এ অঙ্গিকার পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে অতপর দুনিয়াতে সে শাস্তি পেল। তাহলে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হবে। আর যদি কেউ পাপ করে আর আল্লাহ (সুব:) তা গোপন করে রাখেন তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহ (সুব:) র উপর ন্যস্ত থাকিবে। যদি চান তিঁনি তাকে শাস্তি দিবেন অথবা তাকে ক্ষমা

---

[২৪৭] সহীহ বুখারী হা: নং ৭২১৪।

করে দিবেন। অতপর উবাদা ইবনে সামেত (রা:) বলেন, আমরা এ বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে বাই'আত দিলাম।[২৪৮]

এটি দ্বিতীয় 'বাই'আতুল আক্বাবা'র ঘটনা। যেখানে মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় পুরুষদের সঙ্গে দুজন মহিলাও বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয় পদ্ধতি: اَلْكِتَابَةُ লেখা বা চিঠির মাধ্যমে বাই'আত। দলিল:

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ (صحيح البخاري)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা 'আব্দুল মালিকের নিকট বাই'আত নিল, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) তার কাছে চিঠি লিখলেন - আল্লাহর বান্দা, মু'মিনদের নেতা আব্দুল মালিকের প্রতি, আমি আমার সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) এর সুন্নাত অনুযায়ী তাঁর কথা শোনার ও তাকে মেনে চলার অঙ্গীকার করছি আর আমার ছেলেরাও তেমনি অঙ্গীকার করছে।[২৪৯]

আরেকটি দলীল:

وَكَتَبَ النَّجَاشِيْ إِلَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِلَىْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ مِنَ النَّجَاشِيْ ، سَلَاْمٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، لَاْ إِلَهَ إِلَّاْ هُوَ الَّذِيْ هَدَاْنِيْ إِلَىْ الْإِسْلَاْمِ، اَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِيْ كِتَابُكَ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ فِيْمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيْسَىْ .... اِلَيْ اَنْ قَالَ: وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَىْ يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ: "নাজ্জাশী আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে চিঠি পাঠালেন। "পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে। আপনার প্রতি আল্লাহর

[২৪৮] সহীহ বুখারী ৭২১৩, আহমদ ২২৭৮৫, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযি ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৭৮।
[২৪৯] সহীহ বুখারী ৭২০৩। (আ.প্র. ৬৬৯৯, ই.ফা. ৬৭১২)

শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক, ঐ সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি আমাকে ইসলামের সঠিক দিশা দিয়েছেন। পর সমাচার, আমার কাছে আপনার চিঠি পৌঁছেছে যে চিঠিতে আপনি ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। .... নাজ্জাশী বলল; আমি আপনার কাছে বাই'আত প্রদান করলাম এবং আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছেও বাই'আত প্রদান করলাম। এবং আমি আল্লাহর জন্য তার হাতে মুসলিম হলাম।[২৫০]

বাই'আত দানের ক্ষেত্রে মুসলিম জনতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) بَيْعَةُ الْخَوَاصِّ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাই'আত

(২) بَيْعَةُ الْعَوامِّ সাধারণ জনগণ এর বাই'আত :

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাই'আত

اَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْد "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ" অর্থাৎ যাদের ইমাম নির্বাচন করার যোগ্যতা আছে যেমন; উলামা, ফুজালা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তারা সরাসরি ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত দিবে যদি উপস্থিত থাকে। আর যারা দূরে থাকে তারা সাক্ষীদের সামনে বাই'আতের ঘোষণা দিবে। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সমস্ত "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ"-কে একত্র হয়ে বাই'আত দেয়া শর্ত নয়।

قَالَ الْمَازْرِيْ: يَكْفِي فِيْ بَيْعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلَاْ يَجِبُ الْاسْتِيْعَابُ وَلَاْ يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عَنْدَهُ وَيَضَعَ يَدَهُ فِيْ يَدِهِ بَلْ يَكْفِيْ الْتِزَامُ طَاعَتِه وَالْانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لَاْ يُخَالِفَهُ

অর্থ: "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ (জ্ঞানী) লোকদের বাই'আত ই যথেষ্ট। প্রত্যেক জনসাধারণের উপস্থিত হয়ে আমীরের হাতে বাই'আত দেয়া জরুরী নয়। বরং যথেষ্ট হচ্ছে আমীরের আনুগত্য মেনে নেওয়া, তার নির্দেশের বিরোধিতা না করা।[২৫১]

ইমাম নববী (র:) বলেন:

أَمَّا الْبَيْعَةُ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىْ أَنَّهُ لَاْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ وَلَاْ كُلِّ

---

[২৫০] দালাইলুন নবুওয়াহ্ লিল বাইহাক্বী ৬০৩।

[২৫১] ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী ১৬/২২৮।

أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوْهِ النَّاسِ وَأَمَّا عَدَمُ الْقَدْحِ فِيْهِ فَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَىْ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَىْ الْإِمَامِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِيْ يَدِهِ وَيُبَايِعُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِذَا عَقَدَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِلْإِمَامِ الْانْقِيَادَ لَهُ وَأَنْ لَا يَظْهَرَ خِلَافًا وَلَا يَشُقَّ الْعَصَا....

অর্থ: "বাইআতের ব্যাপারে সমস্ত আলেমগণ একমত যে, বাই'আত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সমস্ত জনগণের বাই'আত দেওয়া শর্ত নয়। তেমনিভাবে সমস্ত "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ" দের বাই'আত দেওয়াও শর্ত নয়। বরং যে সকল উলামা, নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিত থাকা সম্ভব তারা একত্র হয়ে বাই'আত দেওয়া শর্ত। সাধারণ জনগণ প্রত্যেকে ইমামের নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বাই'আত করা ওয়াজিব নয়। বরং সাধারণ জনগণের উপর আবশ্যক হলো যখন 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ'রা কোন ইমামের আনুগত্য মেনে নিবে তখন তারা সেই ইমামের আনুগত্য করবে এবং তার বিরোধিতা করবে না বা বিদ্রোহ করবে না।[২৫২]

কেননা **(ক)** মুসলিম উম্মাহর সমস্ত "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ"-কে একত্র করা অসম্ভব। **(খ)** সমস্ত "আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ"-কে কোন একজন ইমামের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করাও প্রায় অসম্ভব। **(গ)** আবু বকর সিদ্দিক (রা:) -কে খলিফা নির্বাচন করার সময় বিশিষ্ট সাহাবী আলী (রা:) অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত নেতৃবর্গের বাই'আত প্রদানের মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দিক (রা:) খলিফা নির্বাচিত হন। এবং পরবর্তিতে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অবশ্য আলী (রা:) পরবর্তিতে খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে বাই'আত দেন।

সাধারণ জনগণ এর বাই'আত

"আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদ" এর বাই'আতের ভিত্তিতে যে খলিফাকে ইতিপুর্বেই মনোনিত করা হয়েছে সাধারণ মুসলিম জনগণ সেই খলিফাকে বাই'আত দিবে। তাদেরকে সরাসরি ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত দেয়া জরুরী নয়। বরং তাদের জন্য এ আক্বীদা পোষণ করাই যথেষ্ট যে, তারা উক্ত ইমামের অধীনে আছে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। সে

---

[২৫২] শরহে মুসলিম লি ইমাম নববী (রাঃ) ৪/৮১।

মতে তারা ইমামের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী কোন হুকুম না করে।

এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে;

عن أَنَسُ بْنُ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدْ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি উমর (রা:) এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন। যা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ইন্তেকালের পরদিন মিম্বরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি আশা করেছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তেকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ (সা:) যদিও ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ (সুব:) তোমাদের মাঝে এমন এক নূর (কুরআন) রেখেছেন যা দ্বারা তোমরা হিদায়েত পাবে। আল্লাহ (সুব:) মুহাম্মদ (সা:) কে এই নূর দিয়ে হিদায়াত করেছিলেন। আর আবু বকর (রা:) ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দুজনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহন করার জন্য মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তার হাতে বাই'আত গ্রহণ কর। অবশ্য এক জামাআত ইতিপূর্বে বনী "ছাক্বীফা" গোত্রের ছত্রছায়ায় তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বাই'আত হয়েছিল মিম্বরের উপর।

ইমাম জুহরী বলেন যে, আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেছেন; আমি উমর (রা:) কে বলতে শুনেছি যে তিনি আবু বকর (রা:) কে বলতে লাগলেন; আপনি মিম্বরে উঠুন। অগত্যা তিনি মিম্বরে উঠলেন। তারপর সাধারণ জনগণ তাকে বাই'আত দিলেন।[২৫৩]

প্রশ্ন: কি কি কাজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: কি কি কাজের জন্য বাই'আত নেওয়া যাবে সে প্রসঙ্গে শাইখ আবু আমর আব্দুল হাকীম হাস্‌সান বলেন:

وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ؛ أَنَّ الْبَيْعَةَ تَصِحُّ عَلَىْ كُلِّ طَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ وَعِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ، فَالْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ صَحِيْحَةٌ.

অর্থ: "বাই'আত নেয়া সহীহ হবে সর্ব প্রকার আনুগত্যের ও সর্ব প্রকার ইবাদতের জন্য। সুতরাং ইসলামের উপর বাই'আত , হিজরতের উপর বাই'আত , জিহাদের উপর বইআত, সালাতের উপর বাই'আত , যাকাতের উপর বাই'আত , নসীহতের উপর বাই'আত , সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের উপর বাই'আত সহ ইসলামের আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর বাই'আত নেয়া বৈধ আছে।"[২৫৪] যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে এই বাই'আত নেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র আমীরুল মুমিনীনের। অন্য কোন পীর-ফকিরের নয়।

১. ইসলামের উপর বাই'আত : اَلْبَيْعَةُ عَلَي الْاِسْلَامِ

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইসলামের উপর বাই'আত গ্রহণ করেছেন। এটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

---

২৫৩ সহীহ বুখারী, মুসনাদে সাহাবা ৩২, মুজামূল আওসাত ৯১৬৯।

২৫৪ আল বাইআতু সোওয়ারোহা ওয়া উজুবিল ওয়াফা: শাইখ আবু আমর আব্দুল হাকীম হাস্‌সান পৃঃ ২

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ}
[الممتحنة: ١٢]

অর্থঃ "হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৫৫] হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَـاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থঃ ক্বায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জারীর (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক নিকট বাই'আত করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, আমীরের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এবং সকল মুসলিমের জন্যে শুভকামনা করার ব্যাপারে।'[২৫৬]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ بَـايِعْنِي عَلَـى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

অর্থঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমার থেকে বাই'আত নিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ইসলামের উপর বাই'আত দিলেন।[২৫৭]

---

[২৫৫] সুরা মুমতাহিনা ৬০:১২।
[২৫৬] সহীহ বুখারী হাঃ নং ২১৫৭, খুজাইমা ২২৫৯
[২৫৭] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব নং ৫০; ফাতহুল বারী ১৩/২০৫।

২. খলিফার নির্দেশ শুনা ও মানার বাই'আত: اَلْبَيْعَةُ عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَة

এটি হল ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা বা ইমাম কর্তৃক তার অধীনস্ত লোকদের থেকে আনুগত্যের বাই'আত গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা:) মদিনায় হিজরতের প্রায় আড়াই মাস পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মিনার "আক্বাবা" নামক স্থানে গভীর রাতে গোপন বৈঠকে তেহাত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারী থেকে ইক্বামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ছয়টি শর্তের উপর বাই'আত নিয়েছিলেন।

নিম্নের হাদীসটিতে বাই'আতুল আক্বাবার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاء لَيْلَةَ الْعَقَبَة

অর্থ: উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত আর তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। এবং আক্বাবার রাত্রে মদিনার যেসমস্ত নেতাদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা:) বাই'আত নিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন।[২৫৮]

উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদীস;

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَط وَالْمَكْرَه وَعَلَى أَثَرَة عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللَّه لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

অর্থ : "তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট বাই'আত করেছিলাম যে, আমরা মেনে চলব এবং আনুগত্য করব শান্তিতে অশান্তিতে, সুখে এবং দুঃখে। আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে অগ্রধিকার দান করলেও আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, ক্ষমতা ও প্রধান্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করবো না। সত্যের উপর অটল থাকব, আমরা যখন যেখানে থাকিনা কেন, আল্লাহর পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনা, তিরস্কার ও ভৎসনাকে পরওয়া করবো না।"[২৫৯]

৩. জিহাদের উপর বাই'আত : اَلْبَيْعَةُ عَلَي الْجِهَاد

এমর্মে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

---

[২৫৮] সহীহ বুখারী ১৮।

[২৫৯] সহীহ মুসলিম ৪৮৭৪।

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ١٠]

অর্থ: "আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলো তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।"[২৬০]

এ আয়াতে উল্লেখিত বাই'আতটি জিহাদের বাই'আত ছিল। উসমান হত্যার গুজব ছড়িয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা:) তার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদ করার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের থেকে এই বাই'আত নিয়েছিলেন। এই বাই'আত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) আরে ইরশাদ করেন:

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: ١٨]

অর্থ: "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।"[২৬১]

এ আয়াতটিও বাই'আতুর রিদওয়ান প্রসঙ্গে নাযিল করা হয় যা ছিল জিহাদের বাই'আত। এমনিভাবে আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে যারা যুদ্ধ করবে, মারবে ও মরবে। সে আয়াতেও বাই'আতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى

---

[২৬০] সুরা ফাতাহ ৪৮:১০।
[২৬১] সুরা ফাতাহ ৪৮:১৮।

بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}
[التوبة: ١١١]

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অত:পর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে বাই'আত (বেচাকেনা) করেছ, সে বাই'আতের জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।"[২৬২]

এই আয়াতেও জিহাদ ও কিতালের বাই'আতের কথা উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, মুহাজির ও আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

অর্থ: "আমরাতো সেই জাতি যারা মুহাম্মদ (সা:) এর নিকট বাই'আত দিয়েছি যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব।"[২৬৩]

৪. হিজরতের উপর বাই'আত : اَلْبَيْعَةُ عَلَي الْهِجْرَةِ

ইসলামের শুরুতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের জন্য মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা ফরজ ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। যেমন মুজাশি' বিন মাসউদ এর হাদীস থেকে বুঝা যায়:

عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ

অর্থ: মুজাশি' (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার ভাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট গিয়ে বললাম, তাকে হিজরতের উপর

[২৬২] সুরা তাওবা ৯:১১১।
[২৬৩] সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০ হা: নং ২৮৩৪।

বাই'আত প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: হিজরত ওয়ালার চলে গেছে। আমি বললাম, তাহলে অন্য বিষয়ের উপর বাই'আত নিন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন; আমি তার থেকে ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকামীতার উপর বাই'আত নিলাম।

৫. পৃষ্ঠ-পোষকতা ও প্রতিরক্ষার প্রতি বাই'আত :

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রতিরক্ষার জন্যে তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুজন মহিলার নিকট বাই'আত নিয়েছিলেন। যেটাকে "বাই'আতুল আকাবা আস-সানিয়া" বলা হয়। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের নিকট বাই'আত নিয়েছিলেন তারা যেভাবে নিজেদের স্ত্রী পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের প্রতিরক্ষা করে থাকে ঠিক তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে রক্ষা করবে।[২৬৪]

এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি শর্তের উপর বাই'আত নিয়েছিলেন যা নিম্নের হাদীসে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيْ...... فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَىْ مَا نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : تُبَايِعُونِيْ (١) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ النِّشَاطِ وَ الْكَسْلِ (٢) وَ عَلَى النَّفْقَةِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ (٣) وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (٤) وَ عَلَىْ أَنْ تَقُوْلُوْا فِي اللهِ لَا تَأْخُذُكُمْ لَوْمَةُ لَائِمٍ (٥) وَعَلَىْ أَنْ تَنْصُرُوْنِيْ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَ تَمْنَعُوْنِيْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ عَنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَ أَزْوَاجَكُمْ وَ أَبْنَاءَكُمْ (٦) وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ: وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ

অর্থ: ..... অতপর আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ! আমরা আপনাকে কিসের উপর বাই'আত দিব? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন; তোমরা বাই'আত প্রদান করবে। (নিম্নের বিষয়গুলোর উপর)

১. তোমরা রাসূলের (সা:) কথা শুনবে ও মানবে সুখে-দুখে সর্বাবস্থায়।

২. সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (দ্বীন ক্বায়েম বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে।

---

[২৬৪] মুসনাদে আহমদ হা/১৫২৩৭, সানাদ সহীহ।

৩. সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।
৪. তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বলবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না।
৫. আমি তোমাদের নিকট (মদিনায়) আগমনের পর তোমরা আমার সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গিকার করবে। যেভাবে তোমরা তোমাদের নিজের, নিজ পরিবার ও সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধান করে থাক।[২৬৫]
৬. উবাদা ইবনে সামেত থেকে অন্য রেওয়াতে বর্ণিত আছে: আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হলেও আমরা তা মেনে নিব এবং কোন প্রকার বিরোধিতা করবো না।[২৬৬]

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে না পালানোর বাই'আত :

হুদায়বিয়ার বাইআতে রিদওয়ান সম্পর্কে সালামা ইবনুল আক্বওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত :

عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

অর্থ: সালামা ইবনে আক্বওয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে বাই'আত দিয়ে গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলাম যখন মানুষের ভিড় কমে এলো তখন রাসূল (সা:) বললেন, হে ইবনুল আক্বওয়া তুমি কি বাই'আত দিবে না? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা:) আমি তো বাই'আত দিয়েছি। রাসূল (সা:) বললেন, আবারো। অতপর: আমি দ্বিতীয়বার বাই'আত দিলাম। আমি বললাম হে আবু মুসলিম! আপনারা সেদিন কিসের উপর বাই'আত দিয়েছিলেন। তিনি বললেন মৃত্যুর উপর।[২৬৭]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আনসারগণ বলতেছিলেন:

---

[২৬৫] মুসতাদরাকে হাকেম ৪২৫১।
[২৬৬] সহীহ মুসলিম ৪৮৭৪।
[২৬৭] সহীহ বুখারী ২৮০০, ৩৯৩৬, ৬৭৮০, ৬৭৮২।

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

আমরাতো সেই জাতি যারা মুহাম্মদ (সা:) এর নিকট বাই'আত দিয়েছি যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব।[২৬৮]

রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের উত্তরে বললেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ # فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

হে আল্লাহ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর।

ইমাম বুখারী (রাঃ) এ বিষয়টির উপর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন بَاب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ অর্থ:"যুদ্ধের ময়দান থেকে না পালানোর অধ্যায়" আবার কেউ কেউ বলেছেন, "মৃত্যুর উপর বাই'আত "

বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে জিহাদ এবং মৃত্যু দুটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও মূলত: দুটির মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। কারণ জিহাদের শেষ পরিনতি হচ্ছে শাহাদাতের মৃত্যু অথবা বিজয়। তাহলে বুঝা গেল যে, জিহাদের ময়দানে কখনো কখানো শাহাদাতের মৃত্যুও ঘটতে পারে। সুতরাং দুটি বিষয় অর্থাৎ জিহাদ এবং মৃত্যুর কথা উল্লেখ্য করা হলেও কোন বৈপরিত্ব থাকবে না। যেহেতু কোন কোন সময় একটি আরেকটিকে আবশ্যক করে নেয়। অথবা দুইটির কথা দুইস্থানে বলেছেন একস্থানে জিহাদের কথা অন্যস্থানে মৃত্যুর কথা।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন;

عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ

অর্থ: ইবনে উমর (রা:) বলেন যে, আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বৎসরে সেখানে প্রত্যাবর্তন করলাম। কিন্তু আমাদের দুজন ব্যক্তিও ঐ

---

[২৬৮] সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০ হা: নং ২৮৩৪।

গাছটি চিহ্নিত করতে পারে নাই, যে গাছের নীচে আমরা বাই'আত দিয়েছিলাম। (এ গাছটিকে আল্লাহ তাআলা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন) যে গাছটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ ছিল। অথবা ভূলিয়ে দেওয়াটা আল্লাহর রহমত ছিল। (যাতে ঐ গাছটিকে বরকতময় গাছ মনে করে পূজাঁ না করে)। নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কিসের উপর বাই'আত নিয়েছিল, মৃত্যুর উপর? তিনি বললেন, না বরং তাদের থেকে বাই'আত নিয়েছিলেন সবরের উপর (যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকার উপর)।[২৬৯]

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ

আমীরের আদেশ শুনা ও মানা

প্রশ্নঃ আমীরের কথা শুনা ও মানার গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তরঃ বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতিপূর্বে "আল-জামা'আহ ও আল-ইমারাহ", আমীর নিয়োগ পদ্ধতি, আমীরের নিকট বাই'আত ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো আমীরের কথা শুনা-মানা তথা আনুগত্য নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে যতক্ষন পর্যন্ত আমীর কুরআন এবং সুন্নাহ মুতাবিক অধিনস্তদের পরিচালনা করবেন ততক্ষন পর্যন্ত তার নির্দেশ শুনা এবং মানা ফরয। এ প্রসঙ্গে কুরআন এবং হাদীস থেকে দলিল পেশ করা হলো,

প্রথম দলিল- সুরা নিসা ৫৯ নং আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের (সঃ) এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' তাদের।"[২৭০]

আয়াতে বর্ণিত 'উলুল আমর' বলা হয় তাদের - যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। আবু হুরায়রা (রা:) সহ অনেক সাহাবীদের মত হলো 'উলুল আমর' হচ্ছেন শাসকবর্গ যারা সরকার পরিচালনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত।

---

[২৬৯] সহীহ বুখারী।

[২৭০] সুরা নিসা ৪:৫৯।

এ কারণেই হয়তো আমাদের দেশের এক শ্রেনীর সরকারী আলেম, তাগুতদের পা-চাটা গোলাম, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ইলম থেকে যারা মিসকিন তাদের বলতে শুনা যায় "দেশের আইন মানা ফরয, শাসকবর্গের আনুগত্য করা কুরআনের নির্দেশ" ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন ইয়াজিদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত ঐতিহাসিক জালিমগণ যদি খলিফা হতে পারেন এবং তাদের আনুগত্য করতে হয় তাহলে আমাদের শাসকগণ কি তাদের চেয়ে খারাপ? তাদের চেয়ে বড় জালিম? এভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অথচ তারা লক্ষ্য করে না যে, এখানে শুরুতে أَطِيعُوا اللّٰهَ এর মধ্যে "আত্বি'উ" শব্দ আছে। আবার أَطِيعُوا الرَّسُول এর শুরুতেও "আত্বি'উ" শব্দ আছে; কিন্তু উলুল আমর এর পূর্বে কোন "আত্বি'উ" শব্দ নাই। কারণ উলুল আমরের আনুগত্য ততক্ষন পর্যন্ত করা যাবে যতক্ষন পর্যন্ত তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীনে থাকে। অর্থাৎ তাদের শাসন ব্যবস্থা যদি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হয়। এক কথায় اَلْخِلَافَةُ عَلَيْ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ "খিলাফত আলা মিনহাজ আন নাবুওয়াহ্" ভিত্তিক রাষ্ট্র হলে, তাহলেই কেবল ঐ রাষ্ট্রের শাসকদেরকে أُوْلُواالْاَمْرِ উলুল আমর বলা হবে এবং তাদের আনুগত্য করা ফরয হবে। অন্যথায় উলুল আমর নয় বরং তারা হবে أُوْلُواالْخَمْرِ "উলুল খামর" (মদের হেফাযতকারী), তাদের আনুগত্য করা যাবেনা।

এই নীতির আলোকেই ইয়াজিদ/হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জালিম হলেও তারা أُوْلُواالْاَمْرِ উলুল আমর ছিল। আর আমাদের বর্তমান শাসকরা জালিম যদি না-ও হয় তারপরও যেহেতু তারা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেহেতু তারা أُوْلُواالْخَمْرِ "উলুল খামর" (মদের হেফাযতকারী)।

এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এক নম্বর ধারা اِخْلَاصُ الْعَمَلِ (সর্ব প্রকার আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা)। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম মূলনীতিঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রথম ও মূল ভিত্তি اخْلَاصُ الْعِبَادَة للّٰه

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রকৃত আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة : ৫]

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।"[২৭১]

একজন মুসলিমের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা। এজন্য সালাতে দাড়িয়ে বলি إِيَّاكَ نَعْبُدُ "আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত (আনুগত্য) করি।" এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য আছে। সুরায়ে ফাতেহাকে আমরা একটি মানপত্রের সাথে তুলনা করতে পারি। যখন কোন বড় ব্যক্তিকে মানপত্র দেওয়া হয় তখন তাতে তিনটি অংশ থাকে। প্রথম অংশে যাকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে তার পরিচয় ও প্রশংসা। দ্বিতীয় অংশে যারা মানপত্র দিচ্ছে তাদের পরিচয় ও সম্পর্ক। তৃতীয় অংশে দাবী দাওয়া ইত্যাদি। সুরায়ে ফাতেহারও প্রথম অংশ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ থেকে শুরু করে مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ পর্যন্ত অল্লাহর পরিচয় ও প্রশংসা পেশ করা হয়েছে। এরপর যেন আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করছেন যে, তোমরা যারা আমার প্রশংসা করলে এবং আমার পরিচয় তুলে ধরলে তোমাদের কী পরিচয়? আমার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক? তখন মানুষ তার পরিচয় পেশ করে إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ আমার পরিচয় হচ্ছে আমি আপনার গোলাম। আপনি আমার মনিব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনার গোলামী করাই হচ্ছে আমার কাজ। তারপর তৃতীয় অংশে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ থেকে আল্লাহর কাছে দাবী দাওয়া পেশ করে।

আমরা সকলেই আল্লাহর গোলাম এমন কি নবী রাসূলগণও আল্লাহর গোলাম ছিলেন। আমরা কালিমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে দুটি স্বাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করি। একটি হচ্ছে أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ "আমি সাক্ষ্য

---

[২৭১] সুরা আল বয়্যিনাহ ৯৮:৫।

দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই মা'বুদ নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে وأشهدُ أنَّ محمــدا عبــدُه ورســولُه "আমি আরোও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ তা'আলার বান্দা (গোলাম) ও রাসূল। এখানে রাসূল (সা:) নিজেও নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে স্বাক্ষ্য দিতে হয়েছে। কাজেই আমরা সকলেই গোলাম তবে কোন খাজা বাবা, গাঁজা বাবা, লেংটা বাবা, পীর বাবা অথবা কোন নেতা নেত্রীর গোলাম নয়। বরং শুধুমাত্র আল্লাহরই গোলাম। মানুষের জন্য আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হওয়াটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। এজন্য আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সফর 'মি'রাজে'র আলোচনা করতে গিয়ে সুরায়ে বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّــذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [الإسراء : ١]

অর্থ: "পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মসজিদুল হারাম থেকে আল মসজিদুল আকসা[২৭২] পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[২৭৩]

এখানে اَسْرَيْ بِرَسُــوْلِهِ অথবা أَسْرَى بِنَبِيِّهِ বলা হয়েছে। أَسْرَى بِعَبْدِهِ বলেন নি। বুঝা গেল মানুষের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ যে পদটি তা হচ্ছে اَلْعَبْدُ অথাৎ আল্লাহর গোলাম হওয়া। এটাই তার আসল পরিচয়। তারপর সে অন্যকিছু। মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলিমদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র এবং লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সারাজাহানের রব আল্লাহরই জন্য।"[২৭৪]

---

[২৭২] ফিলিস্তীনে অবস্থিত বাইতুল মাকদিস, যা মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল।
[২৭৩] সুরা বনী ঈসরাইল ১৭:১।
[২৭৪] সুরা-আনআম ৬:১৬২।

অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবলমাত্র তখন-ই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবেনা। বরং তাঁর অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্যের শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিই রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ **لاَ طَاعَـــةَ لِمَخْلُــوقٍ فِي مَعْــصِيَةِ الخَــالِقِ** "স্রষ্টার নাফরমানী করে, সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না"।[২৭৫]

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি اِتِّبَاعُ السُّنَّة

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনুগত্য। এটি কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনুগত্য এজন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছানোর তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহর (সা:) আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। আর রাসূলুল্লাহর (সা:) আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُــورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران : ٣١]

অর্থ: "বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৭৬]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

---

[২৭৫] জামেউল আহাদীস ঃ-হাঃ-১৩৪০৫,মুয়াত্তা ঃ- হাঃ-১০, মুজামূল কবীর হাঃ-৩৮১,মুসনাদে শিহাব হাঃ-৮৭৩,আবি শাইবা হাঃ-৩৩৭১৭,কনযুল উম্মাল হাঃ-১৪৮৭৫।

[২৭৬] সুরা আল ইমরান ৩:৩১।

إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন; আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে অস্বীকার করল (সে ব্যতিত)। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহুল্লাহ! অস্বীকার করল কে? রাসূল (সা:) বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার আনুগত্য করল না সেই অস্বীকার করল (ফলে সে জাহান্নামে যাবে)।[২৭৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَــنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

অর্থঃ "আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকেই অমান্য করলো। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো সে ব্যক্তি আমার-ই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমার-ই অবাধ্য হলো।"[২৭৮]

আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে হাদীসের নির্দেশ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)

অর্থঃ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন , আমীর যতক্ষণ পর্যন্ত স্রষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ না করে, ততক্ষন পর্যন্ত আমীরের

---

[২৭৭] সহীহ বুখারী।

[২৭৮] সহীহ বুখারী হাঃ- ৬৭১৮, মুসলিম হাঃ- ৪৮৫৪, ইবনে হিব্বান হাঃ-৪৫৪৬, আহমাদ হাঃ-৯০০৩, মুসনাদে সাহাবা হাঃ- ২১৫

আদেশ শোনা ও মানা কর্তব্য। আর যখনই সে স্রষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ দেবে তখন তার নির্দেশ শোনাও যাবে না মানাও যাবে না।[২৭৯]

তৃতীয় মূলনীতিঃ

উলুল আমর এর আনুগত্যের মাপকাঠি

উপরোল্লিখিত দুটি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আরেকটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে "উলুল আমর" তথা দ্বায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। তারা মুসলিমদের মানসিক, বুদ্ধি বৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী উলামায়ে কিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন। আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন। অথবা আদালতে রায় প্রদানকরী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্ব দানকারী শেখ, সরদার প্রধান-ও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলিমদের নেতৃত্ব দানকারী হবেন, তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলিমদের সামাজিক জীবনে বাধা-বিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবেনা। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ (ক) তাকে মুসলিম "আল-জামা'আহ" এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে (খ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) অনুগত হতে হবে। এই শর্ত দুটি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামুলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতের মধ্যভাগে এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি, বরং হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলোঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্নণা করেছেন, "দ্বায়িত্বশীলদের কথা শুনা এবং মানা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য

[২৭৯] সহীহ বুখারী হাঃ-২৮৯৬,শব্দ ভিন্ন এরকম অনেক হাদীস রয়েছে যথা ঃ- ৬৬৪৭, মুসনাদে সাহাবা হাঃ-১৬১।

কর্তব্য। চাই তা তার মন:পূত হোক আর না হোক, যতক্ষন না সে আল্লাহর নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয়। যদি নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবেনা।”[২৮০]

عَنْ عَلِىٍّ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « لَوْ دَخَلُوهَا – أَوْ دَخَلُوا فِيهَا – لَمْ يَزَالُوا فِيهَا ». وَقَالَ « لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ (سنن أبي داود)

অর্থ: আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা আল্লাহর রাসূল (সা:) একজন আনসারীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে কোন এক ব্যাপারে আনসারীর মনে দুঃখ আসে। তখন তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) কি আমার আনুগত্য করতে তোমাদেরকে বলেননি? তারা বললেনঃ ‘হ্যাঁ’ বলেছেন। তখন তিনি লাকড়ী আনিয়ে আগুনের কুন্ডুলী প্রস্তুত করলেন, অতঃপর বললেন, আমার চরম নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দিবে। তাদের থেকে একজন যুবক বলে উঠলোঃ আগুন থেকে বাঁচার জন্য তোমরা রাসূলের (সঃ) ছত্রছায়ায় এসেছো, অতএব রাসূলের (সঃ) সাথে সাক্ষাতের পূর্বে এরকম কাজে হাত দিবে না। অতঃপর রাসূলের (সঃ) দরবারে ফিরে এসে তারা তাকে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সঃ) বললেনঃ “যদি তোমরা (তার কথা মতো আগুনে) ঝাঁপ দিতে, তাহলে তোমরা আর কখনো তার থেকে বের হতে পারতে না। “আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র ‘মারুফ’ বা বৈধ ও সৎকাজে (অবৈধ ও অন্যায় কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না।”[২৮১]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

---

[২৮০] বুখারী হাঃ-৬৭২৫,আবু দাউদ হাঃ-২৬২৮, বায়হাকী ৮৭২০ , মুসনাদে সাহাবা হাঃ–১৬১।

[২৮১] সুনানে আবু দাউদহাঃ- ২৬২৭, বায়হাকী হাঃ- ১৬৩৮৬

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا

অর্থঃ নবী (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের ওপর এমন সব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা 'মারূফ' (বৈধ) ও অনেক কথাকে 'মুনকার' (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসুন্তষ্টি প্রকাশ করবে, সে দায়মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে, সেও বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হবে এবং তার অনুসরণ করবে সে পাকড়াও হবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?" নবী (সঃ) জবাব দেন, "না, যতদিন তারা সালাত পড়তে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না)।[২৮২]

অর্থাৎ সালাত পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সঙ্গত হবে। নবী (সঃ) বলেনঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «...... وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ – مسلم

অর্থঃ "আউফ বিন মালেক আল আশজায়ী বলেন, আমি রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি; .... তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)

---

[২৮২] সহীহ মুসলিম হাঃ- ১৮৫৪,আবু দাউদ হাঃ-৪৭৬০, আবি শাইবা হাঃ-৩৭২৯৬, আহমাদ হাঃ-২৬৬১৯।

যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না? জবাব দেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করতে থাকবে। না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করতে থাকবে।[২৮৩]

এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে সালাত পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, সালাত কায়েম করা মানে মুসলিমদের সমাজ জীবনে সালাতের ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করাটাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সঙ্গে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যাবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে 'ইকামতে সালাত' তথা সালাত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে এটি তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি এতটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلاَةُ ، مَنْ حَفِظَهَا أَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খিলাফতের মসনদে বসে, রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ফারমান জারী করলেন যে, আমার কাছে সকল কাজের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত যথাযতভাবে আদায় করবে সে তার দ্বীনের অন্যান্য কাজগুলোও যথাযতভাবে আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি সালাতকে বিনষ্ট করবে সে

---

[২৮৩] সহীহ মুসলিম হাঃ- ১৮৮৫ আহমাদ হাঃ-২৪০২৭, দারিমী হাঃ-২৭৯৭,বাজ্জার হাঃ- ২৭৫২,ত্ববরানী হাঃ-৫৮৬,বায়হাকী হাঃ-১৬৪০০,দায়লামী হাঃ- ২৭৭২।

ব্যক্তি রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজগুলোকে আরও বেশী নষ্ট করবে বলেই ধরে নেয়া হবে।[২৮৪]

এ ক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। একথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ নবী (সা:) আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অঙ্গীকার নিয়েছেনঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থ: "আমরা এই মর্মে আল্লাহর রাসূলের (সা:) কাছে বাইয়াত করলাম, আমাদের) নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।[২৮৫]

ইসলামী জীবন ব্যাবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাত হচ্ছে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ। মুসলিমদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাতকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষকথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যাবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামিক ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন নিয়ম-কানুনের উল্লেখ সেখানে

---

[২৮৪] আব্দুর রাজ্জাক হাঃ- ২০৩৭,বায়হাকী হাঃ-১৯৩৫,

[২৮৫] সহীহ মুসলিম হাঃ- ৪৮৮৪,সহীহ বুখারী ৭০৫৫; মুসনাদে আবি শাইবা হাঃ-৩৭২৫৭,নাসায়ী হাঃ-৪১৫৩,মুসনাদে সাহাবা।

নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দ্বীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলিমকে একজন কাফের থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্টমন্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফের অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলিম মূলতঃ আল্লাহর বান্দা ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন শুধুমাত্র ততটুকুই স্বাধীনতা ভোগ করে। কাফের তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবে না। বিপরীত পক্ষে মুসলিম তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবীর (সা:) দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোন নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোন নির্দেশ না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থাতেই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূলভিত্তি একথার উপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়াত রচয়িতার পক্ষ থেকে কোন বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তিনি এ ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

اَلْهِجْرَةُ "আল হিজরাহ্"

প্রশ্ন: "আল-হিজরাহ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর: اَلْهِجْرَةُ لُغَــةً "আল হিজরাহ" এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য ভূমিতে গমন, দেশান্তর, هَجَرَ (ن) هجْراً هُجْرَاناً সম্পর্ক ছিন্ন করা, ত্যাগ করা, এড়িয়ে যাওয়া, - هَاجَرَ مُهَــاجَرَةً مِــنَ الْبَلَــدِ দেশ ত্যাগ করা, হিজরত করা, অভিবাসী হওয়া, تَهَــاجَرَوْاوَاهْتَجَرُوْا তারা পরস্পরকে ত্যাগ করল। একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।

قَالَ ابْنُ الْاَثِيْرِ اَلْمُهَاجِرَةُ مِنْ اَرْضٍ اِلَيْ اَرْضٍ تَرْكُ الْاُوْلَيْ لِلثَّانِيَــةِ ইবনে আছির বলেন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে হিজরত করা মানে দ্বিতীয়টার জন্য প্রথমটা ত্যাগ করা।

اَلْهِجْرَةُ شَرْعاً وَاصْطِلَاحاً ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় হিজরতের সংজ্ঞা -

❖ ইমাম ইবনুল আরাবী "আহকামূল কুরআন" নামক কিতাবে বলেন:

هِيَ الْخُرُوْجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ اِلَيْ دَارِ الْاِسْلَامِ

হিজরত হল দারুল হার্‌ব ত্যাগ করে দারুল ইসলামে চলে যাওয়া।

❖ ইমাম ইবনে কুদামা "আল মুগনী" নামক কিতাবে বলেন:

هِيَ الْخُرُوْجُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اِلَيْ دَارِ الْاِسْلَامِ

অর্থ: "দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে চলে যাওয়া হচ্ছে হিজরত।"

غَرْضُهَا وَغَايَتُهَا - হিজরতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: হিজরতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: হিজরতের উদ্দেশ্য দুইটি :

اَلْاَوَّلُ: اَلْفِرَارُ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَخَوْفُ الْمَفْسَدَةِ الْشِرْكِيَّةِ ، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْمَسَاسِ تُمِيْــتُ الْإِحْسَاسَ ، بَلْ قَدْ يَأْلِفُ الْمُسْلِمُ مَنْظَرَ الْكُفْرِ

প্রথমত: শিরকের ক্ষতি এবং আল্লাহর নাফরমানী মূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কারণ কুফরের সংস্রব সত্যের অনুভূতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে শিরিক ও কুফুরের দিকে আকৃষ্ট করে দেয়।

اَلثَّانِيْ: مُجَاهَدَةُ أَعْدَاءِ الله ، وَالتَّحَيُّزُ إِلَىْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَنُصْرَتِهِمْ ، وَالْعَمَلُ عَلَــىْ وَحْدَةِ الصَّفِّ وَالتَّفَرُّغُ لِلدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الدِّيْنِ الَّذِيْ أَمَرَنَا اللهُ بِنَشْرِهِ ، وَتَبْلِيْغُهُ لِلنَّاسِ

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধয়ের পস্তুতি গ্রহন করা, মুসলিমদের ঐকবদ্ধ করে শক্তি বৃদ্ধি করা, তাদের সাহায্য গহযোগিতা করা, দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারের কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা।[২৮৬]

প্রশ্ন: مَعْنَي الدَّارِ 'দার' কাকে বলে?

উত্তর: মু'জামূল লুগাত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

قَالَ صَاحِبُ مُعْجَمِ اللُّغَةِ: اَلدَّارُ اَلْمَسْكَنُ يَجْمَعُ الْبِنَاءُ وَمَا حَوْلَهُ

"দার বলতে বাড়ি, ঘর, আঙ্গিনা, এলাকা, মহল্লা, গ্রাম, বাজার, শহর ইত্যাদি বুঝায়।[২৮৭] ইরশাদ হচ্ছে:

[فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ] {الإسراء : ٥}

অর্থ: "অতপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল।"[২৮৮]

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ } [البقرة : ٢٤٣]

অর্থ: "তুমি কি তাদের দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।"[২৮৯]

বর্তমান যুগে (دَارْ) বলতে এক একটি দেশকে বুঝায়, যার মৌলিক চারটি উপাদান রয়েছে। (ক) নির্দিষ্ট ভৌগলিক সিমারেখা বা সিমানা (খ) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব (গ) জনসংখ্যা (ঘ) সংবিধান, শাসক, বিচারালয় ও স্বাধীন প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা। তবে সংবিধানের বিষয়টি তাগুতি রাষ্ট্রের

---

[২৮৬] আল ই'লামু বি উজুবিল হিজরাতি মিন দা'রিল কুফরি ইলা দা'রিল ইসলাম: ১/৫।

[২৮৭] আল ই'লামু বি উজুবিল হিজরাতি মিন দা'রিল কুফরি ইলা দা'রিল ইসলাম: ১/৬।

[২৮৮] সুরা বনী ঈসরাইল ১৭:৫।

[২৮৯] সুরা আল বাক্বারা ২:২৪৩।

বেলায় প্রযোজ্য। কেননা মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধান হলো কুরআন ও সুন্নাহ।

প্রশ্ন: (اَقْسَامُ الدَّارِ) দার কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: দার কয়েক প্রকার হতে পারে। নিম্নে তার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হলো:

১. دَارُ الْاسْلَام দারুল ইসলাম:

هِيَ كُلُّ اَرْضٍ تَكُوْنُ فِيْهَا ظَاهِرَةً দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ সকল ভূখন্ড যেখানে ইসলামের বিধান কার্যকর রয়েছে। প্রশাসন, প্রশাসক ও প্রতিরক্ষা সবকিছুই কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হয়। ইমাম শাফী (র:) বলেন :

هِيَ كُلُّ اَرْضٍ تَظْهَرُ فِيْهَا اَحْكَامُ الْاسْلَامِ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيْهَا خُصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ مِنْ تَكْذِيْبِ نَبِيٍّ اَوْكِتَابٍ مِنْ اَيِّ كُتُبِ اللهِ اَوْ اسْتِخْفَافٍ اَوْ الْحَادٍ

দারুল ইসলাম বলতে ঐসকল ভূখন্ডকে বুঝায় যেখানে ইসলামের বিধান প্রকাশ্যভাবে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত। যেখানে কোন প্রকার কুফুরী কাজ প্রকাশ ও বাস্তবায়ন হতে পারে না, যেমন: রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করা, আল্লাহকে অথবা রাসূল (সা:) কে গালিগালাজ করা ইত্যাদি।

মোটকথা : যে দেশে মুসলিমরা বসবাস করে এবং ইসলামী শরিয়াহ্ কার্যকর আছে, অমুসলিমগন যিম্মি হিসেবে জিয্য়া দিয়ে থাকে বিদ'আতীরা আহলুস্ সুন্নাহকে কোনঠাসা করতে পারেনা, শাসকবর্গও কুরআন-সুন্নাহ-র সঠিক অনুসারী মুসলিম, এরকম দেশকেই ইসলামী দেশ বলা হয়।

২. دَارُ الْكُفْرِ দারুল কুফুর:

هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُوْنُ فِيْهَا اَحْكَامُ الْكُفْرِ ظَاهِرَةً وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَرْبٌ وَفِيْ حُكْمِهَا دَارُ الْمُحَارِبِيْنَ وَقْتَ الْهُدْنَةِ- فَكُلُّ دَارِ حَرْبٍ دَارُ كُفْرٍ لَا الْعَكْسُ

“দারুল কুফুর ঐসকল দেশ বা ভূখন্ড যেখানে কুফুরী সংবিধান প্রতিষ্ঠিত তবে তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়। দারুল হারবে যুদ্ধবিরতী অথবা সন্ধি চলাকালীন সময় তা “দারুল কুফুরের” অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সকল দারুল হরব দারুল কুফুর। কিন্তু সকল দারুল কুফুর দারুল হরব নয়।”

৩. دَارُ الْحَرْبِ দারুল হারবঃ

هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُوْنُ فِيْهَا الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُؤمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ– فَدَارُ الْحَرْبِ هِيَ دَارُ الْكُفَّارِ الَّذِيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْحَرْبُ

“দারুল হরব” ঐসকল কাফেরদের দেশ বা ভূখন্ড যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়।

৪. دَارٌ مُرَكَّبَةٌ দার মুরাক্কাবাহ্ বা মিশ্র দারঃ

هِيَ الَّتِيْ فِيْهَا الْمَعْنَيَان، لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْاسْلَام الَّتِيْ يَجْرِيْ عَلَيْهَا اَحْكَامُ الْاسْلَامِ لِكَوْنِ جُنْدِهَا مُسْلِمِيْنَ وَ لَاْ بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِيْ اَهْلُهَا كُفَّارٌ بَلْ هِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ

“মিশ্র দ্বার” ঐ সকল দেশকে বা ভূখন্ডকে বুঝায়, যাকে দারুল ইসলাম কিংবা দারুল কুফুর কোনটাই বলা যায় না। দারুল ইসলাম বলা যায় না কারণ তাতে ইসলামের বিধান ও মুসলিম সেনাবাহিনী কার্যকর নয়। আবার দারুল হরব বলা যায় না কেননা তার বাসিন্দারা সকলেই কাফের নয়। মুসলিমগন তাদের ধর্ম পালন করতে পারেন আবার অমুসলিমরাও তাদের ধর্ম পালন করতে পারে।

৫. دَارُ الْعَهْدِ দারুল ‘আহ্দঃ

هِيَ كُلُّ نَاحِيَةٍ صَالَحَ الْمَسْمُوْنَ اَهْلَهَا بِتَرْكِ الْقِتَال عَلَيْ اَنْ تَكُوْنَ الْاَرْضُ لِاَهْلِهَا

“দারুল আ’হ্দ” ঐসকল ভূখন্ড যা কাফেরদের দখলভুক্ত তবে তাদের সাথে মুসলিমরা যুদ্ধ না করার চুক্তিবদ্ধ।

৬. دَارُ الْاَمَانِ দারুল আমানঃ

যেসব দেশ মুসলিমদেরকে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অনুমতি দেয়, জান-মালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ সকল সুবিধা ভোগ করতে দেয়। এটি মূলতঃ দারুল কুফুরের অন্তর্ভুক্ত।

৭. دَارُ الْبُغَاة দারুল বুগাত (বিদ্রোহী এলাকা):

هِيَ نَاحِيَةٌ مِنْ دَارِ الْاسْلَامِ تَحَيَّزَ الَيْهَا مَجْمُوْعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَهُمْ شَوْكَةٌ خَرَجَــتْ عَلَيْ طَاعَةِ الْامَامِ بِتَاوِيْلٍ

"দারুল বুগাত হচ্ছে বিদ্রোহী এলাকা। মুসলিমদের একটি সংঘবদ্ধ দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝির কারনে আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে বিদ্রোহ করেছে এবং তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। মুসলিম দেশের এরকম এলাকাকে দারুল বুগাত বলা হয়।"

প্রশ্ন: হিজরত করার শর'য়ী বিধান কি?

উত্তর: মুসলিমদের জন্য তাগুতী বা কুফুরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন-যাপন করা হারাম। ইরশাদ হচ্ছে:

{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَــضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء : ٩٧]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করবে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"[২৯০]

যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য কুফরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবলমাত্র দুটি অবস্থায় বৈধ হতে পারে।

(ক) সে ইসলামকে সেদেশে বিজয়ী করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তণ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকবে। যেমনভাবে আম্বিয়া (আ:) ও তাদের প্রাথমিক অনুসারীবৃন্দ চালিয়ে এসেছেন।

---

[২৯০] সুরা নিসা ৪:৯৭।

(খ) সে মূলতঃ সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ খুঁজে পায় না। তাই চরম ঘৃণা, অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি সহকারে বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান করছে। আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেনঃ

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} [النساء : ٩٨]

অর্থঃ "তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না (তাদের জন্য ব্যতিক্রম)।"[২৯১]

এই দুটি অবস্থা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় দারুল কুফুরে অবস্থান করা একটি স্থায়ী গুনাহের শামিল। আর গুনাহের স্বপক্ষে এই ধরনের কোন ওজর পেশ করা যে, "এ দুনিয়ায় আমরা হিজরত করে গিয়ে অবস্থান করতে পারি; এমন কোন দারুল ইসলাম খুঁজে পাইনি।" তা মূলতঃ মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওজর বলে বিবেচিত হবে না। যদি কোন দারুল ইসলাম না থেকে থাকে তাহলে কি আল্লাহর এই ব্যাপক বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় বা বন জঙ্গলও ছিলনা যেখানে আশ্রয় নিয়ে মানুষ গাছের পাতা খেয়ে ও ছাগলের দুধ পান করে জীবন ধারন করতে পরতো এবং কুফুরী জীবন বিধানের আনুগত্য হতে মুক্ত থাকতে সক্ষম হতো? ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} [النساء : ٨٩]

অর্থঃ "তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্যকারীরূপে।"[২৯২]

---

[২৯১] সুরা নিসা ৪:৯৮।
[২৯২] সুরা নিসা ৪:৮৯।

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال : ٧٢]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[২৯৩]

প্রশ্ন: শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বানিজ্য ও পর্যটনের জন্য কাফের মূল্লুকে অবস্থান করা যাবে কি?

উত্তর: শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই শিক্ষা ও চিকিৎসা কোন মুসলিম দেশে নেই অথচ উক্ত শিক্ষা বা চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন, তাহলে তা করা যাবে। কিন্তু যদি ঐ শিক্ষা বা চিকিৎসা কোন মুসলিম দেশে বিদ্যমান থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন অমুসলিম দেশে যাওয়া বৈধ হবে না। অবশ্য ব্যবসা-বানিজ্যের বিষয়টি আলাদা। অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বানিজ্য করা যায়। তবে শর্ত হলো, ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন ইত্যাদি গ্রহণ করা ও তা মুসলিম দেশে আমদানী করা যাবে না। এটাকে টয়লেটে যাওয়ার সাথে তুলনা করা যায়। টয়লেটে মানুষের যখন যতটুকু সময়ের প্রয়োজন তখন ততটুকু সময়

---

[২৯৩] সুরা আনফাল ৮:৭২।

অবস্থান করে। ঠিক তেমনিভাবে অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য যখন যতটুকু সময় প্রয়োজন তখন ততটুকু সময় ব্যয় করা যাবে। তার বেশী নয়। আর পর্যটন? মুসলিমদের পর্যটন, সেতো 'আল জিহাদ ফী সাবি-লিল্লাহি'। মুসলিমরা জিহাদ করবে আর জিহাদের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী ভ্রমন করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِى فِى السِّيَاحَةِ. قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِى الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى »

অর্থ: আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ভ্রমণ বা পর্যটন এর জন্য অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হচ্ছে "আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"।[২৯৪]

তবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে অথবা যুগে যুগে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কাফেরদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অমুসলিম দেশে ভ্রমন করা যাবেন। বিনোদন বা আনন্দ–ফূর্তি করার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } [النمل : ٦٩]

অর্থ: "বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, কিরূপ হয়েছিল অপরাধীদের পরিণতি।"[২৯৫] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْـآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [العنكبوت : ٢٠]

অর্থ: "বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ' কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[২৯৬]

---

[২৯৪] সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৮।
[২৯৫] সুরা নমল ২৭:৬৯।
[২৯৬] সুরা 'আনকাবুত ২৯:২০।

শুধু জীবিকার জন্য অথবা শুধুমাত্র চাকরির জন্য অমুসলিম দেশে অবস্থান করা জায়েজ নেই। তবে যদি ইসলাম প্রচারের জন্য অথবা অমুসলিম দেশে গোয়েন্দাগীরি করার জন্য অথবা তাদের উপর আঘাত হানার জন্য কেউ অবস্থান করে তা আলাদা বিষয়।

একটি সংশয় নিরসন

প্রশ্ন: হাদীসে বলা হয়েছে 'মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই'। একথার অর্থ কি?

উত্তর: "হা! ঠিকই এরকম একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই (অর্থাৎ: হিজরত ফরজ নয়) কিন্তু জিহাদ ও জিহাদের নিয়ত থাকবে। অতএব; যখন জিহাদের জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হবে, তখন তোমরা তাতে সাড়া দিবে।[২৯৭]

এ হাদীসটি থেকে অনেকে ভূল ধারণা নিয়েছেন। অথচ এ হুকুমটি কোন চিরন্তন হুকুম নয়; বরং সে সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আরবদেরকে একথা বলা হয়েছিল। যতদিন আরবের অধিকাংশ এলাকা "দারুল হারব ও দারুল কুফুরের" অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং কেবল মাত্র মদীনায় ও মদীনার আশে পাশে ইসলামের বিধান জারী ছিল। ততদিন মুসলিমদের জন্য বাধতামূলকভাবে হিজরত করা ফরজ করে দেয়া হয়েছিল। চতুর্দিক থেকে এসে তারা দারুল ইসলামে একত্র হবে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর আরবে যখন কুফুরী শক্তি ভেঙ্গে পড়ল, এবং প্রায় সমগ্র দেশ ইসলামী ঝান্ডার অধীনে চলে আসলো, তখন বললেন; এখন আর মক্কা হতে হিজরতের প্রয়োজন নেই, বরং জিহাদের উদ্দেশ্যে কাফেরদের এলাকা হতে হিজরত করা, ফেতনা হতে আত্মরক্ষা, এলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য দূর-

---

[২৯৭] সহীহ বুখারী হাঃ-৪৩১১, সহীহ মুসলিম হাঃ-৪৯৩৮, ইবনে হিব্বান হাঃ- ২০৭, ৪৮৬৫, দরিমী হাঃ-২৩৯, তিরমিযী হাঃ-১৫৯০।

দূরান্ত গমন এবং নির্দিষ্ট তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা ইত্যাদি কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ».(سنن أبي داود)

"হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, হিজরত ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত তওবা বন্ধ না হবে। আর তওবা ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে।[২৯৮]

এ হাদীসে কিয়ামতের চূড়ান্ত আলামত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত হিজরত অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا فَقَالَ مَاحَاجَتُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ (سنن النسائي)

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা:) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট আমাদের কওমের প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করালাম। আমার সাথীরা রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকট গিয়ে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। সকলের শেষে আমি গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে বললেন তোমার কি প্রয়োজন? আমি বললাম; হিজরত কখন বন্ধ হবে? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন; ততক্ষন পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষন পর্যন্ত কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।"[২৯৯]

---

[২৯৮] সুনানে আবু দাউদ হা নং- ২৪৮১, আহমাদ হাঃ-১৬৯৫২, ত্ববরানী হাঃ-৯০৭, বায়হাকী হাঃ-১৭৫৫৬ দারিমি হাঃ- ২৫১৩, নাসায়ী হাঃ-৮৭১১, আবু ইয়ালা হাঃ-৭৩৭১।

[২৯৯] সহীহ: সুনানে নাসায়ী হাদীস নং- ৪১৮৪, ৪১৮৩, ৪১৮২

প্রশ্নঃ অনেকে বলে যে, হিজরত না করে জিহাদ করা যাবে না। তাদের এই ধারণা কতটুকু সঠিক?

উত্তরঃ না, একদম সঠিক নয়। কারণ, মদীনার আনসার সাহাবীগণ জিহাদ করেছেন। তারা তো হিজরাত না করেই জিহাদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও তাদেরকে হিজরত করতে বলেন নি। তাছাড়া শক্র যখন কোন মুসলিম ভূ-খন্ডে হামলা করে তখন ঐ স্থানের লোকদের জন্য জিহাদ করা সর্ব-সম্মতিক্রমে ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি বলা হয় হিজরত ছাড়া জিহাদ নাই তাহলে তো প্রথমে কাফেরদের জন্য দেশ খালী করে দিয়ে নিজেরা হিজরাত করতে হবে। আর কাফেররা যখন পুর্ণদখল নিয়ে নিবে তখন আমরা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহন করবো। এটি একটি হাস্যকর বিষয়। তাই যদি হিজরত করা ব্যতিত জিহাদ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রেই কেবল মুসলিমরা হিজরত করে একস্থানে সমবেত হয়ে শক্তি সংগ্রহ করে জিহাদ করবে। আর যদি হিজরত করা ছাড়াই শক্তি সংগ্রহ করে জিহাদ করা সম্ভব হয় তাহলে হিজরত করার প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনে জিহাদ ফরজ হওয়ার সাথে হিজরত ফরজ হওয়ার শর্ত করা হয় নি। বরং বিভিন্ন আয়াতে হিজরতের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বুঝা যায় হিজরত জিহাদের জন্য শর্ত নয় বরং প্রয়োজনীয় বিষয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হিজরত করবে।

সপ্তম অধ্যায়

আল জিহাদ (اَلْجِهَادُ)

দ্বীন কায়েমের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যে পাঁচটি কাজের আদেশ করেছেন তার পঞ্চম ও চূড়ান্ত কাজ হলো জিহাদ। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের কালিমা বুলন্দ হয়। জিহাদের মাধ্যমে কুফুরি ও তাগুতী শক্তি নির্মূল হয়। জিহাদের মাধ্যমে সত্যিকার মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া 'যিরওয়াতু সানামিল ইসলাম'। জিহাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জণ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক। দ্বীন কায়েমের সঠিক অনুসারীদের জন্য 'ফিকহুল জিহাদ' অর্জণ করা ফরদুল 'আইন। আসুন জেনে নেই ফিকহুল জিহাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

প্রশ্ন: জিহাদের শাব্দিক অর্থ কি? مَامَعْنَىْ الْجِهَاد لُغَةً

উত্তর: (ক) ইমাম ইবনে মানযুর বলেনঃ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُوْرٍ فِىْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَالْجِهَادُ: اَلْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ الْوَسْعِ فِى الْحَرْبِ، أَوِ الْلِسَانِ، أَوْ مَا أَطَاقَ مِنْ شَيْئٍ

জিহাদ অর্থ হলোঃ যুদ্ধক্ষেত্রে, তর্কক্ষেত্রে অথবা অন্য কোনভাবে সর্বশক্তি ব্যয় করা।[৩০০]

(খ) বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম ক্বাসত্বালানী বলেন;

اَلْجِهَادُ مَشْتَقٌّ مِنَ الْجُهْد قَالَ الْقَسْطَلَانِىْ فِىْ اِرْشَادِ السَّارِىْ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجُهْد، وَهُوَ التَّعْبُ وَالْمَشَقَّةُ، لِمَا فِيْه مِنْ اِرْتِكَابِهَا، أَوْ مِنَ الْجَهْد، وَهُوَ الطَّاقَةُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَذَلَ طَاقَتَهُ فِىْ دَفْعِ صَاحِبِه

جِهَادْ শব্দটি নির্গত হয়েছে جُهْدٌ (জিমে পেশ সহকারে 'জুহ্দ') হতে। যার অর্থ হলোঃ কঠোর পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া, কষ্ট স্বীকার করা। এই অর্থানুযায়ী জিহাদকে জিহাদ বলে এই কারণে নামকরণ করা হয়েছে

---

[৩০০] লিসানুল আরব খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৫

যেহেতু জিহাদের মধ্যেও কষ্ট করতে হয়। অথবা جَهْـدٌ (জিমে যবর সহকারে 'জাহ্দ) হতে তার অর্থ হলোঃ শক্তি। এই অর্থানুযায়ী জিহাদকে জিহাদ বলে এই কারণে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু জিহাদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শক্তি ব্যয় করে থাকে।[৩০১]

(গ) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেনঃ

اَلْجِهَادُ، بِكَسْرِ الْجِيْمِ، أَصْلُهُ فِى اللُّغَةِ اَلْجُهْدُ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ،

جِهَادْ জিহাদ (জিমে যের সহকারে) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলোঃ কঠোর পরিশ্রম করা।[৩০২]

প্রশ্নঃ ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ কি?

উত্তরঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শাব্দিক অর্থে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও শক্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদিকে জিহাদ বলা হলেও ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে। আমরা এখন কুরআন এবং সহীহ হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা করব যে, সে বিশেষ অর্থটি কি? আর তা হলো; আল্লাহর যমিনে আল্লাহর কালিমা বা তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করার জন্য এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জান, মাল তথা সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মতেঃ

আমরা কোন প্রকার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত না করে প্রথমেই সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি জিহাদের অর্থ কি করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন;

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ..... قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ قَـالَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ

---

[৩০১] ইরশাদুস সারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১, ফাতহুল মূলহীম খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩

[৩০২] উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১১৫

অর্থ: "আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো: কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।"[৩০৩]

এ হাদীসে স্বয়ং রাসূল (সা:) বলে দিলেন জিহাদ কাকে বলে।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনদের মতে:

(ক) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বুখারী শরিফের আরবী ভাষ্যকার ইমাম ক্বাসত্বালানী বলেন:

قِتَالُ الْكُفَّارِ لِنُصْرَةِ الْاِسْلَامِ وَاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ

"ইসলামের সাহায্যার্থে ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।"[৩০৪]

(খ) বুখারী শরীফের বিখ্যাত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শরাহ ফাত্হুল বারীর লেখক আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী (র:) বলেন;

وَشَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِيْ قِتَالِ الْكُفَّارِ

অর্থ: "ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ শব্দের অর্থ হল: কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।"[৩০৫]

(গ) বুখারী শরিফের ভাষ্যকার, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী হানাফী (রহ:) বলেনঃ

وَفِى الشَّرْعِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِيْ قِتَالِ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَىْ.

অর্থ: "শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় আল্লাহর কালেমাকে সুমুন্নত (দ্বীনকে বিজয়ী) করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।"[৩০৬]

---

[৩০৩] জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭, ত্বাবরানী। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৩০৪] ইরশাদুস সারী ৫/৩১, ফাতহুল মূলহীম ৩/২

[৩০৫] ফাতহুল বারী ২/৪।

(ঘ) মেশকাত শরিফের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকার, প্রখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন:

وَشَرْعًا بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِيْ قِتَالِ الْكُفَّارِ مُبَاشَرَةً أَوْ مُعَاوَنَةً بِالْمَالِ أَوْ بِالرَّأْىِ أَوْ بِتَكْثِيْرِ السَّوَادِ أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ.

অর্থঃ "শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণ করে অথবা অর্থ দিয়ে অথবা পরামর্শ দিয়ে অথবা মুসলিম সেনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অথবা যে কোন উপায়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।"[৩০৭]

এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন উপায়ে নিজের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করাই হচ্ছে 'আল জিহাদ'।

(ঙ) ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ) বলেনঃ

وَالْجِهَادُ وَالْمُجَاهَدَةُ اسْتِفْرَاغُ الْوَسْعِ فِيْ مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ

অর্থঃ "শত্রুদেরকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ ও মুজাহাদা বলা হয়।"[৩০৮]

(চ) হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম, মিশকাত শরিফের আরবী ভাষ্যকার আল্লামা ইমাম শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আত-ত্বীবি (রহঃ) বলেনঃ

اَلْجِهَادُ جَهَدَهُ حَمَلَهُ فَوْقَ طَاقَته وَالْجِهَادُ مَصْدَرٌ جَاهَدْتَ الْعَدُوَّ اذَا قَابَلْتَهُ فِيْ تَحَمُّلِ الْجُهْدِ اَوْ بَذْلِ كُلٍّ مِنْكُمَا جُهْدَهُ أَىْ طَاقَتَهُ فِيْ دَفْعِ صَاحِبِه ثُمَّ غَلَبَ فِيْ الْإِسْلَامِ عَلَىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ

অর্থঃ আল জিহাদ আরবী শব্দ جَهَدَهُ (জাহাদাহু) থেকে নির্গত। যার অর্থ: সর্বশক্তি ব্যয় করে কোন কিছু বহন করা। 'আল জিহাদু' শব্দটি (বাবে মুফা'আলার) মাসদার। আরবীতে جَاهَدْتَ الْعَدُوَّ (জাহাদ্‌তাল 'আদুওওয়া) বলা হয়: যখন একে অপরকে প্রতিহত করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করে।

---

[৩০৬] উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১১৫

[৩০৭] মিরক্বাত' খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬৪

[৩০৮] মুফরাদাতুল কুরআন - ১০১।

পরবর্তীতে 'আল জিহাদ' শব্দটি ইসলামের পরিভাষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থে প্রাধাণ্য লাভ করে।"[৩০৯] অর্থাৎ ইসলামের পরিভাষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই জিহাদ বলে।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ফুকাহায়ে কিরামগণের মতে:

(ক) আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসঊদ আল-হানাফী (রহ:) বলেনঃ

وَفِيْ عُرْفِ الشَّرْعِ يُسْتَعْمَلُ فِيْ بَذْلِ الْوَسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ، وَالْلِسَانِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ

অর্থ: **"**শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে জান, মাল, কথা ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বশক্তি ব্যয় করা।"[৩১০]

(খ) হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম, ফাতাওয়ায়ে শামীসহ বহু কিতাবের লিখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) বলেনঃ

وَشَرْعاً : اَلدُّعَاءُ إِلَيْ دِيْنِ الْحَقِّ وَقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ

অর্থ: **"**সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং যে তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়।"[৩১১]

(গ) মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হাশিয়াতুস সাভী 'আলাশ শরহিস সগীরে' উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَاصْطِلَاحًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ حُضُورِهِ لَهُ أَوْ دُخُولِهِ أَرْضَهُ

অর্থ: "ইবনু আরাফাহ (রহ:) বলেন: চুক্তিহীন কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে। চাই তা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য হোক অথবা তাদের মুসলিম ভূখন্ডে প্রবেশ করার কারণে হোক অথবা কাফেরদের ভূখন্ডে প্রবেশ করে হোক।"[৩১২] অর্থাৎ যেকোন উপায়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ বলে।

---

[৩০৯] শরহে ত্বীবি, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৫
[৩১০] বাদাঈউস সানাঈ' খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৮
[৩১১] রাদ্দুল মুহতার: খণ্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৪৯।
[৩১২] হাশীয়াতুস্ সাভী 'আলাশ শারহিস সাগীর ৪/২৯৮।

(ঘ) হাম্বলী মাযহাবের ফক্বীহ গণের মতে জিহাদের সংজ্ঞাঃ

مَصْدَرُ جَاهَدَ أَيْ بَالَغَ فِيْ قَتْلِ عَدُوِّهِ وَشَرْعًا قِتَالُ الْكُفَّارِ

অর্থ: "জিহাদ শব্দটি جَاهَـــدَ (জাহাদা) মাসদার থেকে নির্গত। যার অর্থ শত্রুকে হত্যা করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা। ইসলামের পরিভাষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ।"[৩১৩]

(ঙ) হানাফী মাযহাবের বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম, পাকিস্তান শরিয়াহ আদালতের সাবেক চিফ জাস্টিস, মুফতী শফী (রহ:) এর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা তক্বী উসমানী সাহেব তার মুসলিম শরিফের যুগান্তকারী আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহীম' কিতাবের ৩য় খন্ডের শুরুতে জিহাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেশ করেছেন। যা প্রতিটি মুসলিমের পড়া উচিত। সেখানে তিনি জিহাদ সর্ম্পকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য তুলে ধরার পর তার নিজের মন্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُلَخِّصَ هَذِهِ التَّعْبِيْرَاتِ، وَسِعَنَا أَنْ نَقُوْلَ: إِنَّ الْجِهَـــادَ لَـــاْ يَخْـــتَصُّ بِمُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ كُلُّ جُهْدٍ يُبْذَلُ فِيْ سَبِيْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَكَسْرِ شَوْكَةِ الْكُفْرِ وَالْكُفَّارِ، سَوَاءٌ كَانَ بِالسِّلَاْحِ، أَوْ بِالْمَالِ، أَوْ بِالْعَمَلِ، أَوْ بِالْقَلَمِ أَوْ بِاللِّسَانِ. وَلَكِنَّ كَلِمَةَ الْجِهَادِ إِذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا فِيْ الْغَالِبِ جُهْدٌ يُبْذَلُ فِـــيْ قِتَـــالِ الْكُفَّارِ، وَلَاْتُطْلَقُ عَلَىْ غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِيْنَةٍ تَدُلُّ عَلَىْ ذَلِكَ.

অর্থ: "আমরা যদি উপরের সংজ্ঞাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে বলতে পারি যে, জিহাদ শুধুমাত্র সরাসরি যুদ্ধের সাথে খাস না, বরং আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ (বিজয়ী) করার জন্য এবং কাফের ও কুফরের অহংকার, মর্যাদা ও ক্ষমতাকে ধংস করে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। চাই সেটা অস্ত্র দিয়ে হোক অথবা অর্থ দিয়ে অথবা কলম দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে বা যে কোন কাজের মাধ্যমে হোক। কিন্তু (ইসলামের পরিভাষায়) জিহাদ শব্দটি যখন সাধারণভাবে বলা হয় তখন শুধুমাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে

---

[৩১৩] আর রাওযুল মুরাব্বা' আলা মুখতাসারির মুকান্না' পৃ:- ৫১।

সর্বশক্তি ব্যয় করাকেই বুঝায় (অন্য কোন অর্থ নয়)। অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করতে হলে তার জন্য এমন স্বতন্ত্র করীনা (বিশেষ লক্ষণ বা আলামতের) প্রয়োজন হবে যা ঐ বিশেষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে।"[৩১৪]

জিহাদের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি

প্রশ্নঃ দ্বীন কায়েমের সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?

উত্তরঃ কোন কোন বন্ধুকে বলতে শুনা যায় যে, اعْلَاءُ كَلِمَةِ الله (ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ) দ্বীন কায়েম বা দ্বীন প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে যে কোন প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। বলাবাহুল্যঃ জিহাদ শব্দটি আভিধানিক অর্থে শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা শুরুতে করেছি। 'শরয়ী নুসূস' অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের কোথাও কোথাও এই শব্দটি কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা ছাড়াও অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু 'আল জিহাদ ফী সাবি-লিল্লাহ' যা ইসলামি শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, যার অপর নাম 'আল-কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' বা কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয়। বরং ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ হল, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য, কুফুরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের -মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। যার বিস্তারিত আলোচনা 'ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ' শিরোনামে আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

ফিক্বাহ ও ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই বর্ণনা করা হয়েছে। সিরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যেই বড় বড় ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে। এবং এই জিহাদ করতে গিয়েই যারা শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত হন তারাই হলেন প্রকৃত শহীদ।

---

[৩১৪] তাকমীলায়ে ফাতহুল মূলহীম খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৫।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষা ও 'শরয়ী নুসূস' সমূহের উপর নেহায়েত যুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযায়েলসমূহকে দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের **تَحْرِيْـــفُ الْمَعْـــانِيْ** (তাহরীফুল মা'আনী) অর্থের বিকৃতি সাধন করা, যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুমিনের উপর ফরয। কেননা এটা কোন মুমিনের চরিত্র নয়। ব্যক্তিগত মতামত বা দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আল্লাহর কালামের অর্থ বিকৃত করা কাফের-মুশরিকদের চরিত্র। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ [المائدة/١٣]

অর্থ: "তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া।"[৩১৫]

শর'য়ী উসূল বা নীতিমালা অনুযায়ী, কুরআন সুন্নাহর আলোকে দ্বীন কায়েমের জন্য রাজনীতি করা, তা'লীম, তাযকিয়া, দা'ওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি করা 'আমর বিল মা'রুফ' সৎ কাজের আদেশ ও 'নাহী 'আনিল মুনকার' অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার একটি নতুন পদ্ধতি হতে পারে। আর এসবই স্ব-স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্ম প্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খিদমতে দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলোর ভিন্ন ফাযায়িল, ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসায়িল রয়েছে। এসবের কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আবার কোনটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় বা তার ব্যাপারে জিহাদের ফাযায়িল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এ বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরী। কেননা আজ-কাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কেউ তাবলীগের কাজকে

---

[৩১৫] সুরা মায়িদা ৫:১৩।

জিহাদ বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে আবার কেউ রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টা বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছে। কারো কারো কথা থেকে এমনও বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল (নাউযুবিল্লাহ)।[৩১৬]

প্রশ্নঃ ইসলামে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নাকি শাব্দিক অর্থ গ্রহণযোগ্য?

উত্তরঃ যারা দা'ওয়াত, তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া, রাজনীতি, মিছিল-মিটিং সব কিছুকেই জিহাদ বলে চালিয়ে দেন তারা মূলতঃ জিহাদের শাব্দিক অর্থের আশ্রয় নিয়ে কু-চতুরভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই আমরা ইসলামী শরিয়তের অন্যান্য কিছু আমল নিয়ে আলোচনা করে দেখবো যে, সে সকল ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হয় না পারিভাষিক অর্থ।

সালাত, সওম, হজ্জ, যাকাত সকল ক্ষেত্রেই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য শাব্দিক অর্থ মুখ্য বিষয় নয়। صَـــلَاةٌ (সালাত) এর শাব্দিক অর্থঃ দোয়া, নিতম্ব হেলানো। আর ইসলামের পরিভাষায় صَـــلَوةٌ (সালাত) হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করে কিয়াম, রুকূ, সেজদা, জালসা (বসা) ইত্যাদি সহ সালাম ফিরানো পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি বিশেষ ইবাদতের নাম।

এখন صَـــلَاةٌ (সালাত) শব্দ উল্লেখ করলে সাধারণ মুসলিমগণ সালাতের পারিভাষিক অর্থই বুঝে থাকে এবং বিশেষ নিয়মে ইবাদতকারীকেই মুসল্লী বা সালাত আদায়কারী বলা হয়। শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী শুধু দোয়া করাকে বা কিছুক্ষণ নিতম্ব হেলানোকে সালাত বলে না। আর এ কাজ যে করে তাকে কেউ মুসল্লী বা সালাত আদায়কারী বলে না।

حَجٌّ (হজ্ব) শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلْقَـــصْدُ বা ইচ্ছা করা। কেউ যদি ঘরে বসে বসে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করে তাকে কেউ হাজী বা হজ্ব আদায়কারী

---

[৩১৬] কিতাবুল জিহাদ পৃষ্ঠা নং ৩৬।

বলে না। বরং নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাকেই 'হজ্ব' বলে আর ঐ কাজগুলো যে ব্যক্তি করে তাকেই হাজী বলে।

اَلصَّوْمُ (সওম) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। বহুবচন হল اَلصِّيَامُ (সিয়াম)। ইসলামের পরিভাষায় নিয়তসহ সুবহে সাদিক হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকেই 'সাওম' বলে এবং এই পুরো সময় যদি কোন ব্যক্তি উক্ত তিন কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকেই সিয়াম পালনকারী বলা হবে। অথচ শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে সামান্য সময় বিরত থাকাকেও সওম বলা উচিত। মোটকথা: এসব ক্ষেত্রে সকলেই পারিভাষিক অর্থকেই গ্রহণ করেছে। এগুলোর শাব্দিক অর্থ যে কি? তা হয়তো অনেকেই জানে না বা জানার চেষ্টাও করে না।

কেবলমাত্র জিহাদের বিষয়টিই এর ব্যতিক্রম। যারা আরবী না জানে তারাও এর শাব্দিক অর্থ জানার চেষ্টা করে। বিশেষ করে পীরের মুরীদ, প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের সাধারণ চিল্লাওয়ালা, রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মী সকলেই নিজ নিজ কর্মকে জিহাদ বলে অখ্যায়িত করে। কেউ নফসের জিহাদ, কেউ কলমের জিহাদ, কেউ জিকরের জিহাদ, কেউ বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিলের জিহাদ আবার কেউ দীর্ঘ বয়ান করে মুরগীর রান চিবায় আর বলে যে, এটাও একটা জিহাদ কারণ এতেও কম কষ্ট করা হচ্ছে না। মেয়ে লোক বাচ্চাকে দুধ পান করায় আর বলে এটাও জিহাদ, আবার কেউ কেউ স্ত্রী সহবাস করে আর বলে যে এটাও জিহাদ। এভাবে জিহাদ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য জিহাদের শাব্দিক অর্থ কে কেন্দ্র করে চক্রান্ত করা হয়েছে। অথচ মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ সকলেই হাদীসের কিতাবে জিহাদের অধ্যায়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হাদীস গুলোকেই বর্ণনা করেছেন। নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, বক্তৃতার জিহাদ বিষয়ক কোন হাদীস সেখানে উল্লেখ করেন নাই।

মদীনার অলি-গলিতে যখন حَيَّ عَلَى الْجِهَاد এর আজান (ঘোষণা) হতো তখন সাহাবায়ে কিরাম পাগড়ী আর জায়নামাজ নিয়ে যিকির আর নফসের জিহাদ করার জন্য ছুটে আসতেন না বরং তারা লোহার পোষাক পরে, হাতে তীর-ধনুক, তরবারী আর বর্শা নিয়ে উটে বা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়ে ছুটে আসতেন। সুতরাং জিহাদ বলতে সাহাবায়ে কিরাম,

মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফুক্বাহায় কিরাম ও সকল সালাফে সালেহীনগণ যে অর্থ বুঝেছেন সেটাই জিহাদের সঠিক অর্থ।

এমনকি বর্তমান যুগের কাফির-মুশরিকরাও জানে জিহাদ অর্থ কী? বাংলাদেশের প্রত্যেক মসজিদে মুজাহিদ কমিটি থাকলেও কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের কিছুই বলে না বরং তাদেরকে নিজেদের সহযোগীই মনে করে কিন্তু যদি কোন জায়গায় কয়েকজন মুসলিম যুবক অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয় বা সামান্য ব্যায়াম করে তখনই কাফিররা তাদেরকে টার্গেট করে ও তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যায়, বোমা হামলা চালায়, ড্রোন হামলা চালায়। অপর দিকে তথা কথিত মুজাহিদ কমিটির সদস্যরা বিশাল বিশাল সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং অথবা যিকিরের আওয়াজে মসজিদ ফাটিয়ে ফেললেও কুফ্‌ফাররা তাদের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। সময়ের অপচয় মনে করে তাদের কোন খোঁজ-খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। বুঝা গেল, সত্যিকার জিহাদ কোনটি তা কাফের-মুশরিকরাও জানে। অথচ অধিকাংশ মুসলিমরা তা জানে না।

আরবদের এ এক সৌভাগ্য যে, সেখানকার সরকারপন্থী আলেমরা জিহাদ ভিত্তিক ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের নিবৃত্ত করার জন্য আজ পর্যন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন করলেও জিহাদের অর্থ বিকৃত করার মত বোকামিপূর্ণ কৌশল এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। তারা কুরআন-হাদীসকে পাশ কাটিয়ে জিহাদ এখন ফরয নয়, উচিত নয় বা আমাদের জিহাদ করার মতো শক্তি-সামর্থ কোথায় ইত্যাদি বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ঠিকই। তবে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে দাবী করে না। ইসলামে জিহাদের পারিভাষিক অর্থ 'কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা' এ কথাই বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে লিখিত সকল আরবী কিতাব সমূহে উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি আপনি এ যুগে লিখিত যে কোন আরবী অভিধান খুলে দেখুন, এ কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

আফ্রিকা বা অন্যান্য দেশের কথা জানি না। তবে আমাদের উপমহাদেশে যে অনেক দিন থেকে জিহাদের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে, তা জানতে পেরেছি। উপমহাদেশ যেহেতু অনারব ভাষী এবং দীর্ঘ কাল থেকে আজ পর্যন্ত শাসন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা খৃস্টান ও ইংরেজদের আদর্শ ও

ধ্যানধারণা কর্তৃক পরিচালিত সেহেতু এ দেশের মুসলিমদের কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অপূর্ণ থাকাটাই স্বাভাবিক।

উপমহাদেশের যে সব লেখকরা জিহাদের বিভিন্ন অর্থ করে 'সশস্ত্র যুদ্ধ'কে জিহাদের সর্বশেষ স্তর বলে প্রচার করে বেড়ান, তারা কুরআনের সে তিনটি জিহাদের আয়াত দ্বারাই হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, যেগুলোতে 'জিহাদ' থেকে সশস্ত্র যুদ্ধ না হওয়াটাই বুঝা যায়। এ তিনটি আয়াত হল ঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।"[৩১৭] দ্বিতীয় আয়াতটি হলো:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ: "আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন।"[৩১৮] তৃতীয় আয়াতটি হলো:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"[৩১৯]

এই তিনটি আয়াতে جَاهِـــدُوا (জাহিদূ) জিহাদ কর বলতে শাব্দিক জিহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করাকে বুঝানো হয়েছে। আমরা তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বলতে চাই, উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের চিরন্তন স্বতন্ত্র বিধান ও সর্বোচ্চ চূড়া 'জিহাদ' নয় তা ঠিক। বরং তাতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য তার শাব্দিক অর্থ 'প্রচেষ্টা'। বিষয়টা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয় 'সালাত' এর সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝালে আরো সহজ হয়ে যাবে। 'সালাত' শব্দটি কুরআনের তিনটি জায়গায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে তা প্রদান করা হলো:

---

[৩১৭] হজ্জ ২২:৭৮।

[৩১৮] ফুরকান ২৫:৫২।

[৩১৯] আনকাবুত ২৯:৬৯।

وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থ: "আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও **সালাত** (দোয়া) পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত: তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।"[৩২০] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "আর তুমি তাদের জন্য সালাত (দোয়া) কর, নি:সন্দেহে তোমার সালাত (দোয়া) তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।"[৩২১] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: "আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত (দোয়া) কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"[৩২২] এসেছে **'রহমত কামনা'** অর্থে।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে সালাত শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলে কি এ কথা বলা কারো পক্ষে জায়েয হবে যে, 'তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু ও সালাম দ্বারা শেষ করা' সালাত হলো সালাতের সর্বশেষ স্তর? একমাত্র সালাত নয়? শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ইসলামী পারিভাষিক অর্থের মাঝে পার্থক্য তুলে দেয়া কি কোন দায়িত্বশীল জ্ঞানী লোকের কাজ? আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেনঃ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي "তুমি আমাকে স্মরণ করার জন্য **সালাত** কায়েম কর।"[৩২৩] তাই যিকরী নামের একটি দল (পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে) এ আয়াত দ্বারা দলিল দেয় যে, আমাদের জন্য তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু করা ও সালাম দ্বারা শেষ করা সালাতের দরকার নেই। আমরা সব সময় সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে

---

[৩২০] তাওবাহ ৯:৮৪।
[৩২১] তাওবাহ ৯:১০৩।
[৩২২] আহযাব ৩৩:৫৬।
[৩২৩] তোয়াহা ২০:১৪।

'আল্লাহর স্মরণ' করতে অভ্যস্ত। কুরআন-সুন্নাহর যথাযথ জ্ঞান ও ইসলামের জন্য ত্যাগী মনোভাবের অভাবের কারণেই এরা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।

তাছাড়া জিহাদের অনুশীলনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ (সুবঃ) তার অসংখ্য নিষ্পাপ ইবাদতকারী ফেরেস্তা থাকা সত্ত্বেও পাপকারী মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়টির মাহাত্ম বুঝা অপরিহার্য। আমরা সাধারণত মনে করি, আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ, আল্লাহ (সুবঃ) কুরআনের সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।"[৩২৪]

কিন্তু আমরা কুরআনের সে সব আয়াতের কথা আলোচনা করি না, যেসব আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) আরো কিছু ভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। যেমন "তিনি মানুষকে তাদের কে ভালো কাজ আর কে খারাপ কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।" এ ধরনের আয়াত কুরআন মাজীদে অনেক আছে। উদাহরন স্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথম আয়াতঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

অর্থঃ "তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।"[৩২৫]

দ্বিতীয় আয়াতঃ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

---

[৩২৪] যারিয়াত ৫১:৫৬।

[৩২৫] হুদ ১১:৭।

অর্থঃ “আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।”[৩২৬]

তৃতীয় আয়াতঃ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।”[৩২৭]

এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষকে আল্লাহ (সুবঃ) ফেরেস্তাদের মত ইবাদত (যে ইবাদত করতে তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হয় না) করার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং মানুষের ইবাদত হচ্ছে কষ্টের ইবাদত, ত্যাগের ইবাদত, পরীক্ষার ইবাদত। আল্লাহ (সুবঃ) মানুষকে পরীক্ষা করতে চান যে, কে তার জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে? এ ত্যাগের সীমানা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সালাত, সাওম ও হজ্ব পালন করা; সুদ, ঘুষ, মিথ্যা ও ব্যাভিচার থেকে বেচেঁ থাকা এবং আল্লাহর জন্য নিজের সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দেয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পরীক্ষা, কষ্ট ও ত্যাগ মুমিন জীবনের নিত্যসঙ্গী। জান্নাত প্রাপ্তির লোভ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশাই তাদেরকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে।

আর এ বিষয়টা একেবারে সহজবোধ্য যে, যে ইবাদতে কষ্ট যত বেশি সে ইবাদতের পুরস্কার আল্লাহর কাছে ততই বড়। আর একথাও সত্য যে, যে ইবাদতে ত্যাগ যত বেশি সে ইবাদত থেকে মানুষ তত বেশি দূরে থাকতে চাবে। এটা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ চান মানুষ এ স্বভাবকে পরাজিত করে তার জন্য ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত পেশ করুক। তাই বলা হয়েছেঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ “তোমাদের জন্য কিতাল ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।”[৩২৮]

কথাটি আল্লাহ (সুবঃ) নবীদের পর সবচেয়ে মজবুত ঈমানের অধিকারী সাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন। যারা সারাক্ষণ জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকতেন, শাহাদাতের তামান্নাই ছিল যাদের সবচেয়ে বড় কামনা

[৩২৬] ক্বাহাফ ১৮:৭।
[৩২৭] মূলক ৬৭:২।
[৩২৮] বাক্বারাহ ২:২১৪।

তাদেরকেই বলেছেন 'কিতাল তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়'। তাহলে সেই কিতাল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চৌদ্দশত বছর পরে এসে মুসলিম জাতি কত প্রকার অজুহাত সৃষ্টি ও বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে এবং কত প্রচুর লোক ঐ ভিত্তিহীন অজুহাত ও বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার তথা জিহাদ ব্যতিত কোন মুসলিমের ঈমানের দাবী যে ১০০% (হ্যানড্রেড পার্সেন্ট) সত্য হতে পারে না, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থঃ "বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রীবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বানিজ্য যাতে তোমরা মন্দা দেখা দেয়ার ভয় কর এবং তোমাদের ঐসব বাসস্থান যা নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা (তোমাদের এ অপরাধের ব্যাপারে) আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।"[৩২৯]

এ আয়াতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য যে সালাত, সাওম, হজ্ব বা বর্তমান যুগের মিছিল মিটিংয়ের জিহাদ নয়, তা কথার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। কারণ, এ সব করতে গেলে প্রাণতো দূরের কথা প্রিয় আট বস্তুর কোনটিই স্বাভাবিকভাবে হারানোর সম্ভাবনা থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

---

[৩২৯] তাওবা ৯:২৪।

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কখনো জিহাদ করল না বা (জিহাদের ক্ষেত্র না থাকায়) তার অন্তরে জিহাদ করার প্রেরণা সৃষ্টি হল না, সে মুনাফেকীর একটি শাখা ধারণ করে মারা গেল।"[৩৩০]

এ হাদীসেও জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য শাব্দিক জিহাদ নয়, তাও সুস্পষ্ট। কারণ, মুমিনের জীবন স্বভাবতই (একদিন বেঁচে থাকলেও) এমন অবস্থায় কাটে না যে তার পক্ষে শাব্দিক জিহাদ (সালাত, সওমসহ যাবতীয় চেষ্টা সাপেক্ষীয় ভাল বিষয়) চর্চা সম্ভব হয় না। কারণ, এসব করতে শত্রুর প্রয়োজন হয় না। তাই সব সময় করা যায়। এর বিপরীত হলো জিহাদ। শত্রু ছাড়া তা কল্পনাও করা যায় না। মুসলিমদের জীবনে সশস্ত্র জিহাদ যে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এই হাদীস থেকে বুঝা যায়। কারণ, হাদীসে বলা হচ্ছে জিহাদের ক্ষেত্র দৃশ্যমান না থাকলে কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায় তাও ভাবতে হবে অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করতে হবে কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায়। এতটুকু চিন্তা না করে মারা গেলে মুনাফিকীর একটি শাখা ধারণ করে মারা গেল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোন কিছু আছে কি?

উত্তরঃ না! ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোন কিছু নেই। কোন জাতি যখনই পরাজয়ের অতল গহবরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। পরাজয়ের তিলক চিহ্ন তাদের ললাটে চিরস্থায়ী অভিশাপ রূপে স্থান করতে থাকে ঠিক তখনই দুর্বলতা ও হীনমন্যতার তীমির আঁধার আচ্ছাদিত করে নেয় স্বচ্ছ হৃদয় কুঠরিটিকে। গোটা জাতি সত্তায় ছড়িয়ে পরে কাপুরুষতার নগ্ন ক্রিয়া। যবানে উচ্চারিত হতে থাকে এমন অসংঙ্গত, ভিত্তিহীন বক্তব্য যা কেবল জাতিকে হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা ও স্বস্থান থেকে পশ্চাৎপদ চলতেই সাহায্য করে।

ইসলামের চির দুশমন ইয়াহুদী-নাসারারা আনন্দ চিত্তে হতবাক নেত্রে অবলকন করতে থাকে সে জাতির করুণ দৃশ্য, যারা পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন, দিগ্বীজয়ী বীর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধীকারী হওয়া সত্যেও নিজেরাই নিজেদের ধ্বংশ ফাঁদ তৈরী করে। নিজেরাই নিজেদের ধর্মবিরোধী মন্ত্র

[৩৩০] আহমদ ৮৮৫২, মুসলিম ১৯১০, আবু দাউদ ২৫০২, বুখারী ফি তারীখিল কাবীর, নাসায়ী ৩০৯৭, আবু আওয়ানাহ ৭৪৫১, হাকেম ২৪১৮, বাইহাক্বী ১৭৭২০।

তৈরী করে তাকে আবার গ্রহণ যোগ্যতার লক্ষে ধর্মীয় কথা বলে বিক্রি করে।

এসকল সাজানো কিছু কথাই মুসলিমদেরকে মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ আসন থেকে ছিন্ন করে নিক্ষিপ্ত করে অপমান, অপদস্ততা ও গোলামীর অতল গহ্বরে। সুযোগ করে দেয় স্বার্থান্বেষী, লোভী, আরামপিয়াসী, নির্বোধ, অলস মুসলিমদের জন্য। তারা আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মন্ত্রতুল্য বাক্যগুলোকে। সে সকল বাক্যগুলোর মাঝে অন্যতম হল:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ قَالَ جِهَـادُ الْقَلْبِ

অর্থ: "আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ।"

এ বাক্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমন তথা কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলা করে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ছোট জিহাদ, জান-মাল উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে জীবন বিসর্জন দেয়া ছোট কাজ, ছোট জিহাদ, ছোট শহীদ। এই অসঙ্গত চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তিহীন বক্তব্যই মুসলিমদের কে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহসী কর্মপন্থা থেকে বিরত রেখেছে। তাই এ ব্যাপারে মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

বিভ্রান্তির উৎস ও তার সমাধান

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ

অর্থঃ "আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ।"

এই বাক্যটি দিয়েই মূলত আমাদের সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাই দেখা যাক এ বাক্যটি কি হাদীসের অন্তর্ভূক্ত নাকি মানুষের বানানো মন্ত্র। এই হাদীস নামক মন্ত্রটির ব্যাপারে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ইমাম যাইলা'য়ী (রহঃ) এর অভিমতঃ

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'হেদায়াহ'র প্রখ্যাত আরবী ভাষ্যকার (نَصْبُ الرَّايَةِ) 'নস্‌বুর রায়াহ'র লেখক ইমাম জামালুদ্দীন আয-যাইলা'ঈ আল হানাফী 'তাখরীজু আহাদীসিল কাশ্‌শাফ' কিতাবে বলেনঃ

قلت غَرِيب جدا وَذكره الثَّعْلَبِيّ هَكَذَا من غير سَنَد

অর্থঃ "আমি বলি হাদীসটি নিতান্ত গরীব (মুহাদ্দিসীনদের নিকট অপরিচিত)। ইমাম ছা'লাবিও এ হাদীসটি এভাবে কোন প্রকার সনদ বর্ণনা করা ব্যতিত উল্লেখ করেছেন।"[৩৩১]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এর অভিমতঃ

তিনি 'আদ্ দুরারুল মুনতাছিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ' কিতাবে বলেনঃ

حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. قال الحافظ ابن حجر في " تسديد القوس " : هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة

---

[৩৩১] তাখরীজু আহাদীসিল কাশ্‌শাফ ২য় খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮২৫।

অর্থ: "আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি..... । ইবনে হাজার আসক্বালানী 'তাসদীদুল ক্বাওস' কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি মানুষের মুখে প্রসিদ্ধ কিন্তু এটি কোন হাদীস নয় বরং ইবরাহীম ইবনে আবী 'আবলাহ এর নিজের কথা ।"[৩৩২]

ইমাম বাইহাকী (রহ:) এর অভিমত:

"ইমাম বাইহাকী (রহ:) তার 'আয্ যুহ্দুল কাবীর' কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন **هـذا إسـناد ضـعيف** এটি একটি দূর্বল সনদে বর্ণিত হাদীস ।"[৩৩৩]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ:) এর অভিমতঃ

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ:) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধগ্রন্থ "মাওযু'আতে কুবরা" -এর ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বাক্য সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) এর বরাত দিয়ে বলেন,

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

বর্তমানে উল্লেখিত বাক্যটি মানুষের মুখে মুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে অথচ এটা কোন হাদীস নয় । এটা ইবরাহীম ইবনে আবলাহ নামক ব্যক্তির একটি উক্তি মাত্র ।

তানজীমূল আশতাত এর বর্ণনাঃ

মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ তানজীমুল আশ্তাত -এর প্রথম খন্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় তা'আলিকুস সাবীহ্ ও তাফসীরে বাইযাভির উদ্ধৃতি দিয়ে উল্ল্যেখ করা হয় যে, আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহ:) বলেন- এ হাদীসের কোন ভিত্ত নেই ।

আল্লামা ইবনে নুহ্হাছ (রহ:) -এর বর্ণনাঃ

ইমামুল মাগাযী আল্লামা ইবনে নুহ্হাছ (রহ:) তাঁর প্রসিদ্ধ জিহাদগ্রন্থ "মাশারিউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারী'উল উশ্শাক্ব" কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, 'ইসলামের চির দুশমন কাফির-মুশরিরা যখন দেখল যে, মুসলিমরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকে মূল হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করেছে । যতদিন

---

[৩৩২] আদ্ দুরারুল মুনতাছিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ ১ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা ।

[৩৩৩] আয্ যুহ্দুল কাবীর ১ম খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৪ ।

পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন কোথাও হাটুগেড়ে বসার সুযোগ পাবে না। কেননা জিহাদের বরকতে ও আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমরা মাত্র অর্ধশত বছরেরও কম সময়ে অর্ধ দুনিয়াকে বিজয় করে নিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামের দুশমনরা কয়েক বছর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলো যে, জিহাদের মিশনকে ভেঙ্গে দিতে পারলে বা কোন ভাবে তা কমজোর করতে পারলেই সফলতায় পৌঁছা যাবে। তারা এই অসাধ্য সাধনে মরিয়া হয়ে উঠলো এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের মিশনে সফলতা লাভ করতে চাইল। সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এক নতুন সুক্ষ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। আর তা হলোঃ মুসলিমদের মাঝে প্রবেশ করে জিহাদকে 'আসগার' বা ছোট ও 'আকবার' বা বড় রূপে বিভক্ত করে দিল। নফ্সের সাথে জিহাদকে বড় জিহাদ ও দুশমনের মোকাবিলায় যুদ্ধ করাকে ছোট জিহাদ হিসেবে সাব্যস্ত করল।

ইসলামের দুশমনরা তাদের এ মিশনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জন্য এ বাক্যটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিল এবং এর নিসবত রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দিকে করে দিল। কারণ তারা জানে মুসলিমদের নিকট অতি সহজে একটি বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দিকে নিসবত করাই সর্বাধিক সহজ পথ। তাই **رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ** বাক্যটিকে কে হাদীস হিসেবে দাড় করাল। অথচ এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দিকে নিসবত করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাছাড়া হাদীসের কোন কিতাবে এই বাক্যটি সরাসরি হাদীস হিসেবে উল্লেখ নেই। ইবরাহীম ইবনে 'আব্লাঅ (রহ:) এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবী, তথাপি আল্লামা দারাকুত্বনী বলেন, ইবরাহীম ইবনে আবলাহ (রহ:) এর প্রতি নিসবত করারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ নেই।

ভিত্তিহীন এ হাদীসের প্রভাব সাধারণ মুসলিমদের উপর এমন ভাবে পড়েছে যে, তারা নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবিলাকে বড় জিহাদ হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে, এবং কাফেরদের সাথে কৃত ছোট জিহাদকে পরিত্যাগ করে পার্শ্ব অবলম্বন করে নিয়েছে। যিকির-ফিকিরের সাথে

তাসবীহ হাতে নিয়ে ইবাদতে এমন মশগুল হয়েছে যে, দুনিয়া কাফেরদের জন্য খালি করে দিয়েছে আর সমস্ত কুফরী শক্তি দুনিয়ার মসনদ গুলো দখল করে নিয়েছে। মুসলিমরা আবদ্ধ হয়েছে গোলামীর জিঞ্জিরে। আর তারা দাবী করছে তারা বড় জিহাদ করছে।

শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহ:) -এর বর্ণনা ঃ

শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহ:) কতৃক রচিত প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাব ফাতওয়ায়ে আজিজীর ১০২ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ বাক্যটি সুফীদের কিতাব সমূহে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। তাদের নিকটই এ বাক্যটি হাদীসে নববী (সা:)। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসগণও কোন কোন কিতাবে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছে, আমার এখন স্বরণ নেই যে, কোন কিতাবে আমি তা দেখেছি। যা হোক যদি বাক্যটিকে তার আসল অর্থে ধরা হয় তবে তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, জিহাদে আকবারের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সাথে মোকাবেলাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করে বসে যাবে। বরং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে অধিক মুজাহাদা করবে এটাই সুফীদের সুস্পষ্ট অভিমত।

আল্লামা ফজল মুহাম্মদ সাহেব (মুহাদ্দীস বিন নূরী টাউন করাচী (দা:বা:)) বলেন, শাহ সাহেব (রহ:) এর বক্তব্যে একথা সুস্পষ্ট যে, "এ বাক্যটি সুফীদের হতে পরে" কোন হাদীস নয়।

খতীবে বাগদাদী (রহ:) -এর বর্ণনা ঃ

খতীবে বাগদাদী ও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম পূর্বোক্ত বাক্যের ন্যায় ভিন্ন শব্দে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন যার অর্থ হল, "যাবের (রা:) বর্ণনা করেন রাসূল (সা:) কোন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কিরামদেরকে লক্ষ করে বললেন, সুসংবাদ তোমাদের জন্য! সুসংবাদ! তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, বড় জিহাদ কোন টি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করলেন, খাহেশাত ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মুজাহাদা করাই বড় জিহাদ।"[৩৩৪]

---

[৩৩৪] জামে'উল আহাদীস লি জালালুদ্দীন সুয়ূতী ৩৬৯৬১।

এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দীসিনে কিরামদের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী "খলফ ইবনে মুহাম্মদ খিয়াম" যার সম্পর্কে আসমায়ে রিজালের বিশেষজ্ঞ ইমাম হাকেম (রহ:) বর্ণনা করেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অপর একজন আসমায়ে রিজালের বিজ্ঞ ইমাম আবু ইয়ালা খলীলি (রহ:) বর্ণনা করেন, এ বর্ণনাকারী অত্যন্ত দূর্বল, মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ সৃষ্টি হত। কখনো কখনো এমনও হাদীস বর্ণনা করতেন অন্য কারো নিকট যার কোন সন্ধান ছিল না।

অপর বিজ্ঞ আলেম আল্লামা আবু যুর'আহ (রহ:) এই বর্ণনাকারী থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়েছেন।

উল্লেখিত হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে আ'লা যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী। যে হাদীসকে মনগড়া ভাবে বর্ণনা করত।

ইমাম ইবনে আদী (রহ:) বর্ণনা করেন এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস মনগড়া, জাল ও ভিত্তিহীন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) এর অভিমতঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বর্ণনা করেন,

أما الحديث الذى يرويه بعضهم انه قال فى غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه احد من أهل المعرفة بأقوال النبى وافعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الانسان

অর্থ: "কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বর্ণনা করে যে, রাসূল (সা:) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বর্ণনা করেন "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি" এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং যারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কথা ও কাজ অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। কুফ্ফারদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করাই সবচেয়ে বড় আমল বরং মানুষ যত নফল ইবাদত করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হচ্ছে জিহাদ।"[৩৩৫]

---

[৩৩৫] মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১১খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ঃ

حَدِيْثُ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ فِيْ " تَسْدِيْدِ الْقَوْسِ " : هُوَ مَشْهُوْرٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ أَبِيْ عَبْلَةَ

ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাপারে তার কিতাব "তাসদীদুল কাউসে" বলেন, এটা লোক মুখে প্রসিদ্ধ। এটা ইবরাহী ইবনে আবি 'আবলাহ্ এর কথা, হাদীস নয়।[৩৩৬]

মোটকথাঃ উপরে উল্লেখিত হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।[৩৩৭] এবং এই জাল হাদীসগুলোর মাধ্যমে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এই কাজটি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের একটি বড় ষড়যন্ত্র। ইয়াহুদী-খৃষ্টনরা লক্ষ্য করেছে যে, তারা আফগানিস্তানে, ইরাকে, ফিলিস্তিনে বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদেরকে হত্যা করে। কিন্তু এর দ্বারা ইসলামের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। বরং এতে মুসলিম যুবকেরা শাহাদাতের তামান্নায় আরো উজ্জিবিত হয়। তাই এমন একটি কাজ করতে হবে যাতে মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে জিহাদী চেতনাকে ভুলিয়ে দেওয়া যায়। এটাই একমাত্র স্থায়ী সমাধান। বোমা মেরে কিছু মুসলিমকে হত্যা করা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। কিন্তু এ কাজটি বড় কঠিন। কারণ জিহাদের কথা কুরআনে আছে, হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে জিহাদ করেছেন এবং সাহাবীরা জিহাদ করেছেন। এটাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যেটা সম্ভব তা হচ্ছে, পূর্বের আসমানী কিতাবের যেভাবে অর্থ পরিবর্তন করে অথবা ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃতি করা হয়েছিল, সেভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত জিহাদ শব্দটিকে ভুল ব্যাখ্যা করে অথবা অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েই কেবলমাত্র জিহাদকে ধ্বংস করা সম্ভব। আর এই কাজটি সরাসরি ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা করলে কোন মুসলিম মেনে নিবে না। তাই তারা মুসলিম জাতির মধ্য থেকে এমন একদল আলেম তৈরী করল যারা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের দীর্ঘদিনের অসম্ভব কাজটি সম্ভব করে দিয়েছে। যা Rand ইনষ্টিটিউট এর বহুদিনের চেষ্টার ফসল।

[৩৩৬] আদ্দুরারুল মুনতাছিরাঃ ১/১১, আল আহাদীস লা তাসিহ্হু, ১/৫, কাশফুল খিফা ১/৪২৪।
[৩৩৭] মিয়াতু হাদীস মিনাল আহাদীসিদ দয়িফাঃ ১/৪।

প্রশ্নঃ জিহাদে আকবর কিসের নাম?

উত্তরঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা **"জিহাদ মা'আল কুফ্ফার"** ও **"ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ"** এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবার (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগারের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হল, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা হলো ছোট জিহাদ।

এই ভুল ধারণাটি ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন "আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা জিহাদে আসগার (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা প্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি জিহাদে আকবার (বড় জিহাদ)। যেন তাঁরা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে। এই ধারণাটি ঠিক নয়, বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরণের যুদ্ধকেই জিহাদে আসগার এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের সাথে যুদ্ধ যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তাহলে এই যুদ্ধকে জিহাদে আসগার বলা "গাইরে মুহাক্কিক" বা অগভীর জ্ঞানের অধিকারী সূফীদের বারাবারি। বরং এই যুদ্ধ অবশ্যই জিহাদে আকবার এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে যুদ্ধ ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযিলতই একত্রিত হচ্ছে।[৩৩৮]

---

[৩৩৮] আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খন্ড৪, হিস্সা ৫, পৃষ্ঠা ৮২; মালফুয পৃষ্ঠা ১০৪১; কিতাবুল জিহাদ ৩৮।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? مَا هِيَ اَغْرَاضُ الْجِهَادِ وَاَهْدَافُهُ

উত্তর: জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম ছোট বড় অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমরা বর্তমান অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আরো কিছু বিষয় তার সাথে যুক্ত করতে পারি। কিন্তু জিহাদ ফরয হওয়ার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোকে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে।

১) اِظْهَارُ الدِّيْنِ "ইযহারুদ্দীন" অর্থাৎ দ্বীনকে বিজয়ী করা।

জিহাদ ফরয হওয়ার অনেক গুলো কারণের মধ্যে একটি মূল উদ্দেশ্য হল, মানব রচিত সকল মতবাদ যেমন: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং পূর্বেকার সকল ধর্মীয় মতবাদ যেমন: ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি মতবাদকে ধ্বংস করে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আকারে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } [التوبة: ٣٣]

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"[৩৩৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [الفتح: ٢٨]

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৩৪০]

---

[৩৩৯] সুরা তাওবা ৯:৩৩, সুরা সাফ ৬১:৯।
[৩৪০] সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮।

এ কারণেই যখন সুলাইমান (আ:) হুদ হুদ পাখীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, সাবা নামক একটি এলাকার লোকেরা শির্কে লিপ্ত আছে। কোরআনে হুদ হুদের বর্ণানা এভাবে করা হয়েছে:

{وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: ٢٤ – ٢٦]

অর্থ: 'আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পাচ্ছে না'। (শয়তান এই সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে) যাতে তারা ঐ আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও যমীনের লুকায়িত বস্তুকে বের করেন। আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা আরশের রব।"[৩৪১]

হুদ হুদের বক্তব্য শুনার পর সুলাইমান (আ:) পত্রের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এবং এক আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানালেন। অন্যথায় যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে বললেন। পুরো বিষয়টি আমরা কুরআন থেকে দেখি:

{إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ } [النمل: ٣٠، ٣١]

অর্থ: "নিশ্চয় এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে। আর নিশ্চয় এটা পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। যাতে তোমরা আমার প্রতি উদ্ধত না হও এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে আস।"[৩৪২]

এখানে সাবার রাণী সুলাইমান (আ:) কে কোন প্রকার হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করেন নাই। হামলাও করেন নাই। এমনকি সাবা এলাকার রাণী

---

[৩৪১] সুরা নামল ২৭:২৪-২৬।

[৩৪২] সুরা নামল ২৭:৩০,৩১।

সম্পর্কে সুলাইমানের (আঃ) কোন ধারণাও ছিল না। তারপরেও সুলাইমান (আ:) তাকে উপরোক্ত পত্র লিখলেন শুধুমাত্র আল্লাহর যমিনকে শির্ক মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

২) كَسْرُ شَوْكَةِ الْكُفَّارِ "কাসরু শাওকাতিল কুফ্ফার" অর্থাৎ কাফেরদের শক্তিকে চুর্ণ করে দেওয়া।

এটি জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কারণ মানুষের স্বভাব হল পৃথিবীতে যারা শক্তিশালী, মানুষ তাদের অনুসরণ করে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাল-চলন, রীতি-নীতি অনুসরণ করে। যেমন বর্তমানে মুসলিম যুবকেরা ইংরেজদের ভাষা, চাল-চলন, রীতি-নীতি, লেবাস-পোষাক, তারিখ-মাস সবকিছুতে অনুসরণ করে। মুসলিম দেশগুলো ইংরেজদেরকে অভিভাবক ও মুরব্বী জ্ঞান করে। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে।

{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [المائدة: ٥١]

অর্থঃ "আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।"[৩৪৩]

কাফের শক্তি বিজয়ী থাকলে তারা মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক তাদের ধর্মে নিয়ে যাবে। কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন;

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البقرة: ٢١٧]

অর্থঃ "আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে।"[৩৪৪]

তাদেরকে যতই খোশামোদ-তোশামোদ করা হোক না কেন তাদেরকে কোনভাবেই সন্তুষ্ট করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন;

{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: ١٢٠]

অর্থঃ "আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের (ধর্মের) অনুসরণ কর।"[৩৪৫]

এর বাস্তব উদাহরণ বর্তমান মুসলিম শাসকগণ। তারা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কে যতই খুশী করার চেষ্টা করুক না কেন কোন কাজ হচ্ছে না। বরং

---

[৩৪৩] সুরা মায়িদা ৫:৫১।
[৩৪৪] সুরা বাক্বারা ২:২১৭।
[৩৪৫] সুরা বাক্বারা ২:১২০।

যতদিন তাদের প্রয়োজন থাকে ততদিন ব্যবহার করে। তারপর কলার ছোলার মত ছুড়ে ফেলে দেয়। একাজগুলো তারা করে যাচ্ছে তাদের শক্তির বলে। এটাই কাফেরদের চরিত্র। একারণেই কাফেরদের শক্তি চুর্ণ করে দিয়ে আল্লাহর (সুব:) মর্যাদা, আল্লাহর রাসুলের (সা:) মর্যাদা ও মুমিনদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة: ١٤]

অর্থ: "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন।"[৩৪৬]

(৩) نُصْرَةُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَرَدُّ الْعُدْوَان "নুসরাতুল মুসতাদ'আফীন ওয়া রাদ্দুল 'উদওয়ান" অর্থাৎ অসহায় অত্যাচারিত মানুষদের সাহায্য করা এবং যালিমকে প্রতিহত করা। এটি জিহাদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ (সুব:) পৃথিবীতে মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। পৃথিবীর নেযাম চলার জন্য এটি খুবই প্রয়োজন ছিল। যাতে একে অপরকে কাজে লাগাতে পারে। যদি সকলেই সমান হত তাহলে রাস্তার ঝাড়ুদার, সুইপার, মেথর, কুলি-মজুর কোথায় পাওয়া যেত? সেজন্য আল্লাহ (সুব:) মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তর তৈরী করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}

অর্থ: "আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে

---

[৩৪৬] সুরা তাওবা ৯:১৪।

একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"[৩৪৭]

কিন্তু এই সুযোগে ধনীরা দরিদ্রদের উপরে, শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপরে যুলুম, নির্যাতন, নিপিড়ন, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐ মযলুম নির্যাতিত মানুষদেরকে মুক্ত করা জিহাদের আরেকটি মূখ্য উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: ٧٥]

অর্থ: "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা (ফরিয়াদ করে) বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"[৩৪৮]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: ٢٥١]

অর্থ: "আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।"[৩৪৯]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধের মাধ্যমে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে তাদেরকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত করবেন। সুতরাং ফাসাদ দূর করার অন্যতম উপায় হলো জিহাদ, যা কোরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট।

---

[৩৪৭] সুরা আহযাব ৩৩:৩২।
[৩৪৮] সুরা নিসা ৪:৭৫।
[৩৪৯] সুরা বাক্বারা ২:২৫১।

৪) اَلدَّعْوَةُ اِلَـــيْ اللهِ "আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ" অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন কোন এলাকায় জিহাদের জন্য সেনাদল পাঠাতেন তখন প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিতেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা একজন সাধারণ মুসলিমের সমতুল্য বলেই বিবেচিত হত।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরছি:

عن سهل بن سعد .... ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

অর্থ: "সাহাল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, ... অতপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর। এবং তাদের প্রতি আল্লাহর যে হক্ব রয়েছে তা জানাও। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ (সুব:) কোন একজনকে হিদায়েত দিবেন তা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রি (দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদের) চেয়েও উত্তম।"[৩৫০]

উপরোক্ত বাক্যটি ' ঐতিহাসিক খায়বার' যুদ্ধের কমান্ডার ঘোষনা করার হাদীসের একটি অংশ। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা:) আলী (রা:) এর হাতে ইসলামের পতাকা দিয়ে তাকে উপরোক্ত অসিয়তটি করেন। বুঝা গেল ঐ যুদ্ধেও ইয়াহুদীদেরকে হত্যা করা ও তাদের অর্থ সম্পদ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ইসলামের দাওয়াত-ই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

---

[৩৫০] সহীহ বুখারী ৪২১০।

অর্থ: "ইবন ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অত:পর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট।"[৩৫১]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ « اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ – أَوْ خِلاَلٍ – فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.........

অর্থ: "সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন কাউকে কোন সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার অসিয়ত করতেন এবং তার অধিনস্ত সকল মুসলিমদের সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ দিতেন। অত:পর বলতেন, আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহকে অস্বিকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, গনীমতের মালে খিয়ানত কর না, বিশ্বসঘাতকতা কর না, মুছলা কর না (কারো নাক, কান, চোখ ইত্যাদি কর্তন করা), শিশুদের হত্যা কর না, যখন তোমরা তোমাদের শত্রু অর্থাৎ মুশরিকদের মুখোমুখি হবে তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে। তারা যে কোন একটি গ্রহণ করলেই

---

[৩৫১] বুখারী হাঃ-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হাঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হাঃ৩৩৪১,নাসাঈ হাঃ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১–৩০৯৫, আবু দাউদ হাঃ-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হাঃ ৭১,৭২,৩৯২৭–৩৯২৯

তুমি তা মেনে নিবে। প্রথমেই তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি তারা তাতে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও ....।[৩৫২]

একারণেই যখন যুদ্ধের ময়দানে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করা স্বত্তেও উসামা বিন যায়েদ (রা:) তাদেরকে হত্যা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে তিরস্কার করলেন। হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হল:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِى سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ « أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ ». فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ

অর্থ: "উসামা ইবনে যায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে একটি যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা সকাল বেলা জুহাইনা গোত্রের একজন লোককে দেখতে পেলাম সে বলল, **لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ** "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আমি তারপরও তাকে হত্যা করলাম। এতে আমার মনের মধ্যে একপ্রকার সংশয় সৃষ্টি হল। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, সে **لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ** "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, সেতো অস্ত্রের ভয়ে জান বাঁচাবার জন্য একথা বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তুমি তার অন্তরটি চিঁড়ে দেখ নাই কেন? সে অন্তর দিয়ে বলেছে কিনা যাচাই করার জন্য। একথাটি রাসূলুল্লাহ (সা:) বারবার বলতে লাগলেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি আজকেই ইসলাম গ্রহণ করতাম, (তাহলে আমার দ্বারা একজন মুসলিমকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ হত না)।[৩৫৩]

---

[৩৫২] সহীহ মুসলিম ৪৬১৯।

[৩৫৩] সহীহ মুসলিম ২৮৭।

এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা ।

৫) জিহাদের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকের পরিচয় স্পষ্ট করা ।

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ »

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে কখনো যুদ্ধ করে নি এবং মনে মনে যুদ্ধের আকাঙ্খাও পোষণ করে নি, সে মুনাফিকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল ।"[৩৫৪]

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদ ত্যাগ করা মুনাফিকির একটি লক্ষণ ।

সাহাবায়ে কিরামগণের ঈমানের সত্যতাও প্রমান হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٢) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب : ٢٢ ، ٢٤]

অর্থ: "আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই । আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন' । এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল । মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে । তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার

[৩৫৪] সহীহ মুসলিম ৫০৪০ ।

কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি। যাতে আল্লাহ (সুবঃ) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের আযাব দিতে পারেন অথবা তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৫৫]

এ আয়াতে যারা জিহাদের মাধ্যমে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। অথবা তার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাদেরকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যারা এর বিপরীত চরিত্রের অধিকারী তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং জিহাদের মাধ্যমে সত্যিকার মুমিন আর মুনাফিক পৃথক হয়ে যায়।

৬) اِقْلَاعُ الْفِتْنَةِ "ইক্বলা'উল ফিতনা" অর্থাৎ ফিতনার মূলোৎপাটন করা।

জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন করা। পূর্বেই বলা হয়েছে, জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। যারা এই আহ্বানে সাড়া দিবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটার উদাহরণ হচ্ছে, যখন কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তখন তাকে ঔষধ-পত্র, মলম, মালিশ, এন্টিবায়াটিক ইত্যাদি দিয়ে ভাল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয় তখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করতে হলে ঐ আক্রান্ত অঙ্গটি কেটে ফেলতে হয়। তা না হলে আস্তে আস্তে অন্যান্য অঙ্গগুলোও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যাবে। এইক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীকে নির্দেশ দেয় তোমার এই অঙ্গটিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে ওটা কেটে ফেলতে হবে। নতুবা ঐ ক্যান্সার অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেজন্য প্রয়োজন হবে এত লক্ষ টাকা। রোগী তখন নিজের জায়গা-জমি, গরু-ছাগল বিক্রি করে টাকার ব্যাবস্থা করে সকলের কাছে দোয়া চায়। যেন ডাক্তার ঠিকমত অপারেশন করতে পারে। তারপর ডাক্তারকে টাকা দেয়। ডাক্তার রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। কেন? একটি অঙ্গ কেটে ফেলার জন্য। এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন

[৩৫৫] সুরা আহযাব ৩৩:২২,২৩,২৪।

জ্ঞানবান মানুষ এই অভিযোগ তুলেনি যে, ডাক্তার কেন তার অপারেশন রুমে একটা লোকের অঙ্গ কেটে ফেলছে? বরং সকলেই ডাক্তারের জন্য দোয়া করে, তাকে টাকা-পয়সা দেয় যেন ঠিকমত কাটতে পারে। কারণ সকলেই জানে এই অপারেশন করা হচেছ রোগীর অন্যান্য অঙ্গগুলোকে রক্ষা করার জন্য।

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে গোটা পৃথিবীটা হল একটি রুম সমতুল্য। আর গোটা পৃথিবীর মানুষ হল একটি দেহ সমতুল্য। এখানেও কোন একটি অঙ্গ (মানুষ) রোগাক্রান্ত হতে পারে। আর সেজন্য তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার, আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যাদেরকে কোন দাওয়াত, কোন চিকিৎসা কাজে আসে না। তারা ক্যান্সার সমতুল্য হয়ে গেছে। তাদের কাজই হচ্ছে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও শির্ক-বিদআত ছড়ানো। কুরআন হাদীসের কোন উপদেশ তাদের কোন উপকারে আসে না। ওরা ক্যান্সার। এজাতীয় লোকদেরকে জিহাদের মাধ্যমে অপারেশন করে গোটা পৃথিবীর মানব দেহ থেকে অপসারণ করা জরুরী। নতুবা তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকেই ফিতনা-ফাসাদে জর্জরিত করে ফেলবে। আর ফিতনা-ফাসাদের চেয়ে হত্যা করা অনেক ভাল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করছেন:

{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ١٩١]

অর্থ: "আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর।"[৩৫৬]

{ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ } [البقرة: ٢١٧]

অর্থ: "আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়'।"[৩৫৭]

আর এই ফিতনাকে চিরতরে নির্মূল করার যে অপারেশন করতে হবে তার নামই হচ্ছে জিহাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: ٣٩]

[৩৫৬] সুরা বাক্বারা ২:১৯১।
[৩৫৭] সুরা বাক্বারা ২:২১৭।

অর্থ: "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ব দ্বীন (জিবন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"[৩৫৮]
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: ١٩٣]

অর্থ: "আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।"[৩৫৯]

জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য মানুষকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। যেটা বর্তমান যুগের ইয়াহুদী-খৃষ্টান এবং তাদের মিডিয়া জগৎ প্রচার করে থাকে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তাদের জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কারণে বলে থাকে। অথবা ইচ্ছা করে না জানার ভান করে বলে থাকে। নতুবা যদি জিহাদের উদ্দেশ্য তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণ কারানোই হত তাহলে যুদ্ধের ময়দানে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা। তাতে রাজি না হলে জিযিয়া দেওয়ার জন্য আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হত না। জিযিয়া আদায়কে ইসলামে অনুমোদন করাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো নয়।

ইসলামের ইতিহাসেও জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করানোর কোন প্রমাণ নেই। মুসলিমরা যতগুলো দেশ যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেছে সেখানে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান করা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযিয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিযিয়া আদায় করতে রাজি হলে তাদেরকে তাদের ধর্ম পালনে পূর্ণ এখতিয়ার (স্বাধীনতা) দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা:) এবং মুমিনদের ইজ্জত রক্ষা করা। সকল প্রকার তাগুত, কাফের,

---

[৩৫৮] সুরা আনফাল ৮:৩৯।
[৩৫৯] সুরা বাক্বারা ২:১৯৩।

দাম্ভিক, অহংকারীর সমস্ত ক্ষমতা, দম্ভ, অহংকার, গৌরব ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে এবং মানুষের স্বার্বভৌমত্ব ও মানব রচিত আইন তথা বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করে এক আল্লাহর স্বার্বভৌমত্ব এবং কমান্ড প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

বর্তমান যুগে কিছু নামধারী মুসলিম, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় লালিত-পালিত, ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পা চাটা গোলাম, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ-মূর্খ, খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ ও হিন্দুদের সন্ন্যাসী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কাফেরদের জাগতিক শক্তি ও মরনাস্ত্র দেখে মানসিক বিপর্যস্ত তথা ইসলামের একদল নাদান দোস্ত ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের উপরোক্ত অভিযোগের কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে অসহায় এবং লজ্জিত মনে করে তাদের বন্ধু ইয়াহুদী খৃষ্টানদেরকে জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত না করে বরং নিজেরা ওজর পেশ করে এবং অজুহাত খুজে বের করার চেষ্টা করে। তারা বলে "না ভাই ইসলামে আক্রমনাত্মক কোন জিহাদ নেই। জিহাদ তো শুধুমাত্র কেউ যদি মুসলিমদের উপর হামলা করে তা প্রতিহত করার জন্য।" আর তারা এই জন্য কুরআনের ঐ সকল আয়াত ও হাদীসগুলো পেশ করে থাকে যেগুলোতে প্রথম দিকে শুধুমাত্র যারা মুসলিমদের উপর আক্রমন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে যে, দ্বীন ক্বায়েমের উদ্দেশ্যে এবং দ্বীনে ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ ফরয করা হয়েছে সেটাকে তারা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে অথবা এড়িয়ে যায়।

আর তাদের এই জাতীয় বক্তব্যে বর্তমান যুগের অনেক যুবকেরা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারাও এখন বলে বেড়ায় যে, "জিহাদ শুধু আত্মরক্ষার জন্য আক্রমনের জন্য নয়।" তাদের এই বক্তব্য গুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রনোদিত নতুন কথা। কুরআন হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। জিহাদের ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই। চৌদ্দশত বছরের ফিক্বহে ইসলামীর বিশাল ভান্ডারে এর কোন অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র কাফেরদের খুশি করার জন্যই পশ্চিমা চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রভাবিত লোকেরা মানুষকে জিহাদ বিমুখ করার জন্য এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদের

প্রতি মানুষকে বিরাগভাজন করার জন্য এই নতুন "ডায়ালগ" গুলো তৈরী করেছে।

একারণে আমরা জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিকতা এবং জিহাদের শরয়ী হুকুম, জিহাদ করার ফযিলত, জিহাদ না করার শাস্তি, জিহাদের প্রস্তুতি, জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, অস্ত্র তৈরী করা ইত্যাদী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দলিল-প্রমাণ সহ মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরব। ইনশা'আল্লাহ্!

مَرَاحِلُ تَشْرِيْعِ الْجِهَادِ

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তর সমূহ

প্রশ্ন: মক্কার জীবনে জিহাদ ফরজ হয়েছিল কি? না হলে জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো কি?

উত্তর: প্রথমেই আল্লাহ (সুব:) জিহাদের হুকুম দেন নাই বরং চারটি ধাপে আল্লাহ (সুব:) জিহাদের বিধান নাজিল করেছেন।

এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকার আল্লামা তক্বী উসমানী সাহেব 'তাকমিলায়ে ফাত্হুল মূলহিম'মের তৃতীয় খন্ডের ভূমিকায় مَرَاحِلُ تَشْرِيْعِ الْجِهَادِ (জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তর সমূহ) নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।[৩৬০] তাঁর সম্পূর্ণ বক্তবের সারমর্ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন:

"জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পূর্বে জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো জানা প্রয়োজন। কেননা জিহাদের নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক সময় পার হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ বিশেষ করে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তারা জিহাদের নাম শুনলেই নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকে এবং তাদের প্রভু পশ্চিমা নেতাদের কাছে বিভিন্ন অজুহাত, ওযর পেশ করতে থাকে। নিজেদেরকে মডারেট মুসলিম প্রমাণ করার জন্য বলে থাকে "জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই ফরয করা হয়েছে। ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলতে কিছু নেই।" অথচ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এ ধরনের কথা ভিত্তিহীন। ইসলামের ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু তাদের এই ভিত্তিহীন কথায় সাধারণ মুসলিমরা ধোঁকায় পড়ে যায়।

---

[৩৬০] তাকমিলায়ে ফাতহুল মূলহিম ৩য় খন্ড, ৫ম পৃষ্ঠা।

তারাও বিশ্বাস করে যে, জিহাদ শুধুমাত্র তখনই বৈধ হবে যখন কোন কাফের শক্তি মুসলিম দেশের উপরে আক্রমণ করবে। অনেক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী মুসল্লি, দ্বীনদার, পরহেযগার, মুবাল্লিগ, বিভিন্ন তরিকতপন্থী পীরের মুরিদ এমনকি অনেক আলেমদেরকেও এ ধরনের কথা বলতে শুনা যায়। তারা মূলতঃ জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণেই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। সে জন্য আমরা জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিস্তারিতভাবে পেশ করছি ঃ

প্রথম স্তর: শুধুমাত্র ক্ষমা اَلْمَرْحَلَةُ الْأُوْلَىْ

هِيَ الصَّبْرُ عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ، مَعَ الْاِسْتِمْرَارِ فِيْ دَعْوَتِهِمْ إِلَىْ دِيْنِ الْحَقِّ، وَنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ عَنِ الْقِتَالِ. وَهَـــذِهِ أَوَّلُ مَرْحَلَـــةٍ للـــدَّعْوَةِ الْإِسْلَاْمِيَّةِ وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কায় তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনশত ষাট মূর্তিসহ সকল দেব-দেবী ও তাগুতের আনুগত্য ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তখন মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) এবং তার অনুসারীদেরকে চরমভাবে জুলুম-নির্যাতন করতে শুরু করে। এ অবস্থায় আল্লাহ (সুবঃ) মুসলিমদের সবর করার জন্য এবং দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূল (সাঃ) কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে যুদ্ধ করা থেকে নিষেধ করেন। মক্কার গোটা জীবনটাই এ অবস্থায় কেটে যায়। কুরআনের একাধিক আয়াতে এ নির্দেশ রয়েছেঃ

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)

অর্থ: "অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।"[৩৬১] এ আয়াত অনুযায়ী যখন প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখনই কুফ্ফারদের যুলুম-

---

[৩৬১] হিজর ১৫:৯৪।

নির্যাতন শুরু হলো। কিন্তু তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি বরং চরম যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও ছবর ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থ: "তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক।"[৩৬২]

আর এ সময়টায় রাসূলুল্লাহ (সা:) তার সাহাবীদেরকে বলেছিলেন:

إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا "আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো না।"[৩৬৩]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "মক্কায় থাকাকালীন আল্লাহর রাসূল (সা:) এর জন্য জিহাদের অনুমতি ছিল না।"

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সা:) নিজে ও তাঁর অনুসারীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করা সত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে তুলেননি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। হাদীসে বর্নিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِى فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِى كَتِفَىْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ. لَوْ كَانَتْ لِى مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَالنَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِىَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ

[৩৬২] সুরা আ'রাফ ৭:১৯৯।

[৩৬৩] সুনানে নাসায়ী ৩০৮৬; সুনানে বায়হাকী ১৮১৯৭; মুসতাদরাকে হাকেম ২ঃ ৩০৭।

الضِّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ ». وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ فَوَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. (صحيح مسلم)

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) মক্কার খানায়ে কাবার সামনে সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল এবং তার কয়েকজন সাথী তখন কাবার সামনে বসেছিল। তার আগের দিন একটি উট জবাই করা হয়েছিল। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বলল, কে আছো! যে অমুক গোত্রের উটের নাড়ী-ভূড়ীগুলো নিয়ে আসবে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে যখন মুহাম্মদ (সা:) সিজদায় যাবে তখন তার ঘাড়ে ওগুলো চাপিয়ে দিবে। তখন তাদের মধ্যথেকে সবচেয়ে হতভাগা (উক্ববা ইবনে আবি মু'আইত) দ্রুত উঠে গেল এবং উটের নাড়ী-ভূড়ী এনে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে কাফেরগণ হাসাহাসি করতে লাগল এবং একে অপরের গায়ে হেলে পরতে লাগল। (ইবনে মাস'উদ রা: বলেন) আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে এটাকে প্রতিহত করতাম। অতঃপর এক ব্যক্তি ফাতেমা (রা:) কে খবর দিল। তিনি তখন ছোট মেয়ে ছিলেন তিনি এসে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর ঘাড় থেকে ওগুলো সরিয়ে ফেললেন এবং কাফেরদেরকে তিরস্কার করতে লাগলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন সালাত শেষ করলেন তখন ওদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। রাসূল (সা:) যখন দোয়া করতেন তখন তিনবার করতেন। কাফেররা যখন আল্লাহর নবীর আওয়াজ শুনলো তখন তারা ভয় পেয়ে গেল এবং তাদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আল্লাহর রাসূল (সা:) ওদের নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেন। হে আল্লাহ! তুমি পাকড়াও কর আবু জাহেল ইবনে হিশামকে, ওতবা ইবনে শাইবা ও রাবি'আ ইবনে শাইবা, ওলীদ ইবনে উক্ববা, উমাইয়া ইবনে খালফ, উক্ববা ইবনে আবি মু'আইতকে। রাসূলুল্লাহ (সা:) সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ

করেছিলেন, সেটা আমি ভুলে গেছি। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর রাসূল (সা:) যে কয়জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন তারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।"[৩৬৪]

অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:

عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بعَمِّه أَبِي طَالب وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بقَوْمه وَأَمَّا سَائرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَديد وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا منْهُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْه نَفْسُهُ فِي اللَّه وَهَانَ عَلَى قَوْمه فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ به شعَابَ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ

অর্থ: "আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্ব প্রথম সাত ব্যক্তি ইসলাম প্রকাশ করেছিলো। ১. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) ২. আবু বকর (রা:) ৩. আম্মার (রা:) ৪. তাঁর মা সুমাইয়্যা (রা:) ৫. সুহাইব (রা:) ৬. বেলাল (রা:) ৭. মিকদাদ (রা:)। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ তাঁর চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন । আবু বকর (রা:) কে আল্লাহ (সুব:) তাঁর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। আর বাকী সকলকেই মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং তাদেরকে লোহার পোষাক পরিয়ে প্রচন্ড রোদের তাপে ফেলে রাখতো। তাদের সকলের সাথে এই আচরনই করা হত। বিলালের বিষয়টি ছিল আরো ভিন্ন (কঠোর)। তিঁনি আল্লাহর জন্য তাঁর জীবনকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে অপদস্ত করেছেন। তাঁকে বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। তারা বিলালকে নিয়ে মক্কার অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করতো। আর এ অবস্থায় বিলাল (রা:) বলতেন, আহাদ! আহাদ! "আল্লাহ এক, আল্লাহ এক" ।"[৩৬৫]

আরেকটি হাদীস:

---

[৩৬৪] মুসলিম : ৪৭৫০।

[৩৬৫] মুসনাদে আহমদ ৩৮৩২; সুনানে বাইহাকী ১৭৩৫১; মুস্তাদরাকে হাকেম ৫২৩৮।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِالْبَطْحَاءِ إِذْ بِعَمَّارٍ وَأَبُوْهُ وَأُمُّه يُعَذَّبُوْنَ فِىْ الشَّمْسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ أَبُوْ عَمَّارٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَلدَّهْرَ هكَذَا فَقَالَ صَبْراً يَا آلَ يَاسِرَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لآلِ يَاسِرَ وَقَدْ فَعَلْتَ

অর্থ: "উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সাথে মক্কার মরুভূমিতে হাটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আম্মার (রা:) কে, আম্মারের পিতা ইয়াসির (রা:) ও তাঁর মাতা সুমাইয়া (রা:) কে সূর্যের তাপে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। আম্মারের পিতা ইয়াসির (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! যুগ যুগ ধরে কি এভাবেই চলতে থাকবে? তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। এবং আল্লাহর রাসূল (সা:) ইয়াসির পরিবারের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও। এবং (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) তুমি তা করেছো।[৩৬৬]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

অর্থ: "খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কাবার ছায়াতলে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর (সা:) কাছে

[৩৬৬] মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৩৬; বাইহাকী ফি শুআ'বুল ইমান ১৬৩১; কানযুল উম্মাল : ৩৭৩৬৯।

অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থণা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, "তোমাদের পূর্বে এমন ঈমানদারও ছিলেন যাকে ধরে এনে, মাটির গর্ত খোড়া হতো এবং সেখানে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংসগুলোকে হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন (ইসলামকে বিজয় দান করবেন) একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।"[৩৬৭]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ مُجَاهد ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلاَمِ أُمُّ عَمَّارٍ ، طَعنها أَبُو جَهْلٍ بِحَرْبَةٍ فِي قُبُلِهَا.

অর্থ: "মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ, যাকে শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয় তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়া (রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।"[৩৬৮]

এছিল মক্কার জীবনে ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের সামান্য একটি চিত্র। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (সা:) কে হত্যা করার চক্রান্ত করা হল। তারপরেও জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যারা জিহাদের বিরোধিতা করে তারা শুধু এই আয়াত ও হাদীসগুলোকেই সবসময় আওড়াতে থাকে। পরবর্তীতে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো থেকে তারা অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে থাকে।

---

[৩৬৭] বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩।

[৩৬৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলূন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল উম্মাল ৩৭৬০০।

অনেকে আবার বলে “আমরা মক্কী জীবনে আছি তাই শুধু দাওয়াতের কথা বলি জিহাদের কথা বলি না।” কিন্তু উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দেখা গেল যে, মক্কী জীবনটা মাদানী জীবনের চেয়েও কত কঠিন ছিল। কেননা মাদানী জীবনে নিজস্ব শক্তি ছিল। একদল জানবাজ মুজাহিদ ছিল। হাতে অস্ত্র ছিল। আনসারদের মত নিঃস্বার্থ একদল সাহায্যকারী ছিল। কিন্তু মক্কায় এর কোনটাই ছিল না। সুতরাং যারা সবসময় মক্কী জিন্দেগী, মক্কী জিন্দেগী বলে মুখে ফেনা তুলে তাদের ভেবে দেখা উচিত, তাদের দা'ওয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দা'ওয়াত এক কিনা? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাওয়াত দিতেন তখন তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন নেমে আসত। আর বর্তমানে যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দা'ওয়াত দেন এবং নিজেদেরকে মক্কী জীবনের অবস্থায় ভাবেন তাদেরকে বর্তমান আবূ জাহেল, আবূ লাহাবেরা কিছুই বলেন বুঝা গেল, তাদের দা'ওয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দা'ওয়াত এক নয়।

দ্বিতীয় স্তরঃ শুধুমাত্র যুদ্ধের অনুমতি **وَالْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ**

إِبَاحَةُ الْقِتَالِ، دُوْنَ أَنْ يَفْرُضَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

দ্বিতীয় স্তরে এসে আল্লাহ (সুবঃ) মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছেন ফরজ করেননি। এই স্তরে এসে আল্লাহ (সুবঃ) পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ــ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [سورة الحج:٣٩، ٤٠]

অর্থঃ “যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে এজন্য যে, তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চই আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে গির্জা, ইবাদত খানা, (ইয়াহুদীদের)

উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্কে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।"[৩৬৯]

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত। এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরে সূরা বাক্বারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়। (সামনে তার আলোচনা হবে)

অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরী প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে।[৩৭০]

وَالْمرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ

তৃতীয় স্তরঃ আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আদেশ

فَرْضُ الْقِتَالِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِمَنِ ابْتَدَأَهُمْ بِالْقِتَالِ فَقَطْ، دُوْنَ أَنْ يَبْتَدِءُوْا بِهِ ضِـــدَّ أَعْدَاءِهِمْ.

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ (সুবঃ) মুসলিম জাতির উপর জিহাদকে ফরয করে দিয়েছেন তবে আক্রমনাত্মক নয় বরং আত্মরক্ষামূলক। যদি কোন শত্রু পক্ষ মুসলিম ভূখন্ডের উপর হামলা করে অথবা কোন মুসলিমকে আক্রমন করে বা গ্রেফতার করে বা মুসলিম জাতির জান-মালের ক্ষতি করে কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই সেই শত্রুকে প্রতিহত করা এবং তার মোকাবিলা করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়। এই স্তরে এসে যেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ "আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৩৭১]

---

[৩৬৯] হজ্ব ২২:৪০।
[৩৭০] তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা হজ্জের ৩৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
[৩৭১] সুরা বাক্বারা ২:১৯০।

এই প্রথমবার মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হলো, যারাই এই সংস্কারমূলক ইসলামের দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "বাড়াবাড়ি করো না" এর মানে হচ্ছে, বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তাদের উপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত তুলা, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় জুলুম ও বর্বরতামূলক কর্মকান্ড "বাড়াবাড়ি" এর অন্তর্ভূক্ত। হাদীসে এসবগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

এ বিষয়টিকেই আরো স্পষ্ট করা হয়েছে নিম্ন আয়াতটিতে;

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ـ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا [سورة النساء: ٩٠، ٩١]

অর্থ: "অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি। তোমরা অচিরেই অন্য লোককে পাবে, যারা তোমাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছেও। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হয়, তারা সেখানে ফিরে যায়। সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন

না করে এবং নিজেদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।"[৩৭২]
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: ٣٦]

অর্থ: "আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৩৭৩]

وَالْمَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ

(চতুর্থ স্তর: দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরয)

قِتَالُ جَمِيْعِ الْكُفَّارِ عَلَىْ اخْتِلَافِ أَدْيَانِهِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ ابْتِدَاءً، وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُوْا بِقِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يُسْلِمُوْا أَوْ يَدْفَعُوْا الْجِزْيَةَ،

এই স্তরে এসে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা ফরজ করা হয়। যেখানেই কাফির বিজয়ী থাকবে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করতে হবে। চাই তারা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করুক বা না করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে অথবা জিযিয়া কর দিয়ে মুসলিম শাসনের আনুগত্য মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।
এই জিহাদের উদ্দেশ্য হবেঃ

كَسْرًا لِشَوْكَةِ الْكُفْرِ، وَإِعْزَازًا لِلدِّيْنِ، وإعلاءً لِكَلِمَةِ اللهِ.

কাফিরদের শক্তি, অহংকার ও গৌরবকে চূর্ণ করে দেওয়া, আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা করা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ত ও তাওহীদের বাণী সমুন্নত করা। এখন থেকে শুধু আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ নয় বরং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যই যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[৩৭২] সুরা নিসা ৪:৯০,৯১।
[৩৭৩] সুরা তাওবা ৯:৩৬।

وَبَدَأَتْ هَذه الْمَرْحَلَةُ بَعْدَ انْقَضَاء أَرْبَعَة أَشْهُرٍ منْ حَجِّ الْعَامِ التَّاسعِ الَّذِىْ تَرْأَسُــهُ أَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ وَقَعَ إِعْلَانُ هَذه الْمَرْحَلَة فِىْ ذَلــكَ الْحَــجِّ بلسَانِ سَيِّدنَا عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مُفَصِّلًا فِىْ سُوْرَة التَّوْبَة،

এই স্তরের সূচনা হয় নবম হিজরীর হজ্বের পর চার মাস অতিক্রম করার পর। এই হজ্বে আবু বকর সিদ্দীককে (রা:) আমিরুল হজ্ব করা হয়েছিল। এবং আলীকে (রা:) পাঠানো হয় এই ঘোষণা দেয়ার জন্য। যেমনটি সুরা তাওবার শুরুতে ইরশাদ হচ্ছে;

{بَرَاءَةٌ منَ اللَّه وَرَسُوله إِلَى الَّذينَ عَاهَدْتُمْ منَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانٌ منَ اللَّه وَرَسُوله إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ منَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ منَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [التوبة: ١ – ٥]

অর্থ: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে সে সব লোকের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থকারী। আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী

করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ক্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁত পেতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[৩৭৪]

এই একই সূরায় আরও ইরশাদ করা হয়ঃ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

অর্থ: “তোমরা যুদ্ধ কর ঐসকল লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।”[৩৭৫]

এ ছাড়া সূরায় আনফালে ইরশাদ হচ্ছেঃ

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه)

অর্থ: “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।”[৩৭৬]

এই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হল যে, জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক নয় বরং যেখানেই কুফ্র ও শির্ক বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ত ও মানুষের তৈরী করা আইন-বিধান চলবে এবং বহু রব ও বহু ইলাহের আনুগত্য করবে সেখানেই হামলা করতে হবে। এটাই সর্বশেষ

---

[৩৭৪] সুরা তাওবা ৯:১-৫।
[৩৭৫] তাওবা ৯:২৯।
[৩৭৬] আনফাল ৮:৩৯।

বিধান এবং এটাই চুড়ান্ত। এবং এর মাধ্যমেই দ্বীনে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো এই পরিপূর্ণ দ্বীনকে মেনে নেওয়া। প্রথম স্তরের ক্ষমার আয়াতগুলো অথবা দ্বিতীয় স্তরের অনুমতির আয়াতগুলো আর তৃতীয় স্তরের আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জনতাকে ধোঁকা না দিয়ে সর্বশেষ স্তরের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, কাফের-মুশরিকদের শক্তি ও বিজয়কে চুরমার করে দেওয়ার জন্য জিহাদের প্রতি মুসলিম জনতাকে উদ্বুদ্ধ করাই একজন পূর্ণ মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

একটি উদাহরণ: জিহাদ ফরয হওয়ার এই ধারাবাহিক স্তরসমূহকে মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতার সাথে তুলনা করতে পারি। আমরা সকলেই জানি যে, ইসলামে মদ পান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কিন্তু এই হারাম কি প্রথম দিনই ঘোষণা করা হয়েছিল? না, বরং মদ হারাম হয়েছে তিনটি স্তর অতিক্রম করে চতুর্থ স্তরে এসে। যা বিভিন্ন হাদীস ও তাফসীরের বহু কিতাবে বর্ণিত রয়েছে:

প্রথম স্তর: মদ তৈরী করা বৈধ

رُوِيَ أَنَّهُ نَزَلَ بِمَكَّةَ قَوْلُهُ تَعَالَىْ: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} فَأَخَذَ الْمُسْلِمُوْنَ يَشْرَبُوْنَهَا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَمُعَاذاً ونفراً مِنَ الصَّحَابَةِ قَالُوْا: أَفْتِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي الْخَمْرِ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ مُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَشَرِبَهَا قَوْمٌ وَتَرَكَهَا آخَرُوْنَ. ثُمَّ دَعَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَاساً مِنْهُمْ فَشَرِبُوْا وَسَكَرُوْا، فَأَمَّ أَحَدُهُمْ فَقَرَأَ:{قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون} فَنَزَلَتْ {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سُكَارَىْ} فَقَلَّ مَنْ يَشْرَبُهَا، ثُمَّ دَعَا عُتْبَانُ بْنُ مَالِك سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِيْ نَفَرٍ فَلَمَّا سَكَرُوْا افْتَخَرُوْا وَتَنَاشَدُوْا ، فَأَنْشَدَ سَعْدٌ شِعْراً فِيْهِ هِجَاءُ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ أَنْصَارِيٌّ بِلُحَى بَعِيْرٍ فَشَجَّهُ ، فَشَكَا إِلَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شافياً فَنَزَلَتْ { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ } إِلَىْ قَوْلِهِ : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } فَقَالَ عُمَرُ : اِنْتَهَيْنَا يَا رَبُّ

অর্থ: "বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মক্কায় নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়: "আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক[৩৭৭] ও উত্তম রিয্ক গ্রহণ কর।"[৩৭৮] তখন মুসলিমরা মদ পান করতে লাগল। অতঃপর উমর ও মুআ'য (রা:) সহ সাহাবায়ে কিরামদের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নিকট আবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমাদেরকে মদের ব্যাপারে ফয়সালা দিন। কেননা তা মানুষের জ্ঞান ও মাল বিনষ্ট করে। এরপর সুরা বাক্বারার নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

দ্বিতীয় স্তর: মদপানে অনুৎসাহিত করা

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: ٢١٩]

অর্থ: "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়।"[৩৭৯]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু মুসলিমরা মদ পান করা ছেড়ে দিলেন আর কিছু লোক মদ পান অব্যাহত রাখল।

এই আয়াতে মদকে হারাম করা হয় নাই তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী বলে মদ পান থেকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামগণ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে মদের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করতে লাগলেন। এর মধ্যে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) নামক একজন সাহাবী কতিপয় সাহাবীদেরকে খাবারের দাওয়াত দিলেন তারা খাবার শেষে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলেন। তাদের মধ্যে একজন ইমামতি করতে গিয়ে সুরা কাফিরুন পাঠ করলেন কিন্তু তিনি সূরা ক্বাফিরুনের যেসব জায়গাতে لا "লা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব জায়গাতে لا "লা" শব্দটি বাদ দিয়ে পড়লেন। যাতে করে সুরা কাফিরূনের অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এরপরে আল্লাহ (সুব:) এই বিষয়ে সুরা নিসার নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

---

[৩৭৭] ইমাম তাবারী বলেন, আয়াতটি মাদক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

[৩৭৮] সুরা নাহাল ১৬:৬৭।

[৩৭৯] সুরা বাক্বারা ২:২১৯।

তৃতীয় স্তরঃ নেশা অবস্থায় সালাতের কাছে যাওয়া নিষেধ করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: ٤٣]

অর্থঃ "হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল।"[৩৮০]

এই আয়াতের মাধ্যমে মদ পান করে সালাতের ধারে কাছেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে মদপানকারীদের সংখ্যা আরো অনেক কমে গেল। কারণ তারা চিন্তা করলেন যেই জিনিস পান করে সালাতের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না, সেটি অবশ্যই খারাপ জিনিস। কিন্তু যেহেতু এখনো মদ হারাম করা হয় নাই তাই কিছু লোক মদ্যপান অব্যাহত রাখল। এরপরে ইতবান ইবনে মালেক নামক একজন আনসারী সাহাবী সাআ'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস সহ কিছু সাহাবীদের দাওয়াত দিলেন। খাওয়া-দওয়া শেষে যথারীতি মদপানের আসর বসল এবং সেখানে গোত্রীয় গৌরব মাখা কবিতার আসর শুরু হল। সাআ'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা:) নেশাবস্থায় এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের চরমভাবে "হিজু" (দুর্নাম) করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে 'ইতবান ইবনে মালেক একটি উটের মাড়ির হাড্ডি তুলে সা'আদের উপর নিক্ষেপ করেন। এতে তিনি মাথায় আঘাত পান। অত:পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে উপস্থাপন করা হলে উমর (রা:) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: **اَللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شافِياً** "হে আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত স্পষ্ট বিধান বর্ণনা করুন।" এরপরই আল্লাহ (সুব:) মদের ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধান হিসাবে সুরা মায়িদার নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

চতুর্থ স্তরঃ মদ পান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

---

[৩৮০] সুরা নিসা ৪:৪৩।

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } [المائدة: ٩٠، ٩١]

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাঁধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?"[৩৮১]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেনঃ انْتَهَيْنَا يَا رَبِّ "হ্যাঁ আমরা বিরত হলাম হে আমাদের রব।"[৩৮২]

এখানে স্পষ্ট হল যে, মদ হারাম হওয়া ব্যাপারে উপরোক্ত ধারাগুলো অতিক্রম করে আস্তে আস্তে বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু পবিত্র কুরআনে মদ সম্পর্কে সব আয়াত গুলোই আছে। তাই বলেকি কেউ প্রথম স্তরের, দ্বিতীয় স্তরের বা তৃতীয় স্তরের আয়াতগুলোর কারণে বর্তমানে মদকে হালাল বলবে? না, অবশ্যই বলবে না বরং তারা সর্বশেষ ও চুড়ান্ত নির্দেশ অর্থাৎ মদ হারাম হওয়াকেই মেনে নিবে। ঠিক তেমনিভাবে প্রথম দিকে জিহাদের অনুমতি ছিল না। তারপর শুধু অনুমতি দেয়া হয়, ফরয করা হয় নাই। তারপর ফরয করা হয়েছে তবে শুধু আত্মরক্ষামূলক। তারপর চুড়ান্ত ও সর্বশেষ হুকুম নাযিল হয় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এক্ষেত্রে কি আমরা সর্বশেষ এবং চুড়ান্ত বিধানটি মেনে নিব? নাকি আগের গুলো নিয়ে থাকব? যারা সত্যিকার অর্থে মু'মিন, কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল তারা সর্বশেষ বিধানটিই মানবে। আর যাদের মনের মধ্যে মুনাফিক্বী আছে তারাই কেবলমাত্র জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন অজুহাত তালাশ করবে এবং টালবাহানা করবে।

জিহাদ ফরজ হওয়ার এই ধারাবাহিক স্তর সমূহ সম্পর্কে পূর্বেকার অনেক উলামায়ে কিরামও তাদের কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

---

[৩৮১] সুরা মায়িদা ৫:৯০-৯১।

[৩৮২] তাফসীরে বায়যাওয়ী- সুরা বাক্বারার ২১৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেনঃ

وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيْمَا يُثَبِّتُهُ به إِذَا ضَاقَ مِنْ أَذَاهُمْ:

যখন কাফিরদের জুলুম-অত্যাচারে মুসলিমগণ অতিষ্ট হয়ে পড়লো তখন আল্লাহ (সুব:)তাদেরকে প্রথমে ধৈর্যধারণ করা ও অটল থাকার নির্দেশ দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ـــ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ـــ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (سورة الحجر، ١٥: ٩٧-٩٨)

অর্থ: "আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। অতএব আপনি আপনার রবের প্রশংসা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। আর মৃত্যু না আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদত করুন।"[৩৮৩]

ইমাম শাফেয়ী তাঁর রচিত আহকামূল কুরআনে উল্লেখ করেন:

ففرض عليه إبلاغهم وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم، وأبان ذلك في غير أية من كتابه.... ثم أذن الله عزوجل لهم بالجهاد.....

অর্থ: (প্রথম পর্যায়ে) আল্লাহ (সুব:) তাঁর রাসুলের (সা:) প্রতি ফরয করেছেন মানুষের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর ইবাদত করার জন্য। যুদ্ধ ফরয করেন নাই। যা কুরআনের বহু আয়তে উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর (দ্বিতীয় পর্যায়ে) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন। অত:পর যুদ্ধ করাকে ফরয করলেন যদি আগে কাফেররা তাদের উপর আক্রমন করে। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন: (**أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ**...) "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে .....।" এবং তাদের জন্য যুদ্ধ করাকে বৈধ করেছেন এর অর্থ হচ্ছে যা আল্লাহ (সুব:) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিঁনি বলেন: (**وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْن يُقَاتِلُونكُم**...) "আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের সাথে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে।" অতঃপর হিজরতের কিছুদিন পরে আল্লাহ (সুব:) তাঁর রাসুলের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহে একদল মানুষ তাঁর আনুগত্য করলো

[৩৮৩] হিজর ১৫:৯৭-৯৮।

ফলে আল্লাহর সাহায্যে এই লোকগুলোর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরী হয় যা ইতিপূর্বে ছিল না। এরপর আল্লাহ (সুব:) তাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয করেছেন যদিও পূর্বে শুধুমাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ (সুব:) এই ব্যাপারে বলেন:

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢١٦]

অর্থ: তোমাদের উপর যুদ্ধ করাকে ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (সুরা বাক্বারা: ২১৬)[৩৮৪]

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (রহ.) 'মাবসুত' কিতাবের ১০ম খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায় বলেনঃ

وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَأمُوْرًا فِي الْاِبْتِدَاءِ بِالْصَفْحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ....

অর্থ: "প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা:) আদিষ্ট ছিলেন মুশরিকদের ক্ষমা করার এবং তাদের সাথে ভালো আচরন করার এবং তাদের থেকে বিমুখ থাকার। এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) বলেন, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাও।"[৩৮৫] আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন: وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ "আর আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।"[৩৮৬] অত:পর আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধের অনুমতি দিলেন যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর প্রথমে আক্রমন হবে তখন। আল্লাহ (সুব:) বলেন: (أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ...) "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে .....।" অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দিলেন প্রতিহত করার জন্য। আল্লাহ (সুব:) বলেন: فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ "যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের হত্যা কর।"[৩৮৭] আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا "আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে

---

[৩৮৪] আহকামূল কুরআন লিশ্‌শা'ফী ২/৯-১৯।
[৩৮৫] সুরা হিজর ১৫:৮৫।
[৩৮৬] সুরা হিজর ১৫:৯৪।
[৩৮৭] সুরা বাক্বারা ২:১৯১।

পড়"[৩৮৮] অতঃপর সর্বশেষ মুসলিমদেরকে কফেরদের উপর আক্রমন করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ আক্রমনাত্মক জিহাদের নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ (সুব:) বলেন: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [الأنفال: ৩৯] **অর্থ:** "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় .....।"[৩৮৯] আল্লাহ (সুব:) আরো ইরশাদ করেন: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ অর্থ: "তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে পাও।"[৩৯০] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ... অর্থ: "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়; অতঃপর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট।।"[৩৯১]

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) 'আল জওয়াবুস ছহীহ লি মান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ' কিতাবের **১**ম খন্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় বলেনঃ

فَكَانَ النَّبِيُّ (صـــ) فِيْ أَوَّلِ الْأَمْرِ مَأْمُوْراً أَنْ يُجَاهِدَ بِالْكَفِّ عَنْ قِتَـــالِهِمْ لِعَجْـــزِهِ وَعَجْزِ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.....،

অর্থ: প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা:) আদিষ্ট ছিলেন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার, মুসলিমরা দুর্বল হওয়ার কারণে। যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন তাদের কিছু সাহায্যকারী হল, তখন আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি

[৩৮৮] সুরা আনফাল ৮:৬১।
[৩৮৯] সুরা আনফাল ৮:৩৯।
[৩৯০] সুরা তাওবা ৯:৫।
[৩৯১] বুখারী হাঃ-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হাঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হাঃ ৩৩৪১,নাসাঈ হাঃ ২৪৪৩,৩০৯০,৩০৯১–৩০৯৫, আবু দাউদ হাঃ-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হাঃ ৭১,৭২,৩৯২৭–৩৯২৯ আহমাদ, আল-বায়হাকী। ইবন হিব্বান, আল দারকুতনী, এবং ইমাম মালিক।

পেল তখন তাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয করলেন। কিন্তু যারা তাদের উপর আক্রমন করে নাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ফরয করা হয় নাই। কেননা সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ করার শক্তি ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ (সুব:) মক্কা বিজয় দান করলেন এবং আরব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসতে লাগল। তখনই আল্লাহ (সুব:) সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সাথে নির্ধারিত সময়ের চুক্তি ছিল তারা ছাড়া।[৩৯২]

ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' কিতাবের **১**ম খন্ডের **৩৭১** ও **৩৭২** পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম 'জাদুল মা'আদ' কিতাবের **৩**য় খন্ডের **১৬০** পৃষ্ঠায় এবং আরো অনেক উলামায়ে সলফ জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখিত স্তরসমূহ বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং ধাপে-ধাপে ইসলাম যখন চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে গেছে এবং পূর্ণতা লাভ করেছে তখন এই পূর্ণাঙ্গ ইসলামকেই মানতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে বহু যুদ্ধ হয়েছে যেখানে মুসলিমরাই প্রথমে আক্রমন করেছে। আমাদের রাসূল (সা:) বহু দেশে চিঠি দিয়েছেন যার ভাষা ছিল **اَسْلِمْ تَسْلَمْ** "ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাক"।

সুলায়মান (আ:) সাবার রাণী ও তার সম্প্রদায়কে পত্র দিলেন ঃ

{ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} [النمل : ٣١]

অর্থ: "আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।"[৩৯৩]

এটা কি কোন আত্মরক্ষামূলক ছিল? রাণী কি সুলাইমান (আ:) কে কোন হুমকি দিয়েছিল? নাকি হামলা করেছিল? না! কিছুই করেনি। বরং হুদ হুদ না বলা পর্যন্ত তার সম্পর্কে সুলাইমান (আ:) কিছুই জানতেন না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে জিহাদ শুধু আত্মরক্ষার জন্যই নয়। বরং আত্মরক্ষামূলক জিহাদ ছিলো ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়। এরপর ইসলাম যখন পূর্ণতা

---

[৩৯২] আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাস সহীহ ২য় খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা।

[৩৯৩] নামল ২৭:৩১।

লাভ করল তখন নিম্ন বর্ণিত কারণে আক্রমনাত্মক জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

(ক) যেখানেই কুফুর ও শির্ক বিজয়ী রয়েছে এবং আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরী করা আইন-বিধান বলবৎ রয়েছে সেখানেই ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য হামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : ٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ সকল লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"[৩৯৪]

(খ) কাফির-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদদের কে লাঞ্চিত, অপমানিত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : ١٤ ، ١٥]

অর্থ: "যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং মুসলিমদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩৯৫]

এছাড়া আরো কিছু বিশেষ কারণে জিহাদ অব্যাহত থাকবে। যেমন:

(গ) মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ:

---

[৩৯৪] তাওবা ৯:২৯।

[৩৯৫] তাওবা ৯:১৪-১৫।

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [التوبة : ١٦]

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুসলিমদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।"[৩৯৬] আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة : ٢١٤]

অর্থ: "তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্র সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।"[৩৯৭]

(ঘ) জিহাদ করতে হবে আল্লাহর ইবাদতের ঘর, ইসলামের শি'আর (ধর্মীয় নিদর্শণ) হিফাজাত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج : ٤٠]

অর্থ: "আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন,

---

[৩৯৬] তাওবা ৯:১৬।

[৩৯৭] বাকারা ২:২১৪।

যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর।"[৩৯৮]

(ঙ) জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة : ٢٥١]

অর্থ: "আল্লাহ্ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।"[৩৯৯]

(চ) জিহাদ করার বিধান এসেছে মজলুম মানুষকে মুক্ত করার জন্য ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আরাকান এর অসহায় শিশু-নারী-পুরুষের মুক্তির জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء : ٧٥]

অর্থ: "আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা (ফরিয়াদ করে) বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।"[৪০০]

এই আহ্বান আসছে ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, আরাকান, কাশ্মীরসহ চতুর্দিক থেকে। কে দিবে সাড়া এই আহ্বানের? তোমাদেরকেই দিতে হবে। ইকবাল বলছেঃ

---

[৩৯৮] হজ্ব ২২:৪০।
[৩৯৯] বাকারা ২:২৫১।
[৪০০] নিসা ৪:৭৫।

پہر تجہےایکبار کرنی ہے جہاں کی رہبری
اٹہ خدا کے نام لیکر پہر عالم بردار بن

"ওহে যুবক! তোমাকে আরেকবার বিশ্বের নেতৃত্ব হাতে নিতে হবে, উঠ! আল্লাহর নাম নিয়ে তাওহীদি ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড় ।"

تندئے باد مخالف سے گہبرا ائے عقاب
یہ توچلتی ہے تجہے اونچا اڑانے کیلے

"শত্রুদের ঝড়-তুফান দেখে ভয় করো না। এ ঝড়-তুফানতো তোমাকে আরোও উর্ধ্বগগনে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বইছে।" (তুমি তো মহাশূন্যের বাজপাখি সমতুল্য, যার কাজ হলো ঝড়ো-হাওয়ার তালে তালে আরো উর্ধ্ব আকাশে উড়ে যাওয়া।) জনৈক কবি বলেন:

মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।

سبق پڑہ پہر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جاے گا کام تجہ سے دنیا کے امامت کا

"সত্য-ন্যায় এবং বীরত্বের পাঠ নতুন করে গ্রহণ কর, তোমাকে দিয়েই গোটা পৃথিবীর ইমামতির (নেতৃত্বের) কাজ নেওয়া হবে।"

প্রশ্ন: مَا حُكْمُ الْجِهَادِ জিহাদ এর হুকুম কি?

উত্তর: জিহাদ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ। এর অস্বীকারকারী কাফের, অবজ্ঞাকারী মুনাফেক আর অলসতাকারী ফাসেক। এ সম্পর্কীয় দলীলগুলো ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম দলীল:

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة : ٢١٦]

অর্থ: "তোমাদের উপর যুদ্ধ করাকে ফরয্ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার কোন বিষয় তোমরা

পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহই জানেন এবং তোমরা জান না।"[৪০১]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয করা হয়েছে" বাক্যটি ব্যাবহার করেছেন। যেমনিভাবে সওমের ব্যাপারে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে" বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। দু:খের বিষয় হল, এই আয়াত দ্বারা সিয়াম ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু একই ধরণেন বাক্য দিয়ে কিতাল (যুদ্ধ) ফরয হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণটি আল্লাহ (সুব:) নিজেই "অথচ এটা তোমাদের কছে অপছন্দনীয়" বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই বাক্যটি ঐ সকল লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যারা সবসময় যুদ্ধ ফরজ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। শাহাদাতের তামান্না-ই ছিল যাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) নিজেই সাক্ষি দিয়েছেন: "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা:) ঘোষনা করেছেন: 'সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ'। সেই সকল লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করে আল্লাহ (সুব:) বললেন وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ "অথচ এটা তোমাদের কছে অপছন্দনীয়"। তাহলে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পরে যারা ঈমানের দিক থেকে দূর্বল, কুরআন-সুন্নাহর ইলম থেকে অজ্ঞ, কাফের-মুশরিকদের সাথে আপোষ করে চলা যাদের মূলনীতি, নিজেদের গদি আর দলীয় পদ এবং সন্তান ও সম্পদের মায়া যাদের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় তারাতো জিহাদকে অপছন্দ করবেই। মূলত: যাদের মনের মধ্যে মুনাফিকীর রোগ আছে তারাই কেবলমাত্র জিহাদ ফরয হওয়ার বিধানকে অস্বীকার করে। যারা সত্যিকার মুমিন তারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে 'শুনলাম ও মানলাম' বলে সবসময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

[৪০১] সুরা বাক্বারা ২:২১৬।

দ্বিতীয় দলীল:

জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীস:

عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَذْهَبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ

অর্থ: "আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয় তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা বিশেষ। এর দ্বারা আল্লাহ (সুব:) তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন।"[৪০২]

তৃতীয় দলীল:

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়। অত:পর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট।।"[৪০৩]

---

[৪০২] সনদ হাসান, ইবনে হিব্বান, হাকীম, বায়হাকী, দারিমি, আহমদ, তাবরানী, হাকীম ও ইমাম যাহাবী বলেন হাদিসের সনদ সহীহ আল্লামা হায়সামী বলেন ঃ আহমাদ ও অন্যের একটি সনদ নির্ভর যোগ্য শায়খ আলবানী বলেন, হাদীসের সনদ হাসান এবং বর্ণনাকারী সকলের নির্ভরযোগ্য

[৪০৩] বুখারী হাঃ-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হাঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হাঃ ৩৩৪১, নাসাঈ হাঃ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১–৩০৯৫, আবু দাউদ হাঃ-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হাঃ ৭১,৭২, ৩৯২৭–৩৯২৯ আহমাদ, আল-বায়হাকী। ইবন হিব্বান, আল দারকুতনী, এবং ইমাম মালিক।

চতুর্থ দলীল:

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো তোমাদের সম্পদ, জান ও জবান দ্বারা।"[৪০৪]

পঞ্চম দলীল:

এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة : ٥]

অর্থ: "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪০৫]

ষষ্ঠ দলীল:

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : ٢٩]

---

[৪০৪] সুনানে আবু দাউদ হাঃ-২৫০৬, সুনানে নাসায়ী হাঃ-৩০৯৬, রিয়াদুস সলেহীন হাঃ-আহমদ হাঃ-১২২৬৮, ইবনে হিব্বান হাঃ-৪৭০৮, হাকিম হাঃ-২৪২৭, আবু ইয়ালা হাঃ-৩৮৭৫, দারিমী হাঃ-২৪৩১, বায়হাকী হাঃ-১৭৫৭৬, হাকিম এটাকে সহীহ বলেছেন মুসলিমের শর্তে।

[৪০৫] সুরা-তাওবা ৯:৫।

অর্থঃ- “তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয়।”[৪০৬]

সপ্তম দলীল:

কুরআনে আয়াত:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ [محمد:٤]

অর্থ: “অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়।”[৪০৭]

অষ্টম দলীল:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থ: “হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!।”[৪০৮]

নবম দলীল:

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا } [النساء: ٨٤]

অর্থ: “অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর।”[৪০৯]

---

[৪০৬] সুরা তওবা ৯:২৯।
[৪০৭] অর্থ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া।
[৪০৮] সুরা তাহরীম আয়াত নং ৯।
[৪০৯] সুরা নিসা ৪:৮৪।

দশম দলীল:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال : ٣٩]

অর্থ: "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়... ।"[৪১০]

একাদশ দলীল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [التوبة:١٢٣]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৪১১]

দ্বাদশ দলীল:

{فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٧٤]

অর্থ: "সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।"[৪১২]

এয়োদশ দলীল:

{فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: ٧٦]

অর্থ: "সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।"[৪১৩]

---

[৪১০] সূরা আনফাল ৮:৩৯।
[৪১১] সুরা তাওবা ৯:১২৩।
[৪১২] সুরা নিসা ৪:৭৪।
[৪১৩] সুরা নিসা ৪:৭৬।

চতুর্দশ দলীল:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: ٦٥]

অর্থ: "হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না।"[৪১৪]

পঞ্চদশ দলীল:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: "অভিযানে বাহির হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।"[৪১৫]

ষষ্ঠদশ দলীল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التوبة/٣٨، ٣٩]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরন অতি অল্প। যদি বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে

---

[৪১৪] সুরা আনফাল ৮:৬৫।

[৪১৫] সূরা তাওবাহ্ ৯:৪১।

তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"[৪১৬]

সপ্তদশ দলীল:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا [النساء/٧٥]

অর্থ: "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা (ফরিয়াদ করে) বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"[৪১৭]

অষ্টদশ দলীল:

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [التوبة : ١٦]

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।"[৪১৮]

উনিশতম দলীল:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ [آل عمران:١٤٢]

---

[৪১৬] সূরা তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯।

[৪১৭] সুরা নিসা ৪:৭৫।

[৪১৮] তাওবা ৯:১৬।

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে ।"[৪১৯]

বিশতম দলীল:

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة : ٥]

অর্থ: "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর । আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক । কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।"[৪২০]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস সমূহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হলো যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ । কোন মুমিন যিনি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (সা:) এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা:) এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন ক্রমেই জিহাদ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় ।

اَقْسَامُ الْجِهَادِ (জিহাদের প্রকারভেদ)

জিহাদ দুই প্রকার:

১. جِهَادُ الدَّفْعِ (প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ)

২. جِهَادُ الطَّلَبِ اَو الْإِبْتِدَاء (আক্রমণাত্মক জিহাদ)

'জিহাদ আদ-দাফা' হলো সেই জিহাদ যেখানে শত্রুরা আগে মুসলিমদের উপর আক্রমন করেছে অত:পর মুসলিমরা তা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করে ।

---

[৪১৯] সুরা আল ইমরান ৩:১৪২ ।

[৪২০] তাওবাহ ৯:৫ ।

আর যখন শত্রুকে তাঁড়া করে করে তারই দেশে তার সাথে যুদ্ধ করা হয় অর্থাৎ মুসলিমরা যখন শত্রুদের উপর প্রথমে আক্রমন করে তখন সেই জিহাদকে বলা হয় 'জিহাদ আত্ব-ত্বালাব' বা 'জিহাদ আল ইবতিদা'।

جِهَادُ الدَّفْعِ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের দলীল ঃ

প্রথম দলীল:

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة : ١٩٠]

অর্থ: "যারা তোমাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর..।"[৪২১] এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ঐ সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় দলীল:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال : ١٥]

অর্থ: "হে ঈমানদারগন! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরন করবে না।"[৪২২] এ আয়াতে যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মুখোমুখি হলে পালাতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই সেটা নিজেদের আক্রমন করার কারণে হোক অথবা কাফেরদের আক্রমনের কারণেই হোক। যেভাবেই হোক যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো যাবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

---

[৪২১] বাকারা ২:১৯০।

[৪২২] আনফাল ৮:১৫।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! সেগুলো কি? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষন করা, যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধবী, মুমিন নারীদেরকে প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।"[৪২৩] এই হাদীসে স্পষ্ট হলো যে, গুনাহে কাবীরার মধ্যে সাতটি গুনাহকে 'আকবারুল কাবায়ের' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো যুদ্ধের ময়দান হতে পালানো। এর দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরজ হিসাবে প্রমানিত হলো।

তৃতীয় দলীল:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة : ١٩٤]

অর্থ: "বস্তূত: যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর।"[৪২৪]

এখানে সে জিহাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে সীমালংঘনকারী শত্রুকে আক্রমন করা হয় যে প্রথমে মুসলিমদের উপর আক্রমন করেছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন:

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان

অর্থ: "আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ হলো সবচেয়ে জরুরী যাতে আগ্রাসী শক্তিকে মুসলিমদের পবিত্র স্থান ও দ্বীন থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হলো- আগ্রাসী শত্রু যে এই দ্বীন ও জীবনকে কলুষিত করে তাকে প্রতিহত করা।

---

[৪২৩] সহীহ বুখারী ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম ২৭২; সুনানে আবু দাউদ ২৮৭৬; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৬৭৩।

[৪২৪] বাকারা ২:১৯৪।

এক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই। বরং একে যে কোন উপায়ে প্রতিহত করতে হবে।”[৪২৫]

চতুর্থ দলীল:

{فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} [البقرة : ١٩١]

অর্থ: “যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের হত্যা কর। আর কাফেরদের প্রতিদান এরূপই হয়ে থাকে।”[৪২৬]

পঞ্চম দলীল:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার দ্বীন রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ।”[৪২৭] অর্থাৎ কেউ যদি কারো জান, মাল অথবা দ্বীন ধ্বংস করতে চায় আর সে তা প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হয় তাহলে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ প্রমানিত হলো।

جِهَادُ الطَّلَبِ আক্রমণাত্মক জিহাদের দলীল ঃ

প্রথম দলীল:

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة : ٥]

---

[৪২৫] আল ইখতিয়ারাতুল ই'লমিয়্যাহ, ১ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা; মাজমূ'উল ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়া ২৮নং খন্ড, ৩৫৭ নং পৃষ্ঠা।

[৪২৬] সুরা বাক্বারা ২:১৯১।

[৪২৭] মুসনাদে আহমাদ ১৬৫২; আবু দাউদ ৪৭৭২; তিরমিযী ১৪২১; নাসাঈ ৪০৯৫; আবু ইয়ালা ৯৪৯; বায়হাকী ৫৮৫৮; জামেউল আহাদীস ২৩৩১৫; মারেফাতুস সাহবা ৩৯১২; জামেউল উসুল ১২৪৬; আবি আওয়ানাহ ৯৯; মুসনাদে বাজ্জার ১২০৭; মুসতাদরাকে হাকিম ৬৬৯৭; সহীহ আল জামিআ আল সাগীর আলবানী ৬৩২১।

অর্থ: "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪২৮]

দ্বিতীয় দলীল:

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : ٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"[৪২৯]

মহিমাময় ও সুমহান আল্লাহ (সুব:) তাদের খুঁজে খুঁজে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলেছেনঃ তাদেরকে অবরোধ করতে বলেছেন। আর এই আয়াতগুলো জিহাদের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত। আর এগুলো 'মানসুখ' (বাতিল) করা হয়নি। আল্লাহর রাসূল (সা:) তাঁর সাহাবাগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ এই আয়াতসমূহ অনুসরণ করেছেন যতক্ষন না আল্লাহ এই দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেনঃ "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে (ক্বিতাল) করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয়, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' এবং সালাত কায়েম করে এবং গরীবদের পাওনা দিয়ে দেয় (যাকাত)। অতঃপর তারা যদি এটি করে, তবে তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ করে নিল; ইসলামের (শরীয়াতের) দাবী ব্যতীত যা আল্লাহ (সুব:) থেকে

---

[৪২৮] তাওবাহ ৯:৫।

[৪২৯] তাওবাহ ৯:২৯।

নির্ধারিত। আর তাদের হিসাব সুমহান আল্লাহর সাথে।" (বুখারী, মুসলিম, ওমর (রা:) হতে বর্ণিত)

মুসলিমে বর্ণিত বুরাইদা (রা:)-এর হাদীস, "রাসূলুল্লাহ (সা:) যখনই কোন বাহিনী বা প্লাটুনের (বাহিনীর অংশ) জন্য একজন আমীর নিয়োগ করতেন, তিনি তাকে একান্তভাবে উপদেশ দিতেন, আল্লাহকে ভয় করার এবং তার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা থাকতো তাদেরকে উত্তম (উপদেশ) দিতেন। তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। যুদ্ধ কর কিন্তু আত্মসাৎ (গণীমত) করো না। আর বিশ্বাসঘাতকতা করোনা এবং মুশরিকদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করো না (লাশ বিকৃতকরণ) এবং শিশুদের হত্যা করোনা। আর তোমরা যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখী হও, তবে তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে ডাকবে....।"

এসব দলীল ও ইতিপূর্বে জিহাদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখিত বিশটি দলীল স্পষ্টভাবে সেই জিহাদের কথাই বলে, যেখানে শত্রুর উদ্দেশ্যে বের হয়ে তার দেশে তার সাথে যুদ্ধ করা হয়। আর এটাই হলো 'জিহাদ আত-তালাব'।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যা বলতে চাই তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কেউ যদি বলে "জিহাদ আত-তালাব" ইসলামের অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে সে উপরের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করলো।

প্রশ্ন: مَا مَعْنَيْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَالْعَيْنِ ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন কি?

উত্তর:

اَلْوَاجِبُ الْعَيْنِيُّ (فَرْضُ الْعَيْنِ): وَهُوْ مَاطَلَبَ الْشَارِعُ فِعْلَهُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْــرَادِ الْمُكَلَّفِيْنَ، وَلَاْ يُجْزِئُ قِيَامُ مُكَلَّفٍ بِهِ عَنْ آخَرَ. كَالصَّلَاْةِ وَالزَّكَاةِ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَاجْتِنَابِ الْحَرَامِ.

اَلْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ (فَرْضُ الْكِفَايَةِ): وَهُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَــهُ مِــنْ مَجْمُــوْعِ الْمُكَلَّفِيْنَ، لَاْ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ، بِحَيْثُ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْمُكَلَّفِيْنَ بِمَا يَكْفِيْ فَقَــدْ أُدِّىَ الْوَاجِبُ وَسَقَطَ الْإِثْمُ وَالْحَرْجُ عَنِ الْبَاقِيْنَ، وَالْفَضْلُ وَ الثَّوَابُ فِيْهِ لِمَنْ قَــامَ

بِهٖ. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ بَعْضُ الْمُكَلَّفِيْنَ بِمَا يَكْفِيْ أَثِمُوْا جَمِيْعًا بِإِهْمَالِهِمْ هَذَا الْوَاجِبَ. كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

অর্থ: "ফরযে আইন হল এমন ফরয যা প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদাভাবে আদায় করা ফরয। অন্য কেহ আদায় করলে চলবে না। যেমনঃ সালাত, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো যার উপর ফরয তাকেই আদায় করতে হবে। অনুরূপ হারাম কাজগুলো বর্জন করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক।

ফরযে কিফায়া ঐ ফরযকে বলে যা প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক আদায় করলেই সকলের পক্ষ হতে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কেহ গুনাহগার হবে না। অবশ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে কেবলমাত্র তারাই যারা আমল করবে। আর যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক কাজটি আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন:- সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা, জানাজার সালাত ইত্যাদি।"[৪৩০]

প্রশ্ন: জিহাদ কখন ফরযে আইন হয় ও কখন ফরযে কিফায়া হয়?

উত্তর: স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া। তবে চার অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

১. إِذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ.

(১) যখন কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমনের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে।

২. إِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ وَتَقَابَلَ الزَّحْفَانِ.

(২) যখন দু'টি বাহিনী (কাফের এবং মুসলিম বাহিনী) যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং একে অপরকে যুদ্ধের আহ্বান করতে শুরু করে।

৩. إِذَا اسْتَنْفَرَ الْإِمَامُ أَفْرَادًا أَوْ قَوْمًا وَجَبَ عَلَيْهِمُ النَّفِيْرُ.

(৩) যখন খলিফা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট গোত্রকে জিহাদের আহ্বান জানায় তখন ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোত্রকে অবশ্যই যুদ্ধে বেরিয়ে পড়তে হবে।

---

[৪৩০] জামে' ফি ত্বালাবিল ইলমিশ্ শরীফ পৃ:-৫২।

٤. إِذَا أَسرَ الْكُفَّارُ مَجْمُوْعَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

(৪) যখন কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছুলোককে বন্দী করে নিয়ে যায়। তখন তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে যায়।

فَفِيْ هَذه الْحَالَة اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَفُقَهَاءُ الْمَذَاهِب الْأَرْبَعَة وَالْمُحَدِّثُوْنَ وَالْمُفَسِّرُوْنَ فِيْ جَمِيْعِ الْعُصُوْرِ الْإِسْلَامِيَّة إِطْلَاقًا أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ هَذه الْحَالَة يُصْبِحُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى أَهْلِ هَذه الْبَلْدَة الَّتِيْ هَاجَمَهَا الْكُفَّارُ وَعَلَي مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ.....

অর্থ: "যদি কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে তাহলে সলফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলেমগণ (মালেকী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দীসগণ এবং মুফাস্সীরগণ এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্বকালের, সর্বমতের আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে আ'ইন হয়ে যায়। ফরযে আ'ইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফেররা আক্রমন করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফলতির কারণে কাফেরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না পারে তখন এই ফর্‌দ আ'ইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে, যদি তারাও সক্ষম না হয় তাহলে তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘটতি থাকে তাহলে পরবর্তীতে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে; যতক্ষন পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরযে আ'ইন হয়ে যাবে।"[৪৩১]

এই বিষয়ের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন,

[৪৩১] আদ্দিফা' আ'ন আ'রাদিল মুসলিমীন পৃ:২৭।

أَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنِ الْحُرْمَةِ وَالدِّيْنِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًــا.. الخ

অর্থ: "প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদেরকে পার্থিব জান-মাল ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই যেমন: জিহাদ করার সামান অথবা বাহন নেই ইত্যাদির অজুহাত দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলেমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।"[৪৩২]

আমরা এখন এ ব্যাপারে চার মাযহাবের মতামত দেখবো যারা সবাই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। মাযহাব গুলোর মতামত:

হানাফি মাযহাব: ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) বলেছেন, "যদি শত্রুরা মুসলিমদের সীমানায় আক্রমন চালায় এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফরযে আ'ইন হয়ে যায় এবং এই ফরযে আ'ইন হয় তাদের উপর যারা ঐ আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করছে। যদি নিকটবর্তীদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের জন্য এটি ফরযে কিফায়া । আর যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের নিকটবর্তী যারা আছে তাদের উপর এটি ফরযে 'আইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হতে পারে যে, নিকটবর্তী এলাকার মুসলিমদের প্রচেষ্টায় শত্রুরা প্রতিহত হচ্ছে না অথবা তারা অলসতায় বসে আছে কিংবা জিহাদ করছে না। তাহলে এটি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের উপর ফারযে 'আইন হয়ে যাবে; ঠিক যে রকমভাবে তাদের উপর সালাত ও সিয়াম ফরয। এই হুকুমকে পরিত্যাগ করার কোনই সুযোগই তাদের থাকবে না। যদি তারাও অক্ষম হয়ে পরে তাহলে এটি ফরযে 'আইন হবে

[৪৩২] আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ: ১/২৭০, আল ফাতওয়াল কুবরা লি ইবনে তাইমিয়াহ: ৫/৫৩৬।
[৪৩৩] আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ ১ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা।

তাদের নিকটবর্তীদের উপর এবং এই পদ্ধতি অব্যহত থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো মুসলিম উম্মাহের উপর ফরযে আ'ইন হয়ে যায় (মোটকথা ঐ আক্রান্ত অঞ্চল যে কোন মূল্যে কাফেরদের থেকে মুক্ত করতে হবে।)"[৪৩৪]

আল কাসানি[৪৩৫], ইবনে নুজাইম[৪৩৬], ইবনুল হুমাম[৪৩৭] এর পক্ষ থেকেও ঠিক একই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে।

মালেকী ফিক্হ: 'হাশিয়া আদ দুসূক্বী'তে বলা হয়েছে যে, "জিহাদ ফরযে আ'ইন হয় তখন যখন শত্রুপক্ষ হতে আকস্মিক আক্রমন করা হয়।" দুসূক্বী আরো বলেন,

(وَبِتَعْيِيْنِ الْاِمَامِ) أَيْ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَيَّنَهُ الْاِمَامُ لِلْجِهَادِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا مُطِيْقًا لِلْقِتَالِ أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ مَدِيْنًا وَيَخْرُجُوْنَ وَلَوْ مَنَعَهُمُ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ وَرَبُّ الدَّيْنِ

অর্থ: "এবং জিহাদ ফরদুল্ 'আইন হয় ইমামের নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ ইমাম যদি কাউকে জিহাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে হুকুম দেয় তখন তার উপর জিহাদ ফরদুল্ 'আইন হয়ে যায়। এমনকি যুদ্ধ করতে সক্ষম শিশু, মহিলা, দাস-দাসী, সন্তান ও ঋণগ্রস্থব্যক্তির উপরও ফরজ হয়ে যায়। যদিও তারা তাদের অভিভাবক, স্বামী, মনিব অথবা ঋণদাতার পক্ষ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।"[৪৩৮]

শাফেঈ মাযহাব: আল্লামা রামলী (রহ:) লিখিত 'নিহায়াতুল মুহতাজ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,

فَإِنْ دَخَلُوا بَلْدَةً لَنا أَوْ صَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَنَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَلْزَمُ أَهْلَهَا الدَّفْعُ حَتَّى عَلَى مَنْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ مِنْ فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ بِلَا إِذْنٍ

---

[৪৩৪] রদ্দুল মুহতার: পৃ: ৩/২৩৮।
[৪৩৫] আল-কাসানি, আবু বকর বিন মাসুদ, আল বাদায়ে' আস সানায়ে' ৭/৭২।
[৪৩৬] ইবনে নুজাইম, ইব্রাহীম আল-মিসরী আল-হানাফী, আল বাহরুর রায়েক্ব ৫/১৯১।
[৪৩৭] কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল ক্বাদির ৫/১৯১।
[৪৩৮] হাশিয়াত আদ্ দুস্সুকি ৬/২৮০।

অর্থ: "যদি তারা (কাফিররা) আমাদের ভুমিতে আক্রমন চালায় এবং ঐ এলাকার মুসলিম ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব সফর পরিমানের চেয়ে কম হয়। তাহলে ঐ ভূমিকে আগ্রাসীদের থেকে রক্ষা করা ফরযে আ'ইন হয়ে যায় এমনকি এটি তাদের উপরেও ফারযে আ'ইন হয়ে যায়, যাদের উপরে কোন জিহাদ নেই। যেমন: ফকির, (যুদ্ধে সক্ষম) শিশু, ঋণগ্রস্ত, দাস-দাসী, মহিলা যে যুদ্ধের শক্তি রাখে তারা তাদের উপরস্থ ব্যক্তিদের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরবে।"[৪৩৯]

হাম্বলী মাযহাব: ইমাম ইবনে কুদামাহ তার লিখিত কিতাব 'আল-মুগনি'তে[৪৪০] উল্লেখ করেছেন:

فصل : ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع :

احدها : إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا } وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله }

الثاني : إذا نزل الكفر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم

الثالث : إذا استنفر الامام قوما لزمهم النفي معه لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } الآية والتي بعدها وقال النبي صلى الله عليه و سلم : [إذا استنفرتم فانفروا]

অর্থ: "জিহাদ তিনটি অবস্থায় ফরযে আ'ইন হয়ে যায়:

১. যদি উভয় পক্ষ যুদ্ধে মিলিত হয় এবং একে অপরের মুখোমুখি হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও।"[৪৪১] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: "হে

---
[৪৩৯] নিহায়াতুল মুহতাজ ২৬ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।
[৪৪০] আল-মুগনি ১০/৩৬১।
[৪৪১] সুরা আনফাল ৮:৪৫।

মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসবে তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার (যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো) আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৪৪২]

২. যদি কাফেররা কোন মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আ'ইন হয়।

৩. যদি ইমাম অথবা খলিফা মুসলিমদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দেন, তখন তাদের উপর এটি ফরযে 'আইন হয়ে যায়।" পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়?"[৪৪৩]

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন:

وَإِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْـأَقْرَبِ إِذْ بِلَادُ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إِلَيْهِ بِلَا إِذْنِ وَالِدٍ وَلَـا غَرِيمٍ ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ صَرِيحَةٌ بِهَذَا

অর্থ: "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কোন শত্রু মুসলিম ভুমিতে প্রবেশ করে তবে ঐ ভূমির নিকটবর্তীদের, তারা অক্ষম হলে তাদের নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরযে আ'ইন হয়ে যায়। কারণ, মুসলিমদের ভূমিসমূহ হল একটি ভূমি সমতুল্য। তাই এ ক্ষেত্রে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি ব্যতীতই অগ্রসর হওয়া ফরয। এবং এই ব্যাপারে ইমাম আহমদের বর্ণনাগুলো স্পষ্ট।"[৪৪৪]

এই পরিস্থিতিটি 'নফীরে আম' বা ব্যাপক অভিযান নামে পরিচিত। ব্যাপক অভিযানের দলিল সমূহ এবং এর সমর্থনঃ

---

[৪৪২] সুরা আনফাল ৮:১৫-১৬।

[৪৪৩] সুরা তাওবা ৯:৩৮।

[৪৪৪] আল ফাতাওয়াল কুবরা ৮/ ৪০০।

প্রথম দলীলঃ আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ "অভিযানে বাহির হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।"[৪৪৫]

যারা সম্মুখ অভিযানে বের না হবে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং অন্য জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন যারা ইসলামের সত্যিকার বাহক হবে। এ রকম একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

{إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة : ٣٩]

অর্থঃ "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৪৪৬]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছির (রহঃ) বলেছেন, "আল্লাহ (সুবঃ) আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাথে তাবুক যুদ্ধে শত্রুদের (যারা রোমের আহলে কিতাব ছিল) সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযানে বের হয়ে পরে।"

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ্ বুখারী শরীফের 'সম্মুখ অভিযানের শর্ত ও জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং এর জন্য নিয়ত' নামক অধ্যায়ে এই আয়াতটিকে (সূরা তাওবাহঃ ৩৯) উল্লেখ করেছেন। তাবুকের যুদ্ধে এই আদেশ ছিল সর্ব সাধারনের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক। কেননা মুসলিমরা জানতে পেরেছিল যে, রোমানরা আরব উপদ্বীপের সীমানাগুলোতে জমা হচ্ছে এবং তারা মদীনা আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের একত্রিত

[৪৪৫] সূরা তাওবাহ্ ৯:৪১।
[৪৪৬] সূরা তাওবাহ ৯:৩৯।

হওয়ার সংবাদ শোনার সাথে সাথেই মুসলিমদের যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। তাহলে বর্তমানে কি করা উচিত যখন কাফেররা মুসলিমদের ভুমির ভিতরে প্রবেশ করেছে। এই মূহুর্তে সম্মুখে অভিযান চালানো কি আরো বেশি অগ্রাধিকার পায় না? আবু তালহা (রা:) এই আয়াতটি সম্পর্কে (সূরা তাওবাহ্ঃ ৩৯) বলেন আল্লাহ (সুবঃ) কুরআনে, "...হালকা অথবা ভারী..." দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, "বৃদ্ধ হোক অথবা যুবক হোক কারও অযুহাত শুনবেন না।"[৪৪৭]

হাসান-আল-বসরী (রহঃ) বলেন, "কঠিন অথবা সহজ অবস্থায়।"

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, "যদি শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমন করার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন আক্রান্ত মুসলিমদের উপর ঐ সকল শত্রুদেরকে বহিস্কার করা ফরজ হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে, যে সকল মুসলিমরা আক্রান্ত হয়নি তাদের উপরও আক্রান্ত এলাকায় যুদ্ধ করা ফরয। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

{ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ } [الأنفال : ٧٢]

অর্থঃ "আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থণা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।"[৪৪৮]

এজন্যই রাসূল (সা:) আদেশ দিয়েছেন, মুসলিমদের সহযোগীতা করার জন্য যখন তাদের প্রয়োজন হয়। এতে কেউ বেতনভুক্ত যোদ্ধা হোক বা না হোক এবং এটাও দেখার বিষয় নয় যে, তার ক্ষমতা কতটুকু আছে বরং এটি সবার উপরে ফরয যে, প্রত্যেকে তার জান ও মাল দিয়ে, সংখ্যায় অল্প হোক অথবা বেশী, যানবাহনে চড়ে হোক অথবা পায়ে হেঁটে তাদের সাহায্য করবে। আর এ কারণেই, আহ্যাব-এর যুদ্ধে যখন শত্রুরা মদীনায় আক্রমন করেছিল, তখন আল্লাহ (সুবঃ) কাউকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেননি।[৪৪৯]

আয্ যুহুরী (রহঃ) বলেন, "সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব একচোখ অন্ধ অবস্থায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলল, 'আপনি তো ওযরগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ বৃদ্ধ ও

[৪৪৭] মুখতাছির ইবনে কাছির ২/১৪৪
[৪৪৮] সূরা আনফাল ৮:৭২।
[৪৪৯] মাজমুয়া আল-ফাতওয়া ২৮/৩৫৮

যুবক উভয়কেই জিহাদে বের হওয়ার আদেশ করেছেন। আমার পক্ষে যদি যুদ্ধ করা সম্ভব নাও হয় অন্ততঃ মুজাহিদদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে পারবো অথবা তাদের মালের দেখাশোনা করতে পারবো।'[৪৫০]

দ্বিতীয় দলীলঃ আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة : ٣٦]

অর্থঃ "এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখ আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৪৫১]

ইবনুল আরাবী বলেন, "এখানে 'সর্বাত্মকভাবে' বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে প্রত্যেক দিক হতে অবরুদ্ধ করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল অবস্থায় আক্রমন করতে হবে।"[৪৫২]

তৃতীয় দলীলঃ আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّـهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال : ٣٩] ...

অর্থঃ "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না ফিত্‌না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়।"[৪৫৩]

এখানে ফিত্‌না বলতে শির্‌ককে বুঝানো হয়েছে। যেমনটা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, "যখন কাফেররা (মুসলিমদের) কোন ভূমিতে আক্রমন করে এবং তা দখল করে নেয়, তখন পুরো উম্মাহ তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বিপদে পতিত হয় এবং এতে তাদের ঈমানের মধ্যে সন্দেহ অনুপ্রবেশ করবে। তাই ঐ মূহুর্তে তাদের জান, মাল, ইজ্জত এবং দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পড়ে।"[৪৫৪]

[৪৫০] আল-জামে' লি আহ্‌কামিল কুরআন ৮/১৫১।
[৪৫১] সূরা তাওবাহ্ ৯:৩৬।
[৪৫২] আল-জামি' লী আহকামিল কুরআন ৮/১৫১।
[৪৫৩] সূরা আনফাল ৮:৩৯।
[৪৫৪] আল-কুরতুবী- ২/২৫৩

চতুর্থ দলীলঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, “ফাত্হে মক্কার পর আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে শুধু জিহাদ এবং নিয়ত। তাই যদি তোমাদেরকে অভিযানে বের হতে বলা হয় তাহলে তোমরা বের হবে।”[৪৫৫] “যখন শত্রুরা মুসলিমদের উপর আক্রমন করে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে উম্মাহকে সাধারণ অভিযানের জন্য আহ্বান করা হয়, তাহলে উম্মাহর উপর এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে, তারা এ অভিযানে অংশগ্রহন করবে। উম্মাহকে তাদের দ্বীন হিফাজত করার জন্যই অগ্রসর হতে হবে। এই বাধ্যতামূলক দায়িত্বের সীমারেখা মুসলিমদের প্রয়োজন এবং ইমামের দাবী অনুযায়ী নির্ভর করে।” এভাবেই ইবনে হাজার (রহঃ) এই হাদীসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আল-কুরতুবী (রহঃ) বলেছেনঃ

كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمـــه أيـــضا الخروج إليهم

অর্থঃ “কেউ যদি জানতে পারে যে, শত্রুর সামনে মুসলিমরা দূর্বল হয়ে পড়েছে এবং সে আক্রান্তদের নিকট পৌঁছাতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে তাহলে তাদের উপরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।”[৪৫৬]

পঞ্চম দলীলঃ প্রতিটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহর (সুবঃ) পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে, তা ৫টি প্রয়োজনীয় বিষয়কে হিফাজতের নিশ্চয়তা দেয়। আর তা হলঃ দ্বীন, জান, মাল, ইজ্জত ও জ্ঞান। অতএব, যেকোন ভাবেই হোক এই ৫টি প্রয়োজনীয় বিষয়কে অবশ্যই হিফাজত করতে হবে। আর এ কারণেই আগ্রাসী শত্রুদের বিতারিত করার জন্য ইসলাম আদেশ করেছে। আগ্রাসী হল সেই ব্যক্তি যে, অন্যের উপর জোর পূর্বক নিজের ক্ষমতাকে চাপিয়ে দেয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য বা তাদের সম্পদ ও ভূমিকে কুক্ষিগত করার জন্য অথবা তাদের ইজ্জতের হামলা চালায় এবং তাদের অপদস্থ করার জন্য। যদি কোন মুসলিমের ইজ্জতের

---

[৪৫৫] সহীহ বুখারী হাঃ-৪৩১১, সহীহ মুসলিম হাঃ-৪৯৩৮, ইবনে হিব্বান হাঃ- ২০৭, ৪৮৬৫, দরিমী হাঃ-২৩৯, তিরমিযী হাঃ-১৫৯০।

[৪৫৬] আল জামী' লি আহ্কামিল কুরআন ৮/১৫১।

উপর আগ্রাসন চালানো হয় তাহলে তা প্রতিরোধ করা তার উপর বাধ্যতামূলক যদিও এর জন্য তাকে প্রাণ দিতে হয়, এ বিষয়ের উপর সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে, এ বিষয়েও আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোন মুসলিম মহিলার জন্য অনুমোদিত নয় যে, সে নিজেকে কুফ্ফারদের নিকট আত্মসমর্পন করে দিবে অথবা তাকে বন্দী করার সুযোগ করে দিবে যদিও তাকে হত্যা করা হয়। কেননা এক্ষেত্রে তার ইজ্জত হরনের আশংকা থাকে।

কোন মুসলিমের জান ও মালের উপর আগ্রাসী শক্তি হামলা চালালে অধিকাংশ আলেমগণের রায় হল, তাদেরকে সর্ব শক্তি দিয়ে বিতারিত করা বাধ্যতামূল। এ বিষয়ে মালেকী ও শাফেঈ মাযহাবের মত হচ্ছে, আগ্রাসী শক্তি যদি মুসলিমও হয় তবুও তাকে হত্যা করা বৈধ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার জান রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ।"[৪৫৭]

আল-জাস্সাস (রহ:) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর বলেছেন, "আমরা এই বিষয়ে কোন প্রকারের দ্বিমত পাইনি যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারোর উপর অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল তারা ঐ আগ্রাসী ব্যক্তিকে হত্যা করবে।"[৪৫৮] এমতাবস্থায় ঐ আগ্রাসী ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে জাহান্নামে যাবে, যদিও সে মুসলিম হয়। একইভাবেই আক্রান্ত ব্যক্তি যদি মারা যায়, তাহলে সে শহীদ। এটা হল ইসলামের রায় একজন মুসলিম

---

[৪৫৭] মুসনাদে আহমাদ ১৬৫২; আবু দাউদ ৪৭৭২; তিরমিযী ১৪২১; নাসাঈ ৪০৯৫; আবু ইয়ালা ৯৪৯; বায়হাকী ৫৮৫৮; জামেউল আহাদীস ২৩৩১৫; মারেফাতুস সাহবা ৩৯১২; জামেউল উসুল ১২৪৬; আবি আওয়ানাহ ৯৯; মুসনাদে বাজ্জার ১২০৭; মুসতাদরাকে হাকিম ৬৬৯৭; সহীহ আল জামিআ আল সাগীর আলবানী ৬৩২১।

[৪৫৮] আহকাম আল-কুরআন-জাস্সাস ১/২৪০২।

আগ্রাসীর ক্ষেত্রে, তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, কাফেরা মুসলিমদের ভূমির উপর আক্রমন করবে এবং নির্যাতন ও অপমান করবে দ্বীনকে, ভূমিকে এবং ক্ষতি করতে থাকবে জান ও মালের যতক্ষন না তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? এ পরিস্থিতিতে মুসলিদের উপর এটি কি সর্বাগ্রে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হয়ে পরে না যে, মুসলিমরা কাফেরদেরকে বহিস্কার করবে যদিও এতে পুরো মুসলিম জাতিকে একত্রিত হতে হয়।

ষষ্ঠ দলীল: যদি কাফেররা কোন মুসলিম বন্দীদেরকে তাদের কোন মুসলিম ভুমি দখলের অভিযানের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, তখন ঐ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, যদিও এতে ঐ মুসলিম বন্দীদের নিহত হতে হয়। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন, "যদি কাফেরদের সাথে মুসলিমদের সৎকর্মশীল কোন ব্যক্তি থাকে, যিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি; কিন্তু তাঁকে (সৎকর্মশীল মুসলিম) হত্যা করা ব্যতীত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে তাঁকে হত্যা করা বৈধ।[৪৫৯] নেতৃস্থানীয় আলেমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফেররা মুসলিম বন্দীদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং এ আশংকা হয় বাকি মুসলিমরা তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না, তাহলে তখন এটি অনুমদিত যে কাফেরদের লক্ষ্য করে গুলি করা হবে যদিও এতে মুসলিমরা নিহত হয়। আলেমগনের মধ্যে একজন বলেছেন, যদি মুসলিমদের ক্ষতির আশংকা নাও থাকে সেক্ষেত্রেও ঐ পরিস্থিতিতে মুসলিম বন্দীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া বৈধ। তিনি আরও বলেছেন, সুন্নাহ এবং ইজমা (আলেমগণের ঐক্যমত) হচ্ছে যদি আগ্রাসী ব্যক্তি মুসলিম হয় এবং তাকে হত্যা করা ছাড়া তার আগ্রাসনকে কোন ভাবেই ঠেকানো সম্ভব না হয় তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যদিও তার আগ্রাসন এক দিনারের ভগ্নাংশ পরিমাপ হয়। এটি এ জন্য যে সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা:) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।'

[৪৫৯] মাজমু আল-ফাতওয়া- ২৮/৫৩৭

এটি এ একারণে যে, অবশিষ্ট সমস্ত মুসলিমীনদেরকে শির্‌ক এবং ফিত্‌না থেকে বাঁচানো, তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদ কে রক্ষা করা অল্প সংখ্যক মুসলিম বন্দীদেরকে কাফেরদের নিকট থেকে রক্ষা করার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

সপ্তম দলীল: বিদ্রোহী মুসলিম গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন,

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات : ٩]

অর্থ: "মু'মিনদের দু'টি দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের একদল যদি আরেক দলের উপর জুলুম করে, তাহলে যে দলটি জুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি (সম্পূর্ণত) আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হ্যাঁ, একবার) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দু'টি দলের মাঝে ন্যায় ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ (সুব:) ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।"[৪৬০] যদি মুসলিমদের দ্বীন, ইজ্জত, সম্পদ রক্ষার জন্য এবং মুসলিমদের মধ্যে একতা বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ (সুব:) তরফ হতে আদেশ হয়, তাহলে আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি আরও বেশি অগ্রাধিকার পায় না?

অষ্টম দলীল: যদি মুসলিমদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ (সবু:) বলেছেন:

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة : ٣٣]

---

[৪৬০] সূরা হুজরাত ৪৯:৯।

অর্থ: "যারা আল্লাহ (সুব:) ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্য, আর পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।"[৪৬১]

এই হুকুমটি প্রযোজ্য হবে ঐ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং জমীনে দুর্দশা এবং বিশৃঙ্খলা ছড়ায় ও সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (সা:) উক্ত শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন মুরতাদ হয়ে যাওয়া কিছু বেদুঈনদের উপর। যেই ঘটনাটি বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৬২] তাহলে ঐ সকল কাফের জাতির বিরুদ্ধে কি শাস্তি হওয়া উচিত যারা মুসলিমদের জনজীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসছে এবং তাদের দ্বীন, ইজ্জত এবং সম্পদকে নষ্ট করছে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কি মুসলিমদের প্রথম দায়িত্ব নয়?

এই হল কিছু কারণ এবং দলীল যা প্রমাণ করে যে, যখনই কাফের শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করবে, তখন মুসলিমদের অভিযানে বের হওয়া উচিত। "ঈমান আনার পরে সর্ব প্রথম ফরয কর্তব্য হচ্ছে আগ্রাসী শত্রুবাহিনীকে মুসলিম ভূমি থেকে বিতারিত করা, যারা মুসলিমদের দ্বীন বা দুনিয়াবী যে কোন স্বার্থের উপর আক্রমণ চালায়।"[৪৬৩]

প্রশ্ন: বর্তমানে জিহাদের হুকুম কি? ফরযে কিফায়া নাকি ফরযে আইন?

উত্তর:- এ প্রশ্নের উত্তর প্রখ্যাত মুজাহিদ আলেম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ:) এর কিছু কবিতা দিয়ে শুরু করছি। তিনি বলেন:

كَيْفَ الْقَرَارُ وَكَيْفَ يَهْدأُ مُسْلِمٌ * وَالْمُسْلِمَاتُ مَعَ الْعَدُوِّ الْمُعْتَدِيْ

"কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে,

[৪৬১] সূরা মায়েদা ৫:৩৩।

[৪৬২] সহীহ বুখারী ৬৮৯৯; সহীহ মুসলিম ৪৪৪৫।

[৪৬৩] আল ফাতওয়াল কুবরা ৬/৬০৮।

যখন মুসলিম রমনীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত ।”

اَلضَّارِبَاتُ خُدُوْدَهُنَّ بِرَنَّةٍ * اَلدَّاعِيَاتُ نَبِيَّهُنَّ مُحَمَّد

“যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাঁদে,
এবং তাদের নবী মুহাম্মদ (সা:)কে স্বরণ করে ।”

اَلْقَائِلَاتُ إِذَا خَشِيْنَ فَضِيْحَـــــــــةً * جُهْدَ الْمَقَالَةِ لَيْتَنَا لَمْ نُوْلَدْ

“যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়,
তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম ।”

مَا تَسْتَطِيْـــعُ وَمَالَهَا مِنْ حِيْلَةٍ * إِلَّا التَّسَتُّرَ مِنْ أَخِيْهَابِالْيَد

“তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল
করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকেনা ।”[৪৬৪]

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, কখন কি কারণে জিহাদ ফরযে ‘আইন হয়ে যায় । উপরোক্ত কারণগুলোর যে কোন একটি কারণই জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ । অথচ বর্তমানে সবগুলো কারণই পূর্ণমাত্রায় পওয়া যাচ্ছে ।

মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস ইয়াহুদীদের দখলে, ফিলিস্তিনে মুসলিম জাতির বিশাল ভূখন্ড ইসরাঈলী ইয়াহুদীদের দখলে, মুসলিমদের বাড়ি-ঘরগুলোকে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা, মুসলিম শিশু-কিশোরদের পাথরের জবাবে ট্যাংকের গোলা দিয়ে তাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ইয়াহুদী সৈনিকেরা । আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে তারা, মুসলিম যুবকদের আবুগারীব নামক কারাগারে উলঙ্গ করে পিরামিড তৈরী করেছে, এই কারাগারেই মুসলিম রমনীদেরকে বন্দি করে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে মার্কিন সৈনিকেরা, প্রতি রাতে একেকজন রমনীকে দশ-বারজন মার্কিন সেনারা পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে, মুসলিম রমনীগণ এই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যা করারও কোন উপায় খুজে পায় নি, শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম বোন কারাগারের দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকরে ঠুকরে আত্মহত্যা করেছে । বাকীদের উপর তারপরও ঐ পৈশাচিক নির্যাতন বন্ধ হয়নি । তাদেরই

[৪৬৪] সিয়ারু ‘আলামিন্ নুবালা ৮/৪১৬ ।

একজন 'ফাতেমা' নামক মুসলিম বোন সেই কারাগারে বসে নিজের রক্তকে কালি বানিয়ে এবং ওড়নাকে কাগজ বানিয়ে চিঠি লিখে বিশ্ব মানবতার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে। যে চিঠি ইন্টারনেটের মাধ্যমে "ফাতেমার চিঠি" নামে গোটা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে।

ইন্টরনেট থেকে গৃহীত সেই চিঠিটি হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

"পরবর্তী কথাগুলো আমাদের বোন ফাতিমাহ আল-ইরাকীয়াহ্ এর পক্ষ হতে। এই কথাগুলোতে তিনি তার অবস্থা এবং তার উপর নির্যাতনের বক্তব্যগুলো পেশ করে অভিযোগ করেছেন। যখন কিনা আমরা দুনিয়া ও তার আকর্ষনে খুবই নগন্য সমস্ত বিষয় নিয়ে মশগুল হয়ে আছি। এগুলো শুধুমাত্র আমাদের বোন ফাতিমাহ্র কথাই না, বরং (যারা শুনতে আগ্রহী তাদের জন্য) এই চিঠির বক্তব্যটি সকলের কাছে পৌঁছানো কর্তব্য। কেননা আবু গারিব কারাগারে এরকম কতজন ফাতিমাহ্ই না আছে! আমরা আল্লাহর কাছে তাদের এই যন্ত্রনা থেকে মুক্তি কামনা করছি এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি কামনা করছি এবং মুক্তি কামনা করছি ইরাকের ভাই ও বোনদের মধ্যে যারা তার সাথে ছিলো এবং আরও মুক্তি কামনা করছি প্রত্যেক বন্দী মুসলিম ও মুসলিমাহ্র।

এই হলো তার চিঠি.....

"বিতাড়িত শয়তানের প্রতারনা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি। "বল, তিনিই আল্লাহ যিনি একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।" (সুরা ইখলাস) আল্লাহর কিতাব থেকে আমি এই সূরাটি নির্বাচন করেছি কারণ এটি আমার ভিতর এক তিব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আপনাদের সকলের উপরও। আর মুমিনদের হৃদয়ে এই সূরাটি বিশেষ এক রকমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

আল্লাহর রাস্তায় আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনাদেরকে আমি আর কি বলবো? আমি এতটুকু বলতে পারি যে, আমাদের গর্ভ বানর ও শুয়োরের বংশধরদের অবৈধ সন্তানে ভরে গেছে- যারা আমাদের ধর্ষণ করেছে। অথবা আমি আপনাদের বলতে পারি যে, তারা আমাদের শরীর বিকৃত

করে দিয়েছে, আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে এবং আমাদের সাথে যে কুরআনগুলো ছিল, সেগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। (আল্লাহ সর্বমহান! আল্লাহ সর্বমহান!)

আপনারা কি আমাদের অবস্থা উপলদ্ধি করতে পারছেন না? এটা কি সত্য যে, আমাদের সাথে যা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞানই নেই? আমরা আপনাদেরই বোন! আমরা আপনাদেরই বোন! আল্লাহ আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য আগামীতে ডাকবেন! আল্লাহর কসম! কারাগারে যতদিন আছি এর মধ্যে আমরা একটি রাতও অতিবাহিত করিনি যে রাতে আমরা কোন এক শুয়োর আর বানরের হাতে ধর্ষিতা হইনি। যারা তাদের উপচে পড়া লালসা মিটানোর জন্য আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের শরীর ছিন-বিছিন্ন করে দিয়েছে। অথচ এই আমরাই এতদিন আল্লাহর ভয়ে নিজেদের সতীত্ব ও ইজ্জত রক্ষা করে আসছিলাম। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! আল্লাহকে ভয় করুন! তাদের সাথে সাথে আমাদেরও হত্যা করুন! আমাদের এখানে ফেলে রাখবেন না। আমাদেরকে এখানে ফেলে যাবেন না যাতে তারা আমাদের ধর্ষণ করে নিজেদের লালসা মিটাতে পারে। আল্লাহর আরশ আরো মর্যাদা সম্পন্ন হবে যদি আপনারা তাদের সাথে সাথে আমাদেরও হত্যা ও ধবংস করতে পারেন। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! তাদের ট্যাঙ্কগুলো এবং বিমানগুলো বাইরে ছেড়ে আসুন। এই আবু গারিব কারাগারে আমাদের জন্য ছুটে আসুন! এই আবু গারিব কারাগারে আমাদের জন্য ছুটে আসুন!

আমি আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্!
আমি আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্!!
আমি আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্!!!

তারা আমাকে একদিন নয় (৯) বারেরও বেশী ধর্ষণ করেছে। নয় (৯) বারেরও বেশী! আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন? আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন?? আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন??? আপনার আপন বোন ধর্ষিতা হচ্ছে চিন্তা করতে পারেন? তবে কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না? আমিতো আপনাদের্ই বোন! আমিতো আপনাদেরই বোন!! তবে আপনারা সকলে কেন উপলব্ধি করতে পারছেন

না যে, আমিতো আপনাদেরই বোন? আমার সাথে তেরো (১৩) জন মেয়ে আছে, সকলেই অবিবাহিতা। সবার চোখের সামনেই তাদের সকলকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা আমাদেরকে সালাত আদায় করতে দেয় না। তারা আমাদের পোষাক নিয়ে গেছে এবং আমাদের আবৃত হতে দেয় না। যে মূহূর্তে আমি এই চিঠিটি লিখছি...যখন আমি এই চিঠিটি লিখছি তখন একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলেছে। তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা হয়। একজন সৈনিক তাকে ধর্ষণ করার পর তার বুকে এবং উরুতে প্রচন্ডভাবে আঘাত করে। সে মেয়েটিকে অসহনীয় কষ্ট দিয়ে যন্ত্রনা করে। মেয়েটি তার মাথা দিয়ে দেয়ালে বাড়ি মারতে থাকে....মেয়েটি তার নিজের মাথা দিয়ে কারাকক্ষের দেয়ালে বাড়ি মারতে থাকে যতক্ষণ না সে মারা যায়। ...যতক্ষণ না সে মারা যায়....কারণ সে এর বেশী আর সহ্য করতে পারছিলো না। যদিও ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম। তবুও আমি ঐ মেয়েটিকে ছাড় দেই। আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন, কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। ভাইয়েরা, আমি আপনাদের আবারো বলছি....আল্লাহকে ভয় করুন! তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন, যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। তাদের সাথে আমাদেরকেও হত্যা করুন, যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি।

ইতি: আপনাদের দ্বীনি বোন ফাতিমাহ্।

আল-জুমু'আ ১৭.১২.২০০৪ (০৫.১১.১৪২৫) ফাতিমাহর চিঠি সমাপ্ত।

চিঠির ভাষা হয়তো বাস্তব অবস্থার সামান্যই তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃত মুত্তাক্বী ব্যক্তিরা এর থেকেই তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিতে পারবে আশা করি।

একই কারাগারে পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আমেরিকান নাগরিক, আমেরিকার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রিধারী, হাফেজে কুরআন ড. আফিয়া সিদ্দিকাকে চরম নির্যাতন করে বিশ্ব বিবেককে হতবাক করে দিয়েছে। তাঁর চিৎকার শুনিয়ে অন্য বন্দিদের ভীতি প্রদর্শণ করানো হতো। তাঁর দুই ছেলেকে তাঁর সামনেই জবাই করে হত্যা করা হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ-খবর ছিল না। বৃটেনের একজন সাংবাদিক আফগানিস্তান থেকে দায়িত্ব পালন শেষে এই মহিলার পরিচয় জানতে মরিয়া হয়ে উঠলেন। কারণ আফগানিস্তানের কারাগারে এই মহিলার কান্না তার বিবেককেও

নাড়া দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি উদঘাটন করলেন এই মহিলাই হচ্ছে ড: আফিয়া সিদ্দিকা। আফগানিস্তানের নির্যাতিত, নিপিড়িত ও যুদ্ধাহত নারী-শিশুদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল যার অপরাধ। শেষ পর্যন্ত যখন বিচারের জন্য তাকে আমেরিকার আদালতে উপস্থিত করা হচ্ছিল তখন তাঁর দেহ ছিল সম্পূর্ণ নিস্তেজ। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হুইল চেয়ারে করে যখন তাঁকে আদালত কক্ষে উপস্থিত করা হচ্ছিল তখন তিনি তাঁর আইনজীবিকে ইশারায় বললেন, হিজাব দাও! হিজাব দাও! (সুবহানাল্লাহ)। আপনি হয়তো চিন্তা করছেন, যে মহিলার দেহ নিস্তেজ হয়ে গেছে, চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর বিচারের কি প্রয়োজন? এ রহস্য আপনি আমি বুঝতে সক্ষম না হলেও কাফেররা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, আমরা যদিও ড: আফিয়া সিদ্দিকার দেহকে নিস্তেজ করে ফেলেছি কিন্তু তাঁর ঈমানকে সামান্যও দূর্বল করতে পারিনি। আল্লাহ (সুব:) তাঁকে আছিয়া, সুমাইয়া (রা:) দের সাথে জান্নাতবাসী করুন। আমীন!

তাছাড়া ইরাকের উপর বোমা হামলা করে হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্য করেছে, লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলিমদেরকে পঙ্গু করেছে, হামলা করার পূর্বে অবরোধ দিয়ে কমপক্ষে দশ লক্ষ্য শিশুদের হত্যা করেছে ওরা। কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে যুগ যুগ ধরে পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে পৌত্তলিক হিন্দুরা। এছাড়াও সারাবিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে মার্কিন সৈনিকেরা। নির্যাতিত, নিপীড়িত, শিশু, নারী ও অসহায় মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে আসছে। কুরআনের আয়াত এই অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا [النساء/٧٥]

অর্থ: "তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য

আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"[৪৬৫]

এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া প্রতিটি ঈমানদারের জন্য ফরযে আইন হয়ে আছে। যারা বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হওয়াকে অস্বীকার করে তাদের কাছে জানতে চাই যে, আপনাদের ধর্মে কি কি কারণে জিহাদ ফরযে আইন হয়? সেগুলো বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা? নাকি আপনাদের ধর্মে জিহাদ কখনোই ফরযে আইন হয় না?

প্রশ্ন: জিহাদকে অবহেলা করা ও তা থেকে বিরত থাকার পরিণতি কি?

উত্তর: জিহাদকে অবহেলা করা, জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ও বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) ভয়াবহ শাস্তি ও আমাদেরকে ধবংস করে দিয়ে বিকল্প জাতি সৃষ্টি করার হুশিয়ারি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التوبة/٣٨، ٣٩]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরন অতি অল্প। যদি বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"[৪৬৬]

অপর আয়াতে তাদের জন্য আল্লাহর (সুব:) গজব এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

---

[৪৬৫] সুরা নিসা ৪:৭৫।
[৪৬৬] সূরা তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦) [الأنفال/١٥-١٦]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৪৬৭]

অপর আয়াতে এই পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤]

অর্থ: "বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[৪৬৮]

এই আয়াতে বর্ণিত প্রথমোক্ত আটটি জিনিষকে শেষোক্ত তিনটি জিনিষ অপেক্ষা যারা প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবানী রয়েছে। আর সাধারণত: যারা জিহাদে যেতে গরিমসি করে তারা মূলত: উপরোক্ত

[৪৬৭] সুরা আল আনফাল ৮:- ১৫-১৬।
[৪৬৮] সুরা তাওবা ৯:২৪।

আটটি জিনিষের কারণেই করে থাকে। এরা নিজেরাও জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [التوبة/٨١]

অর্থ: "পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা (অন্যদের) বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত'।"[৪৬৯]

এ আয়াতে তাবুক যুদ্ধে যারা নিজেরা অংশগ্রহণ করেনি। এবং অন্যদেরকে বলতো যে, একে তো এটা খেজুর পাকার মৌসুম দ্বিতীয়ত: প্রচন্ড গরম। তাই তোমরা যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ো না। আল্লাহ (সুব:) তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন আপনি জানিয়ে দিন জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশী গরম।

জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَن ابْن عمر قَالَ ، سَمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَة وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে বলতে শুনেছি, "যদি তোমরা 'ঈনাহ্ (এক ধরণের সুদী বেচাকেনা) কর এবং গরুর লেজ অনুসরণ কর ও কৃষক হয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং জিহাদ পরিত্যাগ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্চনা অবতরন

[৪৬৯] সুরা তাওবা ৯:৮১।

করবেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।"[৪৭০]

হাদীসটির অর্থ হল যদি মানুষ কৃষি কাজ বা এর অনুরূপ কোন কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার কারনে জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দেবেন; তাদের উপর লাঞ্ছনা বয়ে আনবেন এবং তা ততক্ষন পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাদের দায়িত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা শুরু করে। আর দায়িত্বটি হলঃ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের ব্যাপারে কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়া, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহর মর্যাদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নিত করা। কুফর ও তার অনুসারীদের আবমাননা করা। এই হাদীসটি এই কথা স্পষ্ট করে যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ইসলাম ছেড়ে দেওয়ারই নামান্তর। কারন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে"। অর্থাৎ হাদীসটিতে জিহাদের স্থানে দ্বীন শব্দ আনা হয়েছে। মোটকথাঃ হাদীসটিতে জিহাদকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ 'আমল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِلَّا عَمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ

অর্থঃ "আবু বকর (রা.) বলেন যে, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ (সুবঃ) তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ (সুবঃ) তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।"[৪৭১]

---

[৪৭০] আবু দাউদ ৩৪৬২; বায়হাকী ১০৪৮৪; জামেউল আহাদীস ১৬০৩; জামেউল ৯৪৬৫; কানযুল উম্মাল ১০৫০৩; বুলুগুল মারাম ৮৪১।

[৪৭১] জামে'আ আহাদীস হাঃ-২৭৩০৫,মুজামূল আওসাত হাঃ-৩৮৩৯,কানযুল উম্মাল হাঃ-৮৪৪৭।

সালাত ও জিহাদের তুলনামূলক আলোচনা

প্রশ্নঃ সালাতের সাথে জিহাদের কোন মিল আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ! সালাতের সাথে জিহাদের অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। সালাতের জন্য যেভাবে অজুর প্রয়োজন, মসজিদ প্রয়োজন, তাকবিরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, সালাম ও দোয়া রয়েছে তেমনিভাবে জিহাদের জন্যও এগুলোর সাদৃশ্য আমল রয়েছে। বরং সালাতের সাথে তুলনা করলে কোন কোন ক্ষেত্রে সালাতের চেয়েও জিহাদের গুরুত্ব বেশী প্রমাণিত হয়। সালাত ও জিহাদের তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

(ক) وُضُــوْءٌ **'ওজু'**। সালাতের জন্য যেমন ওজুর প্রয়োজন আছে তেমনিভাবে জিহাদের জন্য ওজুর প্রয়োজন আছে। আর জিহাদের ওজু হচ্ছে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেনঃ

{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [التوبة: ٤٦]

অর্থঃ "আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত....।"[৪৭২]

ওজুতে যেমন কিছু কাজ করতে হয় ঠিক জিহাদের ওজুতেও কিছু কাজ করতে হয়। আর তা হচ্ছেঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ } [الأنفال : ٦٠]

অর্থঃ "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীতি প্রদর্শণ (ত্রাস সৃষ্টি) করতে পার। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন।"[৪৭৩] এই আয়াতে শক্তি-সামর্থ অর্জণ করতে আদেশ

---

[৪৭২] সুরা তাওবা ৯:৪৬।

[৪৭৩] আনফাল ৮:৬০।

করা হয়েছে। কিন্তু কি ধরণের শক্তি অর্জণ করতে হবে তার ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

"ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي"

অর্থ: "শুনে রেখ! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, শুনে রেখ! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা (তীর, বর্শা, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা)।"[৪৭৪]

এখানে একটি সুক্ষ রহস্য রয়েছে। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে যদিও তীর, বর্শা নিক্ষেপ করার প্রচলন ছিল কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি শুধু বলেছেন 'নিক্ষেপ করা'। এর কারণ সম্ভবত এই যে, যদিও ঐ সময় তীর, বর্শা নিক্ষেপ করা পর্যন্তই সিমাবদ্ধ ছিল কিন্তু কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত নিক্ষেপযোগ্য আরো অনেক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হবে। যেমন বর্তমানে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। তাই তিনি কোন বিশেষ বস্তু নিক্ষেপ করার কথা উল্লেখ না করে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র তৈরী হবে তার সবকিছুকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য শুধু 'নিক্ষেপ করা' বলে ক্ষ্যান্ত করেন।

(খ) مَسْجِدٌ 'মসজিদ'। সালাতের জন্য যেমন নির্ধারিত স্থান রয়েছে যাকে ইসলামের পরিভাষায় মসজিদ বলে। জিহাদের জন্যও জিহাদের স্থান রয়েছে যাকে কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তা) বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম আয়াত:

{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ } [البقرة: ١٥٤]

অর্থ: "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"[৪৭৫]

দ্বিতীয় আয়াত:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة: ١٩٠]

---

[৪৭৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[৪৭৫] সুরা বাক্বারা ২:১৫৪।

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৪৭৬]

তৃতীয় আয়াত:

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥]

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সুকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।"[৪৭৭]

চতুর্থ আয়াত:

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: ٢١٨]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৭৮]

পঞ্চম আয়াত:

{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٤٤]

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৪৭৯]

ষষ্ঠ আয়াত:

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا

---

[৪৭৬] সুরা বাক্বারা ২:১৯০।

[৪৭৭] সুরা বাক্বারা ২:১৯৫।

[৪৭৮] সুরা বাক্বারা ২:২১৮।

[৪৭৯] সুরা বাক্বারা ২:২৪৪।

نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}

অর্থ: "তুমি কি মূসার পর বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা পাঠান, তাহলে আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব'। সে বলল, 'এমন কি হবে যে, যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ আবশ্যক করা হয়, তোমরা যুদ্ধ করবে না'? তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করা হয়েছে এবং আমাদের সন্তানদের থেকে (বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে)'? অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ আবশ্যক করা হল, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তারা বিমুখ হল। আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[৪৮০]

সপ্তম আয়াত:

{قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[آل عمران:١٣]

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল একটি দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে।"[৪৮১]

অষ্টম আয়াত:

{فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٧٤]

অর্থ: "সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।"[৪৮২]

নবম আয়াত:

{الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

---

[৪৮০] সুরা বাক্বারা ২:২৪৬।
[৪৮১] সুরা আল ইমরান ৩:১৩।
[৪৮২] সুরা নিসা ৪:৭৪।

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: ٧٦]

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।"[৪৮৩]

দশম আয়াত:

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا } [النساء: ٨٤]

অর্থ: "অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর।"[৪৮৪] এ সকল আয়াতে আল্লাহর রাস্তা বলতে যুদ্ধের ময়দানকে বুঝানো হয়েছে। যা সালাতের জন্য মসজিদের সাদৃশ্য।

প্রশ্ন: কুরআনে বর্ণিত فِيْ سَبِيْلِ اللهِ "ফি সাবিলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তার অর্থ কি?

উত্তর: ইমাম শানক্বিত্বী (রহ:) বলেন, فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দটি যখন কুরআন ও হাদীসে مُطْلَقًا সাধারণভাবে ব্যাবহার হবে তখন তার দ্বারা দুটি অর্থের কোন একটি উদ্দেশ্য হবে হয়তো فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দের বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য হবে আর তা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। আর এটাই হচ্ছে বেশী প্রসিদ্ধ এবং প্রচারিত। অথবা فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দের ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। আর তা হচ্ছে কল্যাণ, আনুগত্য বা নেক আমল ইত্যাদি। তবে প্রসিদ্ধ হচ্ছে:

وَالْأَكْثَرُ وَالْأَشْهَرُ أَن يُطْلَقَ سَبِيْلُ اللهِ وَيُرَادُ بِهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى

---

[৪৮৩] সুরা নিসা ৪:৭৬।
[৪৮৪] সুরা নিসা ৪:৮৪।

أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللهُ يَقُوْلُوْنَ: مِنْ فَوَائِد الْجِهَاد: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ سَمَّى الْجِهَادَ سَبِيْلاً لَهُ، لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْمَكْرُمَات،

فِيْ سَبِيْلِ الله শব্দটি যখন কুরআনে مُطْلَقٌ "মুত্বলাক্ব" সাধারণভাবে ব্যাবহার হয় তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে "আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা" এটিই বেশী প্রসিদ্ধ এবং এটিই বেশী ব্যাবহার্য। এমনকি উলামায়ে কিরামগণ বলেন, জিহাদের ফায়দা সমূহের একটি ফায়দা হচ্ছে যে, আল্লাহ (সুব:) জিহাদকে سَبِيْلُ الله "সাবিলুল্লাহ" (আল্লাহর রাস্তা) নামে নামকরণ করেছেন। কেননা তাতে রয়েছে অনেক সম্মান।[৪৮৫]

সুতরাং বুঝা গেল কুরআনে فِيْ سَبِيْلِ الله উল্লেখ থাকলে সাধারণত তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে 'আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা'। তবে যদি অন্য অর্থের উপর কোন দলীল থাকে তাহলে সেই অর্থ নেয়া হবে।

(গ) صَفٌّ 'কাতার'। সালাতের জন্য যেমন কাতার বন্দি হতে হয় ঠিক জিহাদের জন্য তেমনিভাবে কাতারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف : ٤]

অর্থ: "আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে সীসাগালা প্রাচীরের ন্যায় যুদ্ধ করে।"[৪৮৬] এ আয়াতে সালাতের কাতারের মতো কাতার বন্দি হয়ে যুদ্ধ করার কথা রয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) সালাতে দাড়িয়ে যেভাবে কাতার সোজা করে দিতেন ঠিক তেমনি ভাবে যুদ্ধের ময়দানে দাড়িয়েও সাহাবায়ে কিরামদের দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করে দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [آل عمران : ١٢١]

---

[৪৮৫] শরহু যাদিল মুসতানকী'আ লিশ্‌শানক্বিত্বী: ১৬/১৩৭।
[৪৮৬] সূরা ছফ ৬১:৪।

অর্থ: "আর স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিবার পরিজন থেকে সকাল বেলায় বের হয়ে মুমিনদেরকে যুদ্ধের স্থানসমূহে বিন্যস্ত করেছিলে; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৪৮৭]

(ঘ) تَحْرِيْمَــةٌ 'তাহরীমাহ্'। সালাতের জন্য যেমন 'তাকবীরে তাহরীমা'র প্রয়োজন হয় এবং তাতে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয়। জিহাদের ক্ষেত্রেও কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সালাতে নিজের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় আর জিহাদে কাফেরের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতে হয়। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال : ١٢]

অর্থ: "তোমরা (তাদের) গর্দানের উপর আঘাত হান।"[৪৮৮]

(ঙ) قِيَــامٌ 'দাঁড়ানো'। সালাতে যেমন স্থির হয়ে দাড়ানো ফরজ, জিহাদের ময়দানেও স্থির হয়ে দাড়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ} [الأنفال : ٤٥]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন স্থির ও অটল থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরন কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।"[৪৮৯]

(চ) رُكُوْعٌ وَّ سَجْدَةٌ 'রুকূ-সেজদাহ'। সালাতে যেমন রুকু সিজদাহ আছে এবং তাতে হাত-পায়ের আঙ্গুল সমূহ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের জোড়াগুলো নড়া-চড়া করে তেমনিভাবে জিহাদের ক্ষেত্রেও দুশমনদের আঙ্গুলের মাথায় মাথায় পেটাতে বলা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} [الأنفال : ١٢]

অর্থ: "আঘাত করো তাদের আঙ্গুলের মাথায় মাথায়।"[৪৯০]

---

[৪৮৭] সুরা আল ইমরাম ৩:১২১।
[৪৮৮] আনফাল ৮:১২।
[৪৮৯] আনফাল ৮:৪৫।
[৪৯০] আনফাল ৮:১২।

(ছ) تَشَهُّدٌ **'তাশাহ্হুদ'**। সালাতে শেষে যেমন তাশাহহুদের বৈঠক রয়েছে জিহাদের শেষেও তেমনিভাবে বৈঠক রয়েছে। তবে সালাতের তাশাহহুদে নিজে বসতে হয় আর জিহাদের তাশাহহুদে দুশমনদেরকে বসানোর কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد : ٤]

অর্থ: "অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে ধরাশায়ী করবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল।"[৪৯১]

(জ) سَلَامٌ **'সালাম'**। সালাতে যে রকম সব শেষে দু'দিকে সালাম ফিরাতে হয় তেমনিভাবে জিহাদের শেষেও শত্রুদের সাথে দুটি কাজের সুযোগ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } [محمد : ٤]

অর্থ: "অত:পর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও।"[৪৯২]

(ঝ) জিকির ও তাসবীহ। সালাতের পরে যেমন মাসনুন দুআ' ও তাসবীহ-তাহলীল রয়েছে তেমনিভাবে জিহাদের শেষেও গনিমতের মাল রয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال : ٤١]

অর্থ: "এ কথা জেনে রাখ, যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ (সুব:), রাসূল (সা:), তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজন, এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে যেদিন সম্মুখীন হয়ে যাবে উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"[৪৯৩]

---

[৪৯১] মুহাম্মাদ ৪৭:৪।
[৪৯২] মুহাম্মাদ ৪৭:৪।
[৪৯৩] আনফাল ৮:৪১।

(ঞ) وَعْدَةٌ **'অঙ্গীকার'**। সালাতের ক্ষেত্রে যেমন পুরষ্কারের ওয়াদা রয়েছে জিহাদের ক্ষেত্রেও গণিমতের মালের ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا } [الفتح : ٢٠]

অথ: "আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের হাতকে রুখে দিয়েছেন-যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"[৪৯৪]

(ট) جَزَاءٌ **'প্রতিদান'**। সালাতের বিনিময় যেমন জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করার কথা বলা হয়েছে জিহাদের ক্ষেত্রেও গণিমতের মালকে হালাল-পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال : ٦٩]

অর্থ: "সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"[৪৯৫]

এসব বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব সালাতের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে একথা সত্য যে, সালাত হলো দায়েমী ফরজ যা প্রতিটি সুস্থ, সবল, আকেল, বালেগ, নর-নারীর উপর ফরজে 'আইন আর জিহাদ হলো সাধারণ অবস্থায় ফরদুল কিফায়াত। আর পূর্বে উল্লেখিত বিশেষ অবস্থায় সকলের উপর ফরদুল 'আইন। কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে সালাতের চেয়েও জিহাদের গুরুত্ব বেশী দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ও সাহাবায়ে কেরাম জিহাদরত অবস্থায় সালাত কাযা করেছেন। সালাত আদায় করতে গিয়ে জিহাদ কাযা করেন নাই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

---

[৪৯৪] ফাতাহ ৪৮:২০।

[৪৯৫] আনফাল ৮:৬৯।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ».

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আহযাবের দিন (খন্দকের যুদ্ধের দিন) রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: আল্লাহ (সুব:) ওদের কবর ও বাড়িঘর সমূহ আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। যেভাবে তারা আমাদেরকে সালাতুল উসতা (আছরের সালাত) থেকে বিরত রেখেছে। এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে গেল।"[৪৯৬]

প্রশ্ন: বর্তমানে অনেকে বলে যে, এই যুগে কোন জিহাদ নেই। শুধুমাত্র দাওয়তের কাজ করতে হবে। দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে সবাই যদি ইসলামে চলে আসে তাহলে আর জিহাদের প্রয়োজন কি? তাদের বক্তব্য কতটুকু সত্য?

উত্তর: তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস সবকিছুরই বিরোধি। কারণ পবিত্র কুরআনের প্রায় সাড়ে চারশত আয়াত এবং প্রতিটি হাদীসের কিতাবের একটি বিশাল অধ্যায় জুড়ে জিহাদের বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা:) নিজে জিহাদ করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম জিহাদ করেছেন, সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম যারা হাদীস সংকলন করেছেন তারা সকলেই কিতাবুল জিহাদ নামে স্বতন্ত্রভাবে জিহাদের হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। এখন যারা বলে বর্তমানে কোন জিহাদ নেই। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সবাই যদি সঠিকভাবে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে তাহলে আল্লাহ (সুব:) এমনিতেই মুমিনদেরকে খিলাফত দিয়ে দিবেন। তারা মূলত তাদের এ দাবীর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিকে পেশ করে থাকে:

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ

[৪৯৬] সহীহ মুসলিম ১৪৫১; সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৮৪; সুনানে নাসায়ী ৪৭২।

بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: ৫৫]

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।[৪৯৭]

কিন্তু এই আয়াত যার উপর নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ রাসূল (সা:) এবং যাদের সামনে নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম (রা:) তারা কি এই আয়াতের অর্থ বুঝেন নি? তারা কি এই আয়াতের উপর আমল করেন নি? মূলত এই আয়াতের মধ্যেও জিহাদের নির্দেশ আছে। কেননা এখানে বলা হয়েছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَات "যারা নেক আমল করে" আর নেক আমলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হচ্ছে জিহাদ। তাছাড়া জিহাদ বিরোধী লোকেরা বলে থাকে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সবলোক ভাল হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই খিলাফত দিয়ে দিবেন, এ বিষয়টি কি রাসূল (সা:) জানতেন না? তিনি কেন জীবনে সরাসরি সাতাশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন? কেন বদরের যুদ্ধে ৭০টি কাফেরকে হত্যা করলেন, এবং ৭০টি কাফেরকে বন্দী করলেন? কেন উহুদের যুদ্ধে নিজে রক্তাক্ত হলেন। সত্তরজন সাহাবীকে মৃত্যুর মুখে ঢেলে দিলেন?

আসলে এ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। যা আমরা হাদীস থেকে দেখতে পাই।

عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ سَيَأْتِي النَّاسَ زَمَانٌ يَقُوْلُوْنَ : لَا جِهَادَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَجَاهِدُوْا ، فَإِنَّ الْجِهَادَ أَفْضَلُ

[৪৯৭] সুরা নূর ২৪:৫৫।

অর্থ: "হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন লোকেরা বলতে থাকবে যে, এখন কোন জিহাদ নেই। যখন ঐ সময় আসবে তখন তোমরা জিহাদ করবে। নিশ্চই জিহাদই হচ্ছে সর্বোত্তম।"[৪৯৮]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَقْوَامًا يَقُوْلُوْنَ لَا جِهَادَ فَقَالَ هَذَا شَـــيْءٌ عَـــرَضَ بِـــهِ الشَّيْطَانُ

অর্থ: "ইবরাহিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার সামনে এমন কিছু সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হল, যারা বলে এখন কোন জিহাদ নেই। অতপর, তিনি বললেন, এটা এমন কথা যা শয়তান তাদের সামনে উত্থাপন করেছে (এটা মিস্টার ইবলিশের শিখানো কথা)।"[৪৯৯]

প্রশ্ন: জিহাদ ফরজ হওয়ার হিকমাত (রহস্য) কি?

উত্তরঃ জিহাদ ফরজ হওয়ার হিকমাত নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেনঃ

(١) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ (٢) وَيُخْزِهِمْ (٣) وَيَنْصُرْكُمْ عَلَـــيْهِمْ (٤) وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (٥) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (٦) وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

অর্থ: "যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। (২) তাদের লাঞ্চিত করবেন। (৩) তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন। (৪) এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। (৬) আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে।"[৫০০]

---

[৪৯৮] সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর: ২১৯২।
[৪৯৯] মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ৩৩৩৮১।
[৫০০] সুরা তাওবা ৯:১৪।

অষ্টম অধ্যায়

ফাযায়েলে জিহাদ

প্রশ্ন:- জিহাদের ফজিলত কি?

উত্তর:- জিহাদের অনেক ফজিলত রয়েছে। নিম্নে সামান্য কিছু ফযিলত উল্লেখ করা হলো।

জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত বেচাকেনা হয়

আল্লাহ (সুব:) বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوبة: ١١١]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও তাদের মাল; এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল এবং কোরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সওদার জন্য যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ আর এটাই হল বিরাট সাফল্য।"[৫০১]

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে - বেচা-কেনা করতে হলে চারটি জিনিসের প্রয়োজন হয় (১) مُشْتَرِيْ ক্রেতা (২) بَـــائِعٌ বিক্রেতা (৩) مَبِيْعٌ পণ্য (৪) ثَمَنٌ মূল্য।

এখানে আল্লাহ নিজে হচ্ছেন ক্রেতা আর মুমিনগণ হচ্ছেন বিক্রেতা, মুমিনদের জান-মাল হচ্ছে পণ্য এবং জান্নাত হচ্ছে বিনিময়। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বেশী তাই সে তা মূল্য দিয়ে ক্রয় করে থাকে। বুঝা গেল যে আল্লাহর কাছে মুমিনদের জান-মাল কত গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রকৃত পক্ষে এগুলোর

---

[৫০১] সূরা তওবা ৯:১১১।

মালিক পূর্ব থেকেই আল্লাহ (সুবঃ) নিজেই। শুধুমাত্র জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ব্যয় করার গুরুত্ব এবং ফজিলত বয়ান করার জন্যই নিজেকে ক্রেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, ইসলামের বিভিন্ন দলে যারা কাজ করে তাদের প্রায় সকলকেই এ আয়াতটির শুধুমাত্র প্রথমাংশ অর্থাৎ "আল্লাহ (সুবঃ) মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন" এতটুকু পড়তে শুনা যায়। অতপর তারা নিজেদের দল বা নিজ নিজ কাজের দিকে আয়াতটিকে ঘুড়িয়ে দেয়। অথচ বিক্রিত মাল কোথায়, কিভাবে হস্তান্তর করতে হবে, মালের কোয়ালিটি কি হবে, তা সবকিছু আয়াতের বাকি অংশগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো উল্লেখ না করে ইয়াহুদী-খৃষ্টান, মুনাফিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ বেঈমানদের খুশি করার জন্য কৌশলে ঐই গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু এড়িয়ে যায়। এটা একধরণের "তাহরীফ" (কুরআনের বিকৃতি)। নদীতে বাঁধ দিয়ে যেরকম ভাবে পানির স্রোতকে অন্যদিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয় ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের জিহাদের নাম শুনলে যারা অসন্তুষ্ট হয় তাদের খুশি করার জন্য আয়াতের প্রথম অংশ পাঠ করে অন্য দিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ আল্লাহ (সুবঃ) পরের অংশে স্পষ্টভাবেই বলছেন, يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ "তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়।"

এখানে বিক্রিত মাল কোথায় কিভাবে হস্তান্তর করা হবে (অর্থাৎ বাজার) তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান। যেখানে মারামারি আছে, কখানো তারা শত্রুকে হত্যা করবে আবার কখনো তারা নিজেরা শহীদ হবে। সুতরাং যেখানে কোন মারামারি নাই, রাস্তায় চলার সময় ধুলা-বালু উড়ে না এমনকি পিঁপড়াও টের পায় না, জিহাদ বিমুখ দাওয়াতী কাজ করার কারণে সবাই তাদের ভালবাসে তারাও এই আয়াতের প্রথম অংশটি দিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করে থাকে। তারা যদি পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করত তাহলেই বুঝতে পারত যে, এখানে আল্লাহর রাস্তা বলতে এমন কোন রাস্তাকে বুঝানো হয় নাই যেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে আরামে ঘুম দিয়ে আসরের সময় উঠে দলবদ্ধ ভাবে অস্ত্র-শস্ত্র বিহীন

পিঁপড়ার ন্যায় আস্তে আস্তে পায়চারী করা হয়। যেখানে তাদের উপর কেউ হামলা করার আশংকা নেই বরং ত্বাগুত, মুনাফিক, সেক্যুলার সকলেই তাদের নুসরতের নামে মেহমানদারী করে থাকে।

এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয়, আমরা যখন কারো জমি কিনতে যাই তখন তিনটি জিনিস খুব ভালো করে দেখি (১) জমির দলিল ঠিক আছে কিনা? (২) জমির মালিক ভাল কিনা? (৩) জমির দখল আছে কিনা?। আবার দলিল দেখতে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশী মানুষেরা তিনটি পর্চা যাচাই করে বাংলাদেশ আমলের, পকিস্তান আমলের ও বিট্রিশ আমলের অর্থাৎ আর. এস, সি. এস, এস. এ। ঠিক তেমনিভাবে এই আয়াতেও আল্লাহ (সুব:) وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ "তাওরাত, ইনজীল এবং কোরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে।" বলে মুসা (আ:) এর আমলের দলিল তাওরাত, ঈসা (আ:) এর আমলের দলিল ইনজীল ও আমাদের দলিল কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপরে আয়াতের বাকী অংশ দিয়ে অন্যান্য সংশয় গুলো দূর করা হয়েছে।

এরপরে বেচা-কেনার সময় মালের যেমন কোয়ালিটি উল্লেখ করা হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:)মুমিনদের থেকে যে পণ্য ক্রয় করেছেন (মুমিনদের জান-মাল) তার কোয়ালিটি উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة: ١١٢]

অর্থ: "তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"[৫০২] সুতরাং যাদের মধ্যে এই কোয়ালিটি নেই সেই সকল লোকদের জান-মাল আল্লাহ (সুব:) ক্রয় করেন না।

[৫০২] সুরা তাওবা ৯:১১২।

যারা জিহাদ করে তারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ٩٥، ٩٦]

অর্থ: "সমান নয় সেসব মু'মীন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ঐসব মু'মীন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের উপর যারা বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপরে। এসব তাঁর তরফ থেকে মর্যাদা ক্ষমা ও রহমত। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[৫০৩]

মহা পুরষ্কারের অঙ্গিকার

আল্লাহ (সুব:) বলেনঃ

{فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } [النساء: ٧٤]

অর্থ: "সুতরাং তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা অখিরাতের বিনিময় পার্থিব জীবন বিক্রয় করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তারপর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আবশ্যই আমি তাকে দান করব মহা পুরস্কার।"[৫০৪]

আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির অঙ্গিকার

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ

---

[৫০৩] সূরা নিসা ৪:৯৫-৯৬।
[৫০৪] সূরা নিসা ৪:৭৪।

لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } [التوبة: ٢٠ – ٢٢]

অর্থঃ "যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম। তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় অনুগ্রহের ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরষ্কার।"[৫০৫]

আল্লাহর সাহায্য ও অটল থাকার অঙ্গিকার

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [محمد: ٧]

অর্থঃ "ওহে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।"[৫০৬]

আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যবাদী বলে ঘোষনা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة : ١١٩]

অর্থঃ "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"[৫০৭]

পীর-সূফীগন এ আয়াতে বর্ণিত 'সত্যবাদী' বলতে তাদের পীর সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকেন। অথচ এটি একটি মনগড়া, বিভ্রান্তিকর এবং কুরআন বিকৃতি মূলক ব্যাখ্যা। কেননা আল্লাহ (সুব:)নিজেই 'সত্যবাদীদের' পরিচয় দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } [الحجرات : ١٥]

---

[৫০৫] সূরা তওবা ৯:২০,২২।
[৫০৬] সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৭।
[৫০৭] সূরা তাওবা ৯:১১৯।

অর্থ: "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী।"[৫০৮] এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুজাহিদীনদেরকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রথম আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে এই সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন।

আসন্ন বিজয়ের অঙ্গিকার

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [الصف: ١٠ – ١٣]

অর্থ: "ওহে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে? তা এই যে তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন সম্পদ দিয়ে ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন এমন জান্নাতে যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য। আর অন্য একটি অনুগ্রহ রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর। তা হল আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। এবং আপনি মু'মিনদেরবে সুসংবাদ দিন।"[৫০৯]

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ

---

[৫০৮] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫।

[৫০৯] সূরা সফ ৬১:১০-১৩।

وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ اَلْجِهَــادُ سَــنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞস করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন, এর পর কোনটি? নাবী (সা:) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা সকল আমলের সর্বোচ্চ চূড়া। তিনি বলেন এর পর কোনটি? নাবী (সা:) বললেন কবুল হজ্ব।[৫১০]

আরো একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিভিন্ন আমলের মর্যাদা বর্ণনা করে বললেন,

عَنْ مُعَاذ ......اَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ ، أَسْلِمْ تَسْلَمُ ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلاَةُ ، وَأَمَا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَــادُ فِــي سَبِيلِ اللهِ

অর্থ: "মুআজ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:.... আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, ইসলামের সকল কাজের মূল কাজ কোনটি? তার খুটি কোনটি এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া কোনটি? সাহাবী বললেন অবশ্যই বলুন। তখন রাসূল (সা:) বললেনঃ সবকিছুর মূল হল ইসলাম, খুটি হল সালাত এবং সর্বোচ্চ চূড়া হল আল-জিহাদ।[৫১১]

এ হাদীসে প্রমাণিত হল একটি বিল্ডিং যেমন ছাদ বিহীন অর্থহীন তেমনিভাবে ইসলাম নামক বিল্ডিংটিও ছাদ বিহীন অর্থহীন। আর ইসলামের সেই ছাদটি হচ্ছে আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

জিহাদের সমতুল্য কোন আমল নেই।

عن ابي هريرة: قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِــي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَــرَجَ الْمُجَاهِــدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُــو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ

---

[৫১০] সুনানে তিরমিজি ১৬৫৭; মুসনাদে আহমদ ৭৮৬৩।

[৫১১] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩; সুনানে তিরমিযী ২৬১৬।

অর্থঃ "আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে আবেদন করল, আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যা জিহাদের সমতুল্য হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেনঃ না, এমন কোন আমল আমি পাই না। তবে যদি তুমি মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশ করে লাগাতার সালাত আদায় করতে থাকবে কোন প্রকার ক্লান্ত হবে না এবং সাওম আদায় করতে থাকবে কোন ইফতার করবে না। যদি তুমি এগুলো পার তাহলে তা জিহাদের সমতুল্য হতে পারে। লোকটি বললো এটা কে করতে সক্ষম? (অর্থাৎ লাগাতার সালাত এবং সাওম আদায় করা যেহেতু সম্ভব নয় সুতরাং জিহাদের সমতুল্য আমলও আর নেই। অতপর আবু হুরাইরা (রা:) বললেনঃ মুজাহিদের ঘোড়ার চলার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং সে অনুযায়ী সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।।[৫১২]

জিহাদ ঈমান পরিক্ষার কষ্টি পাথর

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেনঃ

عَن اَبِي الْمُثَنَّى الْعَبْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– لأُبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَاشْتَرَطَ عَلَىَّ :« تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُصَلِّى الْخَمْسَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّه ». قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه أَمَّا اثْنَتَان فَلاَ أُطِيقُهُمَا أَمَّا الزَّكَاةُ فَمَا لِى إِلاَّ عَشْرُ ذَوْد هُنَّ رِسْلُ أَهْلِى وَحَمُولَتُهُمْ وَأَمَّا الْجِهَادُ فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ وَلَّى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِنْ اللَّه فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِى قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ وَجَشِعَتْ نَفْسِى قَالَ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكَهَا ثُمَّ قَالَ :« لاَ صَدَقَةَ وَلاَ جِهَادَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ ». قَالَ ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه أُبَايِعُكَ فَبَايَعَنِى عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ

অর্থঃ "আবুল মুছান্না আল 'আব্‌দী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য 'বাইয়াত' দানের উদ্দেশ্যে

[৫১২] সহীহ বুখারী ২৭৮৫

আগমন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে কিছু শর্ত দিলেন: তুমি এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ (সা:) তার বান্দা এবং রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে, রামাদান মাসে সাওম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে, বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) আমি এর মধ্য থেকে দুটি কাজ করতে সক্ষম নই। একটি হলো যাকাত, কেননা আমার নিকট শুধুমাত্র দশটি উট রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমার পরিবার-পরিজন চলাফেরা করে এবং জিনিষপত্র আনা-নেওয়ার কাজ করে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিহাদ, কারণ লোকেরা বলে, 'যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসবে সে আল্লাহর রাগ (গজব) এবং গোস্বা নিয়ে ফিরে আসলো।' আমার ভয় হয় যে, যখন আমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সম্মুক্ষিণ হবো তখন মৃত্যুকে অপচ্ছন্দ করবো এবং নিজের প্রাণের ব্যাপারে ভীত হয়ে পলায়ণ করি কিনা? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা:) তার হাত গুটিয়ে নিলেন এবং হাত নাড়াতে লাগলেন। এবং বললেন, 'সাদাকাও করবে না, জিহাদও করবে না তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিভাবে'? এরপর আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সা:)! এখন অমি আপনাকে বাইয়াত দিতে চাই। আপনি আমার থেকে উপরোক্ত সকল কাজের জন্যই বাই'আত গ্রহণ করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা:) আমার নিকট থেকে এই সবগুলো বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[৫১৩]

এই উম্মতের ট্যুরিজম 'আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِى فِى السِّيَاحَةِ. قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِى الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى »

অর্থ: আবু উমামা (রাযি:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! আমাকে ভ্রমণ/পর্যটন এর জন্য

---

[৫১৩] সুনানে কুবরা আল-বাইহাকী ১৮২৫২।

অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হচ্ছে "আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"।[৫১৪]

একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার চেয়ে জিহাদ উত্তম

বর্তমানে অনেককেই দেখা যায় বিভিন্ন খানকায় অথবা মসজিদে নির্জনে একাগ্রচিত্তে একাকি ইবাদতে মশগুল থাকে। বিশেষ করে সূফী মতবাদে বিশ্বাসী যারা তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার নামে নিঃসঙ্গতা ও নির্জন বাসকে খুব গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। একারণে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, নির্জনে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করা উত্তম নাকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়া উত্তম? এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ (সা:) উত্তর দিলেন, ঐ মু'মিন ব্যক্তি যে নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আবার প্রশ্ন করা হল, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ মু'মিন যে পাহাড়ের কোন উপত্যকায় বাস করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচায়।"[৫১৫]

এ হাদীসে পরিস্কার হয়ে গেল যে, নির্জনে একাকি ইবাদত করার চেয়ে জিহাদে বের হওয়া উত্তম। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا فَقَالَ لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ

---

[৫১৪] সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৮।

[৫১৫] সহীহ বুখারী ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম ৪৯৯৪; সুনানে নাসায়ী ৩১০৫।

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنَّةَ اغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামদের থেকে কোন এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ী উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি যদি লোকদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে এখানে ইবাদত করার জন্য অবস্থান করতাম (তাহলে কতই না ভাল হতো)। কিন্তু এই কাজটি আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর অনুমতি ছাড়া করবো না। অতপর লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, না তুমি এ কাজটি করবে না। কেননা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকা ঘরে বসে একাকী সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। জেনে রাখ! যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন পরিমাণ সময় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।"[৫১৬]

এ হাদীসদুটো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নির্জনে একাকী ইবাদত করার চেয়ে জিহাদ করা অনেক উত্তম। এ কারণেই প্রখ্যাত মুহাদ্দীস, ফক্বীহ, মুজাহিদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ:) তার সমকালীন বিখ্যাত সূফী তাসাউফের ইমাম ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ:) যিনি মক্কা-মদীনায় ইবাদত করার জন্য অবস্থান করছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু ঐতিহাসিক কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার কিছু কবিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ بِالْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

ওহে আবেদুল হারামাইন (মক্কা-মদীনায় ইবাদতকারী)! নিশ্চয়ই তুমি মক্কা-মদীনায় ইবাদত করছো, এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের ছওয়াব কামাচ্ছো, বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছো, হাজরে আসওয়াদ চুমু খাচ্ছো,

---

[৫১৬] সুনানে তিরমিজি ১৬৫০।

যমযমের পানি পান করছো, মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করছো, মূলতাজামকে জড়িয়ে চোখের পানি ঝড়াচ্ছো, এসবই অনেক ভাল কাজ। কিন্তু তুমি যদি আমাদের ইবাদত দেখতে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারতে যে, আমাদের ইবাদতের তুলনায় তোমার ইবাদত শিশুদের খেলনা ছাড়া কিছুই নয়।

কারণ ইয়াহুদী-খৃষ্টান তথা গোটা কাফের শক্তিগুলো اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ "আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা" অর্থাৎ "ইসলামের বিরুদ্ধে সকল কাফের গোষ্ঠীগুলো এক" এর মূর্ত প্রতীক হয়ে মাঠে নেমেছে আর তুমি নির্জনে ইবাদতে মশগুল হয়ে আছো। যেই দ্বীন ক্বায়েম করতে গিয়ে আল্লাহর নবী (সা:) নিজে বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন সহ বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিলেন। আজ সেই দ্বীন ধ্বংস হচ্ছে আর তুমি মক্কা-মদীনায় বসে বসে অজীফা আদায় করছো। নবী (সা:) নিজে মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গেলেন আর তুমি মক্কায় খানকা বানিয়েছো।

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوْعِه فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

তোমার এবং আমার ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তোমার যখন ইবাদত করতে করতে জযবা আসে তখন তোমার চোখের অশ্রু দিয়ে গাল ভিজে যায়। আর আমাদের যখন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে জযবা আসে তখন আমাদের গর্দানের রক্ত দিয়ে আমাদের গ্রীবা রঞ্জিত হয়ে যায়।

তোমার চোখের পানির মর্যাদা আল্লাহর কাছে ঠিকই আছে তবে জান্নাতের কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আমাদের রক্ত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيله إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْك

অর্থ: "আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ঐ আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি যখম হয় (আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর রাস্তায় যখম হলো)

তবে কিয়ামতের দিবসে সে তার ঐ যখমগুলো নিয়ে উঠবে। তার রক্তের রঙ হবে যদিও রক্তের মত তবে ঘ্রান হবে মেশ্‌ক আম্বরের মত।"[৫১৭]

أَوَ مَنْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهُ فِيْ بَاطِلٍ فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ

তোমাদের ঘোড়াগুলো তোমাদের হাদিয়া, তুহফা, আবা-কাবা, জুব্বা-ডিব্বা হরেক রকম খানা-পিনার বেহুদা বোঝা বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পরে। আর আমাদের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের দিন ভোর বেলা (ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে) যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়।

رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ، وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا رَهْجُ الْسَنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ

তুমি যখন ইবাদত করতে বস তখন মখমলের সাদা পাতলা ফিনফিনে জামা-কাপড় পরিধান করে দামি দামি আতর-গোলাপ, মেশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধি ব্যবহার করে শান-শওকতে বস। অবশ্য আতর ব্যবহার করা ভাল আল্লাহর নবী এটা ভালবাসতেন এবং ব্যাবহারও করতেন। কিন্তু এর উপর জান্নাতের কোন গ্যারান্টি নেই। পক্ষান্তরে আমাদের আতর-গোলাপ সম্পর্কে জানতে চাও? প্রচন্ড যুদ্ধ চলাকালে ঘোড়ার পদাঘাতে নির্গত অগ্নীস্ফুলিঙ্গ এবং যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালুই আমাদের সুগন্ধি।

وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ

আর জেনে রাখ! আমাদের ধুলা-বালু সম্পর্কে আমাদের কাছে নবীজির সত্য সঠিক বাণী এসেছে যা কখনো মিথ্যা হওয়ার নয়। আর তা হচ্ছে :

لَا يَسْتَوِيْ غُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِيْ أَنْفِ امْرِىٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ

যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালু ও জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের ধোঁয়া কোন ব্যক্তির নাকে একত্রিত হবে না। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে যাদের নাকে ধুলা-বালূ লেগেছে তার জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না।

এ কথাটি হুবহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا

---

[৫১৭] সহীহ বুখারী ২৮০৩।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, আল্লাহর রাস্তার ধুলা-বালু এবং জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের ধোঁয়া কোন ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হবে না।"[৫১৮]

هَذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لَا يُكْذَبُ

জেনে রাখ! তুমি যতবড় বুজুর্গই হও না কেন তোমার মৃত্যুর পরে তোমার দামি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলা হবে, কেননা তুমি মরে গেছো। আর আমি যদি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যাই আমার কাপড়-চোপড় খোলা হবে না। ঐ রক্ত মাখা কাপড়-চোপড় দিয়েই দাফন করা হবে, কেননা আমি জীবিত। তুমি যখন মারা যাবে তোমার জানাযায় লক্ষ লক্ষ মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ জমা হবে কেননা তুমি জগত বিখ্যাত পীর ও বুজুর্গ। আর আমার জানাযায় হয়তো কোন লোক আসবে না কেননা আমি শহীদ। জানাযার সময়ও হামলা হওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু জেনে রাখ! তোমার জানাযায় লোকের প্রয়োজন আছে, কেননা তুমি মৃত। আর আমার জানাযায় লোকের প্রয়োজন নেই, কেননা আমি শহীদ আমাকে আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) জীবিত বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ } [البقرة : ١٥٤]

অর্থ: "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"[৫১৯]

ফুযাইল ইবনে আয়ায এর নিকট কাবার কাছে অবস্থানরত অবস্থায় যখন এই চিঠি পৌছলো তখন তিনি এই চিঠি পড়ে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় বললেন, আবু আব্দুর রহমান ইবনে মুবারক ঠিকই বলেছে এবং আমাকে সৎ উপদেশ দিয়েছে।

জিহাদের মাধ্যমে দুঃখ-বেদনা দূর হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ

---

[৫১৮] সুনানে নসায়ী ৩১১০; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৭৪।

[৫১৯] সুরা বাক্বারা ২:১৫৪।

فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ

অর্থ: "উবাদা ইবনে সামেত (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয় তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা বিশেষ। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন।"[৫২০]

জিহাদের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা একশো গুন বৃদ্ধি

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ « وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ». قَالَ وَمَا هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ».

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা:) কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে কথাটি শুনে আবু সাঈদ (রাঃ) অবাক হয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা:) কথাটি আমাকে আবার বলুন। রাসূল (সা:) কথাটি পুনরায় বললেন এরপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, এছাড়াও আরেকটি কাজ রয়েছে যা জান্নাতে বান্দার মর্যাদাকে একশো গুন বৃদ্ধি করে দেয়। যার প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আকাশ ও যমীনের দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ বললেন, সে কাজটি কী? তিনি (সা:) বল্লেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[৫২১]

সামান্যতম সময় যুদ্ধ করার অকল্পনীয় পুরস্কার

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « مَنْ

---

[৫২০] সনদ হাসান, মুসনাদে আহমদ ২২৭১৯; মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ৯২৭৮; সুনানে বাইহাক্বী ১৮২৫৫। আলবানী র. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫২১] সহীহ মুসলিম ৪৯৮৭; সুনানে নাসায়ী ৩১৩১।

قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ». زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا : « وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ

অর্থ: "মুআ'য বিন জাবাল (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি উটনী দোহনের মতো সামান্য সময়ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আবেদন করে অত:পর সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাকে অবশ্যই শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সামান্য যখম হয় অথবা চামড়া ছিলে যায় নিশ্চয়ই উহা কিয়ামতের দিবসে আরো বেশী যখম হয়ে উঠবে। রং হবে জাফরানের রং ঘ্রাণ হবে মেশক আম্বারের।"[৫২২]

জিহাদের কাতারে অবস্থান করার ফাযিলাত

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف : ٤]

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।"[৫২৩]

কাফের এবং তাঁর হত্যাকারী মুসলিম জাহান্নামে একত্রিত হবে না

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ أَبَدًا »

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী মুমিন কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।"[৫২৪]

---

[৫২২] সুনানে আবু দাউদ ২৫৪৩; সুনানে নাসায়ী ৩১৪১।

[৫২৩] সূরা সাফ ৬১:৪।

সর্বোত্তম আমল জিহাদ

ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল হলো জিহাদ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّه وَرَسُوله قيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো এর পরে কোন আমল? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৫২৫] আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ ، وَغَزْوٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমল হলো সংশয় মুক্ত ঈমান, খেয়ানত মুক্ত যুদ্ধ এবং কবুল হাজ্ব।[৫২৬]

জিহাদ বায়তুল্লাহ নির্মাণের চেয়েও উত্তম আমল

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِىَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

[৫২৪] সহীহ মুসলিম ৫০০৩।
[৫২৫] সহীহ বুখারী ২৬।
[৫২৬] মুসনাদে আহমদ ৭৫১১; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৫৯৭।

(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

অর্থ: "নুমান ইবনে বাশীর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মিম্বারের পাশে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদের পানি করানো ব্যতিত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই। আরেক ব্যক্তি বললো, ইসলাম গ্রহণের পর মসজিদে হারাম নির্মাণ করা ব্যতিত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন আপত্তি নেই। আরেক ব্যাক্তি বললো, তোমরা যে কথা বললে তার চাইতে ফাযীলাতপূর্ণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ওমর (রা:) সকলকে ধমক দিলেন। এবং বললেন আল্লাহর রাসূল (সা:) এর মিম্বারের কাছে এসে তোমরা আওয়াজ করোনা। এ দিনটি ছিল জুমুআর দিন। ওমর (রা:) বললেন, তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছিলে আমি সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জুমুআর সালাতের পরে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো। এমতাবস্থায় আল্লাহ (সুব:) এই আয়াত নাযিল করেন: তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে ঐ ব্যাক্তির সমতুল্য মনে করছো যে আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট এরা মোটেই সমমানের নয়। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।"[৫২৭] এ আয়াতে জিহাদকে মসজিদুল হারাম নির্মান করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর চেয়েও বহুগুনে বেশী মর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পিতা মাতার খিদমাতের পর সর্বোত্তম আমল

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

[৫২৭] সহীহ মুসলিম ৪৯৭৯।

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে কোন আমলটি বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, সঠিক সময় সালাত আদায় করা। আমি বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম এরপর কোনটি, তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[৫২৮]

জিহাদ সালাতের পর সর্বোত্তম আমল

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: নিশ্চয় সালাতের পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[৫২৯]

সর্বোত্তম জিহাদ

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ... وَنَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه أَىُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ :« أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُهْرَاقَ دَمُكَ

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ...এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম শহীদ কে? তিনি বললেন তোমার ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হয় এবং তোমার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে সেটাই সর্বোত্তম শহীদ।"[৫৩০]

অপর হাদীসে স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকেও সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

অর্থ: "আবু সাইদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, স্বৈরশাসক বা জালিম আমীরের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"[৫৩১]

---

[৫২৮] সহীহ বুখারী ২৭৮২।
[৫২৯] মুসনাদে আহমদ ৪৮৭৩।
[৫৩০] সুনানে বায়হাকী ২১৬৬৯।
[৫৩১] সুনানে আবু দাউদ ৪৩৪৬; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০১১।

নবম অধ্যায়

সমরাস্ত্র প্রশিক্ষন, পরিচালনার ও জিহাদের রাস্তায় অর্থ এবং সময় ব্যায়ের ফজিলত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: ٦٠]

অর্থ: "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।"[৫৩২]

মুফাচ্ছিরীনে কিরামগণ এ আয়াতের তাফসীরে রাসূল (সা:) এর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ »

অর্থ: "উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে মিম্বারে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জণ কর' এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। এভাবে তিনবার বললেন।"[৫৩৩]

জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা আল্লাহর সাথে একটি উপহাস করার শামিল। কেননা আল্লাহ (সুব:) বলছেন:

---

[৫৩২] সুরা আনফাল ৮:৬০।

[৫৩৩] সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬।

{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [التوبة: ٤٦]

অর্থ: "আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত.... ।"[৫৩৪]

এই আয়াতে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদ জিহাদ করার প্রতি তিরস্কার করা হয়েছে। জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদে সরঞ্জামাদীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তার কিছু নমুনা পেশ করা হল।

জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوف

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, জেনে রেখ, নিশ্চয় জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে।"[৫৩৫]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَــدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِــلاَلِ السُّيُوفِ »

অর্থ: "আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাইস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার পিতাকে আমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে দাড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়ার নীচেই রয়েছে।"[৫৩৬]

তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «

---

[৫৩৪] সুরা তাওবা ৯:৪৬।

[৫৩৫] সহীহ বুখারী ২৮১৮।

[৫৩৬] সহীহ মুসলিম ৫০২৫; সহীহ বুখারী ২৮১৮; সুনানে আবু দাউদ ২৬৩৩।

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِه

অর্থঃ উকবা ইবনে আমের (রা:) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ কে বলতে শুনেছি, 'অচিরেই অনেক ভূখন্ড তোমাদের হস্তগত হবে এবং আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজী খেলার থেকে অক্ষম না থাকে।[৫৩৭]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ.

অর্থঃ "মুসআব ইবনে সাআ'দ (রা:) তার পিতা থেকে মারফু হাদীস বর্ণনা করেন, 'তোমরা নিক্ষেপ করাকে শক্তভাবে ধারণ কর (তীর, বর্শা, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর) কেননা তোমাদের সকল প্রকার খেলা-ধুলার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম খেলা-ধুলা।"[৫৩৮]

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো বলেনঃ

عَن سَعْدٍ قَالَ : يَا بَنِيَّ ، تَعَلَّمُوا الرَّمْيَ فَإِنَّهُ خَيْرُ لَعِبِكُمْ

অর্থঃ "সাআ'দ (রা:) বলেন, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা নিক্ষেপ করা শিখো। (তীর, বর্শা, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর) কেননা তোমাদের সকল প্রকার খেলা-ধুলার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম খেলা।"[৫৩৯]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

অর্থঃ "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একত্রে কারো জন্য উৎসর্গ করতে শুনি নাই সাআ'দ ইবনে মালেক ব্যতিত। ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা:) কে

---

[৫৩৭] সহীহ মুসলিম ৫০৫৬; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬৯৭; মুসনাদে আহমদ ১৮৪৩৩।
[৫৩৮] মুসনাদে বাযযাজ ১১৪৬; কানযুল উম্মাল ১০৮৪১।
[৫৩৯] মুসান্নেফে ইবনে আবি শায়বা ১৫৪ নং অধ্যায়ের প্রথম হাদীস।

বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, হে সাআ'দ! তুমি নিক্ষেপ করো। তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক।"[৫৪০]

তীর ছোড়ার ফাযীলাত

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

অর্থ: "কা'ব ইবনে মুররা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তোমরা নিক্ষেপ করো! যে ব্যক্তি একটি তীর কোন শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করলো আল্লাহ (সুব:) তার বিনিময়ে তাকে জান্নাতে একটি 'দারাজা' বুলন্দ করবেন। ইবনে নাহহাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'দারাজা' কি জিনিষ? রাসূল (সা:) বললেন এটা তোমার মায়ের ঘরের দরজার চৌকাঠ নয় বরং জান্নাতের দুই দরজার মাঝে একশত বছরের দুরত্ব রয়েছে।"[৫৪১]

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ

অর্থ: "আমর ইবনে আবাসা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করলো এরপর তা শত্রুদের নিকট পৌঁছলো চাই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানুক বা না হানুক,এটা তার জন্য একটি গোলাম আযাত করার সমতুল্য হবে।"[৫৪২]

যুদ্ধের বাহনের ফাজীলত

ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহীত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

---

[৫৪০] সহীহ বুখারী ৪০৫৯; সহীহ মুসলিম ৬৩৮৬।

[৫৪১] সুনানে নাসায়ী ৩১৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬১৬; মুসনাদে আহমদ ১৮০৬৩।

[৫৪২] সুনানে নাসায়ী ৩১৪৫।

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "উরওয়া আল বারেকী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, ঘোড়ার কপালে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে। যা নেকী ও গনীমতের পন্থায় হাসিল হতে থাকবে।"[৫৪৩]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঘোড়ার প্রয়োজন কখনোই শেষ হবে না। আর বাস্তবেও তাই। বর্তমানে এত আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র থাকা স্বত্তেও পাহাড়-পর্বতে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হয়।

ঘোড়া প্রতিপালনকারী তিন শ্রেণীর

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ...قَالُوا فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ « الْخَيْلُ فِى نَوَاصِيهَا – أَوْ قَالَ – الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا – قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشُكُّ – الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهْىَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِى هِىَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِى سَبِيلِ اللَّه وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِى بُطُونِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِى مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِى بُطُونِهَا أَجْرٌ – حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِى أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا – وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِى هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِى عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِى عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِى يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَاكَ الَّذِى هِىَ عَلَيْهِ وِزْرٌ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন....অতপর রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়ার মালিকদের কি অবস্থা হবে? তিনি উত্তরে বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের ১. যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য গুনাহের কারণ হয় ২. যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণ স্বরূপ হয় ৩. যে ঘোড়া মালিকের জন্য সওয়াবের কারণ হয়।

---

[৫৪৩] সহীহ বুখারী ৩১১৯; সহীহ মুসলিম ৪৯৫৫; সুনানে নাসায়ী ৩৫৭৪।

বস্তুতঃ সেই ঘোড়াই মালিকের জন্য বোঝা বা গুনাহের কারণ হবে, যা সে লোক দেখানোর জন্য অহংকার প্রকাশের জন্য এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করে। আর যে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য পালন করে এবং এর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং খাবার ও ঘাস দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর হক ভুলে না এ ঘোড়া তার দোষত্রুটি গোপন রাখার জন্য আবরণ হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া প্রতিপালন করে এবং কোন চারণ ভূমি বা ঘাসের বাগানে লালন করে তার এ ঘোড়া তার জন্য সওয়াবের কারণ হবে। তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানে যা কিছু খাবে তার সমপরিমান তার জন্য সওয়াব লিখা হবে। এমনকি এর গোবর ও প্রসাবেরও সওয়াব লিখা হবে। আর যদি তা রশি ছিড়ে একটি বা দুটি মাঠও বিচরণ করে তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের সমপরিমান নেকী তার জন্য লেখা হবে। তাছাড়া মালিক যদি একে কোন নদীর তীরে নিয়ে যায় আর সে নদী থেকে পানি পান করে অথচ তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা মালিকের ছিল না তথাপি পানির পরিমান তার আমল নামায় লিখা হবে।[৫৪৪]

ঘোড়া প্রতিপালনের ফজিলত

ঘোড়া প্রতিপালনের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}[الأنفال ٦٠]

অর্থ: "তোমরা অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর...।"[৫৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

[৫৪৪] সহীহ মুসলিম ২৩৩৯।

[৫৪৫] সুরা আনফাল ৮:৬০।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে, তার ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করবে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির আমলের পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে।" [৫৪৬]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِه كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ

অর্থ: "তামীমে দারী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে বেঁধে রাখে। অতঃপর সে নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস-দানা খাওয়ায়। প্রতিটি দানার বিনিময়ে তাকে নেকী দেয়া হবে।[৫৪৭]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ঘোড়ার জন্য ব্যয়কারীর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দু'হাতে (তালু ভর্তি করে) সাদাকাহ করে।"[৫৪৮]

যুদ্ধে একাধিক ঘোড়া নেয়ার ফযীলাত

عن أبي كبشة الأنماري قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَعَقَّبَ لَهُ الْفَرَسَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنْ لَمْ تَعَقَّبْ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حُمِلَ عَلَيْهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অর্থ: "আবু কাবশা আল-আনমারী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার একটি ঘোড়ার পেছনে আরেকটি ঘোড়া নেয়, (যেন যুদ্ধে একটি ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে অন্যটি ব্যাবহার করতে পারে) তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত সত্তরটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে।

---

[৫৪৬] সহীহ বুখারী ২৮৫৩; সুনানে নাসায়ী ৩৫৮৪।

[৫৪৭] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৯১।

[৫৪৮] ইবনে হিব্বান ৪৬৭৫; কানযুল উম্মাল ১০৭৫৬।

আর যদি সে অন্য কোন ঘোড়া না নেয় তাহলে তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত একটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে।[৫৪৯]

ঘোড়াকে প্রশিক্ষন দেয়ার ফজিলত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ..كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْــيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ

অর্থ: "উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মানুষ যত ধরণের খেলা-ধুলা করে সবই বৃথা। তবে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়া, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রীর সাথে ক্রিয়া কৌতুক করা বৃথা নয়।"[৫৫০]

আল্লাহর পথে সময় ব্যয়ের ফাযীলাত

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّــهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, জান্নাতের একটি ধনুকের পরিমান জায়গা গোটা পৃথিবীর চেয়েও উত্তম। জিহাদের ময়দানে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম।"[৫৫১]

আল্লাহর পথে ধুলো ধুসরিত হওয়ায় ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ اَبِيْ عَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

---

[৫৪৯] আহমাদ ১৮০৬১; ইবনু হিব্বান, হাঃ ৪৬৭৯। শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সানদ সহীহ।

[৫৫০] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৮৬১; তিরমিযী ১৬৩৭; মুসনাদে আহমদ ১৭৩৭৫; সিলসিলাতুস সহীহা ৩১৫, আলবানী বলেন ঃ হাদীস সহীহ।

[৫৫১] সহীহুল বুখারী ২৭৯৩।

অর্থ: "আবু আবস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যার দুটি পা আল্লাহর পথে ধুলো ধুসরিত হয়, মহান আল্লাহ উক্ত পা দুটির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।"[৫৫২]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ....وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, জাহান্নামের ধোঁয়া এবং আল্লাহর পথের ধুলা কোন মুসলিমের নাকে কখনো একত্র হবে না।"[৫৫৩]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুনের তাপ কোন মুমিন বান্দার উদরে একত্রিত হবে না।"[৫৫৪]

মুজাহিদ ক্যাম্প বা সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফজিলত

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ ».

অর্থ: "সালমান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে একদিন অথবা এক রাত পাহারা দেয়া একাধারে এক মাস সাওম পালন ও সালাত আদায়ের চেয়েও উত্তম। সে যদি (ঐ অবস্থায়) মারা যায় তাহলে তার আমলের নেকী জারি থাকবে যেমনটি সে

---

[৫৫২] সহীহুল বুখারী ২৮১১; নাসায়ী ৩১১৬; তিরমিযী ১৬৩২; বায়হাকী ৬০৮৭; আহমাদ ১৪৯৯০।

[৫৫৩] হাদীস সহীহঃ ইবনু হিব্বান হাঃ ৪৬০৭, শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ এর সানাদ হাসান। নাসায়ী, তিরমিযী। আলবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ।

[৫৫৪] নাসায়ী ৩১০৯; ইবনে হিব্বান ৪৬০৬, হাসান সনদে; তাবারানী ৪১০; ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আমল করে আসছিল এবং তার রিযিক্ব জারি রাখা হবে এবং সে ফিতনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে।"[৫৫৫]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَن عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ...حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا

অর্থ: "উসমান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ...আল্লাহর পথে এক রাত পাহারা দেয়া এমন এক হাজার রাত্রির চাইতে ফজিলতপূর্ণ যেগুলো রাতে সালাত ও দিনে সাওম পালনের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছে।"[৫৫৬]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلاَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالَ : « تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». ثُمَّ قَالَ : « مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ». قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِىُّ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : « فَارْكَبْ ». فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِى أَعْلاَهُ وَلاَ نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ ». فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِلَى مُصَلاَّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : « هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ.

---

[৫৫৫] হাদীস সহীহঃ সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, তাহাভী, আহমাদ, তিরমিযী, ত্ববারানী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী ও শুআইব আরনাউত বলেন হাদীসের সানাদ বিশুদ্ধ। আলবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ।

[৫৫৬] হাদীস সহীহঃ তিরমিযী, দারিমী, নাসায়ী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী ও আলবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ।

فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ ». فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلاَلِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِى أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ ». قَالَ : لاَ إِلاَّ مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْدَهَا

অর্থ: "সাহল ইবনে হানযালিয়্যা (রা:) বর্ণনা করেছেনে যে, তাঁরা হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে মাগরিবের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে তাঁকে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে ঐ সকল পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াযিন গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনায়নে একত্রিত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা:) মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ঐ সকল বস্তু আল্লাহ চাহেত আগামীকাল মুসলমানদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দিবে? আনাস ইবনে আবূ মারসাদ আল-গানাবী (রা:) উততির করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) আমি পাহারা দেবো। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর। তিনি তাঁর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন যাও, এ দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়ে এর চূড়ায় পৌছে পাহারায় রত থাকো। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে কোন ধোঁকায় না পড়ি। ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ (সা:) তার সালাতের স্থানে গিয়ে ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করলেন। তারপর জিজ্ঞাস করলেন,

তোমরা তোমাদের পাহারাদার অশ্বারোহী সৈনিকের কোন সন্ধান পেয়েছ কি? সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি পাহারায় রত আছেন বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি। এরপর ফজর সালাতের ইকামত দেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ (সা:) সালাত পাড়তে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে সালাত শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের পাহারাদার সৈনিক তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির উপরে নযর করলাম, কোন শত্রুকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারা রাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে? তিনি উত্তর করলেন, না, সালাত পড়ার জন্য অথবা পায়খানা-প্রসাবের প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত হল। তোমার জীবনে আর কোন অতিরিক্ত নেক কাজ না করলেও চলবে। (অর্থাৎ সারা রাত জাগ্রত থেকে পাহাড়ায় রত থাকার মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ফরয-ওয়াজিব যথারীতি আমল করতে হবে।)[৫৫৭]

যে রাত কদর রাতের চাইতে ফযীলাতপূর্ণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَارِسٌ حَرَسَ فِى أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ »

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন রাত্রির সংবাদ দিবনা যে রাত্রিটি কদরের রাত্রির চাইতেও ফজিলতপূর্ণ? (তা

---

[৫৫৭] হাদীস সহীহঃ আবু দাউদ, হাকিম, ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেনঃ হাদীসের সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আবু দাউদ হাঃ ২৫০৩।

হলো, আল্লাহর পথে মুজাহিদ) প্রহরীর কোন ভীতিকর স্থানে এমন মন মানসিকতা নিয়ে পাহারা দেয়া যে, তার হয়তো নিজ পরিবারের নিকট আর ফিরে আসা হবে না।"[৫৫৮]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَد

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে ইবাদত করার চাইতে উত্তম।"[৫৫৯]

যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় সাজাগ থাকে

عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّه

অর্থ: "আবু রাইহানা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে চোখ আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) নিদ্রাহীন কাটিয়েছে সে চোখ জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম।"[৫৬০]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ أَبَدًا : عَيْنٌ بَاتَتْ تَكْلَأُ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ الله ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, দুই শ্রেণীর চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

[৫৫৮] মুসতাদরকে হাকিম ২৪২৪; সুনানে বায়হাকী ৪২৩৪। আলবানী বলেনঃ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারীর রিজাল এবং সানাদটি ইমাম বুখারী শর্তে সহীহ।

[৫৫৯] হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী বিশুদ্ধ সানাদ।

[৫৬০] হাদীস সহীহঃ নাসায়ী, তালীকুর রাগীব। আলাবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ।

(এক) যে চোখ আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুসলিমদের পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়। (দুই) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।"[৫৬১]

পাহারারত অবস্থায় মৃত্যু বরণের ফজিলত

عن أبي هريرة مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ الله أَجْرَى الله عَلَيْه عَمَلَهُ الصَّالِحَ الَّـذِي كانَ يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِـنَ الْفَزَعِ

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারারত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার উপর সে জীবিত অবস্থায় যে নেক আমল করতো তা অব্যাহত রাখবেন এবং তার রিযিক জারি রাখবেন, তাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে সব রকমের পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন।"[৫৬২]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْد أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال كُلُّ الْمَيِّت يُخْتَمُ عَلَى عَمَله إلاَّ الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة وَيُؤْمَنُ منْ فَتَّان الْقَبْرِ

অর্থঃ "ফুজালা ইবনে উবাইদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের ধারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুশমনের মোকাবেলায় পাহারারত সৈনিক ব্যতিত। কিয়ামাত আসা পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের পরিক্ষা-নিরিক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে।"[৫৬৩]

---

[৫৬১] হাদীস সহীহঃ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদিসটি হাসান ও গরীব। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৬২] হাদীস সহীহঃ ইবনু মাজাহ, রাওযুন নাযীর, তালীকুর রাগীব। আলবানী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ, হাদীসটি ইবনু হিব্বানেও বর্ণিত হয়েছে। শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ সেখানে হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন। অবশ্য ইবনু হিব্বানে কিয়ামতের দিন সব রকম পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন এ অংশটুকু নেই।

[৫৬৩] হাদীস সহীহঃ সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, হাঃ ২৫০০, তালিকুর রাগীব, সহীহ জামিউস সাগীর। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুজাহিদদের পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করার ফজিলত

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِى أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

অর্থঃ "যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনকে আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন জিহাদ করলো।[৫৬৪]

আল্লাহর পথে খরচ করার ফজিলত

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ "ছাওবান হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন; সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচ করে, এবং ঐ দীনার যা সে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া প্রতিপালনের জন্যে খরচ করে এবং ঐ দীনার যা সে আল্লাহর পথের সৈনিকের জন্য খরচ করে।"[৫৬৫]

একটির বিনিময়ে সাতশো গুন সওয়াবঃ

عن أَبِي يحيى خُرَيْم بن فاتك – رضي الله عنه – قال : قَالَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « مَنْ أنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِئَةِ ضِعْفٍ

---

[৫৬৪] হাদীস সহীহঃ সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ, তায়ালিসি, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনু জারুদ, ত্ববারানী, বায়হাকী, ইবনু হিব্বান।

[৫৬৫] হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৪৬৪৬, সহীহ ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮০৯, শুআইব আরনাউত ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অর্থ: "আবূ ইয়াহইয়া খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কোন কিছু ব্যয় করে তার আমলনামায় তা বৃদ্ধি করে সাতশো গুন লিখা হয়।"[৫৬৬]

জিহাদ ফী সাবিলিল্লার ক্ষেত্রে ব্যয় করার একটি ঘটনা

আবূ কুদামা শামী ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি আল্লাহ (সুব:) জিহাদকে যার নিকট প্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি রোমের বিরূদ্ধে অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একদিন তিনি মসজিদে নববীতে বসে বিভিন্ন জিহাদের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। উপস্থিত লোকেরা তার নিকট একটি আশ্চর্য ঘটনা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলো। তিনি বললেন, 'একদিন তিনি রোমের একযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ফোরাত নদীর তীরে 'রিক্কা' নামক শহরে একটি উট ক্রয় করার জন্য থামলেন।

এমতাবস্থায় এক মহিলা আসলো এবং বললো যে, সে তার চুলগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চায় যাতে করে মুজাহিদদের ঘোড়ার লাগাম বা রশি হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। ইতিমধ্যেই সে সেগুলো মাথা থেকে কেঁটে নিয়ে মাটি দ্বারা মিশ্রিত করে ফেলেছিল। সে আরও বললো, তার স্বামী জিহাদে বের হয়ে শহীদ হয়ে গিয়েছে। এবং তার সন্তানরাও বিগত জিহাদগুলোতে শহীদ হয়ে গিয়েছে। তবে একটি সন্তান ব্যতিত যার বয়স মাত্র পনের বছর। এই বয়সেই সে নিয়মিত সাওম পালনকারী, রাত্রী জাগরণকারী, কোরআনের হাফেজ এবং দক্ষ আশ্বারোহী। সে দেখতেও অন্যান্য তরুণদের থেকে অধিক সুন্দর। বর্তমানে সে শহরের বাহিরে অবস্থান করছে। সে যখন ফিরে আসবে তখন তাকেও আপনার নিকটে জিহাদের জন্য পাঠানো হবে যাতে সে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হতে পারে। আবূ কুদামা (র:) তার জন্য অপেক্ষা করলেন কিন্তু সে ফিরে আসল না। আবূ কুদামা (র:) তার মুজাহিদ সাথিদের নিয়ে 'রিক্কা' থেকে বের হয়ে গেলেন। এবং কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করে গেলেন হঠাৎ দেখা গেল ঐ অশ্বারোহী মুজাহিদ যুবক তার ঘোড়ায় চড়ে কাফেলার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আবূ কুদামার সাথে কথা বললো এবং নিজের পরিচয় দিলো

---

[৫৬৬] হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, আহমাদ, তিরমিযী, ত্বাবারানী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান। শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী এবং আলবানী বলেনঃ হাদিসটি সহীহ।

যে, সে ঐ মহিলার সন্তান। তার বাবা এবং ভাইয়েরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছে সেও চায় আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যেতে। আবূ কুদামা চাইলেন ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে কারণ তার বয়স ছিল কম। কিন্তু যুবকটি জিহাদে যাওয়ার জন্য বারবার পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন এবং বললেন যে, সে খুব ভাল অশ্বারোহী ও তীর নিক্ষেপকারী। কোরআনের হাফেজ ও রাসূল (সা:) এর সুন্নাতের ব্যাপারে ভাল অবগত। সে চায় শহীদের সন্তান শহীদ হতে। সে আরও জানালো যে, তার মা তাকে বিদায় দিয়েছে এবং তার থেকে শাহাদাত কামনা করেছে এবং কোনক্রমেই যাতে সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ না ফিরায় এবং নিজেকে আল্লাহর জন্য উপহার স্বরূপ পেশ করে তার বাবা, ভাই ও চাচাদের সাথে শহীদ হিসাবে মিলিত হয় সেই আদেশ করেছে।

আবূ কুদামা তার কথায় প্রভাবিত হলেন এবং তাকে তার সাথী হিসাবে নিয়ে নিলেন। যখন রোম সৈন্যদের ঘাটির নিকটবর্তী হলেন তখন সূর্যাস্তের সময় কাছাকাছি হলো। মুজাহিদীনরা সাওম অবস্থায় ছিলেন। যুবক স্বেচ্ছায় তাদের ইফতার তৈরীর কাজে লিপ্ত হলেন। ইফতারীর পরে যুবক একটু ঘুমিয়ে পড়লেন। আবূ কুদামা দেখতে পেলেন যুবক ঘুমন্ত অবস্থায় হাসছেন। এ অবস্থা দেখে আবূ কুদামা আশ্চর্য হয়ে তার সঙ্গিদের ডাকলেন এবং তাদেরকেও ঐ দৃশ্য দেখালেন। অতপর যুবক যখন সজাগ হলো তখন আবূ কুদামা ও তার সঙ্গিরা যুবককে তার হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুবক বললো, সে ঘুমের মধ্যে নিজেকে একটি সবুজ বাগানের ভিতরে দেখতে পান। যেখানে রয়েছে সুন্দর একটি প্রাসাদ যা স্বর্ণ এবং রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। যার জানালাগুলোতে রয়েছে হালকা পরদা। যার ভিতরে ছিল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সুন্দরী যুবতী মেয়েরা। যখন মেয়েরা তাকে দেখলো তখন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য সকলেই নিচে নেমে আসলো। যুবক তাদের একজনকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। তারা বললো, তুমি তাড়াহুড়া করো না, তোমার স্ত্রী হচ্ছে 'মারজিয়া' যে প্রাসাদের ভিতরে অবস্থান করছে। তিনি প্রাসাদের ভিতরে গেলেন। সেখানে একজন সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেলেন যার চেহারা সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয়। সে তাকে স্বাগত জানালো এবং বললো আমি তোমার জন্য আর তুমি আমার জন্য। যুবক তাকে স্পর্শ করার জন্য হাত

বাড়িয়ে দিল সে বললো যে, এখনি নয় বরং তোমার আমার নির্দিষ্ট সময় আগামীকাল যোহরের সময়। তুমি খুশি হও! এবং ভাল থাক! যুবক খুশি হলো এবং আনন্দে ঘুমের ভিতরে হাসলো। এরপর সকালে সকলেই ফজরের সালাত আদায় করলো এবং যুদ্ধ করার জন্য রোমানদের সেনানিবাসের কাছে পৌছে গেল। রোমানরা প্রচন্ড আকারে মুজাহিদীনদের উপরে হামলা চালালো। মুজাহিদীনরাও পাল্টা হামলা চালালো। উভয় পক্ষের তুমূল যুদ্ধ চলতে লাগলো এবং উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হলো। যুবকও পূর্ণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এবং শত্রুদের অসংখ্য সৈন্যদের হত্যা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। আবূ কুদামা যুবকটিকে খুজতে লাগলেন। দেখলেন সে আহত অবস্থায় ধূলাবালুর মধ্যে পড়ে আছে। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। যখন তিনি তার নিকটে গেলেন তখন যুবকটি তাকে বললো, তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। যে যুবতী মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখেছিল সে তার মাথার নিকটে দাড়িয়ে রয়েছে এবং তার রুহ বের হওয়ার অপেক্ষা করছে। যুবকটি আবূ কুদামাকে বললো তার রক্তমাখা জামা তার মায়ের নিকটে পৌঁছে দিতে যাতে করে তিনি জানতে পারেন যে, সে তার ওসিয়ত যথাযতভাবে পালন করেছে। এরপর সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো এবং শাহাদাত বরণ করলো। এরপর তার রক্তমাখা কাপড়-চোপড়সহ তাকে ওখানেই দাফন করা হয়।

আবূ কুদামা 'রিক্কাতে' ফিরে আসলেন এবং মহিলার বাড়িতে গেলেন। দেখলেন যুবকটির ছোট বোন আগন্তুক মুজাহিদদের কাছে তার ভাইয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে। আবূ কুদামা মহিলার সাথে কথা বলার অনুমতি চাইলেন। মহিলা বের হয়ে আসলেন এবং বললেন তুমি 'তা'জিয়া' (শান্তনা) নিয়ে এসেছ না সুসংবাদ নিয়ে এসেছ? আবূ কুদামা বললেন 'তা'জিয়া (শান্তনা) আর সুসংবাদের মধ্যে পার্থক্য কি? মহিলা বললেন, যদি আমার ছেলে তোমার সাথে সহী সালামতে ফিরে আসে তাহলে তুমি 'তা'জিয়া নিয়ে আসলে আর যদি তুমি এই সংবাদ দাও যে আমার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে তাহলে তুমি সুসংবাদ প্রদান করলে। আবূ কুদামা বললেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আপনার হাদীয়া আল্লাহ (সুব:) কবুল করেছেন এবং আপনার ছেলে শাহাদাত বরণ করেছে। মহিলা

বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ (সুব:) এর যিনি কিয়ামতের দিন আমার ছেলেকে আমার জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে নির্ধারণ করলেন।"[৫৬৭]

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার ব্যাপারে সতর্কতা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد : ٣٨]

অর্থ: "তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।"[৫৬৮]

আল্লাহ (সুব:)আরও ইরশাদ করেন:

{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [الحديد : ١٠]

অর্থ: "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না ? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকারতো আল্লাহরই? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।"[৫৬৯]

---

[৫৬৭] সূকুল উরুস ওয়ান উনসুন নূফূস ১ম খন্ড ২৮৫-২৯০পৃষ্ঠা পর্যন্ত।
[৫৬৮] সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৮।
[৫৬৯] সুরা হাদীদ ৫৭:১০।

ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:
'তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য ব্যায় করছো না অথচ তোমরাতো তোমাদের সম্পদ দুনিয়াতে রেখেই মরে যাবে। আর তোমাদের সম্পদও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই চলে যাবে। কেননা আসমান-যমিনের একমাত্র উত্তরাধিকার আল্লাহ (সুব:)। সুতরাং মিরাসের মাল যেভাবে উত্তরাধিকারীগণ পেয়ে যায় সেভাবে তোমাদের সকল সম্পদ আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে।[৫৭০]

জান্নাতের দারোয়ান কর্তৃক আহবান

عن أَبِي ذَرٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَاله فِي سَبِيلِ اللَّه ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَة، قُلْتُ: مَا زَوْجَان مِنْ مَاله؟ فَقَالَ: فَرَسَان مِنْ خَيْله، عَبْدَان مِنْ عَبِيْده، بَعيرَان مِنْ إبله

অর্থ: আবূ যর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ সমূহ থেকে একজোড়া করে সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে কেয়ামতের দিবসে জান্নাতের দারোয়ানগণ তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদ সমূহের মধ্য হতে কোন কোনটির জোড়া? তিনি বললেন, গোলামসমূহ থেকে দুটি গোলাম, ঘোড়াসমূহ থেকে দুটি ঘোড়া এবং উটসমূহ থেকে দুটি উট দান করা।[৫৭১]

---

[৫৭০] তাফসিরে কুরতুবি সুরা হাদীদের ১০ নং আয়াতের তাফসিরে দ্রষ্টব্য।

[৫৭১] হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৪৬৪৩, ৪৬৪৪, ৪৬৪৫। এর তাহকীকে শুআইব আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

দশম অধ্যায়
মুজাহিদের ফাযীলাত

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জিহাদের বিভিন্ন ফজিলত ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করেছি। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য, তাওহীদের কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, মুসলিম ভূ-খন্ডকে রক্ষা করার জন্য মোটকথা: মুসলিমদের জান-মাল ও দ্বীন হেফাজত করার জন্য যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে বলা হয় মুজাহিদ। আমরা এখন মুজাহিদদের বিভিন্ন ফজিলত আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ!

মুজাহিদ সর্বোত্তম মানুষ

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! সর্বোত্তম ব্যাক্তি কে? তিনি (সা:) বললেন, সেই ব্যাক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।"[৫৭২]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ أَفْضَلُ النَّاسِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন মানবকূলের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে ঐ ব্যাক্তিই উত্তম হবে, যে আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে যখনই জিহাদের ডাক শুনবে তার জন্তুর পিঠে চড়ে যাবে, অতঃপর তার চুড়ান্ত লক্ষ্য শাহাদাতের মৃত্যু অন্বেষণ করবে।[৫৭৩]

---

[৫৭২] সহীহ বুখারী ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম ৪৯৯৪; সুনানে নাসায়ী ৩১০৫।

[৫৭৩] মুসনাদে আহমদ ৯৭২৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৯৬৭১; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬০১।

মুজাহিদদের বিশেষ উপমা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَثَلُ الْمُجَاهد فى سَبِيلِ اللَّه كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِم الْقَانت بآيَات اللَّه لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهدُ فِى سَبِيلِ اللَّه تَعَالَى

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যাক্তি যতদিন বাড়িতে ফিরে না আসে ততদিন তার উপমা হলো এমন ব্যাক্তির ন্যায়, যে বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করে এবং সালাত আদায় করে।"[৫৭৪]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِد فِي سَبِيلِ اللَّه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيله كَمَثَلِ الصَّائِم الْقَائِم وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِد فِي سَبِيله بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَة

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে মুজাহিদের (আর আল্লাহ ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে) উদাহরণ হলো ঐ ব্যাক্তির ন্যায়, যে অনবরত সালাত ও সাওম পালন করতে থাকে। আর আল্লাহর পথে মুজাহিদদের সকল দায়-দায়িত্ব স্বংয় আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। হয়ত: তাকে শাহাদাদের মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন নতুবা তাকে সুস্থ্য সবল অবস্থায় সাওয়াব অথবা গনীমতসহ তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিবেন।"[৫৭৫]

নবী (সা:) এর জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ

عَنْ فُضَالَةَ بْن عُبَيْد يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّة وَبِبَيْتٍ فِي وَسَط الْجَنَّة وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَف الْجَنَّة

---

[৫৭৪] সহীহ মুসলিম ৪৯৭৭।

[৫৭৫] সহীহ বুখারী ২৭৮৭; সুনানে নাসায়ী ৩১২৭।

অর্থ: "ফুজালা বিন উবায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, ইসলাম কবুল করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে। আমি ঐ ব্যক্তির জন্য এমন ঘরের জিম্মাদার যা জান্নাতের শুরুতে, মধ্যভাগে এবং জান্নাতের সর্ব উচ্চে অবস্থিত।"[৫৭৬]

মুজাহিদ স্বয়ং আল্লাহর জিম্মায়

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : ثَلاَثَةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে:
(১) যে আল্লাহর মসজিদ সমূহের কোন মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়। (২) যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়। (৩) যে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়।"[৫৭৭]

আরেকটি হাদীস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কেবলমাত্র জিহাদ ও আল্লাহর কথার উপর দৃঢ় আস্থাই তাকে (বাড়ি থেকে) বের করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জিম্মাদার হয়ে যান। হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নেকী ও গনীমতের মাল সহ তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন যেখান থেকে সে বের হয়েছিল।"[৫৭৮]

---

[৫৭৬] সুনানে নাসায়ী ৩১৩৩; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬১৯।
[৫৭৭] কানযুল উম্মাল ৪৩২৪৪;
[৫৭৮] সহীহ বুখারী ৭৪৫৭; সুনানে নাসায়ী ৩১২২।

মুজাহিদদের ঘোড়া

মুজাহিদদের ঘোড়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে পৃথক একটি সুরা অবতির্ণ হয়েছে:

{وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) } [العاديات : ١ - ٥]

অর্থ: "কসম ঊর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, অতঃপর যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ছড়ায়, অতঃপর যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, অতঃপর সে তা দ্বারা ধুলিত উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে।"[৫৭৯]

মুজাহিদদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির ফযীলত

মুজাহিদদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সবকিছুই ইবাদত। এ সবকিছুর কথাই কুরআনে উল্লেখ করা আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [التوبة : ١٢٠ ، ١٢١]

অর্থ: "এটা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যাই ব্যয় করে এবং অতিক্রম করে যে প্রান্তরই, তা তাদের জন্য লিখে দেয়া হয়, যাতে তারা যা আমল করত, আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন।"[৫৮০]

---

[৫৭৯] সুরা আ'দিয়াত ১০০/১-৫।
[৫৮০] সুরা তাওবা ৯/১২০-১২১।

এগারতম অধ্যায়

শহীদদের মর্যাদা

শহীদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ **[التوبة:١١١]**

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।"[৫৮১]

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ: فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নাবী (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমি কোথায় থাকবো? জবাবে নবী (সা:) বললেন: জান্নাতে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ লোকটির হাতে কতগুলো খেজুর ছিল। সে তৎক্ষণাৎ খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেলো।"[৫৮২]

---

[৫৮১] সুরা তাওবা ৯:১১১।

[৫৮২] হাদীস সহীহ ঃ সহীহ মুসলিম, নাসায়ী,ইবনে হিব্বান, বায়হাকী।

উল্লেখিত ব্যক্তির নাম সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, উমাইর ইবনুল হাম্মাম। কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা অন্য কোন সাহাবীর ঘটনা। কেননা উমাইর ইবনুল হাম্মাম বদর যুদ্ধে শহীদ হন।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর শাহাদাতের তামান্না

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: সেই সত্তার শপথ করে বলছি: যার হাতে আমার প্রাণ আমার কাছে অত্যান্ত পছন্দনীয় হচ্ছে: আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই অতপর আবার জীবন লাভ করি। এরপর আবার নিহত হই। এরপর আবার জীবন লাভ করি এবং এরপর আবার নিহত হই।"[৫৮৩]

শহীদগণের পুনরায় শহীদ হওয়ার আকাংখা

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

অর্থ: ...আনাস (রা:) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছে করবে না, যদিও ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সম্পদ তাকে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু

---

[৫৮৩] হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী ২৭৯৭; মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী, মালিক, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান।

শহীদ ব্যতিত। সে শাহাদতের বাস্তব মর্যাদা দেখার পর পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে দশ বার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করবে।[৫৮৪]

আল্লাহ হাসবেন যাদের দেখে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ». فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « يُقَاتِلُ هَذَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: দুই ব্যক্তির কার্যকালাপে আল্লাহ (সুব:) হাসবেন। যাদের একজন অপর জনকে হত্যা করেছে। অথচ তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তা এভাবে যে,) এই ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত (শহীদ) হয়েছে। অতপর হত্যকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। ফলে সে (ইসলাম গ্রহণ করে) আল্লার পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করবে।"[৫৮৫]

তরবারী শহীদের সকল পাপ মুছে দেয়

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : الْقَتْلَى ثَلاَثَةٌ : رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ ، ذَلِكَ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ عَرْشِهِ ، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلاَّ بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ ، وَرَجُلٌ فَرَّقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَتِلْكَ كَسَاعِهَا مُمَضْمِضَةٌ تَحْتَ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا ، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

---

[৫৮৪] হাদীস সহীহ ঃসহীহ বুখারী ২৭৯৫; সহীহ মুসলিম, ইবনে হিব্বান,আহমাদ।

[৫৮৫] হাদীস সহীহ ঃ সহীহ বুখারী ৫০০০, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান, মালিক।

فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَذَلِكَ فِي النَّارِ ، إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُو النِّفَاقَ.

অর্থ: "উতবা ইবনে আব্দ আস-সুলামী (রা:) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। এক. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। এমনকি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। এই ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ। আল্লাহর আরশের নীচে সে অবস্থান করবে। তাদের থেকে নবীগণ কেবল নবুওয়াতে মর্যাদার কারণেই অধিক মর্যদাবান হবেন। দুই. এমন মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পাপ পুণ্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। তবুও নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। সে পাপ রাশী ধৌত কারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। কারণ তরবারী সকল গুনাহের নিমূর্লকারী। সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতের আটটি এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। তিন. ঐ মুনাফিক যে নিজের জান এবং মাল দিয়ে যুদ্ধ করে। এবং শত্রুর সাথে মোকাবিলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী। কারণ (খাঁটি তওবা ব্যতিত) শুধু তরবারী নেফাক (এর গুনাহ) মুছে দিতে পারে না।[৫৮৬]

সর্বোত্তম শহীদ

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ قَالَ الَّذِينَ إِنْ يُلْقَوْا فِي الصَّفِّ يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا أُولَئِكَ يَنْطَلِقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنْ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ

[৫৮৬] হাদীস সহীহ ঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৪৬৬৩, তায়লিসি, বায়হাকী, আহমাদ, দারিমী, ত্বাবারানী। ইবনে হিব্বান এর তাহকীক গ্রন্থে বলেনঃ শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সানাদ হাসান। আল্লামা হায়সামী মাজমউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেনঃ আহমাদে বর্ণিত হাদীসের রিজাল বিশুদ্ধ। সুনান দারিমির তাহকীক গ্রন্থে ফাওয়ায আহমাদ ও খালিদ আস-সাবাই বলেনসঃ হাদীসের সনদ ভালো।

অর্থ: "নুআইম ইবনে হাম্মার (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলো, কোন শহীদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন যারা শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করে কিন্তু শত্রু থেকে মুখ ফেরায় না। এরা জন্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের (দৃঢ়তা) দেখে আল্লাহও খুশি হয়ে হেসে দিবেন। আর তোমাদের প্রতিপালক যখন দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন আখিরাতে ঐ বান্দার আর কোনো হিসাব (জবাবদিহিতা) নেই।[৫৮৭]

শহিদী মৃত্যু যন্ত্রনা বিহীন

عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَال مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِــنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كما يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَة

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কেবল মাত্র অতটুকুই কষ্ট অনুভব করে যতটুকু কষ্ট তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে অনুভূত হয়।"[৫৮৮]

অল্প কাজে বেশী ছওয়াবের নিশ্চয়তা

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِــلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا

অর্থ: "বারা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে লৌহবর্মে আবৃত এক ব্যক্তি এসে বলল; হে রাসূলুল্লাহ (সা:) আমি যুদ্ধে শরীক হবো নাকি ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন; তুমি (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে শরীক হও। অত:পর লোকটি ইসলাম কবুল করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং শাহাদাত বরণ করল। তখন

---

[৫৮৭] হাদীস সহীহ ঃ মুসনাদে আহমাদ ২২৪৭৬; বায়হাকী, আবু ইয়ালা ত্বাবারানী মুসনাদে শামিন। আলবানী বলেন হাদীসের সানাদ সহীহ এবং মুত্তাসিল।আল্লামা হায়সামী বলেনঃ হাদীসটি আবূ ইয়ালা ও আহমাদ বর্ণনা করেছে, তাদের উভয়ের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।

[৫৮৮] হাদীস সহীহঃ তিরমিযী হাঃ ১৬৬৮, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, ইবনু হিব্বান। ইমাম তিরমিযি বলেনঃ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। শায়খ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।শুয়াইব আরনাউত বলেনঃ ইবনু আজলানের কারণে সনদটি হাসান। ইমাম ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন : লোকটি আমল করেছে কম কিন্তু বিনিময় পেয়েছে অনেক ।[৫৮৯]

শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبْ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ –صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ : «لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ : يَغْفِرُ اللهُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ ، وَيُرَى مَقْعَدُه مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِه تَاجُ الْوَقَارِ، اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِه»

অর্থ: "মিকদাম ইবনে মাআ'দি কারাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন; আল্লাহর নিকটে শহীদের জন্য ছয়টি সুযোগ সুবিধা রয়েছে ।:

১. তার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে ।

২. জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে ।

৩. কবরে আযাব থেকে তাকে রেহাই দেয়া হবে ।

৪. সে কঠিন ভীতিপূর্ণ দিবসে সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে ।

৫. তার মাথায় ইয়াকুত পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরানো হবে যার এক একটি পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম ।

৬. ডাগর-ডাগর চোখ বিশিষ্ট (সু-দর্শনা ও সু-নয়না) বাহাত্তর জন হুরকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে এবং তার নিকটাত্মীয়দের সত্তর জনের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে ।"[৫৯০]

শহীদের লাশের উপর ফেরেস্তাদের ছায়াদান

"জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ বলেন. উহুদ যুদ্ধ শেষে আমার পিতার (লাশকে) রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) এর কাছে আনা হলো। নাক, কান কেটে তার আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে রাখা

---

[৫৮৯] হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী ২৮০৮; সহীহ মুসলিম, ইবনু হিব্বান ।

[৫৯০] হাদীস সহীহঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাঃ ২২৭৫, আহমাদ । ইমাম তিরমিযি বলেনঃ হাদীসটি হাসান, ও গরীব । আলবানী বলেনঃ হাদিসের সনদ সহীহ । যাদুল মায়াদ তাখরিজে শুয়াইব আরনাউত ও আব্দুল কাদীর আরনাউত বলেনঃ হাদীসের সনদ সহীহ ।

হলো। আমি তার চেহেরা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় কোন বিলাপকারিনীর বিলাপ ধ্বনি শুনা গেল। বলা হলো, সে আমার মেয়ে বা বোন। নবী করীম (সা:) বললেন; তুমি কাঁদছো কেন? অথবা বলছেন, তুমি কেঁদো না। ফিরিস্তারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করেছেন।"[৫৯১]

শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করা

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

অর্থ: "সাহাল ইবনে হুনাইফ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন; যে ব্যক্তি একনিষ্টভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"[৫৯২] এই হাদীসের ব্যাখ্যা শহীদ শায়খ আবদুল্লাহ আল আযযাম (রহ:) বলেন, সঠিকভাবে শাহাদাতের কামনা করা তখনি প্রমানিত হবে যখন এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ [التوبة:٤٦]

অর্থ: "আর যদি তারা বের হওয়ার (সত্যিকার) ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হল, 'তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাক'।"[৫৯৩] কবি বলেন:

تَرْجُو الشَّهَادَةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا # انَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِي عَلَي الْيُبْسِ

অর্থ: তুমি শাহাদাতের কামনা করছো অথচ সে পথে চলছো না। জেনে রাখ! নৌকা কখনো শুকনো জায়গায় চলে না।

---

[৫৯১] হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী।
[৫৯২] হাদীস সহীহঃ সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে মাজাহ, হাঃ ২৮৪৭ঃ তাহকিক আলবানী, আবু দাউদ।
[৫৯৩] সুরা তাওবা ৯:৪৬।

বারতম অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরে জিহাদ বিষয়ক কিছু সংশয় নিরসন

প্রশ্ন: আমরা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?

উত্তর : অনেকেই এই প্রশ্ন করে থাকে, আমরা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো? মনে হয় যেন তারা আল্লাহর কোন দুশমন খুজেই পায় না। অথচ আল্লাহ (সুব:) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। প্রথম কাদের বিরুদ্ধে এসব কিছুই পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আসুন! কুরআন থেকেই জেনে নেই আল্লাহ (সুব:) কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ করেছেন।

প্রথম আয়াত:

যারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানে না এবং আল্লাহর দেওয়া দ্বীনে হক বা সত্য দ্বীনকে সত্য দ্বীন হিসাবে মানে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।"[৫৯৪]

দ্বিতীয় আয়াত:

নিকটবর্তী কুফ্‌ফারদের সাথে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [التوبة:١٢٣]

---

[৫৯৪] সুরা তাওবা ৯:২৯।

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৫৯৫]

তৃতীয় আয়াত: মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)} [التوبة : ٣٦]

অর্থ: "তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৫৯৬]

চতুর্থ আয়াত: শয়তানের অলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ইরশাদ হয়েছে:

{فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } [النساء: ٧٦]

অর্থ: "সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।"[৫৯৭]

এ আয়াতে দেখা গেল, অলি দুই প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে: আউলিয়াউর রহমান, আরেক প্রকার হলো আউলিয়াউশ শায়তান। মুমিনদেরকে আল্লাহ (সুব:) আউলিয়াউশ শায়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বর্তমানে সকল কাফির ও তাগুতদের লিডার হচ্ছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরাঈল এবং তাদের যারা সহযোগিতা করে ওরাই হলো বর্তমান যুগের আউলিয়াশ শায়তান। আল্লাহ (সুব:) ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন।

পঞ্চম আয়াত: আইম্মাতুল্ কুফুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ [التوبة:١٢]

অর্থ: "তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।"[৫৯৮]

---

[৫৯৫] সুরা তাওবা ৯:১২৩।
[৫৯৬] সুরা তাওবা ৯:৩৬।
[৫৯৭] সুরা নিসা ৪:৭৬।
[৫৯৮] সুরা তাওবা ৯:১২।

আয়াতে বর্ণিত কুফুরের নেতা বলতে বর্তমান যুগের গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদির লিডারদেরকে বুঝালো হয়েছে, সাথে সাথে যে সকল পীর-মাশায়েখগণ আল্লাহ দেওয়া শরিয়ার পরিবর্তে নিজেরা মনগড়া শরিয়া তৈরী করে তারাও আইম্মাতুল কুফুরের অন্তর্ভূক্ত।

ষষ্ঠ আয়াতঃ সাধারণ কুফ্ফার ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থ: "হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!।"[৫৯৯] (সূরা: তাহরীম, ৯)

সপ্তম আয়াতঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: ٩]

অর্থঃ "তোমরা যুদ্ধ কর সেই দলটির বিরুদ্ধে যারা সিমালংঘন করেছে, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৬০০]

অষ্টম আয়াতঃ প্রচন্ড প্রতাপশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)

অর্থঃ "পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, 'এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে শীঘ্রই তোমাদেরকে ডাকা হবে; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর তোমরা যদি আনুগত্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর পূর্বে তোমরা

---

[৫৯৯] সুরা তাহরীম আয়াত নং ৯।

[৬০০] সুরা হুজুরাত ৪৯:৯।

যেমন ফিরে গিয়েছিলে তেমনি যদি ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।"[৬০১]

প্রশ্ন: আমরা কতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবো?

উত্তর: যতদিন আল্লাহর জমিন থেকে কুফর এবং শির্‌ক চিরতরে মিটে না যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ [البقرة:١٩٣]

অর্থ: "আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে জালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।"[৬০২]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الأنفال:٣٩]

অর্থ: "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা।"[৬০৩]

এই দুই আয়াতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা চিরতরে নির্মূল না হবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে ফিতানা বলতে সাধারণ ফিতনা বুঝানো হয় নি। বরং শির্‌ক ও কুফরির ফিতনাকেই বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই আয়াতদ্বয়ের শেষে বলা হয়েছে "আর দ্বীনপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" সুতরাং যতদিন পর্যন্ত কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি শক্তি মাথা উচু করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি সেজন্য যদি 'আশহুরুল হুরুম' বা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে হয় তাও করতে হবে। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

---

[৬০১] সুরা আল-ফাতাহ ১৬।
[৬০২] সুরা বাক্বারা ২:১৯৩।
[৬০৩] সুরা আনফাল ৮:৩৯।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:٢١٧]

অর্থ: "তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে যুদ্ধ করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তাতে (হারাম মাসে) যুদ্ধ করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়'। আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অত:পর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"[৬০৪]

প্রশ্ন: আমরা কাফেরদের কেন হত্যা করব?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহর আদেশ পালনার্থেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ [التوبة: ١٤]

অর্থ: "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের

---

[৬০৪] সুরা বাক্বারা ২:২১৭।

বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর সমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন।"[৬০৫]

প্রশ্ন: যুদ্ধ করলে আমাদের কি লাভ?

উত্তর: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলে আমাদের অনেক ফায়দা আছে। যেমন: আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [العنكبوت:٦]

অর্থ: "আর যে চেষ্টা করে (জিহাদ করে) সে তো তার নিজের জন্যই চেষ্টা করে (জিহাদ করে)। নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।"[৬০৬]

সেই ফায়দাগুলো কি তা আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। নিম্নে কিছু ফায়দা ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হলো।

প্রথম পুরস্কার: আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়া যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:٢١٨]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬০৭]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [النحل:١١٠]

অর্থ: "তারপর তোমার রব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং সবর করেছে, এ সবের পর তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, দুয়ালু।"[৬০৮]

---

[৬০৫] সুরা তাওবা ৯:১৪।
[৬০৬] সুরা আনকাবুত ২৯:৬।
[৬০৭] সুরা বাক্বারা ২:২১৮।
[৬০৮] সুরা নাহল ১৬:১১০।

দ্বিতীয় পুরস্কার: আল্লাহর পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال:٧٤]

অর্থ: "আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।"[৬০৯] অর্থাৎ যারা ঈমান আনলো, হিজরত করলো এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো তারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করলো এবং আল্লাহ তাদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন বলে সনদ দিলেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [التوبة:١٦]

অর্থ: "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"[৬১০]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ [آل عمران:١٤٢]

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে।"[৬১১] অর্থাৎ কারা জিহাদ করলো আর কারা জিহাদ করলো না এটা পরিক্ষা না করে আল্লাহ (সুব:) কাউকে

---

[৬০৯] সুরা আনফাল ৮:৭৪।
[৬১০] সুরা তাওবা ৯:১৬।
[৬১১] সুরা আল ইমরান ৩:১৪২।

জান্নাত দিবেন না। কাজেই জিহাদের মাধ্যমে জান্নাতের টিকেট বুকিং হয়।

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ [محمد:٣١]

অর্থ: "আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা– কাজ পরীক্ষা করে নেব।"[৬১২]

তৃতীয় পুরস্কার: জিহাদের মাধ্যমে বন্ধুত্বের পরিক্ষা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَـــوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الأنفال:٧٢]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[৬১৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُـــو الْأَرْحَـــامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الأنفال:٧٥]

---

[৬১২] সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩১।

[৬১৩] সুরা আনফাল ৮:৭২।

অর্থ: "আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"[৬১৪]

চতুর্থ পুরস্কার: সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সাফল্যতা লাভ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ [التوبة:٢٠]

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম।"[৬১৫]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التوبة:٨٨]

অর্থ: "কিন্তু রাসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।"[৬১৬]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء:٩٥]

অর্থ: "বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও

---

[৬১৪] সুরা আনফাল ৮:৭৫।
[৬১৫] সুরা তাওবা ৯:২০।
[৬১৬] সুরা তাওবা ৯:৮৮।

মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"[৬১৭]

পঞ্চম পুরস্কার: মহা পুরস্কার অর্জণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤)

অর্থ: ''সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।''[৬১৮]

ষষ্ঠ পুরস্কার: সঠিক পথের দিশা পাওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت : ٦٩]

অর্থ: "আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।"[৬১৯]

সপ্তম পুরস্কার: সত্যবাদীর সনদ প্রাপ্তি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحجرات:١٥]

অর্থ: "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।"[৬২০]

---

[৬১৭] সুরা নিসা ৪:৯৫।
[৬১৮] সুরা নিসা, আয়াত নং ৭৪।
[৬১৯] সুরা আ'নকাবুত ২৯:৬৯।
[৬২০] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫।

অষ্টম পুরস্কার: আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [الصف : ١٠ – ١٣]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য। এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"[৬২১]

নবম পুরস্কার: মুমিন আর মুনাফিকের পরীক্ষা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ [التوبة: ٤٤]

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।"[৬২২]

---

[৬২১] সুরা আস সাফ ৬১:১১।
[৬২২] সুরা তাওবা ৯:৪৪।

পক্ষান্তরে যারা মুনাফিক তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পেছনে থেকে যাওয়াকে পছন্দ করে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [التوبة:٨١]

অর্থ: "পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত'।"[৬২৩]

প্রশ্ন: পুর্বের নবী-রাসূলগণও কি যুদ্ধ করেছেন?

উত্তর: হ্যাঁ। পূর্বের নবী-রাসূলগণও যুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ [البقرة:٢٥١]

অর্থ: "অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করল।"[৬২৪]

অপর আয়াতে মূসা (আ:) এর যুদ্ধের কথা আলোচনা এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة : ٢٤]

অর্থ: "তারা বলল, 'হে মূসা, আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকে। সুতরাং, তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে রইলাম'।"[৬২৫] এ আয়াত থেকে বুঝা গেল মুসা (আ:) এর প্রতি যুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। তা নাহলে তার সম্প্রদায়ের

---

[৬২৩] সুরা তাওবা ৯:৮১।
[৬২৪] সুরা বাক্বারা ২:২৫১।
[৬২৫] সুরা মায়েদা ৫:২৪।

লোকেরা কেন বললো তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকবো।

প্রশ্নঃ পূর্বের উম্মতরাও কি যুদ্ধ করেছে?

উত্তরঃ হ্যা! পূর্বের নবী-রাসূলগণ যেমন যুদ্ধ করেছেন তেমনিভাবে তাদের উম্মতগণও যুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ [آل عمران:١٤٦]

অর্থঃ "আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।"[৬২৬]

প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কি যুদ্ধ করেছেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ! তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকগুলো যুদ্ধে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এটা ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ (সুবঃ) এর সরাসরি নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

প্রথম আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [التوبة:٧٣]

অর্থঃ "হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।"[৬২৭]

দ্বিতীয় আয়াতঃ

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان:٥٢]

---

[৬২৬] সুরা আল ইমরান ৩:১৪৬।

[৬২৭] সুরা তাওবা ৯:৭৩।

অর্থঃ "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।"[৬২৮]

প্রশ্নঃ মালায়েকরা কি কিতাল করেছেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ! মালায়েকারাও কিতাল করেন। আল্লাহ (সুবঃ) বদরের যুদ্ধে মালায়েকাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য নাজিল করেছিলেন। ফেরেশতারা যেহেতু শুধু তাসবীহ-তাহলীল করেন যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ

{وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة : ٣٠]

অর্থঃ "আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"[৬২৯]

তারা যুদ্ধ করা ও মারা মারি জানেন না। আল্লাহ (সুবঃ) নিজে তাদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

{إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} [الأنفال : ١٢]

অর্থঃ "স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালায়েকাদের (ফেরেশতাদের) প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ'। অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদের হৃদয়ে যারা কুফরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে।"[৬৩০]

মালায়েকারা শুধু যুদ্ধই করেন নাই বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বীরশ্রেষ্ঠ, বীরবিক্রম, বীরপ্রতিক, বীরউত্তম ইত্যাদি উপাধি দেয়া হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে বদরের যুদ্ধে যেসকল মালায়েকারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদেরকেও 'মুরদিফীন' 'মুসাওবিমিন' ও 'মুনযালিন' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। নিম্নে আয়াত গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

---

[৬২৮] সুরা ফুরক্বান ২৫:৫২।
[৬২৯] সুরা বাকারাহ ২/৩০।
[৬৩০] সুরা আনফাল ৮/১২।

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ}

[الأنفال : ٩]

অর্থ: " আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী (মুরদিফীন) এক হাজার মালায়েকা দ্বারা সাহায্য করছি' ।"[৬৩১]

{إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ} [آل عمران : ١٢٤]

অর্থ: "স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, 'তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নাযিলকৃত (মুনযালিন) মালায়েকা দ্বারা সাহায্য করবেন'?"[৬৩২]

{ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ} [آل عمران : ١٢٥]

অর্থ: " হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত (মুসাওবিমীন) মালায়েকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ।"[৬৩৩]

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) নিজেও কি যুদ্ধ করেন? আল্লাহর (সুব:) যুদ্ধ করার অর্থ কি?

উত্তর: হ্যাঁ! আল্লাহ (সুব:) নিজেও যুদ্ধ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } **[الأنفال : ١٧]**

---

[৬৩১] সুরা আনফাল ৮/৯ ।

[৬৩২] সুরা আল ইমরান ৩/১২৪ ।

[৬৩৩] সুরা আল ইমরান ৩/১২৫ ।

অর্থ: " সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন[৬৩৪] এবং যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেন উত্তম পরীক্ষা। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৬৩৫]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا } [الأحزاب : ٢٥]

অর্থ: " যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[৬৩৬]

এই আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে কিতালকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:) নিজে কতল করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ (সুব:) জানিয়ে দিলেন দুশমনদের যত শক্তিই থাকুক না কেন তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কেননা মুমিনদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ (সুব:) একাই যথেষ্ট। এ আয়াতেও আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার ঘোষণা করেছেন। তবে আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধ করেন পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদেরকে আল্লাহ (সুব:) সাহায্য-সহযোগীতা করেন, তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অটল রাখেন, শক্তি-সাহস বৃদ্ধি করে দেন। অথবা সরাসরি মালায়েকাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে মুমিনদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ করেন। জিহাদের যতগুলো ফযীলত আর মর্যাদা রয়েছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় মর্যাদা। কেননা জিহাদ ও কিতালকে আল্লাহ (সুব:) নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। মুমিনদের কাজকে নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। জিহাদ ও কিতালের

---

[৬৩৪] বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্টি মাটি নিয়ে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন, সে ধূলিকণা তাদের প্রত্যেকেরই চোখে, মুখে ও নাকে গিয়ে পৌঁছেছিল। যার ফলে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান–শূন্য হয়ে ছুটাছুটি করে। ঐ সময়েই তাদের অনেকে নিহত আর অনেকে বন্দী হয় এবং পরাজয় বরণ করে। ––তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ও তাইসীরুল কারীমির রহমান।

[৬৩৫] সূরা আনফাল ৮/১৭।

[৬৩৬] সূরা আহযাব ৩৩/২৫।

অন্যকোন ফযীলত ও মর্যাদা যদি নাও থাকতো তাহলেও এই একটি মর্যাদাই জিহাদের ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল ।

প্রশ: যদি কেউ জিহাদ না করে তাহলে কি করব ?

উত্তর: কেউ যদি সাথে না থাকে তাহলে একা হলেও আমাদের নবীকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে । দলিল:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّـهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا [النساء:٨٤]

অর্থ: "অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর । তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর । আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন । আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর ।"[৬৩৭]

যার ফলেই নবী (সা:) প্রায় সাতাশটি যুদ্ধে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি নিজের শরীর, চেহারা রক্তাক্ত করেছেন । দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন । মাথা ভেঙ্গে লোহার টুপি ঢুকে গেছে । অথচ তিনি আল্লাহর কাছে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিলেন । তাঁর চেহারা আমাদের চেহারার চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, তারপরও তিনি স্বশরীরে যুদ্ধ করেছেন ।

প্রশ্ন: বর্তমানে জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে । এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহের বক্তব্য কি?

উত্তর: সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের অর্থ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে ভীতি প্রদর্শণ করা, কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, মারামারি-হানাহানি করা ইত্যাদি হয় তা অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة : ٣٢]

অর্থ: "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল ।পক্ষান্তরে যে

---

[৬৩৭] সুরা নিসা ৪:৮৪ ।

ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে খুনের হাত থেকে বাঁচালো সে যেন সব মানুষকে বাঁচালো।"[৬৩৮]

কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে মানুষকে খুন করে, মুসলিম দেশের উপর হামলা করে, মুসলিমদের বাড়ি-ঘরগুলোকে ধবংস করে, মুসলিম নারী ও শিশুদের হত্যা করে, মুসলিম যুবতী নারীদেরকে গণহারে ধর্ষণ করে। আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনে মুসলিমদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের মনের ভিতরে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করা কোন অন্যায় কাজ নয় বরং এটাই ন্যায় ও এটাই ইনসাফ। যেমন: চোর যখন পুলিশ দেখে তখন তার মনের ভিতরে ভীতি এবং ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ইসলামে জিহাদের বিধানও এরকম অন্যায়কারী ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: ٣٩]

অর্থ: "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)।"[৬৩৯]

আর এই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [الأنفال:٦٠]

অর্থ: "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ

[৬৩৮] সূরা আল মায়িদা ৫:৩২।
[৬৩৯] সূরা আনফাল ৮:৩৯।

কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলুম করা হবে না।"[৬৪০]

এ আয়াতে শত্রুদের মনের ভিতর ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জণ করার নির্দেশ করা হয়েছে। বুঝা গেল, আল্লাহর দুশমন ও মুমিনদের দুশমনদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে যতবড় মুমিন কাফের-মুশরিকদের নিকট সে ততবড় সন্ত্রাসী। তাই মনে রাখতে হবেঃ সন্ত্রাস ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতি কাফের-মুশরিকদের কাছে সন্ত্রাসী বলে পরিচিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতি বিজয়ী থাকবে। আর যখন মুসলিম জাতি জিহাদ তথা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ পরিহার করবে তখন ই কাফের-মুশরিকরা তাদের ধবংস করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ময়াদানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ».

অর্থ: "সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, অচিরেই কাফের শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে (জাতিসংঘ, ন্যাটোজোট ইত্যাদি নামে) তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে আহবান করবে যেভাবে খাবারের প্লেটের দিকে (মেহমানদের) ডাকা হয়। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, তখন কি আমরা সংখ্যায় খুব নগন্য হবো? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, না, তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক বেশী হবে। তবে তোমাদের অবস্থা হবে বন্যায় পানিতে ভাসমান খরকুটার মতো। আর অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব দূর করে দেওয়া হবে। আর তোমাদের অন্তরের মধ্যে 'অহান' প্রবেশ করানো হবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'অহান' কি জিনিষ?

---

[৬৪০] সুরা আনফাল ৮:৬০।

রাসলুল্লাহ (সা:) বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাতের মৃত্যুকে অপছন্দ করা।"[৬৪১]

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল সত্যিকার মুমিন যারা তাদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ অর্থাৎ সকল কাফের-মুশরিক ভয় করবে। সুতরাং চোরের জন্য পুলিশ যেমন সন্ত্রাসী তেমানিভাবে কাফের-মুশরিকদের জন্য একজন পাক্কা মুমিন পাক্কা সন্ত্রাসী। কাফের-মুশরিকরা তাই আমাদেরকে সন্ত্রাসী বা জঙ্গীবাদি বললে চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে আফসোস হয় ঐ সমস্ত আলেম ও ধর্মীয় লিডারদের প্রতি যারা কাফের-মুশরিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেরাও জিহাদ থেকে সরে গেছে, অন্যদেরকেও সরানোর উদ্দেশ্যে 'ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ', 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস' ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করে জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে, আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সত্যিকার সন্ত্রাসী (কাফেরদের মাঝে ত্রাসসৃষ্টিকারী) ও জঙ্গীবাদি হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রশ্ন: আমাদের শত্রুতো আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, তা সত্বেও কি যুদ্ধ করতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই। কারণ মুসলিমরা অস্ত্র ও জনবলের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করে না। বরং তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ইসলামের ইতিহাসে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তার সবগুলোতেই কাফেরদের তুলনায় মুসলিমদের জনসংখ্যা ও সমর শক্তি অনেক কম ছিল। তা স্বত্তেও আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة:٢٤٩]

অর্থ: "কত ছোট ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে'! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৬৪২]

---

[৬৪১] আবু দাউদ ৪২৯৯।

[৬৪২] সুরা বাক্বারা ২:২৪৯।

এ জন্যে আল্লাহ (সুব:)মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করার জন্য বের হতে বলেছেন। চাই জন সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক। অস্ত্র থাকুক বা নাই থাকুক। সর্বাবস্থায় বের হতে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [التوبة: ٤١]

অর্থ: "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[৬৪৩]

প্রশ্ন: আমরাতো জিহাদ করতে প্রস্তুত কিন্তু আমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য বাধা হয়ে দাড়ায়, তখন কি করণীয়?

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ (সুব:) সরাসরি দিয়েছেন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة: ٢٤]

অর্থ: "বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[৬৪৪]

[৬৪৩] সুরা তাওবা ৯:৪১।
[৬৪৪] সুরা তাওবা ৯:২৪।

প্রশ্ন: শত্রুদের সম্মুখে গিয়ে কি করতে হবে?

উত্তর: আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الأنفال:٤٥]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও।"[৬৪৫]

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ [الأنفال:١٥]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।"[৬৪৬]

প্রশ্ন: প্রথম কোথায় মারতে হবে?

উত্তর: এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ [الأنفال:١٢]

অর্থ: "অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে।"[৬৪৭]

প্রশ্ন: যদি আমরা জিহাদ করতে গিয়ে নিহত হই, তাহলে কি আমরা মরে যাব?

উত্তর: না, বরং তোমরা শহীদ হবে এবং তোমাদের আমল পূর্বের মত জারী থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران:١٦٩]

---

[৬৪৫] সুরা আনফাল ৮:৪৫।

[৬৪৬] সুরা আনফাল ৮:১৫।

[৬৪৭] সুরা আনফাল ৮:১২।

অর্থ: "আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিয্ক দেয়া হয়।"[৬৪৮]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ [البقرة:١٥٤]

অর্থ: "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"[৬৪৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الحج : ٥٨]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ উত্তম রিয্ক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।"[৬৫০]

প্রশ্ন: যারা শহীদ হয় তাদের আমল পূর্বের ন্যায় জারী থাকে? না অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের ন্যায় বন্ধ হয়ে যায়?

উত্তর: তাদের আমল বিনষ্ট হয় না বরং তাদের শাহাদাতের পরও জারী থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ [محمد:٤]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।"[৬৫১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'তাফসীরে ইবনে কাছীরে" বলা হয়েছে:

---

[৬৪৮] সুরা আল ইমরান ৩:১৬৯।

[৬৪৯] সুরা বাক্বারা ২:১৫৪।

[৬৫০] সুরা হাজ্জ ২২:৫৮।

[৬৫১] সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৯।

أَيْ: لَنْ يَذْهَبَهَا بَلْ يُكْثِرُهَا وَيَنْمِيْهَا وَيُضَاعِفُهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْرِيْ عَلَيْهِ عَمَلُهُ فِـيْ طُوْلِ بَرْزَخِه

অর্থ: "অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:) তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না বরং তা বেশী করে দিবেন, বৃদ্ধি করে দিবেন এবং দ্বিগুন করে দিবেন। কোন কোন শহীদের আমল 'বারযাখি' জীবনের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"[৬৫২]

উপরন্তু তাদের পাপ বা গুনাহগুলোকেও নেক দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُـوا لَـأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ [آل عمران:١٩٥]

অর্থ: "যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"[৬৫৩]

প্রশ্ন: এসবের কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ! অবশ্যই আছে। এগুলো আল্লাহ (সুব:) এর ওয়াদা। আর আল্লাহ (সুব:) কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَـنْ أَوْفَـى

---

[৬৫২] তাফসীরে ইবনে কাছীর, সুরা মুহাম্মদের ৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[৬৫৩] সুরা আল ইমরান ৩:১৯৫।

بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:١١١]

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক পূরণকারী আর কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সঙ্গে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।"[৬৫৪]

প্রশ্ন: আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে?

উত্তর: মোটেই না! বরং তোমাদের ধবংশ করে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থানে আনা হবে, যারা যুদ্ধ করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التوبة:٣٩]

অর্থ: "যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৬৫৫]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة:٥٤]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে (সে যাক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না) অচিরেই আল্লাহ এমন

---

[৬৫৪] সুরা তাওবা ৯:১১১।

[৬৫৫] সুরা তাওবা ৯:৩৯।

কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৬৫৬]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ [محمد:٣٨]

অর্থ: "যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।"[৬৫৭]

প্রশ্ন: শহীদের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশী, এর কোন দলিল আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ আছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ حُمَيْد قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

অর্থ: "আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পরে যারা আল্লাহর কাছে পুরস্কার প্রাপ্ত হবে তাদের যদি দুনিয়া এবং গোটা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই দেয়া হয় তবুও আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবেনা। তবে একমাত্র শহীদগণ ব্যতিত, তারা শাহাদাতের মর্যাদা প্রতক্ষ্য করার কারণে আবেদন করবে যে, তাকে আবার দুনিয়াতে পাঠানো হোক যাতে করে আবার শহীদ হতে পারে।"[৬৫৮] এই হাদীসে দেখা যায় যে, শহীদদের নিকট জান্নাতের সকল প্রকার নেয়ামতের থেকে শাহাদাতের মৃত্যু বেশী প্রিয়। তাইতো সে আবারও আসতে চাইবে।

---

[৬৫৬] সুরা মায়িদা ৫:৫৪।

[৬৫৭] সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৮।

[৬৫৮] সহীহ বুখারী ২৬৪২।

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ (সা:) কেন শহীদ হন নাই?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সা:) শাহাদাতের তামান্না করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـــولُ... لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّه ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: সেই সত্তার শপথ করে বলছি: যার হাতে আমার প্রাণ আমার কাছে অত্যান্ত পছন্দনীয় যে: আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই অতপর আবার জীবন লাভ করি। এরপর আবার নিহত হই। এরপর আবার জীবন লাভ করি এবং এরপর আবার নিহত হই।"[৬৫৯]

এই হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি শাহাদাতের তামান্না করেছেন আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শাহাদতের তামান্না করে তাকে আল্লাহ (সুব:) শহীদের মর্যাদা দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّـــهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه

অর্থ: "নবী করীম (সা:) বলেছেন; যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"[৬৬০]

সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা:) ও শহীদের মর্যাদ পাবেন। তাছাড় তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, আহত হয়েছেন এবং তাঁর খাদ্যের ভিতরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। এসব কারনেও তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন। তবে সরাসরি নিহত না হওয়ার কি কারণ রয়েছে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[৬৫৯] হাদীস সহীহঃ সহীহ বুখারী ২৭৯৭; মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী, মালিক, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান।

[৬৬০] হাদীস সহীহঃ সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে মাজাহ, হাঃ ২৮৪৭ঃ তাহকিক আলবানী, আবু দাউদ।

প্রশ্ন: আমরা জিহাদ করতে চাই আমাদের করনীয় কি?

উত্তর: যারা আন্তরিকভাবে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে তাদেরকে অবশ্যই জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً [التوبة:٤٦]

অর্থ: "আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।"[৬৬১]

প্রশ্ন: জিহাদ করতে চাইলে কি ধরণের প্রস্তুতি নিতে হবে?

উত্তর: জিহাদ করতে চাইলে শুধু মানসিক বা আত্মিক প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়। বরং দৈহিক প্রস্তুতি ও অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনা করার প্রশিক্ষন নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [الأنفال:٦٠]

অর্থ: "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলুম করা হবে না।"[৬৬২]

এ আয়াতের তাফসীরে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে: শক্তি-সামর্থ বলতে অস্ত্র চালানোকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন: জিহাদের ফজিলত শুনে আমরা জিহাদ করতে চাই তবে মৃত্যুর ভয় হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[৬৬১] সুরা তাওবা ৯:৪৬।

[৬৬২] সুরা আনফাল ৮:৬০।

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [آل عمران:١٥٤]

অর্থ: "তারা বলেছিল, 'আমাদের কি কোন বিষয়ে অধিকার আছে'? বল, 'নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর'। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'যদি কোন বিষয়ে আমাদের অধিকার থাকত, তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হত না'। বল, 'তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া অবধারিত রয়েছে, অবশ্যই তারা তাদের নিহত হওয়ার স্থলের দিকে বের হয়ে যেত। আর যাতে তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা পরিষ্কার করেন। আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত'।"[৬৬৩]

আর জিহাদে গেলেই যে মৃত্যু হবে এমনটি বিশ্বাস করা ঠিক নয়। ঐ যে খালিদ বিন ওয়ালিদ গোটা জীবন যুদ্ধ করে শরীরের এমন কোন জায়গা বাদ ছিলোনা যেখানে তীর, তরবারী বা ইত্যাদির দাগ ছিল না, কিন্তু তার মৃত্যু হলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সুতরাং এগুলো শয়তানের ধোঁকা। এগুলো বর্জণ করা উচিত। মৃত্যু যখন আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء : ٧٨]

অর্থ: "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।"[৬৬৪]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف : ٣٤]

---

[৬৬৩] সুরা আল ইমরান ৩:১৫৪।

[৬৬৪] সুরা নিসা ৪:৭৮।

অর্থঃ "আর প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না।"[৬৬৫]

প্রশ্নঃ বর্তমান মুসলিমদেশগুলোতে জিহাদের হুকুম কি?

উত্তরঃ বর্তমানে মুসলিমদেশগুলোতে জিহাদ করা ফরজে আইন। কেননা আল্লাহ (সুবঃ)বলেছেনঃ

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ } [التوبة: ٢٩]

অর্থঃ "তোমরা যুদ্ধ কর সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না।"[৬৬৬]

বর্তমান মুসলিম দেশের শাষকগোষ্ঠী আল্লাহর (সুবঃ) হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। যেমনঃ আল্লাহ (সুবঃ)সুদকে হারাম করেছেন ওরা ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে সুদকে হালাল করে দিচ্ছে। এমনিভাবে আল্লাহ (সুবঃ) জিনা, ব্যভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন ওরা পতিতালয়ের লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে হালাল করে দিচ্ছে। আল্লাহ (সুবঃ) মদকে হারাম করেছেন ওরা লাইসেন্স দেওয়ার মাধ্যমে তা হালাল করে দিচ্ছে। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করছে। যেমনঃ চোরের হাত কাটার বিধান, বিবাহিত ব্যাভিচারিকে পাথড় ছুড়ে হত্যা করার বিধান। সম্পত্তি বন্টনে নারিকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দানের বিধানসহ অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাতিল করে বিকল্প মানব রচিত বিধান কায়েম করেছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী।

---

[৬৬৫] সুরা আ'রাফ ৭:৩৪।

[৬৬৬] সুরা তাওবা ৯:২৯।

প্রশ্ন: বর্তমান মুসলিম দেশের শাষকবৃন্দের অনেকেই সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে, হজ্জ করে এমনকি তাহাজ্জুদ আদায় করে বলেও শুনা যায়। তাহলে এদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা কিভাবে বৈধ হবে?

উত্তর: হ্যা! যদিও এরা সালাত আদায় করে তারপরও তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَنَا آمُرُكُمْ بخَمْسٍ اللّهُ اَمَرَنى بهِنَّ اَلجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالهجْرَةُ وَالجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله فانَّهُ مَنْ خَرَجَ منَ الْجَمَاعَة قيْدَ شبْرٍفَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْا سْلَام منْ عُنُقه الَّا اَنْ يَرْجعَ وَمَنْ دَعَا بدَ عْوَىَ جَاهليَة فَهَوَ منْ جُثَى جَهَنَّم. قَالُوْ يَا رَسُوْلَ الله وَانْ صَامَ وَ صَلىَّ؟ قَالَ وَانْ صَامَ وَ صَلىَّ وَ زَعَمَ انَّهُ مُسْلمْ.

অর্থ: "হারেস আল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) বলেন: আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হলো) আল জামাআহ (ঐক্য, একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া)। আস সামউ (আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা)। আত ত্ব-আহ (আমীরের নির্দেশ পালন করা)। আল হিজরাহ (হিজরত করা)। আল জিহাদ (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা)। যে ব্যাক্তি আল "জামাআহ " থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল। তবে যদি সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের দিকে আহ্বান জানায় সে তো জাহান্নামের পঁচা-গলা লাশ । সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহাল্লাহ (সা:) যদি তারা সালাত ও সাওম পালন করে তবুও? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হাঁ যদিও সালাত ও সাওম পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।"[৬৬৭]

---

[৬৬৭] [তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন , মুসনাদে আহমদ হা: নং ১৭২০৯, জামেউল আহাদীস হা : নং ৪৪ , সহীহ ইবনে হিব্বান হা: নং ৬২৩৩ ,সহীহ ইবনে খুযাইমা হা: নং ১৮৯৫ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫১৪১] **তাহকীক** : তার সনদ সহীহ মুসনাদে আহমদ ও খুযাইমা ইবনে হিব্বান ।

আমাদের দেশের মুসলিম শাষকদের অবস্থা এরচেয়েও খারাপ। কারণ তারা নিজেদেরকে ধর্মনিরেপেক্ষ বা সেক্যুলার মুসলিম হিসাবে দাবি করে থাকে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিই হচ্ছে এদের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র। আল্লাহর (সুবঃ) আইন তাদের মনপূতঃ না হলে সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে। এজাতীয় লোকদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা সাহাবাদের থেকেও প্রমানিত আছে। আবু বকর (রাঃ) যখন খলিফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হলেন তখন কিছুসংখ্যক লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলো। তিনি তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন, যদিও তারা অন্যান্য ইবাদত যথাঃ সালাত, সাওম ইত্যাদি অস্বীকার করে নাই বরং তা ঠিকমত পালন করতো।

তাছাড়া বর্তমান মুসলিম বিশ্বের এই শাসক গোষ্ঠী প্রকৃত মুসলিমদেরকে জঙ্গিবাদী, মৌলবাদী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে তাদেরকে জেল-জুলুম ও চরম নির্যাতন করে থাকে। এমনকি যারা মানব রচিত সকল বিধান বাতিল করে ওহীর বিধান কায়েম করতে চায় তাদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এসকল শাসকরা মুমিনদের চেয়ে কাফেরদেরকেই তাদের বন্ধু ও অভিভাবক জ্ঞান করে থাকে। আর এজাতীয় লোকদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة:٥١]

অর্থঃ "হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।"[৬৬৮]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে নিজেদের বন্ধু বা অভিভাবক বানাবে তারা ওদেরই একজন। তাই বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর শাসক গোষ্ঠী তাগুতের পক্ষে মুমিনদের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তাই যেভাবে বর্তমানে কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ সেভাবে তাদের দোসরদের বিরূদ্ধেও যুদ্ধ করা ফরজ।

---

[৬৬৮] সুরা মায়িদাহ ৫:৫১।

এছাড়াও এই শাসকগোষ্ঠি আল্লাহর বিধান কিছু মানে আর কিছু মানেনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة:٨٥]

অর্থ: তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"[৬৬৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء : ١٥٠ ، ١٥١]

অর্থ: নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।[৬৭০]

মোটকথা: এদেশে দুই কারণে জিহাদ ফরজ:

১ম কারণ: সুরা আত তাওবা এর ২৯ নং আয়াতের কারণে। যেহেতু এদেশের শাসক আল্লাহর হারামকৃত বস্তু যথা; মদ, যেনা-ব্যাভিচার ইত্যাতিকে বৈধতার লাইসেন্স দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া দণ্ডবিধি কেও তারা বাদ দিয়েছে, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ।

২য় কারণ: মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে সকল কুফ্ফাররা যুদ্ধ করছে, আমাদের শাসকগণ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের সহযোগিতা

---

[৬৬৯] সুরা বাকারা ২:৮৫।

[৬৭০] সুরা নিসা: ১৫০-১৫১।

করে। বিশেষ করে আমেরিকার নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে মুসলিম নিধন চলছে। তাদেরকে যারা সাহায্য করে তারাও কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة:٥١]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।"[৬৭১]

প্রশ্ন: অনেকে বলে জিহাদ করার জন্য মজবুত ঈমানের প্রয়োজন, তাই প্রথমে ঈমান ঠিক করতে হবে তারপরে জিহাদ। বিষয়টি কতটুকু সহীহ?

উত্তর: না, বিষয়টি একেবারেই ঠিক নয়। কেননা ঈমান সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই শর্ত। সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত সহ কোন ইবাদত ঈমান ব্যতিত গ্রহনযোগ্য নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧]

অর্থ: "যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।"[৬৭২]

এ আয়াতে যে কোন নেক আমলের জন্য ঈমানকে শর্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঈমান বিহীন কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। সে সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [النور: ٣٩]

---

[৬৭১] সুরা মায়িদাহ ৫:৫১।
[৬৭২] সুরা নাহল ১৬:৯৭।

অর্থ: " আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"[৬৭৩]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমানিত হলো যে, যে কোন ইবাদতের জন্য ঈমান শর্ত। ঈমান বিহীন যতবড় নেক আমল করা হোক না কেন তা সবই মরিচিকা। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চাচা আবূ তালিবের ইতিহাস এর জলন্ত প্রমান। তাহলে কেন শুধুমাত্র জিহাদের ক্ষেত্রে ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়? মূলত: এটা জিহাদকে পছন্দ না করার কারণেই বলে থাকে। এ জাতীয় লোকদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্যই আল্লাহ (সুব:)জিহাদ ফরজ করার সাথে সাথে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এটা কিছু লোকের কাছে অপ্রিয় হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: ٢١٦]

অর্থ: "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৬৭৪]

এ আয়াতে 'অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়' বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মানুষের কাছে অন্য ইবাদতের তুলনায় এ ইবাদতটি অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হবে। তাইতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই, কোন অভিযোগ নেই, কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ নেই বরং বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিচ্ছে। যেমন: সিয়াম একটি ইবাদত। এটা সকলেই মেনে নিচ্ছে, কারো

[৬৭৩] সুরা নূর ২৪:৩৯।
[৬৭৪] সুরা বাকারা ২:২১৬।

কোন আপত্তি নেই। এমনকি ইয়াহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ সহ যত ইসলাম বিরোধী শক্তি আছে কেউ এর বিরোধিতা করে না। বরং সমর্থন করে। আমেরিকার 'হোয়াইট হাউজে' প্রতি বছর রোজাদারদের সম্মানার্থে 'ইফতার পার্টি' দিয়ে থাকে। অথচ যে আল্লাহ (সুবঃ) যেই কুরআনে, যেই রাসূলের উপর, যেই সূরায় (সূরায় বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে।" নাযিল করেছেন সেই আল্লাহ, সেই কুরআনেই, সেই রাসূলের উপর, সেই সূরাতেই (সূরায় বাকারার ২১৬ নং আয়াতে) বলেছেন, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে।" অথচ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে" মানতে তোমাদের কোনো আপত্তি নেই।

বরং তোমরা সিয়াম পালন করার জন্য বাজারে জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছো। সিয়ামের মাধ্যমে শরীরের যতটুকু ঘাটতি হয়েছে, তা পূরণ করার জন্য খাবারের নতুন নতুন বিভিন্ন মেন্যু তৈরী করেছো। পেঁয়াজ আর ছোলার দাম বাড়িয়ে দিয়েছো। তারপরে সিয়াম শেষে ঈদুল ফিতর এর প্রস্তুতির জন্য নতুন নতুন জামা-কাপড়ের ফরমায়েশ দিয়ে রেখেছো। যুবতী মা-বোন ও মেয়েদেরকে অর্ধনগ্ন করে ঈদের কেনা-কাটার জন্য গোটা রমজান মাস মার্কেটে ছেড়ে দিয়েছো। প্রতিটি মসজিদে তারাবীহ এর জন্য সুমধূর কণ্ঠের হাফেজ সাহেবদেরকে নিয়োগ দিয়েছো। তাদেরকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য মসজিদ কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মুসল্লিদের দারে দারে, মসজিদে, বাসায়, রাস্তা-ঘাটে, করজোড়ে ভিক্ষা করতে গিয়ে রাস্তার লেংরা-লূলা, আতুর-খোঁড়া, অন্ধ-বধির ভিখারীদেরকেও হার মানিয়েছো।

অথচ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে।" -শুনে তোমরা আঁতকে উঠো। যারা এই আয়াত গুলো তোমাদেরকে পাঠ করে শোনায় তোমরা তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলো। যারা ফিলিস্তিনে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, কাশ্মিরে, আরাকানে তাদের দ্বীন রক্ষার জন্য, ভূমি রক্ষার জন্য, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য, সর্বোপরি কুরআনের বিধান কায়েমের জন্য, তোমাদের নবীর দাঁতভাঙ্গা সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করছে, তোমরা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের মসজিদের কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা জিহাদের আয়াত শুনলে ক্ষেপে যান।

খতীব সাহেবদেরকে জিহাদ ও কিতাল এর আলোচনা করতে বাঁধা প্রদান করেন। সেক্যুলার-পপুলার মুসল্লীগণ চেহারা মলিন করে ফেলেন। এর কারণ কি? হ্যাঁ। কারণটা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন। "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে, **অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়**।"[৬৭৫] তবে জেনে রাখো! যারা "তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে" এই আয়াত পালন করবে কিন্তু "তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে" এই আয়াত মানবে না তারা রোজাদার হতে পারে, মুসুল্লী হতে পারে, তাহাজ্জুদ গুজার হতে পারে, জাকেরীন-শাকেরীন হতে পারে, পীর-বুজুর্গ হতে পারে কিন্তু মুমিন হতে পারে না। তারা দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দে কাটালেও জান্নাতে যেতে পারবে না।

মূলতঃ বিষয়টি উল্টো, জিহাদে যাওয়ার জন্য আগে ঈমান মজবুত করতে হবে তা নয় বরং জিহাদের ময়দানে গিয়েই ঈমান মজবুত হয়। যখন মাথার উপরে তরবারির ঝলকানি আর চতুর্দিকে গুলি আর বোমার বৃষ্টি হতে থাকে তখন সমস্ত গাইরুল্লার প্রতি আস্থা ও ঈমান দুরিভূত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নঃ খলিফার অধীনেই কেবলমাত্র জিহাদ পরিচালিত হবে। খেলাফতের অধীনে ছাড়া যে জিহাদ করা হয় তা অবৈধ ও বাতিল এ কথা কতটুকু সহীহ?

উত্তরঃ এটা ভিত্তিহীন কথা, যার কোন দলীল নেই। তবে হাদীসে ইমামের কথা বলা হয়েছে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَ اَنْهُ سَمَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ يَقُوْلُ .... وَاِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يَقا تَلُ مِنْ وَرَاءِه وَيُتَّقَى بِهِ

অর্থঃ "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল। তার অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই আত্মরক্ষা হবে।"[৬৭৬]

---

[৬৭৫] সূরা বাকারা ২১৬।

[৬৭৬] বুখারী কিতাবুল জিহাদ, ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অধ্যায়] ,হাঃ ২৭৫৭, মুসলিম হাঃ ১৮৩৫,নাসাই হাঃ৪১৯৩, ইবনে আবি শাইবা হাঃ৩২৫২৯, আহমাদ হাঃ ৭৪২৮, ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯,

এই হাদীসে খলিফার কথা বলা হয় নাই বরং ইমামের কথা বলা হয়েছে। মুসলীমদের সবসময় একজন ইমাম থাকবে যার অধীনে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে জিহাদ চালিয়ে যাবে। যদি এরকম কোন ইমাম না থাকে তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে ইমাম বানিয়ে নিবে।

প্রশ্ন: আত-তায়েফাতুল মানসূরা কারা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বর্তমানে কাদেরকে আত-তায়েফাতুল মানসুরা বলে ধারণা করা যায়?

উত্তর: الطائفة 'আত-তায়েফাহ' শব্দের অর্থ 'দল'। ছোট দলও হতে বড় দলও হতে পারে। এমনকি একজনও হতে পারে। যেমনঃ তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় তিন জন লোক পরস্পরে কথা বলার এক পর্যায়ে বলেছিল:

مَا رَأَيْتُ مَثْلَ قُرَّائنَا هَؤُلَاء، أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسنًا، وَلَا أَجْبَنَ عنْدَ اللّقَاء.

অর্থ: "আমি এই ক্বারীসাহেবদের মতো পেট-পূজারী, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ আর কাউকে দেখি নাই।"[৬৭৭]

এর দ্বারা তারা রাসূল (সা:) এবং তার সাথী-সঙ্গীদের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিল। আল্লাহ (সুব:)তাদের এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَئنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاته وَرَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائفَة منْكُمْ نُعَذِّبْ طَائفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمينَ } [التوبة: ٦٥، ٦٦]

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী

[৬৭৭] তাফসীরে ইবনে কাসির ৪/১৭১।

করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী।"[৬৭৮]

এখানে 'যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই' বলতে একজনকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা সর্বমোট তিনজন লোক ছিল। দুইজনে উপরোক্ত কথাবার্তা বলছিল অপরজন শুধু চুপ করে শুনছিল। তার ব্যাপারেই ক্ষমার কথা বলা হয়েছে।[৬৭৯]

المنصورة। 'আল মানসূরা' অর্থ হলোঃ সাহায্যপ্রাপ্ত। যারা সবসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরাত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

'আত-তায়েফাহ' সম্পর্কিত হাদীস

হাদীস শরিফে বলা হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত একটি 'তায়েফাহ' বা 'দল' সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলোঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ »

অর্থঃ "সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী হয়ে থাকবে। বিরোধি শক্তি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই থাকবে।"[৬৮০] এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস, হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে সামান্য পরিবর্তণ সহ বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসগুলোতে উল্লেখিত 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল'টিকেই 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' বলা হয়।

প্রশ্নঃ 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' কারা?

উত্তরঃ এ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। নিম্নে তাদের মতগুলো পেশ করা হলোঃ

ইমাম বুখারীর (রঃ) মতঃ

---

[৬৭৮] সুরা তাওবা ৯:৬৫,৬৬।
[৬৭৯] দেখুন তাফসীরে ইবনে কাছীর (সুরা তাওবার ৬৬ নং আয়াত)
[৬৮০] সহীহ মুসলিম ৫০৫৯।

তিনি বলেন তারা হচ্ছে 'আহলুল 'ইলম' বা আলেমগণ। সহীহ বুখারীতে তিনি উল্লেখ করেছেন:

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

অর্থ: "পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কথা 'আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে যারা যুদ্ধ করবে' আর তারা হলো 'আহলে ইলম' বা আলেমগণ।"[৬৮১]

ইমাম তিরমিজির (র:) মত:

ইমাম তিরমিজি (র:) সুনানে তিরমিজিতে উল্লেখ করেছেন: **هُمْ اَصْحَابُ الْحَدِيْث** অর্থাৎ 'তারা হচ্ছে মুহাদ্দিসীনগণ'।[৬৮২]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র:) মত:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيْث فَلا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ

অর্থ: "এরা যদি 'আহলুল হাদীস' বা মুহাদ্দিসীনগণ না হয় তাহলে কারা আমি জানিনা।"[৬৮৩]

ইমাম নববীর (র:) মত:

আল্লাম ইবনে বাত্ত্বাল (র:) মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববীর উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন:

وَالطَّائِفَةُ هُمُ الْجَمَاعَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا بَيْنَ شَجْعٍ وَفَقِيْه وَمُحَدِّثٍ وَمُفَسِّرٍ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنُوْا – كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِىْ – مُجْتَمِعِيْنَ فِىْ بَلَدٍ وَاحد.

অর্থ: "আত-ত্বায়েফাহ' হচ্ছে মুসলিম জাতীর বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দল সমূহ। একক কোন দল হওয়া জরুরী নয় বরং তাদের মধ্যে মুজাহিদীন, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির সকলেই অন্তর্ভূক্ত। এমনকি তাদের একই শহরে থাকাও জরুরী নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যারা যেখানে

---

[৬৮১] সহীহ বুখারী ৭৩১১ নং হাদীসের পরিচ্ছেদের শিরোনাম।

[৬৮২] সুনানে তিরমিজি ৩ খন্ড ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২২৮৭।

[৬৮৩] ফাতহুল বারি ৯/৪৯৪।

যেভাবে ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন তারাই আত-ত্বায়েফার অন্তর্ভূক্ত।"[৬৮৪]

সঠিক মত

সঠিক মত হলো 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' বলতে 'আল-মুজাহিদূন ফী সাবিলিল্লহি' (আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত সেনাদল) কে বুঝানো হয়েছে। কারণ এই হাদীসের অনেকগুলো বর্ণনাতে **يُقَــاتِلُوْنَ** 'তারা যুদ্ধ করবে' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। যেমন: সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسـلم- يَقُـولُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হবে।"[৬৮৫]

আবু দাউদের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِـرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

অর্থ: "ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধিদের উপর তারাই বিজয়ী হবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি 'দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত।"[৬৮৬]

ইমাম বুখারী একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন:

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَـقِّ يُقَاتِلُونَ ...

---

[৬৮৪] ইকমালুল মু'লিম শরহে সহীহুল মুসলিম ১/৩১১।

[৬৮৫] সহীহ মুসলিম ৪১২।

[৬৮৬] সুনানে আবূ দাউদ ২৪৮৬।

অর্থঃ "পরিচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা 'আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে তারা যুদ্ধ করবে ।..."[৬৮৭]

যদিও ইমাম বুখারী এখানে শেষে **وَهُـمْ اَهْـلُ الْعِلْـمِ** (তারা হলো আহলে ইলম) বলে 'তায়েফাহ'র ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ এখানেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যুদ্ধ করবে। সুতরাং যাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুদ্ধ নাই অথচ তারা দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন যেমনঃ আহলে ইলম, মুহাদ্দিসীন, মুফাচ্ছিরীন, মসজিদের ইমামগণ, মুআজ্জিন, মুবাল্লিগীন, দায়ীগণ ইত্যাদি, তারা 'ফিরকাতুন নাজিয়াহ' (নাজাতপ্রাপ্ত দল) হতে পারে কিন্তু 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসূরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) হতে পারে না। 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসূরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) হতে হলে তাদের কর্মসূচীর মধ্যে অবশ্যই 'ক্বিতাল' (যুদ্ধ) থাকতে হবে। কারণ অনেকগুলো হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা যুদ্ধ করবে।

মূলতঃ যারা 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' বলতে ইসলামে কর্মরত বিভিন্ন দলকে বুঝিয়েছেন তারা 'আল ফিরকাতুন নাজিয়া' (নাজাত প্রাপ্ত দল) ও 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) দুটোকে এক মনে করে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। অথচ 'আল ফিরকাতুন নাজিয়া' (নাজাত প্রাপ্ত দল) ও 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। 'আল ফিরকাতুন নাজিয়া' (নাজাত প্রাপ্ত দল) হলো 'আ'ম' (ব্যাপক) আর 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) এটি 'খাস' (বিশেষ দল)।

আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির (রহঃ) ফায়সালাঃ

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ওলামায়ে দেওবন্দের মাথার মুকুট আনোয়র শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) উপরোক্ত ওলামাদের বিভিন্ন মতামত বর্ণনা শেষে বলেনঃ

قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري مـــن

[৬৮৭] সহীহ বুখারী ৭৩১১ নং হাদীসের পরিচ্ছেদের শিরোনাম।

هي؟ ولم أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين ليسوا إلا من أهل السنة، فعلمت أنه عيَّنَهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائدهم، ويشهد له التاريخ فإنه لم يُوفَّق للجهاد أحد غيرُ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على أيدي الروافض خذلهم الله ولعنهم.

অর্থ: "আমি বলবো, আত্ তায়েফাতুল মানসূরা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আল মুজাহিদূনা ফী সাবিলিল্লাহকে উল্লেখ করা সত্ত্বেও এত বড় বড় মুহাদ্দিসীনগণ কিভাবে ভিন্ন মত পোষণ করলেন? আমি আরও আশ্চর্য হলাম ইমাম আহম্‌দ ইবনে হাম্বলের মতামত দেখে। তিনি বলেছেন, ঐ তায়েফা যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত না হয় তাহলে কারা তা আমি জানি না। আমি তার এই কথার অর্থ বুঝি নাই। কেননা যেখানে হাদীসে স্পষ্টভাবে আত্ তায়েফা দ্বারা মুজাহিদীনদেরকে বুঝানো হয়েছে সেখানে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো ব্যক্তিত্ব কি করে অজ্ঞ থাকলেন এবং বলে ফেললেন আত্ তায়েফা হলো আহলুস সুন্নাহ। কিন্তু পরক্ষনেই আমি তার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, মুজাহিদীনরা তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতেরই অর্ন্তভূক্ত। তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচয় তুলে ধরেছেন জিহাদের মাধ্যমে আক্বিদার মাধ্যমে নয়। অর্থাৎ যারা জিহাদ করে তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই হচ্ছে আত তায়িফাতুল মানসূরা। আর ইতিহাসও সাক্ষি দেয় যে, যুগে যুগে ইসলামের জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়ার জামা'আতের লোকেরাই যুদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে শী'আ, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি ফেরকার লোকেরা ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংসই করেছে। আল্লাহ (সুব:) ওদের প্রতি লা'নাত করুন এবং ওদেরকে ধ্বংস করুন।"[৬৮৮]

---

[৬৮৮] ফাইযুল বারী শরহে বুখারী, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, প্রথম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ:) এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আত্ তায়েফাতুল মানসূরা বলতে 'আল মুজাহিদূনা ফী সাবিলিল্লাহ'কে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন: 'আল ফিরকাতুন নাজিয়া' (নাজাত প্রাপ্ত দল) ও 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: 'আল ফিরকাতুন নাজিয়া' (নাজাত প্রাপ্ত দল) হলো 'আ'ম' (ব্যাপক) আর 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' (সাহায্যপ্রাপ্ত দল) এটি হলো 'খাস' (বিশেষ দল)। নাজাত প্রাপ্ত দল হলো ৭৩ ফেরকার একটি। যারা কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক চলবে তারাই নাজাত পাবে। যুদ্ধ করুক বা না করুক। আর 'আত-ত্বায়েফাতুল মানসুরা' বা 'সাহায্য প্রাপ্ত দল' হচ্ছে এই নাজাত প্রাপ্ত দলের একটি বিশেষ অংশ যারা যুদ্ধ করবে। যেমন: একটা সরকারে বিভিন্ন বিভাগের লোকেরা কাজ করে। কেউ বিদ্যুৎ বিভাগে, কেউ পানি বিভাগে, কেউ স্বাস্থ বিভাগে, কেউ মন্ত্রণালয়ে, কেউ সচিবালয়ে। আবার কেউ চৌকিদার, কেউ পুলিশ, কেউ আনসার, কেউ বিডিআর (বি,জে,বি), আবার কেউ সেনা-বাহিনী। সকলেই সরকারের অংশ কিন্তু সেনা-বাহিনীর একটি বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের ভিতরেও ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন লোক খেদমত করে যাচ্ছেন। যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করেন তবে তারা পরকালে নাজাত পাবেন। কিন্তু যারা ইসলামের জন্য কিতাল বা যুদ্ধ করেন তারা হচ্ছে ইসলামের সেনা-বাহিনী 'আল মুজাহিদীন ফি সাবিল্লািহ। তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব। যেমন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـــهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ٩٥، ٩٦]

অর্থ: "বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্থ নয় এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরতগণ এক সমান নয়। নিজেদের জান ও

মাল দ্বারা যোদ্ধাদের মর্যাদা আল্লাহ (সুবঃ)বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ (সুবঃ)প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ যুদ্ধরত ব্যক্তিদের বসে থাকাদের উপর মহা পুরুষ্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬৮৭]

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও পুরুষ্কার রয়েছে। এ ছাড়াও অসংখ্য মর্যাদা ও ফজিলতের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যা এই কিতাবের অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ আত্মঘাতি হামলা করা যাবে কি না?

উত্তরঃ না আত্মঘাতি হামলা করা জায়েজ নেই যেটাকে আরবীতে **الانتحار** (আল-ইন্তিহার) বলা হয়। তবে আত্মোৎসর্গমূলক হামলা যেটাকে আরবীতে **العمـــل الاستـــشهادي** (আল 'আমালুল ইসতিশহাদী) বা **فـــدائي** (ফিদায়ী) হামলা বলা হয় তা অবশ্যই কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক। ফিদায়ী আক্রমণ বা আত্মোৎসর্গমূলক অপারেশন বলতে এমন অপারেশন বুঝায় যেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি তাদের থেকে অস্ত্রশস্ত্রে এবং সংখ্যাধিক্যে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করে; যদিও তারা জানে যে এতে নিশ্চিতভাবে তাদের মৃত্যু ঘটবে।

সম্প্রতি এমন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে যেঃ ব্যক্তির দেহ, যানবাহন বা স্যুটকেস বিস্ফোরক দ্বারা সজ্জিত করে শত্রুর ঘাটিতে অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রবেশ পূর্বক হঠাৎ হামলা চালিয়ে শত্রু ব্যুহের সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যথাযথ স্থানে বিস্ফোরিত করা হয়। সাধারণতঃ যিনি এই ঘটনাটি ঘটান তিনিই এতে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন।

আরেকটি কৌশল হল, কোন আর্মড মুজাহিদ যখন বাঁচার কোন প্রস্তুতি না নিয়ে কিংবা বাঁচার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে শত্রুর ব্যারাকে অথবা মিলনস্থলে

[৬৮৭] সুরা নিসা ৪:৯৫।

অতর্কিতে ঢুকে অনবরত গুলিবর্ষণ করে, উদ্দেশ্য থাকে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব শত্রু নিধন করা, যখন তিনিও প্রায় নিশ্চিত যে, এতে তিনিও মারা যাবেন।

"আত্মঘাতী বোমা হামলা" বলে যে লেবেল সেঁটে দেয়া হয় তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যাকথা। মূলত: এই গালিটি আমাদের ভাই-বোনদের এই কাজ হতে অনুৎসাহিত করার জন্য ইহুদী-খৃষ্টান ও তাদের তৈরী করা মিডিয়াগুলোর চক্রান্তের ফসল। কেননা আত্মঘাতী হামলা এবং ফেদায়ী হামলা উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন সমতুল্য তফাৎ। অসুস্থ মানসিকতা, ধৈর্য্যের অভাব এবং ঈমানের দুর্বলতার কারণে যে আত্মহত্যা করে, সে হলো আত্মঘাতী। তার ঠিকানা জাহান্নামের আগুন এবং সে আল্লাহর লা'নত ও গযবে পতিত হলো। পক্ষান্তরে ফেদায়ী হামলার মাধ্যমে শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি, ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পূর্ণ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় আনয়ন করে এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করে। এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করে।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণ ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে ফলাফল আনয়নের ক্ষেত্রে আর কোন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কৌশল নেই, যে কৌশল দিয়ে তাদের হৃদয়ে বেশী ত্রাস সঞ্চার করা যেতে পারে। একদিকে যেমন তা তাদের প্রচন্ড আঘাতে পর্যুদস্ত করে, অন্যদিকে তাদের উদ্যম ও প্রাণশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলে। এর ফলে, ভীরুতার কারণে জনগণের সঙ্গে মেশা থেকে এবং জনগণকে শোষণ-নির্যানত করা থেকে তারা বিরত থাকে এবং লুটপাট ও হেনস্তা করা থেকে দূরে থাকে। এই জাতীয় অপারেশন যাতে সংঘটিত না হতে পারে, সেদিকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে ব্যস্ত থাকার কারণে ওদের অন্যান্য অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতন থেকে মানুষ রেহাই পায়।

বস্তুত: এই অপারেশন শত্রুর জন্য বয়ে আনে মারাত্মক ক্ষতি, আর আমাদের জন্য সর্বনিম্ন ত্যাগ। শত্রুর ব্যাপক ক্ষতির তুলনায় এই ত্যাগ খুবই সামান্য। কোরআন এবং হাদীসে এ বিষয়ে অনেক দলীল প্রমান রয়েছে:

প্রথম দলীলঃ

সুরায়ে বুরুজের ঘটনা। যেখানে যুবকটিকে কিভাবে হত্যা করা যাবে তা সে নিজেই বাদশাহকে শিখিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

সুহাইব রুমী (রাঃ) এ ধরনের একটি ঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হচ্ছে : এক বাদশার কাছে একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাকে বললো, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ যাদু শিখে নেবে। বাদশাহ যাদু শেখার জন্য যাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করলো । কিন্তু সেই ছেলেটি যাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহেবের (যিনি সম্ভবত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী একজন সঠিক আলেম ছিলেন) সাক্ষাত করতে লাগলো । তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনলো । এমন কি তাঁর শিক্ষার গুণে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ও হয়ে গেলো। সে অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে , একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না। শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে "বিসমি রব্বিল গুলাম" (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো । ফলে ছেলেটি মারা গেলো । এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চীৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাইছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো। তাতে আগুন জ্বালালো । যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলো ।[৬৯০]

---

[৬৯০] মুসনাদে আহমাদ , মুসলিম , নাসায়ী , তিরমিযী , ইবনে জারীর , আবদুস রাজ্জাক , ইবনে আবী শাইবা , তাবারানী , আবদ ইবনে হুমাইদ সহ আরো অনেক কিতাবে সুরা বুরুজের আলোচনায় উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় জীবন দেয়া বৈধ। বিশেষ করে যখন কুফফারদের মুকাবেলা করার অন্য কোন উপায় না থাকে।

দ্বিতীয় দলীল:

ফের'আউনের কন্যার মাথা আঁচড়ানো বাদীর ঘটনা:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ بِي فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذه الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ فَقَالَ هَذه رَائِحَةُ مَاشِطَة ابْنَة فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادهَا قَالَ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهَا قَالَ بَيْنَا هِيَ تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ سَقَطَتْ الْمدْرَى مِنْ يَدَيْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللَّه فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ أَبِي قَالَتْ لَا وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيك اللَّهُ قَالَتْ أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا فَقَالَ يَا فُلَانَةُ وَإِنَّ لَك رَبًّا غَيْرِي قَالَتْ نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِبَقَرَة مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلَادُهَا فِيهَا قَالَتْ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَمَا حَاجَتُك قَالَتْ أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفِنَنَا قَالَ ذَلكَ لَك عَلَيْنَا مِنْ الْحَقِّ قَالَ فَأَمَرَ بِأَوْلَادهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أَنْ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِه قَالَ يَا أُمَّهْ اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَة فَاقْتَحَمَتْ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ صِغَارٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَابْنُ مَاشِطَة ابْنَة فِرْعَوْنَ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: মিরাজের রজনীতে যে রাতে আমাকে ভ্রমন করানো হয়, আমি একটি মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এত সুন্দর ঘ্রাণ কিসের? জিবরাঈল বললেন, এ হল ফির'আউনের কন্যার চুল আঁচড়ানো বাদী এবং তাঁর সন্তানদের সুঘ্রাণ। আমি বললাম, এর কারণ কি? জিবরাইল উত্তর দিলেন, একদিন তিনি ফিরআউনের মেয়ের মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন; হঠাৎ তার চিরুনিটি হাত থেকে পড়ে যায়। উঠানোর সময় তিনি বিসমিল্লাহ বলেন। এই দৃশ্য দেখে ফিরআউনের মেয়ে বলল,

তুমি কি আমার পিতার নাম উচ্চারণ করেছ? তিনি বললেন না তোমাদের পিতা নন বরং আমার এবং তোমাদের পিতার যিনি রব (আল্লাহ) ফিরআউনের মেয়ে বলল, বাবাকে এটা বলে দিব কি? তিনি বললেন, হ্যা, বল। মেয়ে গিয়ে ফিরআউনকে বলে দিল। ফিরআউন তাঁকে ডাকল এবং বলল, আমি ব্যতীত তোমার কি কোন রব আছে? তিনি বললেন, অবশ্যই তোমার এবং আমার রব আল্লাহ! একথা শুনে ফিরআউন পিতলের বড় পাতিল আগুনে গরম করতে বলল। যখন পাতিল গরম হয়ে গেল, তখন ফিরআউন তাঁকে এবং সন্তানদের ঐ উত্তপ্ত পাতিলে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। তিনি বলল, তোমার কাছে আমার একটি দাবী আছে। ফিরআউন বলল, কী দাবী বল। তিনি বললেন , আমি চাই যে, আমার ও আমার সন্তানদের হাড্ডিগুলো একটি কবরে একত্রে দাফন করবে। ফিরআউন বলল, হ্যাঁ আবশ্যই এটি আমার প্রতি তোমার অধিকার। এরপর তাঁর সামনে তাঁর সন্তানদের একে একে প্রত্যেককে সেই পাতিলে নিক্ষেপ করা হল। এক পর্যায়ে তাঁর দুধের শিশুর পালা আসল। এই নারী এবার একটু বিচলিত হলেন। তখন দুধের শিশুটি বলল, মা তুমি দ্রুত ঝাঁপ দাও, কারণ এই পৃথিবীর শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে সে (নারী) তাতে ঝাঁপ দিল।"

এই ঘটনা দ্বারাও বুঝা গেল দ্বীনের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য স্বেচ্ছায় জীবন দেয়া জায়েজ।

তৃতীয় দলীল:

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة : ١٩٥]

عَنْ أَسْلَمَ أَبِى عِمْرَانَ قَالَ : غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ : مَهْ مَهْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يُلْقِى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الإِسْلاَمَ قُلْنَا : هَلُمَّ نُقِيمُ فِى أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَنْفِقُوا فِى سَبِيلِ

اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فَالإِلْقَاءُ بِالأَيْدِى إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِى أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ.

অর্থ: “তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।”[৬৯১]
এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছিরে হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুহাজিরগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমন চালান এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কতগুলো লোক পরস্পর বলাবলি করে, দেখ! এই ব্যক্তি ‘স্বীয় হস্তদ্বয় ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে।’ আবু আইউব (রা:) একথা শুনে বলেন: ‘এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ আমরাই ভাল জানি। জেনে রেখো যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাহচর্যে থেকেছি, তাঁর সাথে যুদ্ধ-জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছি এবং সদা তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ী হলো এবং মুসলিমরা জয় লাভ করলো। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীর (সা:) সাহচর্যের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তারলাভ করেছে, মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছে এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্তানাদির খবরা-খবর নিতে পেরেছি, না মাল-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার দেখাশুনা করতে পেরেছি। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল। [৬৯২]
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের সময় মিশরীয়দের নেতা ছিলেন উকবা ইবনে আমের এবং সিরীয়দের নেতা ছিলেন ইয়াযীদ বিন ফুয়ালাহ বিন উবাইদ। বারা’ বিন আযীব (রা:) কে

---

[৬৯১] সুরা বাকারা ১৯৫।
[৬৯২] সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন: 'যদি আমি একাকী শত্রু সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং তথায় শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হয়ে যাই তবে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হবো?' তিনি উত্তরে বলেন: 'না না; আল্লাহ (সুব:) স্বীয় নবী (সা:) কে বলেন:

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} [النساء : ٨٤]

অর্থ: "অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত।" [৬৯৩]

উপরোক্ত হাদীস থেকে দুটি জিনিষ পরিষ্কার হলো, এক: জীবনের ঝুকি নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রু বাহিনীর ভিতরে ঢুকে গিয়ে আক্রমন করা বৈধ। দুই: বর্তমানে যেরকম ভাবে উপরোক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে আত্মোৎসর্গমূলক হামলার বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয় ইসলামের শুরুর দিকেও তা করা হয়েছিল এবং আবূ আইয়ুব আনসারী (রা:) এর উত্তর দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায় সুতরাং যারা বর্তমানে ঐ আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করে আত্মোৎসর্গ মূলক হামলাকে নাজায়েজ ও অবৈধ্য বলে তাদের দলীল পূর্ব থেকেই বাতিল হয়ে গেছে।

চতুর্থ দলীল:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} [البقرة : ٢٠٧]

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।"[৬৯৪]

মূলত যারা আত্মোৎসর্গ মূলক হামলা চালায় তারা আল্লাহর কাছে নিজের জান ও মাল বিক্রি করে দেয়। আর এ জাতীয় আত্মোৎসর্গ মূলক হামলা ঠেকানো কুফফারদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ তারা ওদের উড়োজাহাজ নিয়েই ওদের উপর হামলা চালায়। ওদের পোষাক, ওদের

[৬৯৩] সুরা নিসা ৮৪।
[৬৯৪] সুরা বাকারা ২০৭।

জুতা, ওদের অস্ত্র নিয়েই ওদের উপর হামলা চালায়। আর যে ব্যক্তি মরতে চায় তাকে ওরা কিভাবে প্রতিহত করবে? ওরাতো যে বাঁচতে চায় তাকেই বাঁচাতে পারে না। তাহলে যে মরতে চায় তাকে কিভাবে ঠেকাবে? সে কারণেই ওদের তৈরী করা একদল মডারেট আলেম ওদের পক্ষ হয়ে এ জাতীয় হামলাকে বাতিল করার চক্রান্তে লিপ্ত আছে। তারা এর বিরূদ্ধে ফতওয়া দিচ্ছে, বই-পুস্তক রচনা করছে, পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছে, বড় বড় সভা-সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছে এর কারণ শুধুমাত্র একটাই, আর তা হচ্ছে, কুফফারদের জন্য মরণফাঁদ আত্মোৎসর্গমূলক বোমা হামলা বাতিল করা। মূলতঃ এই লোকগুলো ইমাম মাহদী ও ইসা আ: এর যুগেও ফতওয়া, বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি, কলমের জিহাদ, নফসের জিহাদ, কথার জিহাদ নিয়ে লিপ্ত থাকবে ইমাম মাহদী ও ইসা আ: এর সঙ্গে থাকার সুযোগ হবে না। কেননা ইমাম মাহদী ও ইসা আঃ যুদ্ধ করবেন। অতএব বর্তমানেও যারা যুদ্ধ করছে তারাই ইমাম মাহদী ও ইসা আঃ এর সাথে থেকে যুদ্ধ করবেন।

পঞ্চম দলীল:

{ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } [النساء : ٧٤]

অর্থ: "সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।"[৬৯৫]

ষষ্ঠ দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ ». يَعْنِى أَصْحَابَهُ : « فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ ».

---

[৬৯৫] সুরা নিসা ৪/৭৪।

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহ (সুব:)ঐ ব্যক্তির প্রতি খুশি হন যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো অতপর যুদ্ধে তার দল পরাজিত হলো। অতপর সে তার নিজের পরিণতিও বুঝতে পারলো তা স্বত্তেও যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়। আল্লাহ (সুব:) ফেরেশতাদেরকে বলেন তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ সে আমার পুরষ্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে যুদ্ধ করছে এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়েছে।"[৬৯৬]

এ সকল আয়াত এবং হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দুশমনের উপর হামলা করা জায়েজ আছে এবং আল্লাহর কাছে বড় ধরণের পুরষ্কার প্রাপ্তির অঙ্গিকার রয়েছে। তবে একটি কথা গুরুত্বসহ মনে রাখা উচিত যে, সম্ভব হলে শত্রুর উপর হামলা করতে গিয়ে প্রথমেই নিজেকে উড়িয়ে দিবে না। বরং সাধ্যমতো শত্রুর উপর হামলা চালাতে থাকবে। এবং এক পর্যায়ে শত্রুদের হাতে শহীদ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আত্মঘাতী হামলাই চালাবে। মূলত: এটা আত্মঘাতী নয় বরং আত্মোৎসর্গ। আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং মজলুম মানুষকে সাহায্য করার জন্য যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে হয় তবে তা উপরোক্ত দলীল-প্রমান দ্বারা জায়েজ বলেই প্রমানিত হয়। যুদ্ধের ময়দানে যদি কাফেররা মুসলিম বন্দিদেরকে মানবঢাল বানায় এবং মুসলিমদের পক্ষে ঐ মুসলিম বন্দিদের উপরে হামলা করা ছাড়া কুফফারদের উপর হামলা করা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ মুসলিম বন্দিদেরসহ কাফেরদের উপর হামলা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। অতএব বর্তমানে যদি আত্মঘাতী হামলা করা ছাড়া অন্যকোন উপায়ে কাফেরদের উপর হামলা করা না যায়। তাহলে আত্মঘাতী হামলাই চালাতে হবে।

প্রশ্ন: বর্তমান বাংলাদেশে কিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হতে পারে?

উত্তর: কোরআন এবং হাদীস অনুযায়ী ইসলামের দৃষ্টিতে সারা পৃথিবীতে দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি একটাই। আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা:) যেভাবে

---

[৬৯৬] সুনানে আবূ দাউদ ২৫৩৮।

দ্বীন কায়েম করেছেন। অর্থাৎ 'দা'ওয়াহ', 'তারবিয়্যাহ' (প্রশিক্ষণ), 'জিহাদ'। অর্থাৎ মানুষকে প্রথমে এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت : ٣٣]

অর্থ: "আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি একজন মুসলিম।"[৬৯৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف : ١٠٨]

অর্থ: " বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ মহা পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।"

উভয় আয়াতেই মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে বলা হয়েছে। কোন দল, ফেরকা, তরীকা ও মাযহাবের দিকে আহবান করতে বলা হয় নি। যাদের কাছে দা'ওয়াহ পৌঁছে যাওয়ার পরও সাড়া দেয় না, এক ইলাহের আনুগত্যের পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান ও আইনের অনুসরণ করার মাধ্যমে বহু ইলাহ ও বহু রবের আনুগত্য করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : ٢٩]

অর্থ: "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে দ্বীন হিসাবে

[৬৯৭] সুরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩।

গ্রহণ করে না। (যুদ্ধ করতে থাক) যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া প্রদান করে।"[৬৯৮]

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর দেয়া 'দ্বীনে হক্ব' কে যারা মেনে নেয়না যদিও তারা কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করে তবুও তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة : ٢٠٨]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"[৬৯৯]

যদি কেউ কুরআনের কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশ না মানে তার বিরূদ্ধেও যুদ্ধ করা যাবে। যেমন আবু বকর সিদ্দীক (রা:) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ তারা ইসলামের অন্য সবকিছুই পালন করতো। তাই বাংলাদেশ সহ যেসকল মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই বরং ব্যাংকে, আদালতে, ব্যাবসা-বানিজ্যে, সংসদে ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ার আইন উপেক্ষিত সে সকল দেশে দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরজ। আর এই যুদ্ধ করার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটাকেই বলে 'তারবিয়্যাহ' বা প্রশিক্ষণ। যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال : ٦٠]

অর্থ: "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে।"[৭০০]

এই আয়াতে শক্তি অর্জণ করতে বলা হয়েছে। এই শক্তি বলতে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

---

[৬৯৮] সুরা তাওবা ৯:২৯।

[৬৯৯] সুরা বাকারা ২:২০৮।

[৭০০] সুরা আনফাল ৮:৬০।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ »

অর্থ: "উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে মিম্বারে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জণ কর' এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। এভাবে তিনবার বললেন।"[৭০১]

সুতরাং যারা সত্যিকার ভাবেই আল্লাহর রাস্তায় দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করতে আগ্রহী তাদের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া অত্যন্ত জরুরী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [التوبة : ٤٦]

অর্থ: " আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।" [৭০২]

সুতরাং যারা কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া শুধু দা'ওআতের মাধ্যমে অথবা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা মূলত: আল্লাহর সাথে উপহাস করে যাচ্ছে।

আল্লাহ (সুব:) প্রতিটি মু'মিনকে তার নিকটবর্তী কুফ্ফারদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة : ١٢٣]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৭০৩]

---

[৭০১] সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬।
[৭০২] সুরা তাওবা ৯:৪৬।
[৭০৩] সুরা তাওবা ৯:১২৬।

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুমিনদেরকে তাদের নিকটবর্তী কুফ্ফারদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন। আর আমাদের নিকটবর্তী কুফ্ফার হচ্ছে তারা যারা রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যাংক, আদালত, সংসদ, সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়সহ সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বের করে দিয়ে তার পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপন করে মূর্তিপূজা, আগুন পূজা, মাজার পূজা ইত্যাদি চালু করেছে এবং ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ফেলেছে। যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর (সুব:) সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ওগুলোকে অচল মনে করো। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্লও করে তারা মূলত: ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক ইলাহ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অন্য ইলাহকে মান্য করে। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } [النحـــل : ٥١]

অর্থ: "আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।'[৭০৪]

প্রশ্ন: জিহাদ শুরু করার পূর্বে কোন মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী বা অন্যকোন শক্তির 'নুসরাহ' বা সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর: না! মোটেই না। জিহাদের জন্য এরকম কোন শর্ত কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই। এটা মূলত: কুরআন হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলামের কিছু নাদান দোস্ত তাদের অজ্ঞতার কারণে আশা করে থাকে। তারা জানেনা যে এই সেনাবাহিনী গুলোই যুগে যুগে তাগুত সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে। এরাই মূলত: বিধর্মীদের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী মুসলিম যুবকদেরকে জঙ্গীবাদী, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে চরম নির্যাতন চালিয়ে থাকে। সুতরাং এদের কাছ থেকে সহযোগীতার আশা করা কতই না হাস্যকর!

---

[৭০৪] সুরা নহল ৫১।

প্রশ্নঃ ইমাম মাহদী কি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আগে আসবেন না পরে আসবেন?

উত্তরঃ এ প্রশ্নটি মূলতঃ যারা জিহাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায় তারাই করে থাকে। নতুবা দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ-জিহাদ সবসময়ই চলতে থাকবে। এ কথা আমরা বহু দলীল-প্রমান দ্বারা প্রমাণিত করেছি। আমাদের কাজ হচ্ছে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নির্দেশ মেনে দ্বীন কায়েমের জন্য বা খেলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ (সুব:) ওয়াদা করেছেন যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ইমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদেরকে তিনি খেলাফত দান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور : ৫৫]

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের খেলাফত প্রদান করবেন, যেমন তিনি খেলাফত প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।"[৭০৫]

এই আয়াতে কোথাও বলা হয় নাই যে ইমাম মাহদী না এলে মুমিনদের খিলাফত দেওয়া হবে না। বরং এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:)আমভাবে সকল মু'মিনকে জানিয়ে দিলেন, যারা সত্যিকারে আল্লাহ (সুব:)এর উপর পূর্ণ ইমান রাখবে এবং সাথে সাথে 'আমলে সালেহ' বা নেক কাজ করবে আল্লাহ (সুব:) তাদেরকেই জমিনের কর্তৃত্ব ও খিলাফত দান করবেন।

---

[৭০৫] সুরা নূর ২৪:৫৫।

'ইমাম মাহদী আসার পূর্বে খিলাফত কায়েম হবে না' এটি মূলত শীয়াদের আকীদা। কেননা শীয়াদের আকীদা ও বিশ্বাস হলো যে 'ইমামে গায়েব' (ইমাম মাহদী) আসল কুরআন নিয়ে 'ছুররামান রাই' নামক দ্বীপে আত্মগোপন করে আছেন। তিনি যখন সেই আসল কুরআন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন তখনই বাস্তব খেলাফত ব্যবস্থা চালু হবে তার আগে নয়। কিন্তু 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' এর আকীদা অনুযায়ী ইমাম মাহদির আগমনের পূর্বেও খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, ইমাম মাহদী আগমনের পূর্বে আবারও পৃথিবী জুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার-অনাচার ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ইমাম মাহদীর আগমনের পরে তিনি পৃথিবীতে আবারও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ ». قَالَ زَائِدَةُ فِى حَدِيثِهِ « لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ». ثُمَّ اتَّفَقُوا « حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّى ». أَوْ « مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى ». زَادَ فِى حَدِيثِ فِطْرٍ « يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا

অর্থ: "আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: যদি পৃথিবীর একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলেও আল্লাহ (সুব:) ঐ দিনকে দীর্ঘ করে দিবেন। অতপর সেই দিনের ভিতরে আল্লাহ (সুব:) আমার বংশের একজন লোক পাঠাবেন। যার নাম হবে আমার নামে, যার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি গোটা পৃথিবীকে সততা এবং ন্যায়-পরায়নতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন যেভাবে তার পূর্বে সারা পৃথিবী অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল।"[৭০৬]

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম মাহদী আসবেন। 'মাহদী' হবে তাঁর উপাধি অর্থাৎ হেদায়াত প্রাপ্ত। এ হাদীসে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম কি হবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আসার পর পৃথিবীতে আবার ন্যায় ও ইনসাফের শাসন কায়েম হবে। কিন্তু ইমাম মাহদি আসার আগে আর কখনও খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে না এমন কথা কোথাও বলা হয়

---

[৭০৬] সুনানে আবূ দাউদ ৪২৮৪ হাদীসটি হাসান সহীহ।

নাই। বরং কুরআনের আয়াত থেকে তার বিপরীত টাই প্রমাণীত হলো। সুতরাং আল্লাহর দেয়া শর্ত পূরণ করুন তবেই আল্লাহ (সুব:) খেলাফাত দান করবেন। একথা অস্বীকারকারীদেরকে উপরোক্ত আয়াতে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: 'গাজওয়াতুল হিন্দ' কি? এ সম্পর্কে হাদীসে কি বলা হয়েছে?

উত্তর: ভারতবর্ষে মুসলিম জাতি ও অমুসলিমদের মধ্যে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ হবে বলে কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেটিই 'গজওয়াতুল হিন্দ' বা 'হিন্দুস্থানের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো:

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মুক্ত দাস সাওবান (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহর (সুব:) জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করবেন। একটি হলো: যারা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে। আর দ্বিতীয়টি হলো: যারা ইসা (আ:) এর সাথে থাকবে।"[৭০৭] এই হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানে একটি বড় ধরণের যুদ্ধ হবে এবং এই যুদ্ধে যারা পূর্ণ ইখলাসের সাথে অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে জাহান্নামের থেকে নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে ঈসা (আ:) যে আসবেন তারও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং ঈসা (আ:) এর আগমন কোন কাল্পনিক বা রূপক বিষয় নয়। 'গাযওয়াতুল হিন্দ' সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

---

[৭০৭] সুনানে নাসায়ী ৩১৭৫; হাদীসটি সহীহ; তারীখুল কাবীর লিল বুখারী ১৭৪৭; সুনানে বাইহাকী ১৮৩৮১; তাবরানী ৬৭৪১; মুসনাদে আহমদ ২২৪৪৯।

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের নিকট 'গাযওয়াতুল হিন্দের' ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন (ভবিষ্যৎবানী করেছেন)। সুতরাং আমি যদি আমার জীবদ্দশায় উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই তাহলে আমি আমার জান এবং মাল উহাতে ব্যয় করবো। যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহীদদের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি আমি ফিরে আসি তাহলে তো আমি স্বাধীন আবু হুরাইরা।"[৭০৮]

এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসীনগণ 'দূর্বল' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৭০৯] তবে পূর্বের সহীহ হাদীসটি এ হাদীসের সমর্থক থাকায় এ হাদীসটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর উভয় হাদীস থেকেই 'গাজওয়াতুল হিন্দে'র গুরুত্ব এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা গেল।

প্রশ্ন: বর্তমান বিশ্বের কাফের ও তাগুতের বিরূদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব কতটুকু? দা'ওয়াত না দিয়ে যুদ্ধ শুরু করা যাবে কিনা?

উত্তর: যাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে নাই তাদের উপর আক্রমন করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন কোন সেনাদল পাঠাতেন তখন তাদেরকে যে উপদেশগুলো দিতেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল, 'যাদের উপর আক্রমন করা হবে তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া' তা অস্বীকার করলে তাদেরকে জিযিয়া আদায় করার জন্য আহবান করা, যদি তাতেও রাজি না হয় তাহলে যুদ্ধ শুরু করা। নিম্নের হাদীসটি দ্বারা এই বিষয়টিই বুঝা গেল:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ « اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ

---

[৭০৮] সুনানে নাসায়ী ৩১৭৩। হাদীসটি দূর্বল সনদে বর্ণিত।

[৭০৯] দেখুন! সহীহ ও জঈফ সুনানে নাসায়ী শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র:) হাদীস নং ৩১৭৩।

الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ – أَوْ خِلاَلٍ – فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِى يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِى الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.

অর্থ: "সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন কোন বড় কিংবা ছোট সমর অভিযানে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ (সুব:) এর তাকওয়া বা পরহেজগারী উত্তমরূপে পালন করার জন্যে তাকে ও তার সঙ্গে যেসব মুসলিম বাহিনী থাকতো তাদেরকে বিশেষ তাকিদের সাথে অসিয়ত বা হেদায়েত করতেন। অতঃপর বলতেন, যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে, 'বিসমিল্লাহ' বলে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো। যুদ্ধ করো তবে তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, হাত পা কেটে খণ্ড খণ্ড করে বিকৃত করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা করো না।

আর যখন তোমাদের মুশরিক শত্রুর সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন তিনটি নীতির দিকে তাদেরকে আহবান জানাও। এর যে কোনটি সে যখন মেনে নেয় তখন তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও। তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করার দিকে আহবান জানাও। যদি তারা তোমার এ আহাবানে সাড়া দেয় তখন তুমি তাদের এ সাড়া কবুল করে নাও এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মুহাজেরীনদের আবাস ভূমির দিকে হিজরত করে যাবার আহবান করো। আর তাদেরকে জনিয়ে দাও, যদি তারা উক্ত কাজটি সম্পন্ন করে তাহলে লাভে ও লোকসানে উভয় অবস্থায় তারা মুহাজেরীনদের সাথে সমান হারে

অংশীদার থাকবে। আর যদি তারা হিজরাত করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তাদেরকে অবহিত করে দাও যে, তারা সাধারণ বেদুইন মুসলিম নাগরিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাবে। ফলে সাধারণ মুমিনীনের ওপর আল্লাহর বিধি-বিধান যেরূপ প্রয়োগ হয় তাদের ওপর তাই প্রয়োগ হবে এবং (গণিমত) যুদ্ধলব্ধ কিংবা (যুদ্ধবিহীন) সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে যেসব সম্পদ অর্জিত হয় তার কিছুই তারা পাবে না। তবে যদি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তখন হিস্যা অনুযায়ী হকদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদেরকে জিযিয়া (বিশেষ কর) প্রদানে বাধ্য করো। যদি তারা তা মেনে নেয়, তোমরা তা কবুল করে নাও এবং তাদের সাথে এ অবস্থায়ও যুদ্ধ বন্ধ রাখো। আর যদি তারা উক্ত জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহর কাছে মদদ ও সাহায্য কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো।[৭১০]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ (সা:) যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের দিকে আহবান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত ইতিপূর্বে পৌঁছে নাই এ হাদীস অনুযায়ী তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। আর যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে কিন্তু তারা তা গ্রহণ করে নি তাদের কাছে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জরুরী নয়। তবে চূড়ান্ত হামলা করার পূর্বে সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে দাওয়াত পেশ করা ভাল। কিন্তু যদি এমন আশংকা বোধ করা হয় যে তারা এতে সর্তক হয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করবে সেক্ষেত্রে তাদেরকে জানানোর প্রয়োজন নেই, বরং না জানানোই উচিৎ। এ সম্পর্কে দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ (সা:) কোন কওমের উপর হামলা করার পূর্বে রাতের বেলায় অবস্থান নিতেন। যদি ফজরের আযাত শুনা যেত তাহলে হামলা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনা না যেত তাহলে হামলা করতেন। হাদীসঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ

[৭১০] সহীহ মুসলিম ৪৬১৯।

يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَــارَ عَلَيْهِمْ

অর্থ: আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখনই আমাদের নিয়ে কোন গোত্রের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরূদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন।"[৭১১]

প্রশ্ন: ইসলামের ভূমি বলতে কি বর্তমানে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নাকি এক সময় খিলাফাহ্ ছিল এমন স্থানও গন্য হবে? সে স্থানটি শত্রুবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার জন্যে কি জিহাদ করতে হবে?

উত্তর: বর্তমানে যদি খেলাফত ব্যাবস্থা কায়েম থাকে তাহলে তো তার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজনই নাই। এমনকি যদি কোন গোষ্ঠি বা দল কোন এলাকায় খলিফাতুল মুসলিমীনের বিরূদ্ধে 'বাগাওয়াত' (বিদ্রোহ) করে তখন খলিফা নিজেই তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কাজেই ইসলামের ভূমি বলতে যে কোন সময় মুসলিমরা যে ভূখন্ডের উপর বিজয় লাভ করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সেটাই ইসলামের ভূমি বলে গন্য হবে।

আর যদি কোন ভূখন্ডে ইসলামী শাসন তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সেই ভূখন্ডের সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন অমুসলিমরা দখল করে নেয় তাহলে সর্ব প্রথম ঐ ভূখন্ডের খলিফার দায়িত্ব হয় তা পুনরুদ্ধার করা। যদি তিনি অক্ষম হন তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের সহযোগীতা চাবে। এভাবে গোটা দুনিয়ার মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে যায় ঐ ভূখন্ড উদ্ধার করা। আর যদি মুসলিমদের কোন দেশ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সম্পূর্ণভাবে অমুসলিমরা দখল করে নেয় অথবা সেখানের সকল মুসলিমগণ মুরতাদ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের পক্ষ থেকে একজন ইমাম নিয়োগ করে সেই ইমামের অধিনে যুদ্ধ

---

[৭১১] সহীহ বুখারী ৬১০।

পরিচালনা করে মুসলিম দেশগুলো পুনরুদ্ধার করা ফরজে আ'ইন। একারণেই হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَ اَنَّهُ سَمَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ يَقُوْلُ .... وَاِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يقا تَلُ مِنْ وراءه وَيُتقى بِهِ

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল। তার অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই আত্মরক্ষা হবে।[৭১২]"

এই ইমামকেই বাইআ'ত দেয়া ফরজ। যার বিস্তারিত আলোচনা বক্ষমান কিতাবে রয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আজ মুসলিমদের অনেক ভূখন্ড কাফেররা দখল করে আছে অথচ তা পুনরুদ্ধারের জন্য সাধারন মুসলিমদের মধ্যে কোন প্রকার অনুভূতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বরং যারা সামান্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের বিরূদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জঙ্গিবাদী, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এমনকি মসজিদ-মাদরাসাগুলো থেকেও জিহাদের আলোচনা উঠে গেছে। শুধু উঠে গেলেও ক্ষতি ছিল না বরং তারা জিহাদকে নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ও কথার জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে অস্ত্রের জিহাদকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলে সাধারন মুসলিম ও মাদরাসার ছাত্রদের বিভ্রান্ত করছে। বাইআ'তের হাদীসগুলোকে পীর-মুরীদির বাইআ'তের মাধ্যমে পরিবর্তণ করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম ভূখন্ডকে অমুসলিমদের দখল থেকে পূনরুদ্ধার করতে হলে প্রথমে খিলাফাত ও বাইআ'তকে পীর-মুরীদির কবল থেকে পূনরুদ্ধার করতে হবে।

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ (সা:) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? যুদ্ধগুলোর নাম কি?

উত্তর: হিজরতের পর ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধের কার্যক্রম শুরু হয়। এর কোন কোনটিতে রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন আবার কোন

---

[৭১২] বুখারী কিতাবুল জিহাদ, ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অধ্যায়, হা: নং ২৭৫৭, মুসলিম হাঃ ১৮৩৫,নাসাই হাঃ৪১৯৩, ইবনে আবি শাইবা হাঃ৩২৫২৯, আহমাদ হাঃ ৭৪২৮, ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯,

কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেছেন। ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় প্রথম প্রকারের যুদ্ধাভিযানকে গায্ওয়াহ আর দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধাভিযানকে সারিয়াহ বলে। গাযওয়ার মোট সংখ্যা ২৩ টি তন্মধ্যে ৯ টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অন্যান্যগুলোতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সর্বমোট সারিয়াহর সংখ্যা হলো ৪৩ টি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছেঃ এ সকল গাযওয়াহ এবং সারিয়াহর মধ্যে মুসলিমদের যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যা কম থাকা সত্বেও বিজয় তাদের পক্ষেই ছিল। অবশ্য শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমতঃ মুসলমানগণ বিজয় লাভের পর পরবর্তী এক পর্যায়ে তাদের পরাজয় ঘটে, তাও এজন্য যে, সৈন্যদের একদল আদেশ অমান্য করেছিল। আমরা এসকল গযওয়াহ ও সারিয়াহ সমুহকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে বর্ষওয়ারী নিম্নে পেশ করছি। কেননা গাযওয়াহ ও সারিয়াহ সমূহের তারিখ এবং সংখ্যায় অনেক মতভেদ আছে, এজন্যই আমরা সকল মতভেদ বর্জণ করে হাফিযে হাদীস আল্লামা মোগলতাই (রহঃ) রচিত সীরাতের উপর আস্থা পোষন করেছি। যা নিম্নরূপঃ

প্রথম হিজরীঃ দুইটি সারিয়াহ মহানবী (সাঃ) প্রেরণ করেছিলেন। যথাঃ (১) সারিয়াহ হামযা (রাঃ) (২) সারিয়াহ ওবায়দাহ (রাঃ)।

দ্বিতীয় হিজরীঃ (১) গাযওয়াহ আবওয়াহ, যাকে গাযওয়াহ উদ্যানও বলা হয়। (২) গাযওয়াহ বাওয়াত, (৩) গাযওয়াহ বদরে কুবরা, (৪) গাযওয়াহ বনী কাইনুকা, (৫) গাযওয়াহ সাভীক এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল, যথা (১) সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, (২) সারিয়াহ 'উমাইর, (৩) সারিয়াহ সালেম। এ বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ বদর।

তৃতীয় হিজরীঃ এতে তিনটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ (১) গাযওয়াহ গাতফান, (২) গাযওয়াহ উহুদ, (৩) গাযওয়াহ হামরাউল আসাদ এবং দুইটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল। এ বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গাযওয়াহ উহুদ।

চতুর্থ হিজরীঃ উক্ত হিজরীতে দুইটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যথাঃ (১) গাযওয়াহ বনি নযীর, (২) গাযওয়াহ বদরে সুগরা। এবং চারটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ (১) সারিয়াহ আবু সালামা, (২)

সারিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, (৩) সারিয়াহ মুনযির, (৪) সারিয়াহ মারছাদ।

পঞ্চম হিজরীঃ তাতে চারটি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ (১) গাযওয়াহ যাতুর রেকা, (২) গাযওয়াহ দুমাতুল জানদাল, (৩) গাযওয়াহ মুরাইসী (যাকে গাযওয়াহ বনি মুস্তালিক বলা হয়।) (৪) গাযওয়াহ খন্দক। এ বছরে গাযওয়াহ খন্দক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ হিজরীঃ এতে তিনটি গাযওয়াহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যথাঃ (১) গাযওয়াহ বনি লাহইয়ান, (২) গাযওয়াহ গাবাহ যাকে গাযওয়াহ কারাদও বলা হয়, (৩) গাযওয়াহ হুদাইবিয়া।

উল্লেখিত হিজরীতে এগারটি সারিয়াহ প্রেরিত হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা, ২। সারিয়াহ আক্কাশা, ৩। সারিয়াহ মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা যিলকুসসাভিমুখে, ৪। সারিয়াহ যায়েদ ইবনে হারেসা বনী সুলাইম অভিমুখে, ৫। সারিয়াহ আঃ রহমান ইবনে আউফ, ৬। সারিয়াহ আলী, ৭। সারিয়াহ যায়েদ ইবনে হারেসা উম্মে কারফা অভিমুখে, ৮। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক, ৯। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ্, ১০। সারিয়াহ কুরয্ ইবনে জাবের, ১১। সারিয়াহ আমর আয যামরী।

এই বৎসরের গাযওয়াহ সমূহের মধ্যে গাযওয়াহ হুদাইবিয়াহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ।

সপ্তম হিজরীঃ এই বৎসরে মাত্র একটি গাযওয়াহ যা গাযওয়াহ খায়বর নামে সংঘটিত হয়েছিল এবং পাঁচটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ আবু বকর, ২। সারিয়াহ বিশক্ষ ইবনে সাদ, ৩। সারিয়াহ গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ্, ৪। সারিয়াহ বশীর, ৫। সারিয়াহ আহযাম।

অষ্টম হিজরীঃ এই বৎসর চারটি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। যথাঃ ১। গাযওয়াহ মুতা, ২। মক্কা বিজয়, ৩। গাযওয়াহ হোনাইন, ৪। গাযওয়াহ তায়েফ এবং দশটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ গালিব- বানী মুলাইব অভিমুখে, ২। সারিয়াহ গালিব-ফাদক অভিমুখে, ৩। সারিয়াহ শুজা, ৪। সারিয়া কাব, ৫। সারিয়াহ আমর ইবনুল আস, ৬। সারিয়াহ আবূ ওবাইদা ইবনুল আমর জাররাহ্, ৭। সাবিয়াহ আবু কাতাদাহ্, ৮। সারিয়াহ খালেদ যাকে গুমায়সাও বলা হয়, ৯। সারিয়াহ তোফায়েল ইবনে আমর দূসী, ১০। সারিয়াহ কাতবাহ্।

নবম হিজরীঃ এই বৎসর শুধু তাবুক যুদ্ধাভিযানই সংঘটিত হয়েছিল। যা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাভিযানের অন্তর্ভূক্ত এবং তিনটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ্ আলকামা, ২। সারিয়াহ্ আলী, ৩। সারিয়াহ্ আক্কাশা।

দশম হিজরীঃ এই বৎসর শুধু দুটি সারিয়াহ প্রেরণ করা হয়েছিল। যথাঃ ১। সারিয়াহ খালেদ ইবনে ওয়ালিদ- নাজরানের প্রতি। ২। সারিয়াহ আলী- ইয়ামানের প্রতি। এই বৎসরই বিদায় হজ্জ্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

একাদশ হিজরীঃ এই বৎসর শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসাম এর নেতৃত্বে একটি সারিয়াহ্ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা তার ওফাতের পর রওয়ানা হয়েছিল।

মোট গাযওয়াহর সংখ্যা ২৩টি এবং সারিয়াহ্র সংখ্যা ৪৩টি। এখানে একটি কথা লক্ষ্যণীয় যে, মুহাদ্দিছীন ও ইসলামী ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় গাযওয়া এবং সারিয়াহ্ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ এত সাধারণভাবে করা হয়েছে যে, সামান্য ঘটনা সমূহকে গাযওয়া ও সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদি এক অথবা দুইজন লোক কোন দোষী লোককে গ্রেফতার করার জন্য গমন করতো তাহলে ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় একে সারিয়াহ নামে অভিহিত করা হতো। এমনি ভাবে গাযওয়াহ্ শব্দের অর্থের বেলায়ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় অত্যন্ত ব্যপকতা লাভ করেছে। এ জন্যই গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহর সর্বমোট সংখ্যা উল্লিখিত শিরোনামের বর্ণনা অনুযায়ী ছিষষ্টি পর্যন্ত পৌছে। নতুবা আমদের প্রচলন অনুযায়ী গাযওয়াহ্ ও সারিয়াহ যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় তা এগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটি। যেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সীরাতের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

কুরআন-হাদীসে যুদ্ধ সামগ্রীর আলোচনা।

প্রশ্নঃ আল্লাহর রাসূল (সা:) তীর-তরবারী ব্যবহার করেছেন কি? যদি করে থাকেন তাহলে সেগুলোর নাম কি ছিল?

উত্তরঃ হ্যা! রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও তীর-তরবারী, বর্শা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এগুলো ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء : ١٠٢]

অর্থ: "তারা যেন অবশ্যই তাদের অস্ত্র ধারণ করে।"[৭১৩]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال : ٦٠]

অর্থ: "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর।"[৭১৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াতে শক্তি বলতে অস্ত্র প্রশিক্ষণকে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতগুলোর উপরে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও আমল করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণও আমল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর অনেকগুলো তীর-তরবারি ছিল। তার মধ্যে কিছু তরবারির নাম নিম্নে পেশ করা হলো:

১. اَلْمَأْثُوْرُ (আল মাছূর) পিতার উত্তরাধিকারী সুত্রে প্রাপ্ত তরবারি। যা নিয়ে মদিনায় গমন করেছিলেন।

২. اَلْعَضَبُ (আল আ'ধাব) বদরের যুদ্ধের সময় সা'দ ইবনে আবী ওবাদাহ রাসূলুল্লাহ (সা:) কে উপহার দিয়েছেন।

৩. ذُوالْفُقَارُ (যুল ফুক্বার) বদরের যুদ্ধে গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত।

৪. اَلصَّمْـــصَامُ (আস্-সাম্সাম্) আমর ইবনে মা'দী কারাব আয যুবাইদি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে হাদীয়া পেশ করেছিলেন।

৫. اَلْقَلَعِيْ (আল ক্বালায়ী') ক্বালায়ী' নামক জনপদে তৈরী তরবারি।

৬. اَلْبَتَّارُ (আল বাত্তার)

৭. اَلْحَتَفُ (আল হাতাফ) হাতাফের শাব্দিক অর্থ হলো মৃত্যু।

৮. اَلرُّسُـــوْبُ (আর রুসূব) রাসাব এর শাব্দিক অর্থ হলো 'পানিতে ডুব দেওয়া'। যেহেতু এই তরবারীর আঘাত অনেক গভীরে পৌছে যেত তাই তাকে 'আর রুসূব' বলা হতো।

---

[৭১৩] সুরা নিসা ৪:১০২।

[৭১৪] সুরা আনফাল ৪:৬০।

৯. اَلْمِخْذَمُ (আল মিখযাম)

১০. اَلْقَضِيْبُ (আর ক্বাজিব) ধারালো তরবারী।

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর একটি বর্শা ছিল যার নাম ছিল اَلْبَتْعَةُ (আল বাতআ'হ)। আরেকটি বড় বর্শা ছিল যার নাম اَلْبَيْضَاءُ (আল বাইদ্বা)। আরেকটি ছোট বর্শা ছিল যার নাম ছিল اَلْعَنَزَةُ (আল আ'নাযাহ)। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর একটি লোহার হেলমেট ছিল যার নাম হলো اَلْمُوَشَّحُ (আল মুয়াশশাজ)। আরেকটি হেলমেট যেটি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মাথায় ছিল তার নাম ছিল اَلسَّبُوْغُ (আস সাবূগ')। একটি ঢাল ছিল যার নাম হলো اَلزَّلُوْقُ (আয যালূক) । এছাড়াও আরো দু'টি ঢাল ছিল।

প্রশ্ন: বর্তমানে অনেক দ্বীনদার, বুযুর্গ, মডারেট আলেম, ও পীর পন্থি লোকদের বলতে শুনা যায়, 'অসির যুদ্ধ ত্যাগ কর, মসির যুদ্ধ ধারণ কর' অর্থাৎ তলোয়ারের যুদ্ধ ত্যাগ করে, নফসের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক?

উত্তর: এ বক্তব্য মূলত: ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের। তারা সব সময় কামনা করে যেন মুসলিমরা অস্ত্র ছেড়ে দেয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء : ١٠٢]

অর্থ: "কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্পর্কে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"[৭১৫]

এ আয়াত অনুযায়ী কাফেরগণ যেটা কামনা করে বর্তমানে জিহাদ বিরোধি লোকেরা সেটাই কামনা করে। অথচ আল্লাহ (সুব:)অস্ত্র ধারণ করার জন্য নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

---

[৭১৫] সুরা নিসা ৪:১০২।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًـــا} [النـــساء : ٧١]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও।"[৭১৬]

এখানে সর্তকতা অবলম্বন করা বলতে অস্ত্র ধারণ করাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আরেকটি আয়াতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء : ١٠٢]

অর্থ: "এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে।"[৭১৭]

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

অর্থ: "ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে বলতে শুনেছি, "যদি তোমরা ঈনাহ্ (এক ধরণের সুদের কারবার) কর এবং গরুর লেজ ধরে থাক এবং কৃষক হয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং জিহাদ প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্চনা অবতরন করবেন যা ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।"[৭১৮]

সুতরাং যারা অস্ত্রের জিহাদের বিরোধিতা করে তারা শুধু নিজেরা জিহাদ না করার গুনাহ-ই করছে না বরং অন্যদেরকে জিহাদ থেকে বাঁধা প্রদান করার গুনাহতেও লিপ্ত আছে। তাই তাদেরকে এই জাতীয় কথা-বার্তা ত্যাগ করে কুরআন-হাদীসের পথে ফিরে আসা উচিত।

প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ঘোড়ার নাম সমূহ কি?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সা:) যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের বাহন হিসেবে ঘোড়া ব্যবহার করেছেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করার অনেক ফজিলত রয়েছে। ১. ঘোড়ার ক্ষুধা-তৃষ্ণা , খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা, চলা-

---

[৭১৬] সুরা নিসা ৪:৭১।

[৭১৭] সুরা নিসা ৪:১০২।

[৭১৮] আবু দাউদ-সহীহ হাঃ-৩৪৬২, বায়হাকী হাঃ-১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস হাঃ-১৬০৩, জামেউল উসুল হাঃ-৯৪৬৫, মুয়াত্তা , কানযুল উম্মাল হাঃ-১০৫০৩, বুলুগুল মারাম হাঃ-৮৪১

ফেরা সব কিছুই কেয়ামতের দিবসে নেকের পাল্লায় তুলে দেয়া হবে। ২. ঘোড়া কিয়ামতের দিবসে জাহান্নামের আগুনের থেকে 'সুতরা' (আড়াল) হিসাবে দাড়াবে। ৩. যারা জিহাদের জন্য ঘোড়া পালে তারা দিনে-রাতে, প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর রাস্তায় দানকারীদের মতো সাওয়াব পেয়ে থাকে। ৪. ঘোড়া পালার ক্ষেত্রে ব্যয়কারী অব্যাহতভাবে দান কারীর মতো। ৫. যারা ঘোড়া পালে তাদের প্রতি আল্লাহ (সুব:)সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন। ৬. ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল বেধে দেওয়া হয়েছে। ৭. রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে সমস্ত মালের মধ্যে ঘোড়া ছিল সবচেয়ে প্রিয় মাল। ৮. ঘোড়া তার মালিকের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আল্লাহ (সুব:)এর কাছে দু'আ করে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا منْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بدَعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَني مَنْ خَوَّلْتَني منْ بَني آدَمَ وَجَعَلْتَنـــي لَـــهُ فَاجْعَلْني أَحَبَّ أَهْله وَمَاله إِلَيْه أَوْ منْ أَحَبِّ مَاله وَأَهْله إِلَيْه

অর্থ: "আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন প্রতিটি আরবী ঘোড়া প্রতিদিন ভোর রাতে আল্লাহর কাছে দু'টি দুআ' করে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বানী আদমের অধিনস্ত করে দিয়েছ এবং আমাকে তার মালিক বানিয়ে দিয়েছ। সুতরাং আমাকে তার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং তার মালের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মাল বানিয়ে দাও।"[৭১৯]

৯. যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করে সে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার পাবে। কেননা সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আদেশের বাস্তাবায়ন করেছে। আল্লাহ (সুব:)বলেছেন:

وَمنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهبُونَ به عَدُوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ

অর্থ: "এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।"[৭২০]

---

[৭১৯] সুনানে নাসায়ী ৩৫৮১।
[৭২০] আনফাল ৮:৬০।

১০. আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে ঘোড়ার প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) } [العاديات : ١ – ٥]

অর্থ: "কসম ঊর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, অতঃপর যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ছড়ায়, অতঃপর যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, অতঃপর সে তা দ্বারা ধুলিত উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে।"[৭২১]

একারণেই রাসূলুল্লাহ (সা:) ঘোড়া পালন করেছেন। কয়েকটি ঘোড়ার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. اَلسَّكَبُ (আস সাকাব)

২. اَلْمُرْتَجَزُ (আল মুরতাজায)

৩. اَللَّحِيْفُ (আল লাহী'ফ)

৪. اَللِّزَازُ (আল লাযায)

৫. اَلظَّرَبُ (আল যারাব)

৬. اَلْوَرَدُ (আল ওয়ারদ)

৭. سُبْحَةُ (আস সুব্হা)

প্রশ্ন: দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশে মৌলিকভাবে চারটি পথে কাজ চলছে। (ক) রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে (খ) পীর-মুরীদ, খানকাহ-দরগাহ ইত্যাদির মাধ্যমে (গ) তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে (ঘ) দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে। এর মধ্য থেকে প্রথম তিনটি সম্পর্কে আমরা কি ধরণের আক্বীদা পোষণ করবো?

উত্তর: এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহ (সুব:)এর নীতি হলো: যেই জিনিষ যত বেশী প্রয়োজন সেই জিনিষকে তত বেশী সহজলভ্য ও সস্তা করে দেন। যেমন: মানুষের বাঁচার

---

[৭২১] সুরা আ'দিয়াত ১০০/১-৫।

জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বাতাসের। এটা আল্লাহ (সুবঃ) একেবারে সম্পূর্ণ ফ্রি ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এটা সংগ্রহ করার জন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আবার কোন মূল্য পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই। বাতাসের পরে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো পানি। এটাও সস্তা ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন তবে বাতাসের মত এত সহজ নয়। এটার জন্য নড়া-চড়া করতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় জিনিস হলো দ্বীনের জ্ঞান অর্জণ করা। এটাকেও আল্লাহ (সুবঃ) সস্তা ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এজন্য তিনি দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় খেদমত করার লোকও নিয়োজিত করেছেন। কেউ দাওয়াতের মাধ্যমে, কেউ জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে, কেউ কথার মাধ্যমে, কেউ বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে, কেউ তা'লীম ও তাযকিয়ার মাধ্যমে আবার কেউ জালিম শাসকদের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে। তারা সকলেই দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। সকলেই ইসলামের সহায়ক শক্তি। এ সবগুলো মিলেই হলো ইসলাম। এর মধ্য থেকে শুধু কোন একটাকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা ইসলাম বলা যাবে না।

চার অন্ধের হাতি দেখার প্রসিদ্ধ গল্প রয়েছে। কথিত আছে যে, চার অন্ধ মিলে হাতি দেখতে গিয়েছিল। যেহেতু তাদের চোখ নেই তাই একজন হাতির পিঠে হাত স্পর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে হাতি হলো একটি ছাদের মতে। আরেকজন হাতির কানে হাত দিয়ে সিদ্ধান্ত নিল হাতি হলো একটি কুলার মতো। আরেক জন হাতির পায়ে হাত দিয়ে সিদ্ধান্ত নিল হাতি হলো একটি পিলারের মতো। আরেকজন হাতির শুরের উপর হাত দিয়ে সিদ্ধান্ত নিল হাতি হলো একটি মোটা পাইপের মতো। এই নিয়ে যখন চার অন্ধের মধ্যে ঝগড়া ও বিতর্ক চলছিলো তখন একটি চক্ষু ওয়ালা মানুষ এসে বললো, তোমরা ঝগড়া করো না। বরং তোমরা একেক জন হাতির একেকটা অংশ দেখেছো। একটি পূর্ণাঙ্গ হাতির ভিতর ঐ সবগুলোই রয়েছে। সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ হাতি।

আমাদেরও মনে রাখতে হবেঃ ইসলামের কাজ বিভিন্ন অংশে, বিভিন্নভাবে চলছে। একেক জন একেক বিভাগে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন

কায়েমের জন্য নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, আমি শুধু একটি অংশে কাজ করে যাচ্ছি। অন্য বিভাগে যারা কাজ করছেন তারাও আমাদেরই সহযোগী। এভাবে যদি সকলেই পরস্পর পরস্পরকে সহযোগী মনে করেন তাহলে কোন সমস্য নেই। যিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করছেন তিনি জিহাদকে অস্বীকার করবেন না। আবার যিনি জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করছেন তিনিও তা'লীম, তরবিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগকে অস্বীকার করবেন না। এভাবে যদি সকলের মধ্যে আন্তরিকতা ও সহযোগীতার মনোভাব থাকে তাহলে খুবই চমৎকার।

তবে ইসলামের অন্যান্য ইবাদতের মতো এসকলক্ষেত্রেও দুটি শর্ত প্রযোজ্য: একটি হলো اخْلَاصُ النِّيَّـةِ 'ইখলাসুন নিয়্যাত' বা 'তাওহীদ' (শিরকমুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য)। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত' করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।"[৭২২]

দ্বিতীয়টি হলো اتِّبَاعُ السُّنَّةِ 'ইত্তিবাউস সুন্নাহ' (বিদআতমুক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দেখানো পদ্ধতিতে আমল করা)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران : ٣١]

অর্থ: "বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭২৩]

প্রথমটির সর্ম্পক ভিতরের অবকাঠামোর সাথে আর দ্বিতীয়টির সর্ম্পক বাহিরের অবকাঠামোর সাথে। প্রথমটির সর্ম্পক আত্মার সাথে দ্বিতীয়টির সম্পর্ক আমলের সাথে। প্রথমটির বিপরীত হলো 'শিরক'। আর দ্বিতীয়টির

---

[৭২২] সুরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫।
[৭২৩] সুরা আল ইমরান ৩:৩১।

বিপরীত হলো বিদআত। শিরক আর বিদআত যুক্ত কোন ইবাদত আল্লাহর (সুব:) কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শিরক সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্‌ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।"[৭২৪]

এ আয়াতে জুলুম বলতে সাধারণ অন্যায়-অত্যাচারকে বুঝানো হয় নাই বরং এখানে জুলুম বলতে 'শিরক' কে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরামদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই। অথচ এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে কোন না কোনভাবে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই। (এ কারণে তারা বিষয়টি রাসূল সা:এর কাছে উপস্থাপন করলো) তিনি বললেন, এখানে জুলুম বলতে তোমরা যা মনে করেছ তা নয়। বরং এখানে জুলুম বলতে 'শিরক' কে বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না যে লোকমান (আ:) তার ছেলেকে কি বলেছেন? তিনি তার ছেলেকে বলেছেন, "নিশ্চয়ই শিরক হলো বড় জুলুম।"(সুরা লোকমান ১৩ নং আয়াত)।"[৭২৫]

শিরক এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যা আল্লাহ (সুব:) তওবা ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

[৭২৪] সূরা আন'আম: ৮২।

[৭২৫] সহীহ বুখারী ৪৭৭৬; সহীহ মুসলিম ৩৪২;

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء : ٤٨]

অর্থ: "নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।"[৭২৬]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) শিরক কারীর উপর জান্নাত হারাম করা ও জাহান্নাম অবধারিত করার ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة : ٧٢]

অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর এ জাতীয় যালেমদের (মুশরিকদের) জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[৭২৭]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ (সুব:) ১৮জন নবীদের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন,

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام : ٨٨]

অর্থ: "তারা যদি শিরক্ করতো তবে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হত।"[৭২৮]

এমনকি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা:) কে উদ্দেশ্য করেও আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন,

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [الزمر : ٦٥]

অর্থ: "তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৭২৯]

মোটকথা যতগুলো অপরাধ আছে তার মধ্যে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। কারণ এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। এবং এর শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

---

[৭২৬] সুরা নিসা ৪:৪৮।

[৭২৭] সুরা মায়েদা ৫:৭২।

[৭২৮] সুরা আন'আম ৬:৮৮।

[৭২৯] সুরা যুমার ৩৯:৬৫।

শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى حمَـارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّه عَلَى عبَاده وَمَا حَقُّ الْعبَاد عَلَى اللَّه قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّه عَلَى الْعبَاد أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِـه شَيْئًا وَحَقَّ الْعبَاد عَلَى اللَّه أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ به شَيْئًا

অর্থ: "মু'আজ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি 'উফাইর' নামক একটি গাধার পিঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে বসেছিলাম। নবী (সা:) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক কি আর আল্লাহ নিকট বান্দার হক কি?" আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "বান্দার নিকট আল্লাহর হক হল বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দার হক হলো: যে বান্দা তাঁর (আল্লাহর) সাথে কাউকে শরীক করবে না আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না।"[৭৩০]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَتَانِي آت منْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ منْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّه شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

অর্থ: "আবু যর (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "জিবরাঈল (আ:) এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে।" আবু যর (রা:) বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও"।[৭৩১] অর্থাৎ হয়তো তার গুনাহের শাস্তি ভোগ

---

[৭৩০] সহীহ বুখারী ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম ১৫৩।

[৭৩১] বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ২৮২।

করে অথবা আল্লাহর বিশেষ ক্ষমায় বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো ইরশাদ করেন:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

অর্থ: "জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী (সা:) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, (জান্নাত এবং জাহান্নাম) ওয়াজিবকারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী।"[৭৩২]

উল্লেখ্য যে, শিরক এত জঘন্য অপরাধ যে, মুশরিকের জন্য দু'আ করাও জায়েজ নাই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেছেন:

{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة : ١١٣]

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের জন্য সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।"[৭৩৩]

এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (সা:) তার মুক্তির জন্য দু'আ করছিলেন। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে মুশরিকদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রানী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} [البينة : ٦]

---

[৭৩২] মুসলিম ১৭৭।

[৭৩৩] সূরা তাওবাহ ৯:১১৩।

অর্থ: "আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।"[৭৩৪]

অপর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ধ্বংস ও বিপর্যায়ে পতিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج : ٣١]

অর্থ: "যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।"[৭৩৫]

যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলো তাকে আল্লাহ (সুব:) কখনো ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ ، قِيلَ : وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

অর্থ: "আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন- "বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! হিযাব বা পর্দা কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।"[৭৩৬]

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসূলু! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?"

---

[৭৩৪] সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৬।

[৭৩৫] সূরা, হাজ্জ ২২:৩১।

[৭৩৬] আদাবুল বাইহাকী ৮৪১; মুসনাদে আহমদ ২১৫২৩; হাদীসটি দূর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে একই অর্থ অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৭৩৭]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে শিরক এর পরিনতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে সকল ধরণের শিরক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন!

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিদআত সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা স্বয়ং-সম্পূর্ন বিধায় আমাদেরকে তা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: "আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।"[৭৩৮] অন্যত্র ইরশাদ করেছেন:

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قَالَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

অর্থ: "ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআ'ত এবং প্রত্যেক

[৭৩৭] সহীহ বুখারী ৬০০১; সহীহ মুসলিম ২৬৭; সুনানে নাসায়ী ৪০২৪; সুনানে আবু দাউদ ২৩১২।
[৭৩৮] সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৭।

বিদআ'তই পথভ্রষ্টতা।"[৭৩৯] রাসূলুল্লাহ (সা:) জুমু'আর দিন খুৎবায় বলতেন

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا خَطَبَ ... أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

অর্থ: "জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই খুতবা দিতেন বলতেন, 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ'ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'তই পথভ্রষ্টতা'।"[৭৪০]

বিদ'আতের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন:

عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ (সুব:) তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমান সুন্নাত তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।[৭৪১]

এর বাস্তব প্রমান হলো, আজকে আমরা একটি বিদআতে সবাই লিপ্ত আর তা হলো ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত। এই বিদআত প্রচলনের পর সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি হলো, আপনি যদি এখন কাউকে জিজ্ঞেস করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ সালাতের পর কি আমল করতেন সে বলতে পারবে না। এটাই হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ

---

[৭৩৯] সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২।

[৭৪০] সহীহ মুসলিম ২০৪২; সুনানে নাসায়ী ১৫৭৭; মুসনাদে আহমদ ১৪৩৩৪।

[৭৪১] সুনানে দারমী ৯৮; মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮; হাদীসটি সহীহ।

(সুব:) তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমান সুন্নাত তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।"

তাছাড়া বিদআত হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ পরিপন্থি। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে বলেছেন। সুতরাং সুন্নাহ পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হলে সেটা আল্লাহর আদেশের বিপরিতে কাজ হবে। যা অত্যন্ত গুনাহ এবং গর্হিত কাজ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেছেন:

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : ٧]

অর্থ: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"[৭৪২]

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب : ٢١]

অর্থ: "প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের মধ্যে যারা পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে।"[৭৪৩]

বিদাআত বা দ্বীনে নতুন কিছু যোগ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ (সুব:) এই উম্মতের জন্য ধর্ম (দ্বীন) কে পূর্ণতা দান করেননি বা আল্লাহ (সুব:) পূর্ণতা দিয়েছেন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের নিকট তা সঠিকভাবে পৌঁছাননি। তাই, পরবর্তীকালের লোকেরা এসে তাতে নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন মনে করলো। নিঃসন্দেহে এটি একটি মারাত্মক ভয়ের কারণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আপত্তি উত্থাপনের শামিল।

এজন্য ইমাম মালেক (র:) বলেন,

---

[৭৪২] সূরা হাশর ৫৯:৭।

[৭৪৩] সূরা আহ্যাব ৩৩:২১।

حَيْثُ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ – رَحِمَهُ اللهُ – (مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا – صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَانَ الرِّسَالَةَ لِأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا)

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন বিদআ'ত প্রবেশ করালো আবার সেটিকে বিদআ'তে হাসানা বলে আখ্যায়িত করলো সে যেন দাবী করলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) বলছেন, "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"। আর বিদআ'তী বিদআ'ত তৈরী করার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় নাই। বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই সে বিদআ'ত তৈরী করে পরিপূর্ণ করছে। জেনে রেখ, আল্লাহ (সুবঃ) যখন দ্বীনকে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন তখন যা কিছু দ্বীনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা এখনও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত বলে গন্য হবে না। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) বলছেন, "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"।"[৭৪৪]

সুতরাং ইসলামে কোন প্রকার শিরক ও বিদআত তৈরী করার কোন সুযোগ নেই। কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা আছে তা মানতে হবে আর যা নেই তা বর্জণ করতে হবে। সে আলোকে আমরা প্রচলিত তাবলীগ জামাআ'ত, রাজনৈতিক দল ও পীর-মুরিদী ইত্যাদি নিয়ে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা সকলকে আমভাবে কাফের, মুশরিক ও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করছি। বরং দুধে যদি মাছি পরে তাহলে মাছি সহ দুধ পান করা যাবে না বরং মাছি ফেলে দিয়ে তারপর দুধ পান করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে যারাই ইসলামের কাজ করছে তাদের ভিতরে আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের ইলম অনুযায়ী যতটুকু কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী মনে হয়েছে ততটুকু তুলে ধরছি।

---

[৭৪৪] মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪।

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

[هود : ٨٨]

অর্থ: "আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।"[৭৪৫]

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

দ্বীন কায়েমের জন্য যে সকল পথে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে 'গণতন্ত্র'। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দ্বীন কায়েমের জন্য মুসলিমদেশগুলোতে তৈরী হয়েছে অনেক দল। বাংলাদেশেও জামাআতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত মজলিশ, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী মোর্চা, ইসলামী আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণসেবা আন্দোলন ইত্যাদি নামে অনেক দল দ্বীন কায়েমের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এদের দাবী হলো, ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবেই ইসলাম কায়েম করা সম্ভব। যুদ্ধ জিহাদ করে এই যুগে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা জিহাদ বিরোধী নানা রকম বক্তব্য, বিবৃতি ও বই-পুস্তক রচনা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তারা গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার জন্য কুরআন ও হাদীসের অনেক দলীলকে পেশ করে থাকেন। যেমন: পবিত্র কুরআনে শুরার কথা বলা হয়েছে। এই শুরাকে তারা সংসদের সভার সাথে তুলনা করেন। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, আমরা যে গণতন্ত্র করি এটা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নয় বরং এটা ইসলামী গণতন্ত্র। আবার কেউ কেউ গণতন্ত্রকে একটি কুফুরী মতবাদ বলে বিশ্বাস করলেও দ্বীন কায়েমের স্বার্থে এটা গ্রহণ করা যায় বলে দাবী করে। এজন্য তারা ইউসূফ (আ:) এর তৎকালীন রাজার অধিনে মন্ত্রী হওয়াকে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

আমরা বিষয়টিকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখতে চাই যে, গণতন্ত্রে সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা? আমাদের মুসলিম জাতির জন্য একটি দূর্ভাগ্য এই যে, যখনই পৃথিবীতে

---

[৭৪৫] সুরা হুদ ১১:৮৮।

কোন নতুন মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই একদল তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মডারেট আলেম ঐ মতবাদটিকে ইসলামাইজেশন করার চেষ্টা করেছে। তাদের মতে তারা এভাবে ইসলামের বিরাট সাহায্য করেছে। যেমনঃ পৃথিবীতে যখন সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার অবস্থা তখন একদল আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ কুরআন ও হাদীসের অনেক দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, 'সমাজতন্ত্রই হচ্ছে ইসলাম'। কারণ ইসলাম মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সমর্থণ করে না। সমাজতন্ত্রের শ্লোগনও ছিল তাই। ইসলামে সম্পদ জমা করাকে উৎসাহিত করেনা। সমাজতন্ত্রের দাবীও তাই। ইসলামের নবী (সা:) নিজেও সম্পদ জমা করেন নাই। তারপর ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) কোন সম্পদ জমা করেন নাই। এভাবে অনেক দলীল-প্রমাণ পেশ করে সমাজতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করলো। কিন্তু যখন সমাজতন্ত্রের পতন হলো তখন তারা নিজেদের সুর পাল্টে দিয়ে বললো, ওহ! না না! ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের কোন সম্পর্কই নেই। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে সমাজতন্ত্রে করে না। ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের বিশ্বাস করে। সমাজতন্ত্র তা বিশ্বাস করে না। এভাবে তারা কেটে পড়লো। এরপরে আবার যখন পৃথিবীতে গণতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তখন আবার এক শ্রেণীর তথা-কথিত আলেম নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রিদের কাছে নিজেদেরকে অসহায় মনে করে গণতন্ত্রকেও ইসলামাইজেশন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেল। অথচ ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। গণতন্ত্রও তেমনিভাবে স্বতন্ত্র একটি দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। ইসলামের ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর। আর গণতন্ত্রের ভিত্তি মানুষের সার্বভৌমত্বের উপর। ইসলামে সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الملك : ١]

অর্থ: "বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"[৭৪৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেনঃ

---

[৭৪৬] সুরা মূলক ৬৭:১।

{ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران : ٢٦]

অর্থ: "বল, 'হে আল্লাহ, সকল ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।"[৭৪৭]

পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। যেমন: বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ এর ১ এ বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। ইসলামে আইন বিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহর। গণতন্ত্রে আইন-বিধান তৈরী করার ক্ষমতা কেবল মাত্র জনগণের। মূলত: গণতন্ত্রের অর্থও তাই। কেননা গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy। Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos I Cratus থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cratus অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে।

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হামিদ মিতওয়ালী বলেনঃ শাসন ব্যবস্থায় 'গনতন্ত্র' জাতির প্রভূত্বের (রবের) নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। (Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Devoloping Country সংস্করণ ১৯৮৫, পৃঃ ৬২৫)

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেনঃ প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্তসমূহ পূনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বেও অধিকারী নেই।[৭৪৮]

---

[৭৪৭] সুরা আল ইমরান ৩:২৬।

[৭৪৮] যোসেফ ফ্রাংকেলের the International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫।

বিষয়টিকে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি গেটিসবার্গে এক ভাষনে গণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন:

Democracy is A Government Of The People, For The People, By The People.

অর্থাৎ গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭' এর ধারা দুইতে বলা হয়েছে, 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।'[৭৪৯]

পক্ষান্তরে ইসলামে আইনের উৎস কেবল মাত্র আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف : ٥٤]

অর্থ: "জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল মাত্র তাঁরই।"

{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [يوسف : ٤٠]

অর্থ: "বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না।"[৭৫০]

যেহেতু ইসলামে আইন বিধান দেওয়ার ইখতিয়ার কেবল মাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর (সুব:)জন্য সংরক্ষিত তাই অন্য কেউ আইন তৈরী করলে সে যেন নিজেকে আল্লাহর অংশীদার বলে দাবী করলো। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى : ٢١]

---

[৭৪৯] 'বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' চতুর্দশ সংশোধণী পরবর্তী প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কতৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯।

[৭৫০] সুরা ইউসুফ ১২:৪০।

অর্থ: “তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।”[৭৫১]

যুক্তির বিবেচনায় বিষয়টি স্পষ্ট যে কোন কারখানার মালিক তার কর্মচারীদের সামনে নিজের মালিকানার পরিচয় তুলে ধরলো এরপর থেকে সকলের দায়িত্ব কর্তব্য হয়ে যায় ঐ মালিকের কথামতো চলা। মালিক যা বলবে তাই ওদের জন্য আইন হয়ে যাবে। তার অমান্য করা যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে এই আসমান-যমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, খাল-বিল, নদী-নালা, আমি-আপনি সকল কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহর। সুতরাং এখানেও আল্লাহ যা বলবেন তাই আইন। কোন বিষয়ে তিনি নির্দেশ দিলে সে ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি চলবে না। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب : ٣٦]

অর্থ: “ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।”[৭৫২]

যারা আল্লাহর আইন বিধানকে যথেষ্ট মনে করে না অথবা এই যুগে আল্লাহর বিধান যথেষ্ট নয়। অথবা আল্লাহর আইনের চেয়ে মানুষের তৈরী করা আইন ভাল এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء : ٦٥]

---

[৭৫১] সুরা শুরা ৪২:২১।

[৭৫২] সুরা আহযাব ৩৩:৩৬।

অর্থ: "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় ।"[৭৫৩]

যারা আল্লাহর দেয়া আইন বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:)বলেনঃ

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة : ٤٤]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির ।"[৭৫৪]

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [المائدة : ٤٥]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই যালেম ।"[৭৫৫]

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة : ٤٧]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক ।"[৭৫৬]

এবারে যারা মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এ জাতীয় লোকদের কাছে যারা বিচার ফয়সালা নিয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলছেলঃ

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء : ٦٠]

অর্থ: "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে । তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়

[৭৫৩] সুরা নিসা ৪:৬৫ ।
[৭৫৪] সুরা মায়েদাহ ৫:৪৪ ।
[৭৫৫] সুরা মায়েদাহ ৫:৪৫ ।
[৭৫৬] সুরা মায়েদাহ ৫:৪৭ ।

অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।"[৭৫৭]

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ট লোকের মতামত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বোকা-বুদ্ধিমান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় না। বরং মদখোর, সুদখোর, জুয়াচোর, কালোবাজারী সকলের ভোটের মূল্যই সমান। এখানে মেধার কোন মূল্যায়ন হয় না বরং মাথার সংখ্যার মূল্যায়ন হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে স্বীয় রাসূল (সা:) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ } [الأنعام : ١١٦]

অর্থ: "আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।"[৭৫৮]

শুধু তাই না পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)সাধারণ জনগণকেও তাদের নিজেদের মতামত রাসূল (সা:) এর উপর চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} [الحجرات : ٧]

অর্থ: "আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। সে যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে।"[৭৫৯]

সংখ্যা গরিষ্ট লোকদের মতামত অনুসরণ করা যাবে না কেন? তার কারণগুলোও আল্লাহ (সুব:)পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন:

{أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة : ١٠٠]

---

[৭৫৭] সুরা নিসা ৪:৬০।
[৭৫৮] সুরা আনআম ৬:১১৬।
[৭৫৯] সুরা হুজুরাত ৪৯:৭।

অর্থ: " তাদের অধিকাংশ ঈমান রাখে না ।"[৭৬০]

{أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأنعام : ٣٧]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশই জানে না ।"[৭৬১]

{ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ } [الأنعام : ١١١]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ ।"[৭৬২]

{وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف : ١٧]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোককেই আপনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কারী হিসেবে পাবেন না ।"[৭৬৩]

{وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف : ١٠٢]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোককে আপনি ফাসেক (পাপাচারি) হিসেবেই পাবেন ।"[৭৬৪]

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف : ١٠٦]

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক (যথাযথভাবে ঈমান না আনার কারণে) ।"[৭৬৫]

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان : ٤٤]

অর্থ: " তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট ।"[৭৬৬]

পক্ষান্তরে হকের পক্ষে লোক কম থাকবে । একথা কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

---

[৭৬০] সুরা বাকার ২:১০০ ।
[৭৬১] সুরা আনআম ৬:৩৭ ।
[৭৬২] সুরা আনআম ৬:১১১ ।
[৭৬৩] সুরা আরাফ ৭:১৭ ।
[৭৬৪] সুরা আরাফ ৭:১০২ ।
[৭৬৫] সুরা ইউসুফ ১২:১০২ ।
[৭৬৬] সুরা ফুরকান ২৫:৪৪ ।

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} [البقرة : ٨٣]

অর্থ: "আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আলাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা ফিরে গেলে। আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও।"[৭৬৭]

{ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [البقرة : ٢٤٦]

অর্থ: "অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেওয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই তার থেকে বিমুখ হল। আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[৭৬৮]

{فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء : ٤٦]

অর্থ: " তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে।"[৭৬৯]

{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء : ٨٣]

অর্থ: "আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতে।"[৭৭০]

{وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ } [هود : ٤٠]

অর্থ: " আর তার (নুহ আ:) সাথে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিল।"[৭৭১]

হাদীসের ইরশাদ হয়েছে:

[৭৬৭] সুরা বাকারা ২:৮৩।
[৭৬৮] সুরা বাকারা ২:২৪৬।
[৭৬৯] সুরা নিসা ৪:৪৬।
[৭৭০] সুরা নিসা ৪:৮৩।
[৭৭১] সুরা হুদ ১১:৪০।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ».

অর্থ: " আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'ইসলাম অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় আরম্ভ হয়েছে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুকের অবস্থায় ফিরে যাবে। কতইনা সৌভাগ্য সেই 'গোরাবাদের'।"[৭৭২]

গণতন্ত্রে মানুষের মধ্যে অনেক দল তৈরী করা হয়। একটি সরকারী দল অনেকগুলো বিরোধি দল। তাদের মধ্যে একটি প্রধান বিরোধি দল ইত্যাদি। অথচ ইসলাম বলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেন:

{أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى : ١٣]

অর্থ: "তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না।"[৭৭৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } [آل عمران : ١٠٣]

অর্থ: "আর তোমরা সকলে আলাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।"[৭৭৪]

এগুলো হচ্ছে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য। এছাড়াও অনেক পার্থক্য রয়েছে। সহজে বুঝার জন্য নিম্নে সেগুলোকে ছক আকারে তুলে ধরা হলো।

গণতন্ত্র	ইসলাম
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত'।	১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়।
২) গণতন্ত্র: সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ।	২) ইসলাম: আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ।
৩) গণতন্ত্র: সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।	৩) ইসলাম: সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ্।

[৭৭২] সহীহ মুসলিম ৩৮৯।

[৭৭৩] সুরা শুরা ৪২:১৩।

[৭৭৪] সুরা আল ইমরান ৩:১০৩।

৪) গণতন্ত্র:সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।	৪) ইসলাম: সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্।
৫) গণতন্ত্র: মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	৫) ইসলাম: আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
৬) গণতন্ত্র:মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।	৬) ইসলাম: মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন।
৭) গণতন্ত্র: উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।	৭) ইসলাম: উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষে প্রভেদ বিদ্যমান।
৮) গণতন্ত্র: নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সমানাধিকার ভোগ করবে।	৮) ইসলাম: শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
৯) গণতন্ত্র: পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।	৯) ইসলাম: শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জণীয়।
১০) গণতন্ত্র: সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড।	১০) ইসলাম: শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্টের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।
১১) গণতন্ত্র: জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত এই অর্থে প্রগতি।	১১) ইসলাম: জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি।

১২) গণতন্ত্র: জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।	১২) ইসলাম: চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।
১৩) গণতন্ত্র: মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।	১৩) ইসলাম: আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত।
১৪) গণতন্ত্র: সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।	১৪) ইসলাম: আল্লাহ (সুব:)প্রদত্ত ওহীর বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
১৫) গণতন্ত্র: জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।	১৫) ইসলাম: জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক।
১৬) গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত। ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা।	১৬) ইসলাম: ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/ প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।

গণতন্ত্র বিষয়ে কতিপয় সংশয় নিরসন।

প্রশ্ন: ইসলামে যখন গণতন্ত্র হারাম হলো তাহলে নেতা নির্বাচন হবে কিভাবে?

উত্তর: ইসলামি আইনে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি হলো শুরা ভিত্তিক। কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে পরিপক্ক, বিচক্ষণ, মেধাবী, নেতা নির্বাচন করার যোগ্যতা রয়েছে এরকম লোকদের সমন্বয়ে একটি শুরা গঠন করা হবে। সেই শুরার মাধ্যমে নেতা নির্বাচন হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মুমিনদের গুনাবলী আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى : ٣٨]

অর্থ: "তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।"[৭৭৫]

[৭৭৫] সুরা শুরা ৪২:৩৮।

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) কে মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران : ١٥٩]

অর্থ: "কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর।"[৭৭৬]

প্রশ্ন: ইসলামে যেমন শুরা আছে গণতন্ত্রেও তেমন সংসদ আছে, শুরা ও সংসদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: কিছু কিছু বিষয় মিল থাকলেই কোন দুটি জিনিষকে এক বলা যায় না। যেমন ছাগলেরও গরুর মতো চারটি পা আছে, দুটি শিং আছে, একটি লেজ আছে তাই বলে কি গরু আর ছাগল এক হবে? নিশ্চয়ই না। ছাগল ছাগলই আর গরু গরুই। ঠিক তেমনিভাবে শুরা আর গণতন্ত্র কখনোই এক না। শুরা গঠিত হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আর সংসদ গঠিত হয় সাধারণ জনতার ভোট ও মতামত দ্বারা।

নামের পরিবর্তনের কারনেই মূল বিষয় পরিবর্তন হয়ে যায় না। মদকে যেরূপ ইসলামিক মদ লেভেল এঁটে দিলেই তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনি বাতিল দ্বীন গনতন্ত্র কখনই ইসলামিক লেভেল এঁটে দিলে তা জায়েজ হয়ে যায় না। বরং তারা তাদের এসব বাতিল যুক্তির মাধ্যমে লোকদের প্রতারিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة/٩]

"তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ৯)

তাছাড়া গনতন্ত্র ইসলামিক শূরার সামঞ্জস্য অবশ্যই নয়, কারন সবাই জানে যে, সংসদীয় সভা হচ্ছে শিরক্ এবং কুফরীর আড্ডাখানা, যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নতুন আইন তৈরী করা হয়, আল্লাহর হালাল হারামকে পরিবর্তন করা হয়। অথবা আল্লাহর আইনের কোন তোয়াক্কাই করা হয় না। নিজেরাই আইনদাতা রবের আসনে বসে। এ যেন এরূপ উদাহরন যা আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন-

---

[৭৭৬] সুরা আল ইমরান ৩:১৫৯।

{ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ...} [يوسف : ٣٩ ، ٤٠]

অর্থ: "হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না'। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।[৭৭৭]

সুতরাং গনতন্ত্রকে ইসলামিক শূরার সাথে তুলনা দেয়া হচ্ছে তাওহীদকে শিরকের সাথে, ঈমানকে কুফরীর সাথে তুলনা দেয়ার মত। এটা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ। এটা হচ্ছে হক্বের সাথে বাতিলের মিশ্রণ, হেদায়েতের সাথে পথভ্রষ্টতার মিশ্রণ, নুরের সাথে জুলমের মিশ্রন। একজন মুসলিমের অবশ্যই ইসলামিক শূরার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হবে, তাহলে জানতে পারবে এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক।

শূরা হচ্ছে শারয়ী পথ ও পদ্ধতি, অপরদিকে গনতন্ত্র হচ্ছে মানুষের নাফস ও খাহেশাতকে পূরন করার জন্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের তৈরীকৃত পদ্ধতি।

গনতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, অধিকাংশ জনগন যা চাইবে তাই বাস্তবায়ন হবে, অর্থাৎ গনতন্ত্রে অধিকাংশ জনগন বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরাই হচ্ছে রব এবং ইলাহ। কিন্তু ইসলামিক শূরার ব্যক্তিরা আদেশের অধীন, তারা বাধ্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে এবং কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আমিরদের আনুগত্য করতে। ইসলামিক নেতারা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বরং অধিকাংশ বা সবাই নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যতক্ষন না তিনিযু আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেন।

গনতন্ত্র এবং এর আহবায়করা আল্লাহর আইন ও ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পন করে না। Democracy বা গনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে কাফেরদের ভূমিতে, এবং বেড়ে চলেছে সেখানে এবং দুনিয়াব্যাপী মানুষদের শিরক, কুফরের দিকে নিয়ে যাচেছ। মদ, জুয়া, সুদ, বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সমকামিতাসহ অনেক অনেক হারাম এবং খারাবীকে

[৭৭৭] সুরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০।

অনুমোদন দিয়েছে এই গনতন্ত্র, যেহেতু তা অধিকাংশ জনগন কামনা করে।

সুতরাং যারা এহেন গনতন্ত্রকে ইসলামের সাথে তুলনা দেয়, তাদের লজ্জা করা উচিত, আল্লাহকে ভয় করা উচিত কিসের সাথে তারা কিসের তুলনা দিচ্ছে। নিজেদের খারাবীকে জায়েজ করার জন্য এরূপ বাতিল উপমা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যার নুন্যতম সাধারন জ্ঞান আছে সে বুঝতে পারবে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ইসলাম এবং গনতন্ত্রের মাঝে।

প্রশ্ন: ইউসূফ (আ:) তৎকালীন মিশরের রাজসভায় একজন মন্ত্রী হতে পারলে বর্তমানে কেন গণতান্ত্রিক সংসদে যোগদান করা যাবে না?

উত্তর: এই প্রশ্ন করার আগে প্রমান করতে হবে যে, ইউসূফ (আ:) যে রাজসভায় যোগদান করেছিলেন সেটি মানব রচিত কুফুরি আইনের অধিনে ছিল। অথবা এমন কোন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা তাঁর একত্ববাদী পূর্বপুরুষদের দ্বীন নয়? অথবা তিনি কি কোন জীবন ব্যবস্থাকে সম্মান করার জন্যে শপথ নিয়েছিলেন অথবা সেই অনুসারে কি দেশ পরিচালনা বা শাস করেছেন যে রূপ আজ যারা সংসদ দ্বারা বিমোহিত, যেরূপ বর্তমানে তারা শাসন পরিচালনা করছে? বাস্তবে এর কোন প্রমাণ নেই। আর এটা হতেও পারে না। কেননা তিনি যখন জেলখানায় অসহায় ও দূর্বল অবস্থায় ছিলেন সেই দূর্বলতার সময় ঘোষণা করেছিলেন

{ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} [يوسف ٣٧: ٣٨]

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি পরিত্যাগ করেছি সে কওমের ধর্ম যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী। আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়।"[৭৭৮]

---

[৭৭৮] সুরা ইউসুফ ১২:৩৭-৩৮।

তিনি শুধু এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষ্যান্ত হন নাই বরং ঐ জেলখানায় বসেই তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف : ٣٩ ، ٤٠]

অর্থ: "হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না'। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।[৭৭৯]

সুতরাং কিভাবে এটা সম্ভব যে তিনি যখন শক্তিহীন ছিলেন তখন প্রকাশ্যে এই কথাটি বলেছিলেন আর যখন তিনি ক্ষমতা পেলেন তা গোপন করে ছিলেন বা তার বিপরীত কাজ করেছিলেন? এর জবাব কি দিবে, হে! যারা এই মিথ্যা দাবীতে বিশ্বাসী?

হে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ! আপনারা কি জানেন না, মন্ত্রণালয় (যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীপরিষদ রয়েছে) হলো একটি কার্য নির্বাহী কতৃপক্ষ (যারা কর্ম সম্পাদনের জন্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত) এবং সংসদ হলো একটি আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ (যাদের কাজ আইন প্রণয়ন করা) এবং এই দু'য়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে? এই দু'য়ের মধ্যে আদৌ কোন তুলনা সম্ভব নয়।

এখন আপনি অবশ্যই নিশ্চিত যে ইউসুফ (আ:) ঘটনা সংসদে যোগদান করার জন্যে কোন বৈধ যুক্তি হতে পারে না। অধিকন্তু এই বিষয়টি আরো একটু আলোচনা করা যাক এবং আমরা এটাও বলতে পারি যে, এই ঘটনাকে মন্ত্রণালয়ে যোগদানের জন্যে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে

[৭৭৯] সুরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০।

না কারণ, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে যোগ দেয়া উভয়ই কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার শামিল।

তাছাড়া কুরআনের আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইউসূফ (আ:) পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েই ঐ রাজসভায় যোগদান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف : ٥٤ - ٥٦]

অর্থ: "রাজা বলল ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অতঃপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হলে। ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।' এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিফল নষ্ট করি না।" [৭৮০]

এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'রাজা যখন তার সাথে কথা বললো....'কেই কি চিন্তা করতে পারে রাজার সাথে ইউসুফ (আ:) কি বিষয়ে কথা বলেছিলেন; তিনি কি রাজাকে তাকে ভালবাসার জন্যে, তাকে ক্ষমতা দেয়ার জন্যে, তাকে বিশ্বাস করার জন্যে এবং তার প্রতি আস্থা রাখার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন?

তিনি কি মন্ত্রি, আল-আজিজ এর স্ত্রীর ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, যেই ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল সকলের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে? অথবা তিনি কি জাতীয় ঐক্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন? বা অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে?

---

[৭৮০] সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬।

কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে তার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অথবা কেউ প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলতে পারে না। যদি সে তা করে, সে একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু এই আয়াত অনুযায়ী রাজার সাথে কি কথা হয়েছিল তা অন্য আয়াত থেকে জানা যাবে। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل : ٣٦]

অর্থ: "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।"[৭৮১]

বুঝা গেল ইউসুফ (আ:) রাজার সাথে কথা বলে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই পালন করেছেন। এবং তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। যেমন তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الْكُوْفِيْ ، عَنْ مُجَاهِد قَالَ: أَسْلَمَ الْمَلِكُ الَّذِيْ كَانَ مَعَهُ يُوْسُفُ.

ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ "ইউসুফ (আঃ)-এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন"।[৭৮২]

আল-বাঘাবী বলেনঃ "মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

তাছাড়া ইউসুফ (আ:) এর রাজসভায় যোগদান করা নিজের ইচ্ছায় ছিল না বরং আল্লাহ (সুব:) ইচ্ছায় ছিল। কেননা আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: 'এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম' এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:)পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে, 'আমি ইউসূফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম' সুতরাং এটা হচ্ছে আল্লাহ দেয়া কর্তৃত্ব। কোন ব্যক্তি বা রাজার ক্ষমতা ছিল না তাকে আঘাত করার বা তাকে সেই কর্তৃত্ব থেকে অপসরণ করার। যদিও সে রাজা এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থা বিরূদ্ধে আচারণ করে কিন্তু বর্তমানে তাগুতের অধিনে ইসলামীক দলের

---

[৭৮১] সুরা নাহাল ১৬:৩৬।

[৭৮২] জামি আল-বাইয়ান লিত তাবারী, সুরা ইউসূফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রীগণ প্রধান মন্ত্রী এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরূদ্ধে অবস্থান নিলে তার মন্ত্রীত্ব থাকবে কি? না! বরং মন্ত্রীদেরকে শপথ করতে হয় যে, 'এই কুফুরী সংবিধানকে শ্রদ্ধা করা ও রক্ষা করার জন্য।' যেমন: বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিল- 'শপথ ও ঘোষণা' অনুচ্ছেদের ২(ক) এ বলা হয়েছে: 'আমি ....সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে,

-আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব;

-এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।

এবং তৃতীয় তফসিল- 'শপথ ও ঘোষণা' অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছে:

-আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব, এবং সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।

ইউসুফ (আ:) কি এরকম কোন মানব রচিত কুফুরী সংবিধান রক্ষার জন্য শপথ করেছিলেন? না হতেই পারে না। কেননা আল্লাহ (সুব:)তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

{كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} [يوسف : ٢٤]

অর্থ: "এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"[৭৮৩]

এ আয়াতে ইউসুফ (আ:) কে আল্লাহ (সুব:)তার খালেস বান্দা হিসাবে ঘোষণা করেছেন আর আল্লাহর খালেস বান্দাদেরকে শয়তানও ভয় করে। এই জন্য সে শপথ করে বলেছিল:

[৭৮৩] সুরা ইউসুফ ১২:২৪।

{قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص : ٨٢ ، ٨٣]

অর্থঃ "সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতিত।"[৭৮৪]

ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেনঃ রাজা, ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন। এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ

{وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ} [يوسف: ٥٦]

এই ভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।

"... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...", এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।[৭৮৫]

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়।"

এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেনঃ "যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো। এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-

---

[৭৮৪] সুরা সা'দ ৩৮:৮২-৮৩।

[৭৮৫] তাফসীরে ইবনে জারীর আত তাবারী, সুরা ইউসূফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে। রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো। এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই।"[৭৮৬]

তাছাড়া যারা ইউসূফ (আ:) কে তাগুতী ও কুফুরী আইনের অধীনে একজন মন্ত্রী আখ্যায়িত করে নিজেদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করতে চান তারা হয়তো ভুলে গেছেন কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف : ٤٠]

অর্থ: "বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।"[৭৮৭]

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যে: "বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই।"

---

[৭৮৬] আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন, খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ২১৫, সুরা ইউসুফের ৫২ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

[৭৮৭] সূরা ইউসুফ ১২:৪০।

প্রশ্নঃ "দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ যেটা সেটাকে গ্রহণ করা"র জন্য ইসলামে অনুমোদন রয়েছে, গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি এই নীতিমালা প্রযোজ্য নয়?

উত্তর: গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের اِذَا ابْتُلِيْتَ بِبَلَائَيْنِ فَاخْتَرْ اَهْوَنَهُمَا অর্থাৎ "দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ যেটা সেটাকে গ্রহণ করা" এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ ১) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া; ২) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া।

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি। শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই

শির্ক (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর।

প্রশ্নঃ "ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা" এই নীতি গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?

উত্তরঃ- **دَفْعُ الْمَضَرَّة وَ جَلْبُ الْمَنْفَعَة** অর্থাৎ "ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা" এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়। সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলো বর্জনীয় এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة/٢١٩]

অর্থঃ "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুনঃ এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।"[৭৮৮]

ইবনে কাসির (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য

[৭৮৮] সূরা বাকারা ২:২১৯।

হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়া খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ[البقرة : ٢١٩] { وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } অর্থ: "আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়।"[৭৮৯]

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শির্ক আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

প্রশ্নঃ "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?

উত্তরঃ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"। তারা বলে:"আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়"- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ "গুনাহ্, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ

[৭৮৯] তাফসীরে ইবনে কাসির সুরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্যে খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী– যা আরেকটি অন্যায়---- ।”

ইমাম গাজ্জালী (রহ:) আরও বলেছেন: “সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই বাণীঃ “প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল”– তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না।”[৭৯০]

শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেনঃ “আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-র যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোর অন্যতম। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।”[৭৯১]

---

[৭৯০] ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং:৩৮৮-৩৯১।

[৭৯১] আল-জামি ফি তালাব আল ইলম আশ শারীফ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং:১৪৭-১৪৮।

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্‌ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্‌ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

প্রশ্নঃ "সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ" করার নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?

উত্তরঃ গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলে তারা اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَـــنْ الْمُنْكَــرِ। অর্থাৎ 'সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ' এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকে। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করে। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে। এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে আবার কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে ভোট দেওয়াকে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্‌ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্‌ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও

আল্লাহ্ (সুবঃ) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন। (ই'লাম আল মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃঃ ৪)
যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/٢١٧]

"ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সূরা বাকারা ২:২১৭)

এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।"[৭৯২]
শেখ আলী আল-খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লালাহু - এই সাক্ষ্য দানে আহবান" বইটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ "আল-ফিৎনাহ হলো কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াত বিরোধী।"
সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে।

[৭৯২] আল ফাতওয়া ২৮ নং খন্ড ৩৫৫ নং পৃষ্ঠা।

প্রশ্নঃ "নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি" এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?

উত্তরঃ যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলিমদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। কেননা ইসলামের উসূল বা মূলনীতি রয়েছেঃ اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَات অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজন হারামকে হালাল করে দেয়। যেমনঃ প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হলে মৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হয়ে যায়।

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারেরঃ ১. দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয় ২. জীবনের জন্য আবশ্যকীয় ৩. মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয় ৪. রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয় ৫. সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো যিনা করা বা কোন মাহরাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারেনা যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ শির্ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চুড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর

ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্ক ও কুফরকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেনঃ "নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেছেনঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"বলুনঃ আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।" (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

শেখ আলী আল খুদাইর, শেখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة/١٧٣]

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।"[৭৯৩]

সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা

---

[৭৯৩] সূরা বাকারা ২:১৭৩।

গোপন নয়।" তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেনঃ "এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা স্বেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে? এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- { إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] "বেচাকেনা তো সুদের্‌ই মতো।" (সূরা বাকারা ২:২৭৫)।"[৭৯৪]

প্রশ্নঃ "জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য" মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে?

উত্তরঃ এর আগে আমরা এ ব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্‌ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

[৭৯৪] হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ১৫১।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।"[৭৯৫]

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'। আরও বলা হয়, 'আমার ভোট আমি দিব, যাকে খুশি তাকে দিব।'

'ইক্‌রাহ'-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্‌র (রহ:) বলেনঃ "ইকরাহ'র ৪টি শর্ত রয়েছেঃ

প্রথম শর্তঃ যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।

দ্বিতীয় শর্তঃ এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।

তৃতীয় শর্তঃ তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না।

চতুর্থ শর্তঃ যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে।[৭৯৬]

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

---

[৭৯৫] নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২য় খন্ড ৭ পৃষ্ঠা।

[৭৯৬] ফাতহুল বারী, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১।

প্রশ্নঃ যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা বলে আমরা যে গনতন্ত্রের কথা বলি সেটি পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নয়। বরং এটি হচ্ছে ইসলামী গণতন্ত্র। তাদের এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক?

উত্তরঃ যারা এ কথা বলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, ইসলামী গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়? সেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে? তথাকথিত সেই ইসলামি গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? বাস্তবে ইসলামে কোন গণতন্ত্র নেই। ইসলামে শুরা আছে। সে শুরাকে গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করার কোন সুযোগ নেই। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তারা যে বলে, আমরা যে গণতন্ত্র করি সেটা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নয় বরং ইসলামী গণতন্ত্র। এটা একটা ধোঁকা। কেননা আমরা দেখি আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতে যে গণতন্ত্র পড়ানো হয়। আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতেও সেই একই গণতন্ত্র পড়ানো হয়। আমেরিকায় যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয় এ দেশেও সেই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয় এবং তথাকথিত ইসলামী গণতান্ত্রিরা সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিরা যে অর্থনীতি অনুসরণ করে এদেশের গণতান্ত্রিরাও সেই একই নীতি অনুসরণ করে। সুতরাং ইসলামী গণতন্ত্রের নামে সরলমনা মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই না।

প্রশ্নঃ যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে রায় কি?

উত্তরঃ যারা এই শিরকী কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদন যোগ্য নয়, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলিম ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। এটা হলো একটি দিক।

তাছাড়াও এটা স্পষ্ট যে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষতির পরিমান কমিয়ে কিছু ভাল আনয়নের উদ্দেশ্যে। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি

পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না। অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শিরক বা কুফর করলেই সেটা ক্ষমা করা হবে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। তবে যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি জায়েয করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষণ না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এ সকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে 'তাকফীর' বা কাফের বলে ফাতওয়া প্রদান করতে পারি না।

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে 'তাকফীর' করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী বলেন, "এর মাঝে কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে ডেকে আনা হয় ঐসব ব্যানার বা পোস্টারের সামনে যেখানে লেখা থাকে "ইসলামই একমাত্র সমাধান" (অর্থাৎ ইসলামী দলে ভোট দিন) অথবা এ ধরণের কোন শ্লোগান যা দ্বারা মুশরিক শাসকরা জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকে। অত:পর তারা তাদেরকে ভোট দেয় এবং নির্বাচিত করে। কারণ তারা ইসলামকে ভালোবাসে এবং শরীয়তের অনুগত থাকতে চায়। তাছাড়া এই শিরকের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই বা শিরকের গভীরে প্রবেশ করার ঐরূপ ইচ্ছাও তাদের নেই যেরূপ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যারা ইসলামের বেশ কিছু আইন নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। সুতরাং যারা সরাসরী আইন প্রণয়নের অধিকার নেয়নি বা কুফর আইনের সম্মানে শপথ বাক্য পাঠ করেনি বা এর নিকট বিচার প্রার্থণা করেনি অথবা কথা বা কাজে এমন কোন কুফর করেনি যা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ করে থাকে: তাদের (তাকফীর করার) ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, এ কথা সবারই জানা যে, একজন ভোটার কখনও সরাসরী এসব কাজ করে না। বরং সে শুধু তার পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে।

তিনি আরও বলেন, “আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফীর করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নেই। এরপরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্য সমূহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইন প্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না বরং তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফীর করা যাবে না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানে না তার কাছে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভূল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে আর তাছাড়া ‘গণতন্ত্র’ ‘পার্লামেন্ট’ এগুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না। যেমন: তোতা পাখি কথা বলে কিন্তু অর্থ জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তি সমূহ দূর করা।

প্রশ্ন: নাজ্জাসী বাদশাহ আল্লাহর শরিয়াহ প্রয়োগ না করেও যদি মুসলিম হতে পারে তবে আমরা কেন সংসদে যোগদান করে মুসলিম থাকতে পারবো না?

উত্তর: যদিও নাজ্জাসী আল্লাহর শরীয়াহ প্রয়োগ করেনি, তথাপি সে মুসলিম ছিল। রাজনৈতিক দলগুলো, হোক না তারা ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠি বা বিরোধীদল, নাজ্জাসীর ঘটনাকে ব্যবহার করে ত্বাগুতের কার্যাবলীকে বৈধ করার জন্যে। তারা বলে : “নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহনের পর তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করেন নাই এবং এরপরও রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে আল্লাহর ন্যায়নিষ্ঠ দাস বলেছেন, তার জন্য জানাযার সালাত পড়েছিলেন এবং সাহাবীদের তাই করতে আদেশ করেছিলেন।” এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলো:

প্রথমত: এটা প্রমান করতে হবে যে, নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করেন নি। কিন্তু অনেক যাচাই ও বিশ্লেষণ করার পরও এই কথাটি প্রমান করা সম্ভব হবে না। তাই আমরা বলবো:

{قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [البقرة : ١١١]

অর্থ: "বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক'।"[৭৯৭]

দ্বিতীয়ত: আমাদের মতে এবং যারা আমাদের বিরোধিতা করেন তাদেরও মতে সত্য হচ্ছে যে, নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন ইসলামের হুকুম পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে। কারণ তিনি মারা গিয়েছিলেন এই আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পূর্বে:

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } [المائدة : ٣}

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম।"[৭৯৮]

সুতরাং দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার কর্তব্য ছিল আল্লাহর বিধান যতটুকু জানা ছিল তা অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা আনুগত্য করা ও কার্য সম্পাদন করা। আর প্রধান কাজ ছিল কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام : ١٩]

অর্থ: "আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি।"[৭৯৯]

সে সময় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ রকম ছিল না যা আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। একটা হুকুম কারো কাছে পৌঁছাতে কয়েক বছর সময়ও লেগে যেত। আবার কখনো রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে না আসা পর্যন্ত জানাও যেত না। সুতরাং সেই সময় দ্বীন ছিল নতুন এবং কুরআনও তখন নাযিল হচ্ছিল। সেই কারণেই দ্বীন তখনো পরিপূর্ণ হয়নি। এ

---

[৭৯৭] সুরা বাকারা ২:১১১।
[৭৯৮] সুরা আল মায়েদা ৫:৩।
[৭৯৯] সুরা আনআম ৬:১৯।

বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় বুখারী শরিফে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সালাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন কিন্তু নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না বরং তিনি (সালাত শেষে বললেন) সালাতের একটি উদ্দেশ্য আছে।"[৮০০]

এই হাদীসে দেখা গেল যারা নাজ্জাসীর কাছে ছিল তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হুকুমের অনুসরণ করে আসছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে সালাতের মধ্যে কথা বলা এবং সালাম দেওয়া নিষেধ হয়ে গিয়েছিল। অথচ সালাত একটি ফরয হুকুম এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রতিদিন পাঁচবার করে সালাতের ইমামতি করেছেন। আজ যারা শিরকি মতবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা কি বলতে পারবেন যে, তাদের কাছে কুরআনের হুকুম পৌঁছায় নাই? তারা কিভাবে তাদের এই অবস্থানকে নাজ্জাসীর ঐ অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করেন? নাজ্জাসী আল্লাহর হুকুমের যতটুকু জানতেন ততটুকু আমল করতেন। যদি কেউ একথা না মানে তার উচিত প্রমান পেশ করা। অথচ এরকম কোন দলীল-প্রমান পেশ করা যাবে না। সে সময় আল্লাহর হুকুম ছিল আল্লাহর একত্ববাদকে স্বিকার করা, মুহাম্মদ (সা:) কে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মানা, ইসা (আ:) কে আল্লাহর দাস হিসাবে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। আর তিনি তা করেছিলেন। যা তার চিঠির মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে তার ছেলেকে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তার চিঠিতে আরও উল্লেখ ছিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) আপনি যদি চান আমি আপনার কাছে চলে আসি আমি অবশ্যই তা করবো। কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার কথা সত্য।

[৮০০] সহীহ বুখারী ১১৯৯।

এবং তারপরেই সে মারা যায়। সুতরাং এই জাতীয় বিষয়গুলোকে দলীল হিসাবে পেশ করে গণতন্ত্রকে হালাল করার চক্রান্ত করছেন তাদের উচিত নাজ্জাসী যেভাবে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখান করে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন সেভাবে গণতন্ত্রের ধর্মকে প্রত্যাখান করে ইসলামে প্রবেশ করা।

প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'হিলফুল ফুযুলে' কাফেরদের সঙ্গে যোগদান করতে পারলে আমরা সংসদে কেন যোগদান করতে পারবো না?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি এই প্রতারণামূলক অজুহাত ব্যবহার করতে চায়, হয় তারা বুঝে না হিলফুল ফুযুল সংগঠনটি আসলে কি ছিল।

ইবনে ইসহাক, ইবনে কাসির এবং আল কুরতুবি (রঃ) উল্লেখ করেছেন হিলফুল ফুযুল সংগঠনটি কুরাইশদের কিছু গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। তারা সকলে এই কথার উপর একমত হয়েছিল যে, মক্কায় যখনই তারা কোন নির্যাতিত লোক দেখবে, তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী অত্যাচার বন্ধ না করে।

ইবনে কাসির (রঃ) বলেন, আল ফুযুল সংগঠনটি ছিল আরবদের জানা সবচেয়ে পবিত্র এবং সবচেয়ে সম্মানজনক সংগঠন।

হিলফুল ফুযুল সংগঠনটি কি আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়েছিল বা নিজেরা কোন আইন তৈরী করছিল বা আল্লাহর দ্বীনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন দ্বীনকে সম্মান দেখিয়েছিল? না! এর কাজ ছিল শুধুমাত্র অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করা। তাহলে আপনি কিভাবে এর সাথে একটা কুফুরী, পথভ্রষ্ট সংসদের তুলনা করেন।

হিলফুল ফুযুল মূলতঃ একটি জনকল্যান মূলক সংঘ ছিল। আল বাইহাকী এবং আল হামিদী বর্ণনা করেন যে,

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَـــالَ: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَـــوْ أُدْعَى بِهِ فِى الإِسْلاَمِ لأَجَبْتُ

অর্থঃ "তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জুদআ'নের ঘরে 'আল ফুযুলের' অঙ্গিকার সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করার

বিনিময়ে লাল উটও দেওয়া হয় তবুও আমি তাতে সম্মত হব না। আর ইসলামের আমলেও যদি তার প্রতি আহবান করা হত আমি তাতে সাড়া দিতাম।"[৮০১] আল হামিদী আরও যুক্ত করেন তারা সংগঠিত হয়েছিল মানুষকে তার নায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং অত্যাচারীর দ্বারা আর কেউ যাতে অত্যাচারীত না হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আজকে যারা কুফফারদের সঙ্গে সংসদে যোগ দিচ্ছেন তাদের এরকম কি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা যোগদান করছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে যারা আল্লাহর সাথে অংশিদার স্থাপন করেছে, যারা শয়তানের সংবিধান অনুসরণ করে দেশ শাসন করছে। এই সংসদের কার্যক্রম শুরু হয় কুফুরী সংবিধানকে, কুফুরী আইনকে ও তাগুতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার মাধ্যমে। সুতরাং সংসদে যোগদান করাকে 'হিলফুল ফুযুল' এর সাথে যোগদান করার সাথে তুলনা করা প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই না। আল্লাহ (সুবঃ) আমাদের হিফাজত করুন। আমীন!

পীর-মুরীদি ও খানকাহ-দরগাহ পদ্ধতি

বর্তমানে যারা ইসলামের নামে কাজ করছে তাদের মধ্যে পীর-মুরীদি ও খানকাহ-দরগাহ পদ্ধতি অন্যতম। এরা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি এবং নফসের জিহাদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ। কিছু দূর্বল ও জাল হাদীস এবং পীর সাহেবদের স্বপ্নের ভিত্তিতে একটি আলাদা ধর্ম তৈরী করেছে তারা যাকে 'তাসাউউফ' ও 'তরীকত পন্থি' বলে বিশ্বাস করে। এরাও আল্লাহ (সুবঃ) প্রদত্ত ও মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত তরীকা থেকে সরে গিয়ে নতুন ইসলাম তৈরী করেছে। নিম্নে তাদের ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট তুলে ধরা হলো।

১. পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ।

পীর-সূফীদের আক্বীদাহ হলো **'পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ'। যদি কারো দুইজন পীর হয় তবে 'দুই পীর তোমার দুই ডানা ধরে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। কোনই ক্ষতি নাই।'[৮০২] যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান**। এজন্য তারা একটি আরবী বাক্য তৈরী করেছেঃ

---

[৮০১] সুনানে বাইহাকী ১৩৪৬১।

[৮০২] 'মাওয়ায়েজে এছহাকিয়া' সৈয়দ মাঃমোঃ মোমতাজুল করীম রচিতঃ পৃষ্ঠা নংঃ ৫৫-৫৬।

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُه شَيْطَان

অর্থ: "যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান।"[৮০৩]

এ আরবী বাক্য শুনে অনেকেই এটিকে হাদীস বলে বিশ্বাস করে অথচ এটি কোন হাদীস নয় পীর–সূফীদের মনগড়া একটি বাক্য মাত্র। পীরদের যতগুলো সিলসিলা রয়েছে প্রায় সকলের আক্বিদাই এরকম। যেমন চরমোনাই পীরদের আক্বিদাহ তাদের বই থেকে উপরে উল্লেখ করা হলো। এনায়েতপুরী পীর ও তার অনুসারীদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসও একই রকম। তাদের রচিত 'শরীয়তের আলো' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, **'পীর ধরা সবার জন্য ফরজ'**।[৮০৪]

সুরেশ্বরী পীর লিখেছেন: **'পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন বন্দেগী কবূল হয় না।'**[৮০৫]

এখানে মুরীদ হওয়াকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শর্ত তথা ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ ফরজ বিধান দেওয়ার মালিক আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى : ١٣]

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।"[৮০৬]

---

[৮০৩] 'ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত: পৃষ্ঠা নং: ২৩।

[৮০৪] 'শরীয়তের আলো' খাজা বাবা এনায়েতপুরী সাহেবের অনুমোদন ক্রমে মাওলানা মো: মকিম উদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক পীরজাদা মৌ: খাজা কামার উদ্দিন (নুহ মিয়া)।

[৮০৫] নুরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা নং ২৫, সুরেশ্বর দরবার এর পক্ষে সৈয়দ শাহ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একদশ সংস্করণ ১৯৯৮।

[৮০৬] সুরা শুরা ৪২:১৩।

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } [المائدة : ٤٨]

অর্থ: "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পথ।"[৮০৭]

উপরোক্ত আয়াত গুলোতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়াহ নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। কোন পীর-ফকিরের নয়। পীর-সূফীগণ হয়তো মনে করতে পারেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ (সুব:) এবং তার রাসূল (সা:) যে শরিয়াহ দান করেছেন তা যথেষ্ট নয়। দ্বীন ইসলাম এ ব্যাপারে অসম্পূর্ণ। আল্লাহ (সুব:) তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষনা করে দিলেন:

{أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة : ٣]

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[৮০৮]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর কোন কিছু পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তার ভিতরে নতুন কোন কিছু সংযোজন করার সুযোগ থাকে না। মনে করুন একটি বিল্ডিংয়ের নির্মান কাজ পূর্ণ হয়ে গেল। এখন যদি কেউ একটি স্বর্ণের অথবা হীরকের ইট নিয়ে আসে ঐ বিল্ডিংয়ে লাগানোর জন্য তা ওখানে লাগানো সম্ভব হবে না। যদিও ঐ একটি ইটের মূল্য গোটা বিল্ডিংয়ের মূল্যের চেয়ে বেশী হয়। এখন যদি লাগাতে হয় তাহলে ঐ এক ইট পরিমান জায়গা খালি করতে হবে তারপরেই লাগানো সম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:)স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তার মধ্যেও নতুন কিছু প্রবেশ করাতে হলে আল্লাহ কর্তৃক পরিপূর্ণ ইসলামের ইমারতকে ভেঙ্গে খালি করে তারপরেই প্রবেশ করানো সম্ভব। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

---

[৮০৭] সুরা মায়েদাহ ৫:৪৮।

[৮০৮] সুরা মায়েদাহ ৫:৩।

عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُـــمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ (সুব:)তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমান সুন্নত তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না ।[৮০৯]

একারনেই ইমাম মালেক (র:) বলেছেন,

وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمُ الْإِمَامُ مَالِكٌ – رَحِمَهُ اللهُ – حَيْثُ قَالَ : (مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا – صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَانَ الرِّسَالَةَ لِأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا)

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন বিদআত প্রবেশ করালো আবার সেটিকে বেদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করলো সে যেন দাবী করলো যে মুহাম্মদ (সা:) রেসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ (স:) বলছেন, "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"। আর বিদআতী বিদআত তৈরী করার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় নাই। বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই সে বিদআত তৈরী করে পরিপূর্ণ করছে। জেনে রেখ, আল্লাহ (সুব:)যখন দ্বীনকে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন তখন যা কিছু দ্বীনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা এখনও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত বলে গন্য হবে না। কেননা আল্লাহ (স:) বলছেন, "আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"।"[৮১০] সুতরাং কোন বিদআতী আমল ইসলামে তৈরী করা যাবে না।

প্রচলিত পীর-মুরীদি ফরজ বলা নিজেরা শরিয়াহ তৈরী করার শামিল। আর শরিয়াহ তৈরী করার অধিকার কারো নাই। আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى : ٢١]

---

৮০৯ সুনানে দারমী ৯৮; মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮; হাদীসটি সহীহ।

৮১০ মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪।

অর্থ: “তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?”[৮১১]

এরকম মনগড়া শরিয়াহ তৈরী করা মূলত: আল্লাহকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার শামিল (নাউযুবিল্লাহ)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [يونس : ١٨]

অর্থ: “ বল, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন’? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।”[৮১২]

২. আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার আক্বীদাহ।

ইসলামে তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম। যার মানে হলো: এক ইলাহের সার্বভৌমত্ব ও এক ইলাহের বিধান মেনে নেওয়া। উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত ও আসমা ওয়াস সীফাত সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ (সুব) এর এককত্ব বজায় রাখা। তার সমতুল্য ও সমপর্যায়ের কেউ নেই, তার সাথে কেউ একাকার হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সূফিদের পরিভাষায় তাওহীদ মানে হলো ‘আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া’। অর্থাৎ বান্দা ইবাদত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যখন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। চিনি যেভাবে পানির সঙ্গে মিশে যায় সেভাবে আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহর সঙ্গে মিশে যান। এরা তাদের এই ভ্রান্ত মতের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীসটিকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ

---

[৮১১] সুরা শুরা ৪২:২১।

[৮১২] সুরা ইউনুস ১০:১৮।

سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরজ কাজসমূহ থেকে বেশী প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জণ করতে পারে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জণ করতে থাকে, এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অব্যশই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।"[৮১৩]

এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েই ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ সুফীবাদী তাফসীর 'তাফসীরে মাযহারী' তে বলা হয়েছে:

انَّ اللَّه تَعَالَي يَسْتَوْدِعُ فِيْ قُلُوْبِ بَعْضِهِمْ مَحَبَةً ذَاتِيَّةً مِنْهُ تَعَالَيْ مُوْجِبَـــةً لِلمَعِيِّـــةِ الذَاتِيِّة

অর্থ: "আল্লাহ (সুব:)কোন কোন মানুষের অন্তরের মধ্যে তার জাতি (সত্ত্বাগত) মুহাব্বত তৈরী করে দেন ফলে সে সত্ত্বাগতভাবে আল্লাহর সাথে মিশে যায়।"[৮১৪]

সূফীদের সকল তরীকার লোকদের কাছেই এ আক্বীদাহ ও বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য। এ আক্বীদার প্রথম প্রবক্তা 'হুসাইন বিন মানসূর হাল্লাজ' কে

---

[৮১৩] সহীহ বুখারী ৬৫০২।

[৮১৪] 'তাফসীরে মাযহারী' প্রথম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠায় إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

বলা হয়ে থাকে। তিনিই সর্বপ্রথম এ আক্বীদাহ প্রকাশ করেন। এবং তিনি أَنَـا الحَـقُّ 'আমিই আল্লাহ' বলে যিকির করা শুরু করেন। তাছাড়া তিনি আরও কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যা থেকে তার এই আক্বীদাহর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা জানা যায়। কবিতাগুলো এই:

أَنَا الْحَقُّ وَالْحَقُّ لِلْحَقِّ # لَابِسٌ ذَاتَهُ فَمَا ثَمَّ فَرْقٌ

অর্থ: আমিই হক্ব (আল্লাহ)। হক্ব হক্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

أَنَا أَنْتَ بِلَا شَكٍّ # فَسُبْحَانَكَ سُبْحَانِيْ

فَتَوْحِيْدُكَ تَوْحِيْدِيْ # وَعِصْيَانُكَ عِصْيَانِيْ

অর্থ: নিঃসন্দেহে আমিই তুমি, তোমার পবিত্রতা সেতো আমারই পবিত্রতা, তোমার তাওহীদ সেতো আমারই তাওহীদ, তোমার অবাধ্যতা সেতো আমারই অবাধ্যতা।

أَنَا مَنْ أَهْوِىْ وَمَنْ أَهْوِى أَنَا # نَحْنُ رُوْحَان حَلَلْنَا بَدَنًا

অর্থ: "আমি যাকে চাই সেতো আমিই। আমরা দু'টো রুহ (প্রাণ) একই দেহে প্রবেশ করেছি।"

مَزَجَتْ رُوْحُكَ فِيْ رُوْحِيْ كَمَا ... تَمْزُجُ الْخَمْرَةُ فِي الْمَاءِ الزَّلَالِ

فَإِذَا مَسَّكَ شَيْءٌ مَسَّنِيْ ... فَإِذَا أَنْتَ أَنَا فِيْ كُلِّ حَالٍ

অর্থ: তোমার রুহটা আমার রুহের সঙ্গে মিশে গেছে যেমনিভাবে শরাব স্বচ্ছ পানির সঙ্গে মিশে যায়। তাই তোমাকে কোন বিপদ-আপদ স্পর্শ করলে আমাকেই স্পর্শ করে। তুমি আর আমি সর্বাবস্থায় একই।[৮১৫]

এভাবে 'মানসূর হাল্লাজ' এই জঘন্য শিরকি আক্বিদার গোড়াপত্তণ করেন। পরবর্তীতে সূফীদের শায়খে আকবার 'মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী' এই আক্বীদাকে আরও সম্প্রসারণ করে 'ওয়াহদাতুল অজুদ' এর আক্বীদাহ মুসলিম জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেন।

[৮১৫] মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ে ওয়াল ইবতিদায়ে ১ম খন্ড ২১১পৃষ্ঠা।

বর্তমান পীর–সূফীদেরও একই আক্বীদাহ। "যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন: 'মানছুর হাল্লাজ যখন আল্লাহ পাকের এশকের জোশে দেওয়ানা হইতেন, তখন তিনি এই শের পড়িতেন:

من تو شدم تو من شودی من تن شدم تو جاں شدی
بعدازاں کسی نگویدکہ من دیگر م تو دیگری

ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে চাহিয়া দেখুন। আমি এখন আমি নাই। আমি আপনি হইয়াছি আর আপনি আমি হইয়াছেন। আমি হইয়াছি তন্, আপনি হইয়াছেন জান। আমি শরীর আপনি প্রাণ। এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন আপনি আর একজন। বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? আমি নাই। আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন। আপনিতো আপনি, আমিও আপনি। আমি বলিতে আর কিছুই নাই।"[৮১৬]

খন্ডন

মূলত: মানসূর হাল্লাজের এ সকল কবিতার মাধ্যমে এবং ইবনে আরাবীর 'ওয়াহদাতুল অজুদ' এর মাধ্যমে হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদকেই মুসলিম জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। কেননা হিন্দুরা বিশ্বাস করে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সবকিছুই আল্লাহ। আল্লাহর ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ সবকিছুর মধ্যেই মিশে আছেন। সৃষ্টির মাধ্যমেই তার বহিঃপ্রকাশ। অথচ মুসলিমদের আক্বীদাহ হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন মিল নেই। আল্লাহ হলেন খালেক (স্রষ্টা) বান্দা হলো মাখলূক (সৃষ্টি)। আল্লাহ অসীম আর বান্দা সসীম। আল্লাহ হলেন মালিক (মুনিব) বান্দা হচ্ছে মামলূক (দাস)। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : ١١]

---

[৮১৬] 'আশেক মাশুক বা ইশকে ইলাহী' সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক রচিত, পৃষ্ঠা নং ৪২।

অর্থ: "তার (আল্লাহর) সাদৃশ্য কোন জিনিষ নেই।"[৮১৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص : ٤]

অর্থ: "আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।"[৮১৮]

হাদীসের জবাবঃ

সূফীদের দলীল হিসাবে পেশ কৃত উপরোক্ত হাদীসটির জবাবে আমরা বলবো: ঐ হাদীসে মূলত আল্লাহর নুসরাত-সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। হাদীসের শেষ অংশে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। সেখাবে বলা হয়েছে 'সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অব্যশই আমি তাকে আশ্রয় দেই।' স্বত্তাগতভাবেই যদি আল্লাহর সঙ্গে মিশে যায় তাহলে আবার আল্লাহর কাছে সাওয়াল করা বা আশ্রয় চাওয়ার প্রয়োজন কি? মূলতঃ এ জাতীয় বাক্যগুলো সাহায্য-সহানুভূতি করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন প্রধানমন্ত্রী কাউকে বললো, যাও! অমুক কাজটা তুমি করো আমি তোমার সঙ্গে আছি। এর মানে হলো আমার সাহায্য-সহানুভূতি তোমার সঙ্গে থাকবে। এর মানে এই নয় যে, প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে স্বত্তাগতভাবে মিশে যায়। এ বিষয়টি একটি সাধারণ লোকেও বুঝে। কিন্তু সূফিবাদীরা নিজেদের ভ্রান্ত মতের স্বপক্ষে হাদীসটিকে অপব্যবহার করে থাকে।

৩. কাশফের আক্বীদাহ।

ইসলামের আক্বীদাহ হলো আল্লাহ (সুব:) সবকিছু শুনেন ও জানেন। সূফীদের বিশ্বাস ওলী ও বুযুর্গেরা কাশফের মাধ্যমে সবকিছু দেখেন ও শুনেন। আসমান-যমিন, আরশ-কুরসি, লৌহ-কলম, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু তাদের নখদর্পে। এমনকি পীর-সাহেবগণ মুরীদের অন্তরের সবকিছু দেখেন ও জানেন। তারা হলেন মুরীদের অন্তরের গোয়েন্দা। তারা মুরীদের অন্তরে ঢোকেন ও বের হন, আবার ঢোকেন আবার বের হন মুরীদ

[৮১৭] সুরা শুরা ৪২:১১।

[৮১৮] সুরা ইখলাস ১১২:৪।

কিছুই টের পায় না। অথচ আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام : ٥٩]

অর্থ: " আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"[৮১৯]

এমনকি নবী-রাসূলগণও গায়েব জানতেন না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام : ٥٠]

অর্থ: "বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়'।"[৮২০]

আল্লাহ (সুব:)আরও বলেন:

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف : ١٨٨]

অর্থ: বল, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো

---

[৮১৯] সুরা আনআ'ম ৬:৫৯।
[৮২০] সুরা আনআ'ম ৬:৫০।

একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে’।”[৮২১]

৪. পীরের আদেশে শরিয়াহ না মানার আক্বীদাহ।

ইসলামের আক্বীদাহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ আনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত্ব ও রাসূল প্রদর্শিত শরিয়াহ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই কারো উপর থেকে শরিয়াহ রহিত হয়ে যায় না। কিন্তু সূফীদের মতে কামেল পীরের নির্দেশ হলে শরিয়তের প্রকাশ্য বিধানকেও অমান্য করতে হবে। যেমনঃ সূফীদের ইমাম হাফেজ রুমী তার প্রসিদ্ধ কিতাব ‘মাছনবী'তে বলেনঃ

بمی سجادہ رنگن کن گرت پیر مغاں گوید
کہ سالک بےخبر نہ بود زراہ ورسم منزل

অর্থ: “কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব দ্বারাও জায়নামাজ রঙ্গিন করিয়া তাহাতে নামাজ পড়। অর্থাৎ শরীয়তের কামেল পীর সাহেব যদি এমন কোন হুকুম দেন, যাহা প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ হয়, তবুও তুমি তাহা নিরাপত্তিতে আদায় করবে। কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরী করিয়াছেন। তিনি তাহার উঁচু-নিচু অর্থাৎ ভালমন্দ সব চিনেন, কম বুঝের দরুন জাহেরিভাবে যদিও তুমি উহা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে খেলাফ নহে।”[৮২২]

‘ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা’ এর ৭২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

عاشقاں را ملت و مذہب جداست
عاشقاں را ملت و مذہب خداست

অর্থ: “মাওলানা রুমি ফরমাইয়াছেনঃ প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও মাজহাব ভিন্ন। তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মা’বুদ কেন্দ্রিক।”

অথচ কুরআনে বলা হয়েছেঃ

---

[৮২১] সুরা আ’রাফ ৭:১৮৮।

[৮২২] ‘আশেক মাশুক’ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত ৩৫ নং পৃষ্ঠায়।

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى : ١٣]

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।"[৮২৩]

অথচ হাদীসে বলা হয়েছে

عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

অর্থ: "উম্মে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না"।[৮২৪]

শরিয়তের বিপরিতে কোন পীর, কোন আমীর কারোই আনুগত্য করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ فِى شَىْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِى حَطَبًا. فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ تَسْمَعُوا لِى وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى. قَالَ فَادْخُلُوهَا. قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنَ النَّارِ. فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ

---

[৮২৩] সুরা শুরা ৪২:১৩।

[৮২৪] জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু'জামুল কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে শিহাব: হা: ৮৭৩ আবি শাইবা: হা: ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মাল: হা: ১৪৮৭৫।

لِلنَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ ».

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) একটি সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক আনসারী ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এবং সাহাবীদেরকে তার কথা শুনা ও মানার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতপর তাদের কোন আচরণে সেনাপতি রাগ করলেন। তিনি সকলকে লাকড়ি জমা করতে বললেন। সকলে লাকড়ি জমা করলো এরপর আগুন জ্বালাতে বললেন। সকলে আগুন জ্বালালো। তারপর সেনাপতি বললো রাসূলুল্লাহ (সা:) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার এবং আমার কথা শুনা ও মানার নির্দেশ দেন নাই? সকলেই বললো, হ্যা। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সকলেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। সাহাবীগণ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, আমরাতো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসেছি। এ অবস্থায় কিছুক্ষন পর তার রাগ ঠান্ডা হলো এবং আগুনও নিভে গেল। যখন সাহাবারা মদীনায় প্রত্যাবর্তণ করলেন তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে উপস্থাপন করা হলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন 'তারা যদি আমীরের কথা মতো আগুনে ঝাঁপ দিতো তাহলে তারা আর কখনোই তা থেকে বের হতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজেই।"[৮২৫]

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়তের বিরূদ্ধে কারো হুকুমের আনুগত্য করা যাবে না। না কোন ওলী-বুযুর্গের না কোন পীরে মুর্গাঁর।

৫. পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

পীর-সূফীদের একাংশের মত হলো: ' পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই'। আটরশির পীর সাহেব বলেন: "হিন্দু, মুসলামান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি

[৮২৫] সহীহ মুসলিম হা:নং: ৪৮৭২। সহীহ বুখারী হা: নং: ৪৩৪০। সহীহ মুসলিম বাংলা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কতৃক তরজমা; হা: নং: ৪৬১৫।

আসতে পারে। (আটরশির কাফেলা সংকলনে মাহফুযুল হক, আটরশির দরবার থেকে প্রকাশিত, পৃ: ৮৯, সংস্করণ ১৯৮৪।)[৮২৬]

এছাড়াও দেওয়ানবাগীর পীর তার লিখিত 'আল্লাহ কোন পথে?' নামক বইয়ের ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠায় এবং 'মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' নামক বইয়ের পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই -২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১-১৫২ তে বলা হয়েছে পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না। বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে। তাদের এই কথিত 'তাওহীদে আদইয়ান বা সকল ধর্মের ঐক্য' এর স্বপক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে থাকে ঃ

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } [البقرة : ٦٢]

অর্থ: "যারা মু'মিন, যারা ইয়াহুদী, এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) যারাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"[৮২৭]

অথচ এ আয়াতে যে কোন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনলে এবং নেক কাজ করলে তারা পরকালে মুক্তি পাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্ম আগমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আখেরী নবী মানলে অন্যান্য সব ধর্মের বিধানকে রহিত মানতে হয়। তাহলে অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তির অবকাশ রইল কোথায়? কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

---

[৮২৬] তাসাওউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃ: ১৪৭, প্রকাশকাল ২০০০ খৃ: ১৪২১ হি:।

[৮২৭] সূরা বাকারা ২:৬২।

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران : ٨٥]

অর্থ: “যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।”[৮২৮]

{ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران : ٨٣]

অর্থ: “তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচছায় হোক বা অনিচছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।”[৮২৯]

অমুসলিমরা ইসলাম না গ্রহণ করে যত ভাল কাজই করুক না কেন, পরকালে তারা মুক্তি পাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور : ٣٩ ، ٤٠]

অর্থঃ “যারা কাফের, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সমতুল্য, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে

[৮২৮] সুরা আল ইমরান ৩:৮৫।
[৮২৯] সুরা আল ইমরান ৩:৮৩।

একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।"[৮৩০]

ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া পরকালে মুক্তির কোন উপায় নাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ আবু তালেব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আপন চাচা। হযরত আলী (রাঃ) এর আব্বাজান। যিনি সারা জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-শুনা করেছেন, সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। যা তার কিছু কবিতার মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে।

যিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ

وَاللهِ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ # حَتَّى أُوَسَّدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنَا

"আল্লাহর কসম! তারা সকলে মিলেও তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না (তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে (মৃত্যুর পর) মাটিতে দাফন করা হয়।

فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ # وَابْشِرْ وَقَرِّ بِذَالِكَ مِنْكَ عُيُوْناً

"সুতরাং তুমি নির্ভয়ে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকো এবং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করো।"

وَدَعَوْتَنِىْ، وَعَرَفْتُ أَنَّكَ نَاصِحِىْ # وَلَقَدْ صَدَقْتَ، وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِيْنًا

"তুমি আমাকে আহ্বান করেছো এবং আমি জানি যে তুমি আমার কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্খী। তুমি সত্যই বলেছো, তুমি আগেও বিশ্বস্ত ছিলে এখনও বিশ্বস্ত।"

وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ # مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْناً

"তুমি আমার সামনে একটি নতুন দীন (জীবন ব্যবস্থা পেশ করেছো) আমি জানি এটি হলো পৃথিবীর বুকে সকল জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা।"

لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ # لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحاً بِذَاكَ مُبِيْناً

"যদি তিরস্কার এবং গালির ভয় না থাকতো তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে এর প্রতি প্রকাশ্য সুহৃদয়বান পেতে।"

---

[৮৩০] সূরা আন-নূর ২৪:৩৯-৪০।

এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পরেও তার জন্য দোয়া করতে থাকলেন। যেমন নিম্নের হাদীসটিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ }

অর্থ: "সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) তার কাছে গেলেন। এ সময়ে আবু জাহেল, আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়্যা প্রমুখ কাফেরগণও আবু তালেবের কাছে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই। আমি এই কালিমার ভিত্তিতেই আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দাবী করতে পারবো। এ সময়ে আবু জাহেল এবং আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা বললো, হে আবু তালেব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? (এরপরে তিনি কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেন) রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকটে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ না করা হবে। এর পরেই পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়:

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } [التوبة : ١١٣]

অর্থঃ "নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্নীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী। (তাওবা, ৯ ঃ ১১৩)।[৮৩১]

পরকালে মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনিত ইসলামের আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই। হাদীসে মূসা (আ:) এর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, যদি মূসাও (আ:) জীবিত থাকতেন তাহলে তারও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর অনুসরণ ছাড়া মুক্তি মিলবে না। হাদীস:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تَعَجَّبْنَا، أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ : (أَمُتَهَوِّكُوْنَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَت الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي)) رواه أحمد، والبيهقى فى كتاب (شعب الإيمان)

অর্থঃ "জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার মহানবী (সা:) এর কাছে এসে বললেনঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ) আমরা ইহুদীদের কাছে এমন কিছু কথা-বার্তা শুনতে পায়, যা আমাদের নিকট ভাল লাগে, আমরা তাদের (তাওরাতের) কিছু কথা লিখে রাখবো? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি বিভ্রান্তির মধ্যে আছো?! যেমনিভাবে বিভ্রান্তিতে আছে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার (একটি দ্বীন), যদি মুসা (আঃ) (তাওরাত যার উপর নাজিল হয়েছে) তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও মুক্তির কোন উপায় ছিল না।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب أَتَى رَسُولَ اللَّه (بِنُسْخَة مِنَ التَّوْرَاة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هَذه نُسْخَةٌ منَ التَّوْرَاة . فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُول اللَّه (يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَكلَتْكَ الثَّوَاكلُ أَمَا تَرَى مَا بوَجْه رَسُول اللَّه (فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْه رَسُول اللَّه (فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّه مِنْ غَضَبِ اللَّه وَمِنْ غَضَبِ رَسُوله رَضِينَا بِاللَّه رَبًّا

---

[৮৩১] সহীহ বুখারী ৪৬৭৫; সহীহ মুসলিম ১৪১।

وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِى لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِى لاَتَّبَعَنِى »

অর্থ: জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাওরাত লিখিত একটি খন্ড নিয়ে আসলেন। বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। অতপরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন এবং ওমর (রা:) তা পড়তে আরম্ভ করলেন, তার পড়া শুনে রাসূলূল্লাহ এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। অতপরঃ আবু বকর (রা:) বললেনঃ হে ওমর! তুমি যদি মরে যেতে (চুপ হয়ে যাও), তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছনা? অতপরঃ ওমর (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ (সা:) কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অতপরঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি তোমরা মুসা (আঃ) কে পেতে অতপরঃ তার অনুসরণ করতে ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! যদি মুসা (আ:) স্বয়ং জীবিত থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমার অনুসরণ করতো।"[৮৩২]

৬. বহু তরীকার আক্বীদাহ।

পীর-সূফীদের মতে তরীকা অনেক। যেমন: চরমোনাইয়ের প্রথম পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেব তার প্রায় সকল বইতেই উল্লেখ করেছেন যে, 'আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জানিয়া রাখিবেন, দোযখের আযাবের পথ বন্ধ করিয়া বেহেশতে যাইবার জন্য কেতাবে ১২৬ তরিকা বয়ান করিয়াছে। তম্মধ্যে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকা একেবারে শর্টকাট।'[৮৩৩] আবার

---

[৮৩২] সুনানে দারমী ৪৪৩; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৯৪; হাদীসটি হাসান।

[৮৩৩] 'আশেক মা'শুক' সৈয়দ মাওলানা এসহাক রচিত পৃষ্ঠা নং ১১২। একই লেখকের কিতাব 'ভেদে মারেফাত ইয়াদে খোদা' পৃষ্ঠা নং ৬।

সূফীদের কোন কোন বইতে বলা হয়েছে, 'তরীকার সংখ্যা অগনিত তবে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় তিন শতাধিক তরীকা বিদ্যমান রয়েছে'।[৮৩৪]

খন্ডন

কিন্তু ইসলামে তথা কুরআন ও হাদীসে শুধুমাত্র একটি তরীকার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে: আল্লাহ প্রদত্ত্ব ও রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রদর্শিত তরীকা। যার নাম ইসলাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام : ١٥٣]

অর্থ: "আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"[৮৩৫]

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) একটি তরীকাকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } [النحل : ٩]

অর্থ: "আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন।"[৮৩৬]

রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে 'সিরাতে মুস্তাকিম' সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ { إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ }

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে (সিরাতে মুস্তাকিম বুঝানোর জন্য) প্রথমে একটি সোজা দাগ

---

[৮৩৪] 'সূফী দর্শণ' ড: ফকির আবদুর রশিদ রচিত, পৃষ্ঠা নং: ১৬৭।
[৮৩৫] সুরা আনআ'ম ৬:১৫৩।
[৮৩৬] সুরা নহল ১৬:৯।

দিলেন। আর বললেন এটা হলো আল্লাহর রাস্তা। অতপর ডানে বামে অনেকগুলো দাগ দিলেন আর বললেন এই রাস্তাগুলো শয়তানের রাস্তা। এ রাস্তাগুলোর প্রতিটি রাস্তার মুখে একটি করে শয়তান বসে আছে যারা এ রাস্তার দিকে মানুষদেরকে আহবান করে। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজের কথার প্রমাণে উপরে উল্লেখিত প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।"[৮৩৭]

৭. অজিফা, যিকির-আযকার ও বিদআত তৈরী করা।

পীর-সূফীদের ধর্মে বিভিন্ন প্রকার অজিফা ও যিকির-আযকার বাতলানো হয়। যার অনেক কিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত নয়। যা কোন কোন ক্ষেত্রে পীর-সূফীরা নিজেরাই স্বীকার করে থাকেন। যেমন: ছয় লতিফা সম্পর্কে চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বলেন, 'ছয় লতিফার কথা কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফে নাই, তবে আল্লাহ পাকের ওলীগণ আল্লাহ পাককে পাইবার জন্য একটা রাস্তা হিসাবে ইহা বাহির করিয়াছেন। যদি লতীফার ছবক আদায় করিতে চান, তবে একজন উপযুক্ত পীরের দরবারে থাকিতে হইবে।'[৮৩৮] এখানে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, লতীফার কথা কুরআন-হাদীসে নাই। এটা পীর-বুযুর্গরা তৈরী করেছে। এমনি ভাবে বিভিন্ন তরীকার যিকিরের পদ্ধতি যেমন 'হাফসে দম','পাছ আনফাছ', 'খতমে খাজেগান', 'দুরুদে নারিয়া', 'দুরুদে তাজ', 'দুরুদে হাজারী', 'শুধু ইল্লাল্লাহ এর যিকির', 'দালায়েলুল খায়রাত', 'দুআয়ে গাঞ্জুল আরশ', ইত্যাদি।

অথচ আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى : ٢١]

অর্থ: "তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"[৮৩৯]

---

[৮৩৭] মুসনাদে আহমদ ৪১৪২; নাসায়ী ১১১৭৫; মেশকাত ১৬৬।
[৮৩৮] 'ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা' পৃষ্ঠা নং: ৫০।
[৮৩৯] সুরা শুরা ৪২:২১।

তাছাড়া আল্লাহ (সুব:)স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة : ٣]

অর্থ: "....আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআ'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৮৪০]

অতএব যে দ্বীনকে আল্লাহ (সুব:) পরিপূর্ণ করে দিলেন তার ভিতরে কোন কিছু সংযোজন করা বা বিয়োজন করার কোন সুযোগ নেই।

৮. কুরআন ও হাদীসের বিকৃতি।

পীর-সূফীগণ যেহেতু পীরের কাছে মুরীদ হওয়াকে ফরজ মনে করেন তাই তারা এটা প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও হাদীসের কিছু দলীল পেশ করে নিজেদের মতানুযায়ী মনগড়া অপব্যাখ্যা করে থাকেন। নিম্নে তাদের দলীল গুলো পেশ করে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

প্রথম প্রমাণ:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة : ٣٥]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর।"[৮৪১]

এ আয়াতে الْوَسِيلَةَ (ওছিলা) বলতে পীর-সূফীগণ তাদের পীর সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজে এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা:) এই ব্যাখ্যা করেন নাই। তারা যে ব্যাখা করেছেন তা তাফসীরের বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোতে পাওয়া যাবে। তাফসীরে ইবনে কাছিরে বলা হয়েছে:

---

[৮৪০] সুরা মায়েদাহ ৫:৩।
[৮৪১] সুরা মায়েদাহ ৫:৩৫।

{ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ } قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَي الْقُرْبَةُ. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَأَبُوْ وَائِلٍ وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيْرٍ، وَالسُّدِّيْ، وَابْنُ زَيْدٍ.

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'ওছিলা' হল 'নৈকট্য'। মুজাহিদ, আতা, আবূ ওয়ায়েল, হাসান, কাতাদা, আবদুল্লাহ ইবনে কাছির, সুদ্দি, ইবনে যায়েদ প্রমুখ মুফাচ্ছিরগণ এই অর্থই করেছেন। এরপর তিনি ইমাম কাতাদার বক্তব্য উল্লেখ করেন:

وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ تَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ.

প্রখ্যাত মুফাচ্ছির কাতাদাহ বলেন, 'অছিলা' মানে হলো 'আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা ও আল্লাহর পছন্দনীয় আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জণ করা।"[৮৪২]

ইমাম শানক্বীতি (রহ:) বলেন:

اعْلَمْ أَنَّ جُمْهُوْرَ الْعُلَمَاءِ عَلَىْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَسِيْلَةِ هُنَا هُوَ الْقُرْبَةُ إِلَىْ اللهِ تَعَالَىْ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيْهِ عَلَىْ وَفْقِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْلَاصٍ فِيْ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَىْ ، لِأَنَّ هَذَا وَحْدَهُ هُوَ الطَّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ إِلَىْ رِضَى اللهِ تَعَالَىْ ، وَنَيْلِ مَا عِنْدَهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَأَصْلُ الْوَسِيْلَةِ : اَلطَّرِيْقُ الَّتِي تقرب إلى الشيء ، وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء ، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم

অর্থ: "জেনে রেখ! জুমহুর ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এই আয়াতে 'অছিলা' বলতে আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং নিষেধগুলোকে পরিহার করে সম্পূর্ণ ইখলাছের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরীকা অনুযায়ী ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ অর্জন করার একমাত্র পথ।

---

[৮৪২] তাফসীরে ইবনে কাছির ৩য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা; তাফসীরে তবারী ১০ম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা; তাফসীরে বাইযাবী ২য় খন্ড ২নং পৃষ্ঠা; উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে।

মূলতঃ 'অছিলা' বলা হয় ঐ রাস্তাকে যে রাস্তা কোন কিছুর কাছে পৌছে দেয়। আর তা হচ্ছে 'আমলে সালেহ'। এটাই সমস্ত ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যমত। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর অনুসরণ করা ছাড়া কোন 'অছিলা' হতে পারে না।[৮৪৩]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, পীর-সূফীগণ আয়াতের শুধুমাত্র প্রথম অংশটুকুই পাঠ করে থাকেন। পূর্ণ আয়াত তারা পড়েন না। অথচ পূর্ণ আয়াত পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত। কেননা 'অছিলা'র পরেই বলা হয়েছে:

{وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [المائدة : ٣٥]

অর্থ: " ...আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।"[৮৪৪]

এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি বড় 'অছিলা' হচ্ছে 'আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'। কিন্তু অতিব দুঃখের বিষয় এই যে, পীর সাহেবগণ অতি কু-কৌশলে এই অংশটিকে এড়িয়ে যান।

দ্বিতীয় দলীল:

পীর সাহেবগণ তাদের পীর-মুরীদির ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকটি দলীল পেশ করে থাকেন। তা হলো নিম্নের আয়াতটি:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة : ١١٩]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"[৮৪৫]

পীর-সূফীগন এ আয়াতে বর্ণিত 'সত্যবাদী' বলতে তাদের পীর সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকেন। অথচ এটি একটি মনগড়া, বিভ্রান্তিকর এবং কুরআন বিকৃতি মূলক ব্যাখ্যা। কেননা আল্লাহ (সুব:) নিজেই 'সত্যবাদীদের' পরিচয় দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

---

[৮৪৩] 'তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান' প্রথম খন্ড ৪২৭ নং পৃষ্ঠা, সুরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতের তাফসীর।

[৮৪৪] সুরা মায়েদাহ ৫:৩৫।

[৮৪৫] সুরা তাওবা ৯:১১৯।

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } [الحجرات : ١٥]

অর্থ: "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী।"[৮৪৬]

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:)স্পষ্টভাবে 'সত্যবাদী'দের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু পীর সাহেবরা হয়তো আল্লাহ (সুব:)এর ব্যাখ্যার সাথে একমত না হয়ে বরং উল্টো আল্লাহ (সুব:)কে ব্যাখ্যা শিখাচ্ছেন। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ঐ আয়াতের পরের আয়াতে বলেন:

{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات : ١٦]

অর্থ: "বল, 'তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে শিক্ষা দিচ্ছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত'।"[৮৪৭]

তৃতীয় দলীল:

{وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان : ١٥]

অর্থ: "আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়।"[৮৪৮]

এ আয়াত দ্বারা তারা পীর-বুযুর্গদের তৈরী করা তরীকাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অথচ এ আয়াত ওদের বিরূদ্ধে দলীল। কেননা আল্লাহ (সুব:)বলেছেন 'যে আমার অভিমুখি হয়'। সুতরাং যারা আল্লাহর অভিমুখি হবে তাদের রাস্তা একটাই হবে। আল্লাহ (সুব:)অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ } [الزمر : ١٧]

---

[৮৪৬] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫।
[৮৪৭] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৬।
[৮৪৮] সুরা লোকমান ৩১:১৫।

অর্থ: "আর যারা তাগূতের ইবাদত পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।"[৮৪৯]

এ আয়াতে আল্লাহ মুখি হওয়ার জন্য তাগুতের আনুগত্য পরিহার করাকে শর্ত করা হয়েছে। পীর-সূফীদের ধর্মে 'তাগুত'কে বর্জন করার কোন কর্মসূচিই নেই। অতএব যেই আল্লাহ মুখি লোকদের রাস্তায় চলতে বলা হয়েছে তাদের প্রথম কাজই হচ্ছে 'তাগুত'কে বর্জন করা।

৯. ভায়া-মাধ্যম।

পীর-সূফীদের আক্বীদাহ হলো 'পীরদের ভায়া-মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ (সুব:) কে পাওয়া যাবে না। এবং পীর-ওলীদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ (সুব:) পাপীদের দুআ' কবুল করেন না। যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন, 'বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করিতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দোয়া করিবেন, যাহাতে তিনি কবুল করিয়া নেন। ঐ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করিয়া নেন।'[৮৫০] তারা তাদের এই দাবীর স্বপক্ষে দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটি পেশ করেন:

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء : ٦٤]

অর্থ: "আর যদি তারা যখন নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পেত।"[৮৫১]

তারা বলে এই তো ভায়া-মাধ্যম পাওয়া গেল। কেননা এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মাধ্যমে ইস্তিগফার করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর: এ আয়াতে মূলত: ভায়া মাধ্যমের কথা বলা হয় নাই। বরং একদল মুনাফিকদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর

---

[৮৪৯] সুরা যুমার ৩৯:১৭।

[৮৫০] 'ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক রচিত, পৃষ্ঠা নং ৩৪।

[৮৫১] সুরা নিসা ৪:৬৪।

সাথে বেয়াদবী করেছিল। তারা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছে বিচার ফয়সালার জন্য না গিয়ে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায়। তারা যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাথে অন্যায় করেছে তাই আল্লাহ (সুব:) সরাসরি কবুল না করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং তার পরে আল্লাহর (সুব:) কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বিষয়টি হাদীস ও তাফসীরের গ্রহণযোগ্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন: 'তাফসীরে জামেউল বয়ান ফী তাবীলিল কুরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে:

جَاؤُوْكَ"، يَا مُحَمَّدُ، حِيْنَ فَعَلُوْا مَا فَعَلُوْا مِنْ مَصِيْرِهِمْ إِلَــى الطَّــاغُوْتِ رَاضِــيْنَ بِحُكْمِهِ دُوْنَ حُكْمِكَ، جَاؤُوْكَ تَائِبِيْنَ مُنِيْبِيْنَ، فَسَأَلُوا اللهَ أَنْ يَصْفَحَ لَهُمْ عَنْ عُقُوْبَةِ ذَنْبِهِمْ بِتَغْطِيَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَسَأَلَ لَهُمُ اللهُ رَسُوْلُهُ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْــلَ ذَلِــكَ. وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَىْ قَوْلِهِ:"فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ".

অর্থ: 'তোমার কাছে আসতো' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তারা তাগুতের বিচারকে পছন্দ করে আর আপনার বিচারকে অপছন্দ করে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যে বড় অন্যায় করেছে তার থেকে তওবা করে যদি আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে চায় আর এ জন্য তারা আপনার কাছে আসে এবং আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালুরূপে পাবেন। এটাই হচ্ছে 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন' এর ব্যাখ্যা।"[৮৫২]

তাফসীরে রাযীতে উল্লেখ করা হয়েছে:

المراد به من تقدم ذكره من المنافقين ، يعني لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول...

অর্থ: "এ আয়াতের দ্বারা পূর্বে উল্লেখিত মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যারা রাসূল (সা:) এর কাছে বিচার চাওয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে

---

[৮৫২] তাফসীরে জামেউল বয়ান ফী তাবীলিল ৮ম খন্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

তাগুতের কাছে বিচার চায় । অতপর তারা লজ্জিত হয়ে রাসূল (সা:) এর নিকটে ক্ষমা চাইলে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন....' । তারপরে ইমাম রাজি (র:) বলেন:

الثاني : قال أبو بكر الأصم : إن قوما من المنافقين اصطلحوا على كيد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن قوما دخلوا يريدون أمراً لا ينالونه ، فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقوموا ، فقال : ألا تقومون ، فلم يفعلوا فقال صلى الله عليه وسلم : قم يا فلان قم يا فلان حتى عد أثني عشر رجلا منهم ، فقاموا وقالوا : كنا عزمنا على ما قلت ، ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا ، فقال : الآن اخرجوا أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار : وكان الله أقرب الى الاجابة اخرجوا عني .

অর্থ: " দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো এই যে, একদল মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ব্যাপারে একটি গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল । আর এই ষড়যন্ত্রটি বাস্তবায়ন করার জন্য তারা কিছু নীলনকশা তৈরী করেছিল । জিবরাইল (আ:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং বললেন তারা আপনার কাছে এসে কিছু আভিনয় করবে এবং এমন কিছু কথা বলবে যা তারা বাস্তবে করবে না । রাসূলুল্লাহ (সা:) এই লোকগুলো সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন এরা এমন কিছু কথা বলবে যা তারা বাস্তবে করবে না । তারা যদি আমার কাছে ক্ষমা চাইত এবং আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম তাহলে অবশ্যই আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে ক্ষমা করে নিতেন । এই লোকগুলো সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন' ।

এরপর এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য প্রথমে প্রশ্ন করে তারপরে উত্তর দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে:

المسألة الثانية : لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح

لكانت توبتهم مقبولة ، فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله ، وكان أيضاً إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخالا للغم في قلبه ، ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره ، فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم . الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد ، فاذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد ، وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل ، فاذا انضم اليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم .

অর্থ: "প্রশ্ন: এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে কেন ক্ষমা চাইতে বলা হলো? তারা যদি সরাসরি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতো তাহলেইতো আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিতে পারতেন? রাসূল (সা:) এর কাছে যেতে বললেন কেন? এই প্রশ্নের কয়েকটি জবাব হতে পারে। প্রথমত: আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছে বিচারের জন্য না গিয়ে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাথে বেয়াদবী করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মনে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আর এ জাতীয় অন্যায়ের জন্য যার সাথে অন্যায় করে তার কাছে ক্ষমা চাওয়াটা অবশ্যই জরুরী। তাই আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত: ঐ লোকগুলো রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে বিচারের জন্য না গিয়ে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ায় মাধ্যমে হঠকারিতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছে সুতরাং তাদের এই দাম্ভিকতা ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত হওয়া তওবার জন্য পূর্ব শর্ত। এই জন্য আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: "আর যদি তারা যখন নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পেত.....।"[৮৫৩]

[৮৫৩] তাফসীরে রাযি সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) গুনাহগার ও পাপীদেরকে তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে কোন প্রকার ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ক্ষমা করেন তার কোন দলীল প্রমান আছে কি?

উত্তর: হ্যা! অবশ্যই আছে। আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : ١١٠]

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৫৪]

এ আয়াতে সরাসরি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোন ভায়া-মাধ্যমের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। পবিত্র কুরআনে এরকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ (সুব:) সরাসরি ক্ষমার কথা ঘোষণা করেছেন। কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر : ٥٣]

অর্থ: "বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৫৫]

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, যারা পাপ করতে করতে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে আল্লাহ (সুব:) তাদেরও ক্ষমা করে দিবেন। অনেক সময় বান্দা অন্যায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেও ভয় পায় যেমনিভাবে কোন সন্তান তার বাবার সাথে অন্যায় করার পর বাবার কাছে যেতে ভয় পায় তখন বাবা তাকে অভয় দেন, 'এসো! আব্বুর কাছে এসো! আমি তোমাকে আদর করবো, তোমাকে শাস্তি দিব না।' ঠিক

[৮৫৪] সুরা নিসা ৪:১১০।
[৮৫৫] সুরা যুমার ৩৯:৫৩।

তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:) পাপী-গুনাহগার বান্দাদেরকে অভয় দিতে গিয়ে বলেছেন:

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر : ٦٠]

অর্থ: "আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।"[৮৫৬] এখানেও কোন ভায়া-মাধ্যমের কথা বলা হয়নি। অনেক সময় পাপীলোকেরা মনে করে আমি এত বড় পাপী আমাকে আল্লাহ (সুব:) ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় কোন ভায়া মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বললে আল্লাহ (সুব:) ক্ষমা করে দিবেন। সে জন্য আল্লাহ (সুব:) নিম্নের আয়াতটির মাধ্যমে অভয় দিয়ে ঘোষণা করলেন:

{نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الحجر : ٤٩]

অর্থ: "আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৫৭] অর্থাৎ যতবড় অন্যায়কারী ও পাপী হোক না কেন যদি খালেস দিলে তওবা করে তাহলে অবশ্যই আমাকে দয়াশীল ও ক্ষমাকারী পাবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্বাত্তিক আলোচনা: পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ (সুব:) বলেছেন যে, হে নবী! আপনাকে লোকেরা অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তখন আপনি এই উত্তর দিবেন। অর্থাৎ উত্তরটা আপনার মাধ্যমে যাবে। কিন্তু এক জায়গায় এর ব্যতিক্রম হয়েছে। সেটি কোনটি? তাহলে দেখুন:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } [البقرة : ١٨٩]

অর্থ: "তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, 'তা মানুষের ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক।"[৮৫৮]

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة : ٢١٥]

---

[৮৫৬] সুরা গাফের ৪০:৬০।
[৮৫৭] সুরা হিজর ১৫:৪৯।
[৮৫৮] সুরা বাকারা ২:১৮৯।

অর্থ: "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলুন, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।"[৮৫৯]

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة : ٢١٧]

অর্থ: "তারা আপনাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে যুদ্ধ করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, 'তাতে যুদ্ধ করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া।"[৮৬০]

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة : ٢١٩]

অর্থ: "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়।"[৮৬১]

{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة : ٢١٩]

অর্থ: "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। আপনি বলুন, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।"[৮৬২]

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة : ٤]

অর্থ: "তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? আপনি বলুন, 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু।"[৮৬৩]

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} [الأعراف : ١٨٧]

---

[৮৫৯] সুরা বাকারা ২:২১৫।
[৮৬০] সুরা বাকারা ২:২১৭।
[৮৬১] সুরা বাকার ২:২১৯।
[৮৬২] সুরা বাকারা ২:২১৯।
[৮৬৩] সুরা মায়েদা ৫:৪।

অর্থ: "তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 'তা কখন ঘটবে'? আপনি বলুন, 'এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট।"[৮৬৪]

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال : ١]

অর্থ: "লোকেরা আপনাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলুন, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য।"[৮৬৫]

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ } [البقرة : ٢٢٠]

অর্থ: "আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। আপনি বলুন, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম।"[৮৬৬]

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقـرة : ٢٢٢]

অর্থ: "আর তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক।"[৮৬৭]

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء : ٨٥]

অর্থ: "আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, 'রূহ আমার রবের আদেশ থেকে।"[৮৬৮]

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف : ٨٣]

অর্থ: আর তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, 'আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি'।[৮৬৯]

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا} [طه : ١٠٥]

অর্থ: "আর তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, 'আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন'।"[৮৭০]

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء : ١٢٧]

---

[৮৬৪] সুরা আরাফ ৭:১৮৭।
[৮৬৫] সুরা আনফাল ৮:১।
[৮৬৬] সুরা বাকারা ২:২২০।
[৮৬৭] সুরা বাকারা ২:২২২।
[৮৬৮] সুরা ইসরা ১৭:৮৫।
[৮৬৯] সুরা কাহাফ ১৮:৮৩।
[৮৭০] সুরা তাহা ২০:১০৫।

অর্থ: “তারা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন[৮৭১]

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء : ١٧٦]

অর্থ: “তারা আপনার কাছে সমাধান চায়। আপনি বলুন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন ‘কালালা’[৮৭২] সম্পর্কে।[৮৭৩]

এই আয়াতগুলোতে সব জায়গায় দেখা গেল, হে নবী! তোমাকে লোকের জিজ্ঞাসা করবে আর তুমি এই উত্তর দিবে। কিন্তু এক জায়গায় শুধু মাত্র এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } [البقرة : ١٨٦]

আর যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।[৮৭৪]

এ আয়াতে দেখা গেল আল্লাহ (সুব:) বললেন, যখন বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এরপরে পূর্বের বর্ণনার পদ্ধতি অনুযায়ী বলা দরকার ছিল ‘তুমি বল’। কিন্তু আল্লাহ (সুব:) এখানে আর তা বলেন নি। বরং আল্লাহ (সুব:) বললেন, আমি তো কাছেই। তার মানে হচ্ছে, বিষয়টা যদি আল্লাহ (সুব:) ও তার বান্দার প্রসঙ্গ হয় তাহলে আপনিও ভায়া মাধ্যম থাকবেন না। এজন্যই আল্লাহ (সুব:) ‘কুল’ তুমি বল! শব্দটি উল্লেখ করেন নাই। প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ তুমি কত কাছে? তুমি কি আমার ডাক সরাসরি শুনতে পাও? তার উত্তরে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق : ١٦]

---

[৮৭১] সুরা নিসা ৪:১২৭।
[৮৭২] ‘পিতা মাতাহীন নিঃসন্তানকে ‘কালালা’ বলা হয়।
[৮৭৩] সুরা নিসা ৪:১৭৬।
[৮৭৪] সুরা বাকারা ২:১৮৬।

অর্থ: "আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে।"[৮৭৫]

সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে। কোন প্রকার ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না। এই ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করার জন্যই মক্কার কাফেরগণ কাফের ও মুশরিক হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمــر : ٣]

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"[৮৭৬]

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُــفَعَاؤُنَا عِنْــدَ اللَّهِ} [يونس : ١٨]

অর্থ: "আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'।"[৮৭৭]

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ (সুব:) একটি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَــالَى عَمَّــا يُشْرِكُونَ} [يونس : ١٨]

অর্থ: বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।"[৮৭৮]

---

[৮৭৫] সুরা ক্বাফ ৫০:১৬।

[৮৭৬] সুরা যুমার ৩৯:৩।

[৮৭৭] সুরা ইউনুস ১০:১৮।

আল্লাহ (সুবঃ) এখানে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, তারা আল্লাহকে শিখাচ্ছে। অথচ আল্লাহ (সুবঃ) সরাসরি তার ইবাদত করার জন্য এবং তার কাছেই সাহায্য কামনা করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة : ٥]

অর্থঃ "আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।"[৮৭৯]

এখানে কোন ভায়া-মাধ্যম নেই। এমনি ভাবে হজ্জ করতে গেলেও ইহরাম বেধেঁ নিয়ত করার পরে 'তালবিয়া' পাঠ করতে হয়। সেখানেও 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে সরাসরি আল্লাহকে ডাকা হয়। কোন ভায়া-মাধ্যম নেই।

আল্লাহকে জজের সাথে তুলনা

প্রশ্নঃ পীর-সূফীগণ সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে বলে থাকেন, 'দুনিয়াতে জজের কাছে কিছু বলতে হলে উকিল ধরতে হয়। এমনিভাবে মন্ত্রি-এমপিদের কাছে পৌঁছতে হলেও ভায়া-মাধ্যম ধরতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ (সুবঃ) পর্যন্ত পৌঁছতে হলেও ভায়া-মাধ্যম লাগবে।' এ কথার জবাব কি?

উত্তরঃ প্রথমতঃ এ জাতীয় কথা-বার্তা আল্লাহর (সুবঃ) সাথে চরম বেয়াদবী। কেননা এখানে আল্লাহকে (সুবঃ) একজন সাধারণ জজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যে জজ মানুষের গোপন কিছু জানে না। আর জানলেও তার উপর ভিত্তি করে বিচার করতে পারে না। বরং সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে যেটা প্রমাণিত হবে সে পক্ষে রায় দিতে বাধ্য। দুনিয়ার জজ শাসক ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। তাছাড়া এখানে সিস্টেমই হলো উকিল ধরতে হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ (সুবঃ) হচ্ছেন আলেমূল গায়েব। তিনি নিজের জ্ঞান অনুযায়ী বিচার করতে পারেন। তিনি আহকামূল হাকিমীন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين : ٨]

---

[৮৭৮] সুরা ইউনুস ১০:১৮।

[৮৭৯] সুরা ফাতেহা ১:৪।

অর্থ: "আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?"[৮৮০]

তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء : ٢٣]

অর্থ: "তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।"[৮৮১]

তাছাড়া আল্লাহর সিস্টেমই হলো কোন প্রকার উকিল ও ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর (সুব:) কাছে প্রার্থণা করা। বরং কেউ যদি আল্লাহর (সুব:) কাছে সুপারিশ করতে চায় তাহলেও তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব অনুমতি নেওয়া জরুরী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة : ٢٥٥]

অর্থ: "কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।"[৮৮২]

সুতরাং এমতাবস্থায় আল্লাহকে (সুব:) দুনিয়ার সামান্য একজন জজের সাথে তুলনা করা আল্লাহর সাথে চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শণ করা ছাড়া আর কিছুই না। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج : ٧٤]

অর্থ: "তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।"[৮৮৩]

---

[৮৮০] সুরা তীন ৯৫:৮।

[৮৮১] সুরা আম্বিয়া ২১:২৩।

[৮৮২] সুরা বাকারা ২:২৫৫।

[৮৮৩] সুরা হজ্জ ২২:৭৪।

তাই কোন প্রকার মনগড়া যুক্তি-তর্কের অনুসরণ না করে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করুন।

১০. তাওয়াজ্জুহ ও ফয়েজ দেওয়ার আক্বীদাহ।

পীর-সূফীদের আক্বীদাহ হলো যদি পীর সাহেব কারো অন্তরের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দেন তাহলে সে কামেল ওলী হয়ে যায়। যেমনঃ চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন: "হুজুর নানাভাইকে এমন ফয়েজ দিলেন, যাহার ফলে নানাভাইয়ের জাহিরী ছুরাতও পরিবর্তণ হইয়া ইমাম বাকী বিল্লাহর (র:) ছুরাত হইয়া গিয়াছে। কে ইমাম আর কে নানাভাই, চেহারার দ্বারা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। ইহাকে ফয়েজে ইত্তেহাদী বলা হয়। একই সঙ্গে এত নূরের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নানাভাই দুই এক দিন পরে এন্তেকাল করেন।"[৮৮৪]

এ প্রসঙ্গে আরেক পীর এনায়েতপূরী বলেন, 'তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদীর শক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক। যে সে পীরে এ তাওয়াজ্জুহ দিতে পারে না। যাহাকে আল্লাহ এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি যদি ঐ তাওয়াজ্জুহ কাহাকেও দান করেন, তবে প্রবল অগ্নির ন্যায় মুহুর্তের মধ্যে তাহার দেলের যাবতীয় ময়লা জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দেল পাক ও ছাফ করিয়া দেন। তখন লতীফা আল্লাহ আল্লাহ নামে হেলিতে (নড়া চড়া করিতে) থাকে।"[৮৮৫]

কুতুববাগ দরবার থেকে প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত অজিফা' নামক বইয়ে লিখা হয়েছে:-

"পীরের দিলে দিল মিশাইলে, মুর্দা দিলও জিন্দা হয়
অকূলও দরিয়ার মাঝে ডুবা তরী ভেসে যায়
আপনা দিল কর সাদা, কেনো ভাবো জুদা জুদা
যথায় মোর্শেদ তথায় খোদা, ঐ নামেতে ডুবে রও"[৮৮৬]

ভারত বর্ষের প্রখ্যাত পীর ও মুর্শিদ 'হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী' সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা হলো আবরারুল হক সাহেব। তাঁর বিশিষ্ট খলীফা

---

[৮৮৪] 'ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব রচিত, পৃষ্ঠা নং ৪৫।
[৮৮৫] গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী এর অনুমোদনে মো: মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং ৭৯।
[৮৮৬] 'সংক্ষিপ্ত অজিফা' কুতুববাগ দরবার হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং ২৩।

হচ্ছে হাকীম আখতার সাহেব। তিনি বলেন, কোন কোন লোকের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, ঐ দৃষ্টির বরকতের কল্যানে বদকার নেককার হয় এবং দুষ্ট শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়। আকবর এলাহবাদী এই বিষয়টি খুব সুন্দররূপে বলিয়াছেন–

نہ کتابوں سےنہ وعظوں سے نہ زرسے پیدا
دین ہوتاہے بزرگوں کی نظرسے پیدا

অর্থ: 'কিতাবপত্র, ওয়ায-নছীহত এবং টাকা-পয়সার দ্বারা নয় # বুযুর্গ লোকদের দৃষ্টির কল্যানে দ্বীন পয়দা হয়।"[৮৮৭]

খন্ডন

পূর্বের আলোচনায় বুঝা গেল পীর-সূফীগণ কারো প্রতি তাওয়াজ্জুহ বা অন্তর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বীয় চাচা আবু তালেবকে শত চেষ্টা করেও হেদায়াত করতে পারলেন না। বরং সে বেইমান অবস্থায় মারা গেল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তার পরও দুআ' করতে থাকলেন। এবং বললেন আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ' করতেই থাকবো। তারপরেই পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটি নাজিল হলো:

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [القصص : ٥٦]

অর্থ: "নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভাল জানেন।"[৮৮৮]

এমনকি তার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দুআ' করতেও নিষেধ করে দেয়া হলো। ইরশাদ হচ্ছে:

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } [التوبة : ١١٣]

[৮৮৭] 'বাংলা মা'আরেফে মাছনবী' কুতুব খানায়ে রশিদিয়া প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং: ৩০।
[৮৮৮] সুরা কাসাস ২৮:৫৬।

অর্থ: "নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।"[৮৮৯]

রাসূলুল্লাহ (সা:) মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে যখন হেদায়াত করার চেষ্টা করছিলেন এবং তাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন এমতাবস্থায় একজন অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহ (সুব:) এটাকে পছন্দ করলেন না। বরং ওহী নাজিল করে সেটাকে ভন্ডুল করে দিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)} [عبس : ١ - ١٠]

অর্থ: "সে (মুহাম্মদ সা.) ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সে (অন্ধ লোকটি) হয়ত পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত। আর যে বেপরোয়া হয়েছে, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব বর্তাবে না পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটে আসল, আর সে ভয়ও করে, অথচ তুমি তার প্রতি উদাসীন হলে।"[৮৯০]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ (সুব:) সতর্ক করে দিলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও তার পরিবার এবং তার সকল উম্মতকে সাবধান করেছেন যে আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার মালিক নই। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ « يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ

---

[৮৮৯] সুরা তাওবা ৯:১১৩।
[৮৯০] সুরা আবাসা ৮০:১-১০।

لُؤَىٍّ أَنْقذُوا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّارِ يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقذُوا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْد شَمْسٍ أَنْقذُوا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْد مَنَافٍ أَنْقذُوا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّارِ يَا بَنِى هَاشمٍ أَنْقذُوا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْد الْمُطَّلبِ أَنْقذُوا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّارِ يَا فَاطمَةُ أَنْقذى نَفْسَك منَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلكُ لَكُمْ منَ اللَّه شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلهَا

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো: "আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন" তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) কুরাইশদেরকে ডেকে একস্থানে সমবেত করলেন। তিনি তাদেরকে (আম ভাবে) সাধারণ ভাবে ও (খাস ভাবে) বিশেষ ভাবে সতর্ক করলেন। অতপর তিনি বললেন: হে কাব ইবনে লুয়াইয়ের বংশধর, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও, হে মুররা ইবনে কা'বের বংশধরগণ, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বনু আবদে শামস! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বণী আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে বনু হাসেম! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা! তুমি তোমার নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। মনে রেখো! (ঈমান ব্যতিরেকে) আমি তোমাদের কোন কাজে আসবো না। তবে হ্যাঁ! তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো (অর্থাৎ সে অনুযায়ী আমি তোমাদের পার্থিব সাহায্য-সহযোগীতা করবো)।"[৮৯১]

সুতরাং বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ফয়েজ দিয়ে কাউকে আল্লাহর ওলী বানান নাই। আর পীর-সূফীরা তা করেন। তাহলে কি পীর-সূফীদের ক্ষমতা কি রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকেও বেশী।

১২. নফসের জিহাদ বড় জিহাদ।

পীর-সূফীদের কাছে অস্ত্রের জিহাদের চেয়েও বড় জিহাদ হলো নফসের জিহাদ। যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করীম সাহেব বলেন:

---

[৮৯১] সহীহ মুসলিম ৫২২।

'আল্লাহর হাবীব ফরমানঃ "আমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে রওনা করলাম।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! এর চাইতে বড় যুদ্ধ আবার কোথায়? কাফেরদের মোকাবেলায় তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলাম, তারা যে কোন মুহূর্তে আমদেরকে মারার জন্য প্রস্তুত, আমরাও তাদেরকে মারার জন্য যে কোন মুহূর্তে প্রস্তুত। ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! এর চাইতে আবার বড় জেহাদ কোথায়? আল্লাহর হাবীব ফরমান, খায়েশাতে নফছানীর সঙ্গে জেহাদ করা হল সব চাইতে বড় জেহাদ।'[৮৯২]

এ বাক্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ময়দানে ইসলামের দুশমন কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলা করে আল্লাহর যমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ছোট জিহাদ, জান-মাল উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে জীবন বিসর্জন দেয়া ছোট কাজ, ছোট জিহাদ, ছোট শহীদ। এই অসংগত চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তিহীন বক্তব্যই মুসলিম জাতিকে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহসী কর্মপন্থা থেকে বিরত রেখেছে তাই এ ব্যাপারে মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। তারা দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীসটি পেশ করে থাকেনঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ قَالَ جِهَــادُ الْقَلْبِ

অর্থঃ "আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বড় জিহাদ কোনটি? রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ।"

অথচ এটি একটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, পীর-সূফীদের বানানো জাল হাদীস। এই হাদীসটি দিয়েই মূলত আমাদের সমাজে ভিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা "বিভ্রান্তির উৎস ও তার সমাধান" নামে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. আল্লাহ ওয়ালাদের ইবাদতের প্রয়োজন নেইঃ

একদল পীর-সূফীদের আক্বিদাহ হলো কামেল অলীর কোন ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না। যেমনঃ সুরেশ্বরী পীর লিখেছেনঃ 'হাক্কুল

---

[৮৯২] মাওয়ায়েযে কারীমিয়া দ্বিতীয় খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা।

ইয়াকীন' বা চূড়ান্ত প্রত্যয়ের মাধ্যমে একক সত্তায় উপনীত হওয়ার পর ঈমানের মাত্রাও শেষ হয়ে যায়। কেবল ইয়াকীন অবশিষ্ট থেকে যায়। এখানে এসেই হাক্কানী বা প্রকৃত বান্দাগণের ইবাদতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে।" তার এই বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটিকে পেশ করেছে। আল্লাহর (সুব:)ইরশাদ করেন:

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر : ٩٩]

অর্থ: "এবং আল্লাহর বান্দেগী কর, যতক্ষণ না তোমার ইয়াকীন পূর্ণতা পায়।"[৮৯৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মাধ্যম হল এরফান বা আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ আরেফদের জন্যে এরফান ছাড়া অন্য কোন ইবাদত নেই। যদিও ইবাদতের রূপে অনেক কিছুই করা হয়, তবু এর তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদ। মাকামে তাওহীদ অর্জণ করার পর বন্দেগী করা কুফরী। এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী বলেন:

مَنْ اَرَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ اتِصَالٍ فَهُوَ كَافِرٌ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি মাকামে তাওহীদ বা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে ইবাদতের ইচ্ছা করেছে, সেই কাফের।"[৮৯৪]

সুরেশ্বরী পীর অপর আরেক কিতাবে উল্লেখ করেন:

মালামতি দেখে যারে, রোযা নামায নাহি পড়ে
আওয়ারেফে দেখ বন্ধুগণ।[৮৯৫]

খন্ডন

অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) সারা জীবন ইবাদত করেছেন। জামাতের সাথে সালাত আদায় করেছেন। এমনকি যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত একাকি চলতে পারেন না তখনও দুজন লোকের কাধে ভর দিয়ে সালাতের জামাতে অংশগ্রহন করেন। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

---

[৮৯৩] সুরা হিজর ১৫:৯৯।

[৮৯৪] 'সিররে হক্ব জামে নূর' পৃষ্ঠা নং ৩৩-৩৪, প্রকাশকবৃন্দ: আলহাজ্ব সৈয়েদ শাহ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ মাহবুবে খোদা ও ভ্রাতাগণ, প্রথম প্রকাশ।

[৮৯৫] নুরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা ১৩৩, সুরেশ্বর দরবার এর পক্ষে সৈয়দ শাহ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একদশ সংস্করণ ১৯৯৮।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَــاءَ بِلَــالٌ يُوذِنُــهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ ...فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّــهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِــي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ

অর্থ: "আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন বেলাল (রা:) তাঁকে সালাতে অংশগ্রহণের জন্য ডাকলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আবু বকরকে বলো সে যেন লোকদেরকে নিয়ে জামাত শুরু করে দেয়...যখন তিনি সালাত শুরু করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) একটু সুস্থতা বোধ করলেন। তিনি দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে যেতে লাগলেন এবং তাঁর পাদুটো জমিনে হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থাতেই তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন।"[৮৯৬] যেই নবীর আগের পিছের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ (সুব:) ঘোষণা দিয়েছেন:

{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح : ٢]

অর্থ: "যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের পাপ ক্ষমা করেন।"[৮৯৭]

সেই নবী মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও মসজিদে গিয়ে জামাতে সালাত আদায় করলেন তাহলে তিনি কি সেই চূড়ান্ত মাকামের পৌঁছতে পারেন নি? তাছাড়া পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে:

{وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم : ٣١]

অর্থ: "এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন।"[৮৯৮]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারো থেকে ইবাদত বান্দেগী মাফ হয়ে যায় না। তাহলে ওদের আয়াতের জবাব কি? এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে:

---

[৮৯৬] সহীহ বুখারী ৭১৩।

[৮৯৭] সুরা ফাতাহ ৪৮:২।

[৮৯৮] সুরা মারয়াম ১৯:৩১।

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله: { وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري، عن عمران بن حصين، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب" (٢)

অর্থ: "এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইবাদত যেমন সালাত রহিত হয় না। বরং সকল ইবাদত তার উপর ফরজ থাকে। সে তার সামর্থ অনুযায়ী সালাত আদায় করবে। যেমন সহীহ বুখারীতে ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, তা না পারলে বসে সালাত আদায় কর। তাও না পারলে শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।"

এরপরে ইমাম ইবনে কাছীর (র:) এই ভ্রান্ত পীর-সূফীদের মনগড়া তাফসীরের সমালোচনা করতে গিয়ে কঠোর ভাষায় বলেন:

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء، عليهم السلام، كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته، وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت،

অর্থ: "এই আয়াত দ্বারা ঐ সকল ভ্রান্ত মালাহেদাদের ভ্রান্তির বিরূদ্ধে দলীল পেশ করা যায় যারা বলে যে, 'ইয়াকীন অর্থ মারেফাত। যখন মারেফাত অর্জন হয়ে যায় তখন ইবাদত লাগে না' এটি একটি কুফুরী, গোমরাহী ও মূর্খতা। কেননা নবী-রাসূলগণ ও তাদের সাহাবাগণ আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে, আল্লাহর গুনাবলী সম্পর্কে এবং আল্লাহর উপযুক্ত তা'যীম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন। তা স্বত্তেও তারা সকল মানুষের থেকে বেশী ইবাদত কারী ছিলেন। এবং তারা মৃতু পর্যন্ত নেক আমল করে গেছেন।" সুতরাং যার উপরে কোরআন

নাজিল হলো এবং যাদের সামনে নাযিল হলো তারা সকলেই যখন মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারো থেকে ইবাদত মাফ হয় না। তাই এখানে ইয়াক্বীন বলতে মৃতুকে বুঝানো হয়েছে। মারেফাতকে নয়।"[৮৯৯]

ইয়াক্বীন শব্দটি কোরআনের অন্য আয়াতেও মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر : ٤٣ – ٤٧]

অর্থ: "তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না'। 'আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না'। 'আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে (বেহুদা আলাপে) মগ্ন থাকতাম' 'আর আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম'। 'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে'।"[৯০০]

তাছাড়া হাদীসেও ইয়াক্বীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওসমান ইবনে মায'উন (রা:) যখন মারা গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছিলেন:

أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنْ اللَّهِ

অর্থ: "তার নিকট তো ইয়াক্বীন (মৃত্যু) এসে গেছে, আমি তার ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণের আশা রাখি।"[৯০১]

সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সা:) তাফসীর বাদ দিয়ে কোন পীর-সূফীর মনগড়া তাফসীর মেনে নেওয়া যাবে না।

১৪. পীরদের পায়ে সেজদাহ করা জায়েজ:

পীর-সুফীদের অনেকের মতে সিজদাহ দুই প্রকার। ক. তা'জিমী সিজদাহ, খ. ইবাদতের সিজদাহ। প্রথম প্রকার অর্থাৎ তা'জিমী সিজদাহ (সম্মানসূচক সিজদাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা জায়েজ। যেমন

---

[৮৯৯] তাফরীসে ইবনে কাসীর সুরা হিজরের ৯৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[৯০০] সুরা মুদ্দসির ৭৪:৪৩-৪৭।

[৯০১] সহীহ বুখারী ৭০১৮।

সুরেশ্বরী পীর বলেন: ‘সিজদা দুই প্রকার । সিজদাতুল ইবাদাহ বা ইবাদতের নিয়তে সিজদা এবং সিজদাতুত তাহিয়্যাহ বা সম্মান প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে সিজদা। ইবাদতের নিয়তে সিজদা আল্লাহ (সুব:) জন্য নির্দিষ্ট। সিজদায়ে তাহিয়্যাহ আল্লাহ (সুব:) ছাড়া অন্য কারো সম্মানের উদ্দেশ্যে পাঁচ অবস্থায় করা জায়েজ। নবীর প্রতি উম্মতের, পীরের প্রতি মুরীদের, বাদশাহর প্রতি প্রজার, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, মনিবের প্রতি দাসের ইত্যাদি সব অবস্থায় সিজাদ জায়েজ।[৯০২]

খন্ডন

আমাদের ইসলাম ধর্মে আল্লাহ (সুব:)ব্যতিত অন্য কাউকে কোন প্রকারের সেজদাহ করা যাবে বলে কুরআন-হাদীসে কোন দলীল নেই। বরং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَمِنْ آيَاته اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا للشَّمْسِ وَلَا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَّه الَّذي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت : ٣٧]

অর্থ: “আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ । তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর।”[৯০৩]

এ আয়াতে স্রষ্টা ব্যতিত সকল প্রকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেকোন ধরণের সিজদাহ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে সিজদাকে কোন প্রকার ভাগ করা হয় নাই। এবং কারো জন্য কোন সৃষ্টিকে সিজদাহ করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিলেন যখন তাকে সিজদাহ করার জন্য সাহাবাগণ অনুমতি চাইলেন। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْتُ إِنِّى أَتَيْتُ

---

[৯০২] ‘সিররে হক জামে নূর’ হযরত জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী কর্তৃক প্রণিত মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান কর্তৃক অনুদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৪ সালে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং ৮৫।
[৯০৩] সুরা ফুসসিলাত ৪১:৩৭।

الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ « أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ». قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَ « فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ».

অর্থ: কায়স ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে আগমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে (পীর, ফকির, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিয় নেতৃবর্গ) সিজদাহ করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ (সা:) ই তো সিজদার অধিকতর হকদার। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজদাহ করতে দেখেছি। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমারা আপনাকে সিজদাহ করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি (আমার মৃত্যুর পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গমন কর, তবে কি তুমি সেখানে সিজদাহ করবে? তিনি বলেন, আমি বললান, না। তিনি বলেন, তোমারা সেরূপ করবে না। আর যদি আমি কাউকে কারো সিজদাহ করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদের তাদের স্বামীদের সিজদাহ করতে বলতাম। আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে (স্বামীদেরকে) তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক প্রদান করেছেন।[৯০৪]

এ হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেকে সিজদাহ করার জন্য অনুমতি দেন নাই। তিনি সিজদাহের কোন প্রকার ভাগও করেন নাই। যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সিজদাহ করা জায়েজ হলো না তখন এমন কোন ব্যক্তি আছে যাকে সিজদাহ করা যাবে? সুতরাং আল্লাহ (সুব:) ছাড়া যে কোন মাখলুকের উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকারের সিজদাহ না জায়েজ ও হারাম।

ইসলামী শরিয়তে যত প্রকার সালাত (নামাজ) রয়েছে সকল প্রকার সালাতে রূক-সিজদাহ করা ফরজ। যেমন ওয়াক্তিয়া সালাত, ঈদের সালাত, জুমুআর সালাত সহ যে কোন সালাত রূকু-সিজদাহ না করলে

[৯০৪] সুনানে আবু দাউদ ২১৪২, হাদীসটি সহীহ; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৮৫৩, হাদীসের সনদ সহীহ।

বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু জানাযার সালাতে রূকু-সিজদাহ করার অনুমতি নেই। কেন এই পার্থক্য? পার্থক্যের কারণ শুধু একটাই। আর তা হলো, জানাযার সামনে লাশ থাকে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে রূকু-সিজদাহ করলেও ঐ কবর পূজারী-পীর পূজারী লোকগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করতো আর বলতো, এইতো জানাযার সময় তা'জিমী সিজদাহ করা হলো। আর এর দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেত। একারণে আল্লাহ (সুব:) জানাযার সালাত থেকে নিজের পাওনা রূকু-সিজদাহ পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছেন। যাতে কোন পীর, ফকীর ও তাদের সাহায্যকারী আলেমরা সাধারণ জনগণকে গোমরাহ করতে না পারে বিভ্রান্ত করতে না পারে। অথচ জানাযার সময় ঐ ওলী-বুযুর্গের লাশ একেবারে সামনে ছিল তখন সিজদাহ করা গেল না। আর এই লাশ যখন কবরে চলে গেল মাঝখানে আড়াই মন মাটি আসলো, হোগলা আসলো, বাঁশ আসলো তারপরে কবরে সিজদাহ করার অনুমতি কে দিল? সুতরাং কোন জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থায় সিজদাহ করা যাবে না। সম্পূর্ণ হারাম।

সংশয় নিরসণ

প্রশ্ন: কবর পূজারী, পীর পূজারী আলেমগণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতগুলো পেশ করে থাকে:

{ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف : ٤]

অর্থ: "যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়'।"[৯০৫]

এটা ছিল ইউসুফ (আ:) এর ছোট বেলার স্বপ্ন যা পরবর্তীতে বাস্তবে পরিনিত হয়। একই সুরায় ইরশাদ হচ্ছে:

{وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف : ١٠٠]

---

[৯০৫] সুরা ইউসুফ ১২:৪।

অর্থ: “আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, ‘হে আমার পিতা, এই হল আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন ।”[৯০৬]

তাছাড়া ফেরেশতারা আদম (আ:) কে সিজদাহ করেছিল । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ } [الحجر : ٢٩ – ٣١]

অর্থ: “অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও । অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল । ইবলীস ছাড়া । সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল ।”[৯০৭]

যদি আল্লাহ (সুব:) ছাড়া অন্য কাউকে সিজদাহ করা জায়েজ নাই হয় তাহলে কিভাবে ইউসূফ (আ:) কে সকলে সিজদা করলো?

উত্তর: ইউসূফ (আ:) কে সিজদাহ করার বিষয়টি পূর্বের শরিয়তের যা এই উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয় । আর আদমকে সিজদাহ করার বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে । সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে দলীল পেশ করা মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই না ।

১৫. ওলীদের মৃত্যু হয় না এই আক্বিদাহ ।

পীর-সূফীদের আক্বিদাহ ওলীরা মরেন না । তারা মৃত্যুর পরেও মুরীদদেরকে সাহায্য করেন । এ ব্যাপারে তারা একটি জাল হাদীস বর্ণনা করেন । হাদীসটি হলো:

اَلَا اِنَ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا يَمُوْتُوْنَ

অর্থ: “আল্লাহর ওলীগণ মরেন না ।”[৯০৮]

---

[৯০৬] সুরা ইউসূফ ১২:১০০ ।
[৯০৭] সুরা হজর ১৫:২৯-৩১ ।
[৯০৮] ‘রাহাতুল মুহি’ব্বীন’ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া শেষ প্রচ্ছদ ।
‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ ৩২২ পৃষ্ঠা;

অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [العنكبوت : ٥٧]

অর্থ: " প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ।"[৯০৯]

সকল নবী-রাসূলগণ মৃত্যু বরণ করেছেন । আমাদের রাসূল (সা:) যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন বিষয়টি অনেকের কাছেই অস্পষ্ট ছিল । এমনকি ওমর বিন খাত্তাব (রা:) তরবারী হাতে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ (সা:) মরে গেছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব । একারণে রাসূল (সা:) এর মৃত্যু নিয়ে একটি ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল । এরপর যখন আবু বকর আসলেন তখন তিনি আয়েশার হুজরায় চলে গেলেন এবং চাঁদর উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ (সা:)কে চুমু খেলেন । এবং বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কুরবান হোক, আপনাকে আল্লাহ (সুব:)দুইবার মৃত্যু দিবেন না । যে মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বরাদ্দ ছিল তা আপনি গ্রহণ করেছেন । একথা বলে চাঁদর ঢেকে দিয়ে তিনি জনসম্মুখে এলেন । এবং নিম্নের ঐতিহাসিক খুৎবাটি দিলেন:

عَنْ عَائِشَةَ .....فقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّه لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا

অর্থ: "আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবু বকর রা:) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ (সা:) এর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ মুহাম্মদ (সা:) মৃত্যুবরণ করেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:)চিরঞ্জীব তার কোন মৃত্যু নেই । এরপর তিনি কুরআন মাজিদের নিম্মোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

'আল্লাহ কোন পথে?' পৃষ্ঠা: ৫০, সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'বাবে রহমত' দেওয়ানবাগ দরবার থেকে প্রকাশিত ।

[৯০৯] সুরা আ'নকাবুত ২৯:৫৭ ।

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران : ١٤٤]

অর্থ: 'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।'[৯১০] এ আয়াত শোনা মাত্র সকলের কাছে মনে হলো যে, তারা ইতিপূর্বে এ আয়াত কখনো শুনেন নাই, আবু বকর থেকেই প্রথম শুনলেন এবং সকলের মুখে মুখে এ আয়াত উচ্চারিত হতে লাগলো।"[৯১১]

আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে রাসূল (সা:) কে এবং সমস্ত মানুষ সম্পর্কে বলেন:

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر : ٣٠ ، ٣١]

অর্থ: "নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবের সামনে ঝগড়া করবে।"[৯১২]

এরপর আল্লাহ (সুব:)আমভাবে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করলেন। যেখানে কোন মানুষের পৃথিবীতে স্থায়ী জীবিত থাকার সকল সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়া হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء : ٣٤]

অর্থ: "আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে ?"[৯১৩]

---

[৯১০] সুরা আল ইমরান ৩:১৪৪।
[৯১১] সহীহ বুখারী ১২৪১।
[৯১২] সুরা যুমার ৩৯:৩০-৩১।
[৯১৩] সুরা আম্বিয়া ৩৪।

এসব আয়াত এবং হাদীস থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল নবী-রাসূল, ওলী-আওলীয়া সকলেই মৃত্যু বরণ করেন। কেহই পৃথিবীতে চিরঞ্জীব নয়। এটাই 'আহলূস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তের আক্বিদাহ' কিন্তু পীর-সূফীগণ এসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের তোয়াক্কা না করে ওলী-আওলীয়া ও নবী-রাসূলগণকে তারা জীবিত বলে বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরও তারা মানুষের ফরিয়াদ ও কথা-বার্তা শুনেন এবং সাহায্য-সহযোগীতা করেন। কারো সঙ্গে মুসাফা করার জন্য কবরের ভিতর থেকে হাত বের করে দেন। আবার কেউ কেউ নাকি কবরে বসে সালাত পড়েন। এসব কিছুই সূফীদের বানানো ভ্রান্ত আক্বিদাহ।

তবে শহীদদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা জীবিত। এরমানে এই নয় যে তারা আমাদের মতই জীবিত। যদি শহীদ, ওলী-আওলীয়া, নবী-রাসূলগণ আমাদের মতই জীবিত হতেন তাহলে তাদেরকে কবর দেওয়া হয় কেন? জীবিত লোকদেরকে তো কবর দেওয়া জায়েজ নেই। একারণেই আক্বিদার কিতাবগুলোতে বলা হয়েছে:

حَيَاتُهُمْ لَيْسَ كَحَيَاتِنَا

অর্থ: "তাদের জীবন আমাদের জীবনের মতো নয়"

১৬.ওলীগণ নবী রাসূলগণের চেয়ে বড়।

"পীর-সূফীদের অনেকের আক্বীদাহ 'রিসালাতের চেয়ে নবুওয়াত বড় আর নবুওয়াতের চেয়ে বেলায়াত বড়'। এজন্যই সূফীদের শায়খে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন:

مَقَامُ النُبَوَّةِ فِيْ بَرْزَخٍ # فُوَيْقَ الرَسُوْلِ و دُوْنَ الوَلِي

অর্থ: "নবুওয়াতের মাকাম আলমে বারযাখে রাসূলের সামান্য উপরে এবং ওলীর নিচে।"

কাজেই ওলীগণ নবী-রাসূল উভয়ের চেয়ে বড়। এই ভ্রান্ত মতবাদের স্বপক্ষে তারা দলীল পেশ করে।

১. ওলীগণ শরিয়ত-হাকিকত, জাহের-বাতেন উভয়টির এলেম রাখেন। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ শুধু শরিয়ত এবং জাহেরের এলেম রাখেন।

২. নবুওয়াত এবং রেসালাত সময়ের সাথে সিমাবদ্ধ। একারণে উহা বন্ধ হয়ে যায়। আর বাস্তবে বন্ধ হয়ে গেছেও। পক্ষান্তরে বেলায়াত স্থান বা কালের সাথে সিমাবদ্ধ নয়। বরং উহা চিরকাল চলবে।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারি বলেন, "নুবয়ত আল্লাহ পাক প্রদত্ত দায়িত্বপূর্ণ মহিমান্বিত পদবীর নাম। ইহা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেলায়ত অসীম "অলীউন" আল্লাহ তায়ালার একটি নামও বটে। তাহার অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং খোদা যেমন নিত্য, খোদার গুণ গরিমাও নিত্য ও অবিনশ্বর। সেইরূপ বেলায়তও নিত্য ও অবিনশ্বর, প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ। কোরআন পাকে "খোদা ঈমানদারদের মুরুব্বি" "খোদা (মুমিনদের) প্রশংসিত বন্ধু ইত্যাদি বর্ণনা আছে। অথচ নবী বা রসূল বলিয়া খোদার কোন নাম উল্লেখ নাই; কিন্তু "অলীউন" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।"[৯১৪]

৩. নবী-রাসূলগণ সরাসরি আল্লাহর থেকে এলেম অর্জণ করেন না। বরং ফেরেশতার মাধ্যমে করে থাকেন। পক্ষান্তরে ওলীগণ সরাসরি আল্লাহর থেকে এলেম অর্জণ করেন।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারি সূফীদের শাইখে আকবার ইবনে আরাবী এর লিখিত 'ফুসূসুল হিকাম' নামক গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "খাতেমুল বেলায়ত বা খাতেমূল আউলিয়া ইসলামরূপ দেয়ালের শেষ গাথুনী বা শেষ ইটা, নবুয়ত ইসলামরূপ দেয়ালের প্রথম গাথুনী বা ইটা। যেহেতু নবুয়ত আহকামী আদেশ নিষেধ মূলক, জিব্রাইল (আঃ) এর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত অহী। ইহা খনি হইতে প্রাপ্ত চাঁদির ইটের সহিত তুল্য। কিন্তু বেলায়ত খাতেমূল আউলিয়া কর্তৃক নিজ হাতে ঐ খনি হইতে প্রাপ্ত শক্তি, যেই খনি হইতে জিব্রাইল (আঃ) অহী আনিতেন। তাই ইহা সোনালী ইটের সহিত তুল্য। এই অহী ও এলহাম বিশিষ্ট নবুয়ত ও বেলায়ত ইট দ্বারা ইসলামী ইমারত নামক ঘরের নির্মাণ পরিসমাপ্ত।"[৯১৫]

তাদের এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন দলীল নেই।

---

[৯১৪] 'বেলায়তে মোত্লাকা' ২৮ নং পৃষ্ঠা।

[৯১৫] 'বেলায়তে মোত্লাকা' ৩০ নং পৃষ্ঠা।

১৭. তরীকার বায়আত গ্রহণ ।

পীর-সূফীগণ মানুষকে মুরীদ বানানোর সময় মুরীদদের থেকে বায়আত নিয়ে থাকেন । কখনো সরাসরি হাতে হাত রেখে, আবার কখনো বড় মজলিশে পাগড়ি বা দড়ি ছড়িয়ে দিয়ে, আবার কখনো একজন অপর জনের পিঠে হাত রেখে, আবার কখনো দূরের থেকে নিয়ত করে বায়আত নিয়ে থাকেন । এ বায়আত নেয়ার সময় তারা বিভিন্ন তরীকার নাম উল্লেখ করেন । যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেব বলেন, ‘যদি কারো বায়আত হওয়ার ইচ্ছা হয়, নিয়তের সাথে আমার সহিত বলুন-

اور بیعت کیا میں اوپر طریقہ چشتییہ قادریہ نقشدندیہ مجددیہ کےاوپر ہاتہ فقیر محمد اسحاق کے خلیفہ جناب قاری ابراہیم صاحب کے ائے میرے اللہ اس طریقہ کے نعمتوں کو میرے نصیب کر اور جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں میری حشر کر آمین یا رب العالمین

অর্থ: আমি বায়আত করলাম চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া তরীকার উপর জনাব কারী ইবরাহীম সাহেবের খলিফা ফকীর মোহাম্মদ এছহাকের হাতের উপর হাত রেখে । হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই তরীকার নেয়ামত সমূহ নসীব কর এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দলে আমার হাশর কর । আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন ।”[৯১৬]

এখানে পরিষ্কারভাবে দেখা গেল যে, অনেকগুলো তরীকার বায়আ’ত নেয়া হয়েছে । এবং সেই তরীকার নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য দুআ’ করা হয়েছে । আবার সাথে সাথে রাসূল (সা:) এর দলে হাশর হওয়ার দুআ’ও করা হয়েছে । তাহলে রাসূলের তরীকায় বায়আত না নিয়ে অন্যদের তরীকায় বায়আত নিয়ে কিভাবে রাসূল (সা:) এর সাথে হাশরে উঠবে? তারা তো হাশরে উঠবে ঐ সমস্ত লোকদের দলে যাদের তরীকায় তারা বায়আত নিয়েছে । কেননা আল্লাহ (সুব:) কুরআনে বলেছেন:

{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [الإسراء : ٧١]

---

[৯১৬] মাওয়ায়েজে এছহাকিয়া ৫৬ পৃষ্ঠা ।

অর্থ: "স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামসহ[৯১৭] ডাকব।"

সুতরাং যাদের ইমাম চিশতি, কাদেরী, নকশাবন্দি, মুজাদ্দেদী তাদের রাসূল (সা:) এর দলে হাশর হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। যাই হোক এই পীর-সূফীগণ তাদের ফকীর-হাকীরের হাতে বায়আত নেওয়ার ব্যাপারে কোরআনের কিছু আয়াত এবং রাসূল (সা:) থেকে বর্ণিত কিছু হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে। অথচ ঐ আয়াত ও হাদীসগুলো মুসলিম জাতির অস্তিত্ব, ঐক্য ও ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য এবং মুসলিম জাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলীল। সেজন্য আমরা বায়াআত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করেছি, যে বায়আত অর্থ কি? বায়আতের গুরুত্ব কি? বায়আত কে নিতে পারবে এবং কাকে বায়আত দেয়া যাবে? যাতে করে ইসলামের ঐক্য ও সংহতির জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পীর-সূফী ও তরীকত পন্থি নামক ছিনতাইকারীদের কবল থেকে রক্ষা করে আবার যথাযথ স্থানে ফিরিয়ে আনা যায়। আমীন!

১৮. যিকরে জলী

পীর-সূফীগণের বিভিন্ন তরীকায় সুরে সুর মিলিয়ে, তালে তাল মিলিয়ে, ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে, সমস্বরে চিৎকার মেরে যিকির করতে দেখা যায়। কেউ হেলে-দুলে, কেউ নেচে-গেয়ে আবার কেউ দৌড়-ঝাঁপ করে যিকির করতে থাকে। পীর-সূফীগণ এর দলীল হিসাবে বিভিন্ন কিতাবের ভূয়া দলীলপত্র পেশ করে থাকেন। আবার কেউ কেউ নিম্নের হাদীস দুটিকে পেশ করে থাকেন। যেমন চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মোহাম্মাদ এসহাক বলেন:

"عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ

অর্থ: "হুজুর (সা:) ফরমাইয়াছেন; তোমরা এই পরিমান আল্লাহর জেকের কর যে, লোকে তোমাদিগকে পাগল বলুক।"

দ্বিতীয় হাদীসে আছে:

عن أبي الجوزاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :أكثروا

---

[৯১৭] 'ইমাম' অর্থ এখানে নেতা, আমলনামা, নবী বা প্রতিটি জাতির স্ব স্ব ঐশী কিতাব।

ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون

এই পরিমানে আল্লাহর জেকের কর যে, মোনাফেকেরা তোমাদিগকে রিয়াকার বলিতে ইচ্ছুক।[৯১৮]"

অথচ এই হাদীস দুটির প্রথম হাদীসটিকে অনেক হাদীস বিশারদগণ দূর্বল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি একটি 'মুরসাল' হাদীস। যা রাসূল (সা:) থেকে বর্ণিত বলে নিশ্চিত নয়। যদি তর্কের খাতিরে এই হাদীসগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলেও এর সঠিক অর্থ হবে এরকম যে, 'তুমি এমন ভাবে জিকির (আল্লাহর আলোচনা) কর যাতে তোমাকে লোকেরা পাগল বলে। অর্থাৎ হাঁটে-বাজারে, ব্যবসা-বানিজ্যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর (সুব:)এর দ্বীনের দাওয়াত ও আলোচনা করতে বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহূল্লাহ (সা:) কে এবং তার সাহাবায়ে কেরামদেরকে এই কাজের জন্যই পাগল বলা হয়েছে। জোরে জোরে চিৎকার করে যিকির করার জন্য তাদেরকে পাগল বলা হয়নি। পবিত্র কুরআনে জিকিরের আদব সম্পর্কে বলা হয়েছে:

{ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [الأعراف : ٥٥]

অর্থ: "তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ।"[৯১৯]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন,

{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থ: "আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়–বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে । আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[৯২০]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[৯১৮] জেকরে জলী বা অজদ হালের অকাট্য দলীল ১৬ পৃষ্ঠা; সংশোধিত সংস্করণ নভেম্বর ২০০৫।

[৯১৯] সুরা আরাফ ৭:৫৫।

[৯২০] সুরা আরাফ ৭:২০৫।

خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَاد فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًــا وَهُوَ مَعَكُمْ

অর্থ: "আবু মূসা আশ'আরী (রা:) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) 'খায়বার যুদ্ধে' যাচ্ছিলেন তখন একদল সাহাবী উপত্যকায় আরোহনের সময় উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবাব, আল্লাহু আকবার' যিকির করে উঠলো। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, থামো! (অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিকির করো না) কেননা তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। বরং তোমরা এমন সত্বাকে ডাকছো যিনি সবকিছু শুনেন এবং নিকটবর্তী, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।"[৯২১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহে স্পষ্টভাবে চুপিসরে যিকির করতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে তার কারন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং যারা মুমিন তাদের জন্য কুরআন ও হাদীসের দলীলগুলোই যথেষ্ট। আর যারা কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে কোন ব্যক্তি অথবা তথা কথিত পীর-ওলীদের তরীকা মানে তাদের কথা ভিন্ন।

তাবলীগ জামাতের পর্যালোচনা:

তাবলীগ জামাত একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন। যারা দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগের মেহনতের কাজ করে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষদেরকে তারা মসজিদমুখী করেন। সালাতের সুরা কেরাত ও প্রাথমিক কিছু মাসআলা–মাসায়েল শিখান। ঘর-বাড়ি, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে তারা দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যান। নবী-রাসূলগণ যেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন সেই দায়িত্ব তারা পালন করছেন। এ জন্য তারা নবীওয়ালা কাজের সাথে জুড়ে আছেন বলে দাবীও করেন। এসব কিছুই ভাল। তবে মনে রাখতে হবে তাবলীগ করতে আল্লাহ (সুব:)নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

---

[৯২১] সহীহ বুখারী ৪২০৯; সুনানে আবু দাউদ ১৫২৮; মুসনাদে আহমদ ১৯৭৪৫; সুনানে বায়হাক্বী ৩১৩২।

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة : ٦٧]

অর্থ: "হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[৯২২]

এ আয়াতে 'তোমার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে' অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হল, আল্লাহ (সুবঃ)যে তাবলীগ করার নির্দেশ করেছেন তা হতে হবে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ (সুবঃ)নাজিলকৃত ওহী কেন্দ্রিক। ওহীর আলোকে বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাআ'তকে ইসলামের তাবলীগ বলা চলে না। তার কারণ অনেকগুলো। তার থেকে মৌলিক কিছু কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ বিকৃতিঃ তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তরজমা করে 'কিছু থেকে কিছু হয়না, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। দোকানে খাওয়ায় না, চাকরিতে খাওয়ায় না, ব্যবসা-বানিজ্য খাওয়ায় না, আল্লাহ খাওয়ায়। এই বিশ্বাস করার নাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

মূলতঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, কোন ইলাহ নেই অর্থাৎ ইলাহ হিসাবে একমাত্র আল্লাহ (সুবঃ)কেই মেনে নেওয়া এবং অন্য সকল বাতিল ইলাহকে বর্জণ করা। আর ইলাহ বলা হয় 'যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, যার আনুগত্য করা জরুরী'। সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মর্ম কথা হলো আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর হুকুমের বিরূদ্ধে অন্য কোন মানব রচিত আইন-বিধান মানা যাবে না। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে কেবল মাত্র এক আল্লাহর বিধান মান্য করা। কিন্তু তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা এ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যান। তারা কার্যতঃ ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে

[৯২২] সুরা মায়েদাহ ৫:৬৭।

আল্লাহর বিধান এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানের অনুসারী। অথচ আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } [النحـــل : ٥١]

অর্থ: "আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।"[৯২৩]

যেহেতু তারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা বিশ্বাস করে সেকারণেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গরা তাদেরকে ভালবাসেন, সমর্থণ করেন, সাহায্য করেন এমনকি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী সরকারগুলো তাদেরকে সার্বিক সহযোগীতা করে থাকে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সঠিক তরজমা করলে তারা সহযোগীতা করাতো দূরের কথা মক্কার কাফেরদের মত বিরোধিতা করতো। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। সংক্ষেপে কয়েকজন নবীর কথা প্রমান স্বরূপ তুলে ধরছি:

নূহ (আঃ)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

অর্থ: "নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।"[৯২৪]

জবাবে তার জাতি বললঃ

{قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الأعراف : ٦٠]

অর্থ: "তার জাতির নেতৃবর্গ বলল: আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি।"[৯২৫]

---

[৯২৩] সুরা নহল ১৬:৫১।
[৯২৪] সুরা আরাফ, ৭:৫৯।
[৯২৫] সুরা আরাফ ৭:৬০।

এখানে দেখা গেল তাঁর জাতি তাকে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ বলে গালি-গালাজ শুরু করে দিল ।

হুদ (আঃ)

{وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف : ٦٥]

অর্থ: “আদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে । সে বলল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন ইলাহ নেই ।”[৯২৬]

জবাবে তার জাতি বললঃ

{قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [الأعراف : ٦٦]

অর্থ: “তার জাতির নেতৃবর্গ বলল: আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি ।”[৯২৭]

এখানে তারা দু’টি গালি দিল ‘নির্বোধ’ এবং ‘মিথ্যাবাদী’ । তারা আরও বললো:

{قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } [الأعراف : ٧٠]

অর্থ: “তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব, নিয়ে আস আমাদের কাছে ঐসকল শাস্তি যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি সত্যবাদী হও ।”[৯২৮]

সালেহ (আঃ)

{وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}

---

[৯২৬] সুরা আরাফ ৭:৬৫ ।

[৯২৭] সুরা আরাফ ৭:৬৬ ।

[৯২৮] সুরা আরাফ ৭:৭০ ।

অর্থ: "সামুদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।"[৯২৯]

জবাবে তার জাতি বললঃ

{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } [الأعراف : ٧٦]

অর্থ: "দাম্ভিকরা (ক্ষমতাসীনরা) বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অবিশ্বাসী (মানি না)।"[৯৩০]

ইবরাহীম (আঃ)

{ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا} [مريم : ٤١ – ٤٥]

অর্থ: "আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে'? 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব'। 'হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য'। 'হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।"[৯৩১]

জবাবে তার পিতা বললো:

---

[৯২৯] সুরা আরাফ, ৭:৭৩।
[৯৩০] সুরা আরাফ, ৭:৭৬।
[৯৩১] সুরা মারইয়াম, ১৯:৪১-৪৫।

{قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا } [مريم : ٤٦]

অর্থ: "পিতা বলল: হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার ইলাহদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।"[৯৩২]

এই আয়াতগুলোতে দেখা গেল যে, ইবরাহীম (আ:) কে তার পিতা হত্যা করার অথবা ঘর থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিলেন এবং ইবরাহীম (আ:) কে শেষ পর্যন্ত হিজরত করতেও হলো।

শুআ'ইব (আঃ)

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: "আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআ'ইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই।"[৯৩৩]

জবাবে তার জাতি বললঃ

{قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [الأعراف : ٨٨]

অর্থ: তার জাতির দাম্ভিক নেতারা বলল: হে শুআ'ইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।"[৯৩৪]

এই আয়াতে দেখা গেল যে, শুআ'ইব (আ:) কে তার জাতি এক ইলাহের ইবাদতের প্রতি আহবান করার কারণে তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিল।

---

[৯৩২] সুরা মারইয়াম, ১৯:৪৬।
[৯৩৩] সুরা আরাফ: ৮৫।
[৯৩৪] সুরা আরাফ ৭:৮৮।

মুহাম্মদ (সাঃ)

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিও এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করলেন :

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [البقرة : ١٦٣]

অর্থ: "আর তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু।"[৯৩৫]

এই এক ইলাহের ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্যই আমাদের রাসূল (সাঃ) কে আদেশ করা হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছে:

{قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [الأنبياء : ١٠٨]

অর্থ: "বলুন: আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র একজন। সুতরাং তোমরা কি সেই এক ইলাহের প্রতি আনুগত্যশীল হবে?"[৯৩৬]

তিনি আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক আল্লাহর বিধান আর রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে আরেক আল্লাহর বিধান (মানব রচিত বিধান) মানা চলবে না। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [النحل : ٥١]

অর্থ: "আল্লাহ বললেন: তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। ইলাহ তো কেবলমাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর।"[৯৩৭]

জবাবে মক্কার কাফের নেতারা বলেছিল:

{ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } [ص : ٥]

অর্থ: "সে কি সকল ইলাহদেরকে এক ইলাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিল? (অর্থাৎ বহু ইলাহের ইবাদতকে বাতিল করে এক ইলাহের ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিল?) নিশ্চয় এটা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।"[৯৩৮]

তারা তাদের পূর্বসূরী কাফেরদের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে বললো:

---

[৯৩৫] সুরা বাক্বারা ২:১৬৩।
[৯৩৬] সুরা আম্বিয়া ২১:১০৮।
[৯৩৭] সুরা নাহল ১৬:৫১।
[৯৩৮] সুরা সাদ ৩৮:৫।

{وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} [الصافات : ٣٦]

অর্থ: "আর বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের ইলাহদের ছেড়ে দেব?"[৯৩৯]

এখানে দেখা গেল যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কেও মক্কার প্রভাবশালী নেতারা 'পাগল' ও 'উম্মাদ কবি' বলে গালি-গালাজ করলো।

তাবলীগ ওয়ালাদের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং আমাদের প্রিয় রাসূল (সা:) এর কালিমা যদি একই হতো তাহলে তাদেরকেও বর্তমান যুগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মূর্তির হেফাজতকারী, মূর্তিপূজারী, আগুনপূজারী, নাস্তিক, মুরতাদ প্রভাবশালী নেতারা তাদের সহযোগীতার পরিবর্তে বিরোধিতা করতো। বুঝা গেল, তাবলীগ জামাআ'তের কালিমা ও মুহাম্মদ (সা:) এর কালিমা এক নয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি: মিসরের প্রসিদ্ধ আলেম, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের লিখক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র:) যখন মিশরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মকথা তুলে ধরলেন। বিশেষ করে 'মাআ'লিম ফিত তরিক্ব' বা 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামক বইটি লিখলেন তখন মিশরের যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। তারা আবার নতুন করে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে মিশর সরকার তাকে গ্রেফতার করে। শেষ পর্যন্ত তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোন এক সময় এক জন আলেম তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। সাইয়্যেদ কুতুব (র:) লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে সে নিজেকে মিশরের কেন্দ্রীয় জেলখানা মসজিদের ইমাম বলে পরিচয় দেয়। সাইয়্যেদ কুতুব তাকে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, আপনার তো কিছুক্ষণ পরে ফাঁসি কার্যকর হবে। আর আমার দায়িত্ব হলো যে সকল মুসলিম বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া হয় তাদেরকে তওবা করানো ও কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ করানো।

সাইয়্যেদ কুতুব (র:) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ করান? বলুন তো আপনার কালেমায়ে শাহাদাতটা কি? ইমাম সাহেব বললেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআশহাদু আন্না

---

[৯৩৯] সুরা সাফফাত ৩৭:৩৬।

মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ' । সাইয়্যেদ কুতুব (রঃ) বললেন, আশ্চর্য্য কথা! এই কালেমার কথা বলার জন্যইতো আমার ফাঁসি হচ্ছে। যেই কালেমার কথা বলার অপরাধে আমার ফাঁসি হচ্ছে সেই একই কালেমা পড়ানোর বিনিময়ে আপনাকে পয়সা দিচ্ছে। যেই কালেমা বলার অপরাধে সরকার আমার জীবনাবশান করছে ঐ একই সরকার তোমাকে ঐ কালেমা পড়াবার জন্য জীবিকা দিচ্ছে। বুঝা গেল তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। তোমার কালেমা তাগুতের পয়সা খাওয়ায় আমার কালেমা আমাকে তাগুতের ফাঁসিতে ঝুলায়। বুঝা গেল তোমার কালেমা আর আমার কালিমা এক নয়। তোমার কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাগুতের সংবিধান 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালেমা আমাকে শিখায় সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ (সুবঃ), জনগণ নয়। তোমার কালিমা তাগুতের সংবিধান 'দেশের সংবিধান সর্বোচ্চ আইন অন্যান্য আইনের যতখানি ঐ সংবিধানের সঙ্গে অসমাঞ্জস্যশীল ঐ আইনের ততখানি বাতিল' এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালিমা আমাকে শিখায় আল্লাহর কুরআনই সর্বোচ্চ আইন। মানব রচিত অন্যান্য যত আইন-বিচার রয়েছে তার যতখানি ঐ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ততখানি বাতিল। তোমার কালিমা তোমাকে হয়ত আসমানের উপরের কথা অথবা যমিনের নিচের কথা বলতে শিখায়। যমিনের উপরে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাংকে, আদালতে, সংসদে, ব্যবসা-বানিজ্যে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে শিখায় না। আমার কালিমা আমাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনকে বিজয়ী করতে শিখায়।

তোমার কালিমা তোমাকে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম পালন করতে শিখায়। আমার কালিমা আমাকে রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিতে রাজনীতি করতে শিখায়। আমাকে আরও শিখায় **ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি যেমন একটি কুফূরী মতবাদ তেমনিভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মও একটি কুফূরী মতবাদ**। তোমার কালিমা তোমাকে জিহাদ বিমুখ ছয় উসূলের দাওয়াত শিখায়, আর আমার কালিমা আমাকে দাওয়াত, হিজরত, জিহাদ ও ক্বিতালও শিখায়। তোমার কালিমা তোমাকে

কাফের-মুশরিক ও মুরতাদ-মুনাফিকদের থেকে আল-বারাআহ[৯৪০] করতে শিখায় না। আমার কালিমা আমাকে মুমিনদের সঙ্গে আল-ওয়ালা ও আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুশরিক, মুরতাদ-মুনাফিক ও সকল প্রকার তাগুত থেকে আল বারাআহ করতে শিখায়। তোমার কালিমার দাওয়াত প্রচার করার জন্য ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ কারো কোন বাধা নেই। বরং তাদের দেশেও তোমার কালিমার দাওয়াত প্রচার করার জন্য আনন্দের সঙ্গে ভিসা দেয়। আর আমার কালিমার দাওয়াত আমাকে ওদের দেশে যেতে বাধা দেয়। সুতরাং তোমার কালিমা তুমিই পড়তে থাক। তোমার কাছ থেকে আমার কালিমা পড়ার প্রয়োজন নেই। সত্যিকারেই বর্তমান যুগের তাবলীগ জামাআ'তের কালিমার দাওয়াত ঐ ইমাম সাহেবের দাওয়াতেরই আধুনিক সংস্করণ। আর এ কারণেই তাদের ইজতিমাগুলোকে সফল করার জন্য তাগুতেরা সর্বশক্তি ব্যয় করে সাহায্য-সহযোগীতা করে থাকে। আর আখেরী মোনাজাতে দল বেঁধে অংশগ্রহণ করে। যদি তাবলীগ জামাতের কালিমার দাওয়াত সত্যিকারই মুহাম্মদ (সা:) এর কালিমার দাওয়াত হতো তাহলে মুহাম্মদ (সা:) এর কালিমার যেরকম বিরোধিতা করা হয়েছে তাদেরও করা হতো। মুহাম্মদ (সা:) এর কালিমার দাওয়াত গ্রহণকারী ও প্রচারকারী যে কঠিন জুলুম-নির্যাতন ও নীপিড়ণের শিকার হতে হয়েছে তাদেরও হতে হতো। বুঝা গেল তাবলীগওয়ালাদের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক আনিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এক নয়।

২. **রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম:** তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা বলে থাকেন, 'তারা হয়তো আসমানের উপরের কথা বলেন নইলে জমিনের নিচের কথা বলেন।' এর মানে হলো তারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হোক, ব্যাংকে, আদালতে, সংসদে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমের কোন কর্মসূচি তাদের নেই। আর একারণেই একজন মানুষ সারা জীবন তাবলীগ করেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরেপেক্ষ রাজনীতি করে যাচ্ছে। তারা ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পবিত্র জিনিষ বলে বিশ্বাস করে। যা শুধু মসজিদের মধ্যেই সিমাবদ্ধ থাকবে।

---

[৯৪০] সম্পর্ক ছিন্ন করা।

মসজিদের বাহিরে জীবনের বিশাল অংশে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য সবসময় চেষ্টা করেছেন। এবং সফলও হয়েছেন। যিনি মদিনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজেই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সুতরাং ধর্ম নিরেপেক্ষ রাজনীতি যেমন একটি কুফুরী মতবাদ তেমনিভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মও একটি কুফুরী মতবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

৩. জিহাদ অস্বীকার: তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, দাওয়াতের মাধ্যমে যদি সারা দুনিয়ার মানুষ ঠিক হয়ে যায়। এবং সত্যিকার অর্থে মুসলিম হয়ে যায়। তাহলে অটোমেটিক ভাবেই রাষ্ট্রিয়ভাবে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। এ জন্য কোন মারামারি-কাটাকাটির প্রয়োজন নেই। এ কারণেই তারা ইসলামের সর্ব্বোর্চ চূড়া 'আল-জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'কে অবজ্ঞা ও ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার করে থাকে। জিহাদের কথা শুনলে তারা বিব্রতবোধ করে। কেউ জিহাদের কথা বললে তারা ক্ষেপে যায় এবং পাল্টা প্রশ্ন করে আপনি কতটা জিহাদ করেছেন?

জিহাদবিমুখ ও রাজনীতি নিরপেক্ষ দাওয়া'তী কাজ করার কারণেই ইহা সকলের কাছে জনপ্রিয়। সকল প্রকার কাফের-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদ, গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। কোন দেশে যেতে তাদের বাধা নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন কালেমার দাওয়াত দিলেন তখন মক্কার নেতারা ক্ষেপে গেল। চরম জুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করলো। এমনকি হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করলো। এতেই প্রমান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কালেমার দাওয়া'ত এবং তাবলীগওয়ালাদের কালেমার দাওয়া'ত এক নয়। তাছাড়া 'দাওয়া'তের মাধ্যমে সব মানুষ ঠিক হয়ে গেলে জিহাদ-কিতালের কোন প্রয়োজন হবে না' এসব কথার দ্বারা মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) কে হেয় প্রতিপন্য করা হয়। কেননা তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা যেটা বুঝতে সক্ষম হলেন মুহাম্মদ (সা:) সেটা বুঝতে পারেন নাই। তিনি খামাখাই জীবনে ২৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অসংখ্য সাহাবীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ করালেন। নিজে রক্তাক্ত হলেন। কাফেরদেরকে হত্যা করলেন। এসব কিছুই তাবলীগ জামাআ'তের বক্তব্য অনুযায়ী চরম অন্যায় হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)।

শুধু মুহাম্মদ (সা:) ই নন বরং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ (সুব:) ও পবিত্র কুরআনে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে অন্যায় করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাবলীগ জামাআ'ত যে জিহাদ বিরোধী সেটা বর্তমান বিশ্বের হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে বড় আলেম আল্লামা তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য থেকেও ফুটে উঠে। বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর রচিত 'ফিকহী মাকালাত' ৩য় খন্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ রইল।

৪. কুরআন-হাদীসের বিকৃতিঃ যেহেতু তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা জিহাদ বিরোধী, অথচ কুরআনে জিহাদের অসংখ্য আয়াত রয়েছে এবং হাদীসে জিহাদের অসংখ্য হাদীস রয়েছে তাই তারা এসব আয়াত এবং হাদীসকে বিকৃত করার চক্রান্ত করেছে। তারা জিহাদের আয়াত এবং হাদীসগুলোকে বিকৃত করে তাবলীগ জামাআ'তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যেমন তারা বলে 'আল্লাহ (সুব:) মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে। চলুন সকলে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পরি।' অথচ যে আয়াতটি তারা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে সুরা তাওবার **১১১** নং আয়াত।

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} [التوبة: ١١١]

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে।"[৯৪১]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে 'তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, মারে ও মরে'। কিন্তু তাবলীগ জামাআতের লোকেরা অতি চতুরতার সাথে আয়াতের এ অংশটিকে এড়িয়ে যান। তারা জিহাদ এবং কিতালের এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিকে বিকৃত করে ফেললো। তারা গাশতের ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে জিহাদের হাদীসগুলো ব্যবহার করে থাকে। যেমনঃ

---

[৯৪১] সুরা তাওবা ৯:১১১।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِـي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম।"[৯৪২]

তারা হাদীসের অর্থ করে: 'এক সকাল এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় ঘুরা-ফিরা করা দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।' অথচ এটিও জিহাদের ফযিলত সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। এ জন্যই ইমাম বুখারী সহ সকল হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসটিকে কিতাবুল জিহাদের ভিতরে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসে মূলতঃ জিহাদের ময়দানে সামান্য সময় ব্যায় করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। তারা আরও বলে থাকে 'তাবলীগ করতে গিয়ে কারও দরজার সামনে বা দোকানের সামনে সামান্য অপেক্ষা করা শবে কদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।' অথচ এটিও একটি জিহাদের ফজিলত সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। হাদীসটি হলো:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلمَ يَقُولُ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের নিকট অবস্থানের চাইতে উত্তম।[৯৪৩]

এভাবে তারা কুরআন এবং হাদীসের অসংখ্য জায়গায় পরিবর্তণ করেছে।

৫. জিহাদবিহীন ছয় উসূল: তাবলীগওয়ালাদের ছয় উসূলের ভিতরে জিহাদ সহ ইসলামের ঐসকল বিষয়গুলো স্থান পায়নি যেগুলো কাফের-মুশরিকরা অপছন্দ করে। অথচ তারা নিজেদেরকে নবীওয়ালা কাজ করে

---

[৯৪২] সহীহ বুখারী ২৭৯২; সহীহ মুসলিম ৪৯৮১; সুনানে তিরমিজি ১৬৫১

[৯৪৩] হাদীস সহীহঃ ইবনে হিব্বান, হাঃ ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী বিশুদ্ধ সানাদ।

বলে দাবী করে। দুই একজন নবী-রাসূল ছাড়া প্রায় সকল নবী-রাসূলগণই জিহাদ করেছেন। কেউ শহীদ হয়েছেন, আবার কেউ আহত হয়েছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ এ কিতাব পড়লেই পাওয়া যাবে। তাবলীগের লোকেরা হয়তো বলবে, ইসলামের পঞ্চবেনার মধ্যেওতো জিহাদ নেই, তার বিস্তারিত জবাব আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের পঞ্চবেনা মানে পাঁচটি পিলার। আর পিলারের উপরে ছাদ না থাকলে বিল্ডিং হয় না। ইসলামের সেই ছাদটিই হলো, আল-জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ مُعَاذٍ ......أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِه وَذُرْوَةِ سَنَامِه ؟ أَمَّا رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ ، أَسْلِمْ تَسْلَمُ ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ ، وَأَمَا ذُرْوَةُ سَنَامِه فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله

অর্থ: "মুআজ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:.... আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, ইসলামের সকল কাজের মূল কাজ কোনটি? তার খুটি কোনটি এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া কোনটি? সাহাবী বললেন অবশ্যই বলুন। তখন রাসূল (সা:) বললেন: সবকিছুর মূল হল ইসলাম, খুটি হল সালাত এবং সর্বোচ্চ চূড়া হল আল-জিহাদ।[৯৪৪] তাবলীগের লোকজন হয়তো বলবে, আমরা এই ছয়টি উসূলকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলিনা বরং আমরা বলে থাকি 'মোটামুটি এই ছয়টি গুণের উপর আমল করিতে পারিলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জিন্দেগীর উপর চলা সহজ হয়ে যায়'। আমরা তার জবাবে বলতে চাই: এই কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামদের কেউই বুঝলেন না, বুঝলেন শুধু তাবলীগ জামাতের মুরুব্বী ও বুযুর্গরা। তাছাড়া তাদের দাবী অনুযায়ী উক্ত ছয় উসূলের উপর চললে যেরকম পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগীর উপর চলা সহজ হয়ে যায় সেরকম শুধু ঈমানের উপরে চললেও পরিপূর্ণ ইসলামের উপর চলা সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া উনারা যেরকম ছয় উসূল নির্ধারণ করেছেন অন্য কেউ হয়তো তিন উসূল, আবার কেউ পাঁচ উসূল কেউবা দশ উসূল নির্ধারণ

[৯৪৪] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩; সুনানে তিরমিযী ২৬১৬।

করবে। কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমান ছাড়া এরকম উসূল নির্ধারণ করা ইসলামের মধ্যে নতুন বিদ'আত করার শামীল।

৬. আক্বীদাগত ভ্রান্তিঃ

(ক) তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, বুযর্গরা সব কিছু দেখেন এবং শুনেন। তাদের কাশফ খোলা থাকে। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পাল্টে দিতে পারে। এর অসংখ্য কাহিনী তাদের প্রসিদ্ধ বই 'ফাযায়েলে আ'মাল' এর ভিতরে উল্লেখ রয়েছে। যেমন শায়েখ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী থেকে বর্নিত এক ঘটনা। তিনি বলেন, "আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে জাহান্নামের আগুন হইতে নাজাত পাইয়া যায়। আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেসাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখেরাতের সম্বল করিয়া রাখিলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকিত। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সহিত খাওয়-দাওয়ায় শরীক ছিল, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠিল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিল, আমার মা জাহান্নামে জ্বলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। কুরতুবী বলেন, আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার খেয়াল হইল যে, একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিয়া দেই। যাহা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাব সমূহ হইতে একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিশ দিলাম। আমি আমার অন্তরে গোপনেই বখশিয়াছিলাম এবং আমার এই পড়ার খবরও আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিল, চাচা! আমার মা জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। কুরতুবী বলেন এই ঘটনা হইতে আমার দুইটি ফায়দা হইল, একটি– সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে

যাহা আমি শুনিয়াছি উহার অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি যুবকের সত্যতার একীন হইয়া গেল ।[৯৪৫]

খন্ডন

কারামাতুল আউলিয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বিদাহ হলো আল্লাহ (সুব:)যখন যাকে যতটুকু ক্ষমতা দান করেন তখন তার দ্বারা ততটুকু অলৌকিক কিছু প্রকাশ হতে পারে । আর তা অবশ্যই কুরাআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না । তবে এটা কোন স্থায়ী ক্ষমতা নয় । যেমন ইয়াকুব (আ:) এর ছেলেরা ইউসূফ (আ:) কে তাঁর নিজ এলাকার কুপে নিক্ষেপ করে বাঘে নিয়ে যাওয়ার রূপ কাহিনী শুনালো তখন তিনি কোন কিছু না বুঝতে পেরে { **فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَـصِفُونَ}** **[يوسف : ١٨]** অর্থ: "সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য । আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল ।"[৯৪৬] বলে নিজেকে শান্তনা দিলেন । কিন্তু বহু বছর পরে ইউসূফ (আ:) যখন তার ভাইদের সাথে পরিচিত হলেন এবং বললেন:

{ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} **[يوسف : ٩٣]**

অর্থ: "তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, অতঃপর সেটি আমার পিতার চেহারায় ফেল । এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন । আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে আস ।"[৯৪৭]

যখন ইউসূফ (আ:) এর ভাইয়েরা সুদূর মিশর থেকে জামা নিয়ে রওয়ানা করলেন ইয়াকুব (আ:) তখন কেনানে বসে বললেন:

{وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ} [يوسف : ٩٤]

অর্থ: "আর যখন কাফেলা বের হল, তাদের পিতা বলল, 'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না কর ।"[৯৪৮]

---

[৯৪৫] ফাজায়েলে যিকির ১৩৫ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ২০০১ ইং ।
[৯৪৬] সুরা ইউসূফ ১২:১৮ ।
[৯৪৭] সুরা ইউসূফ ১২:৯৩ ।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইউসূফ (আ:) যখন তোমার বাড়ির পাশে অসহায় অবস্থায় কুপে পড়ে আছে তখন ঘ্রাণ পাওনাই। আর এখন হাজার মাইল দূর থেকে ঘ্রান পাচ্ছ, ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তখন আল্লাহ (সুব:)ঘ্রাণ পাওয়ার ক্ষমতা দেন নাই। আর এখন ক্ষমতা দিয়েছেন। কোন কবি সুন্দরই বলেছেন:

زمصر ش بوے پیراھن شنیدی+چرادرچاہےکنعانش نہ دیدی
بگفت احوال مابرق جہاں ست+دمےپیدا ودیگردم نہاں ست
کہےبرطارم اعلی نشینم +گہےبرپشت پائے خود نہ بینم

বুঝা গেল মো'জেজা বা কারামত কোন ক্ষমতার নাম নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া তাৎক্ষণিক একটি বিষয়। অথচ উপরোক্ত যুবকের ঘটনায় যুবকের স্থায়ী ক্ষমতা বলে দাবী করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একটি মারাত্নক দিক হলো হাদীস বিশুদ্ধ কিনা তা যাচাই করার অভিনব কাশ্ফ পদ্ধতি। এভাবে যদি হাদীস সহীহ প্রমাণ করা যেত তাহলে মুহাদ্দিসীন কেরামদের এত কষ্ট করে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রের কিতাব লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না।

৭. দূর্বল ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি: তাবলীগ জামাতের প্রসিদ্ধ কিতাব 'ফাযায়েলে আ'মাল' এর প্রতিটি অধ্যায়ে প্রথমে কিছু আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে। কিন্তু তার পরে দূর্বল ও জাল হাদীস ও অনেক আজব কাহিনী দ্বারা সাজানো হয়েছে। যার কোন ভিত্তি ইসলামে নেই। আর যেগুলো সহীহ রয়েছে সেগুলোর অর্থ পরিবর্তণ করা হয়েছে।

৮. স্বপ্নে পাওয়া ধর্ম: তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা যদিও বলে যে, তারা নবীওয়ালা কাজ করছে কিন্তু অপরদিকে তারা বলে থাকে যে, তাদের এ দাওয়াত ও মেহনতের কাজ রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বপ্নের মাধ্যমে ইলিয়াস সাহেবকে দান করেছেন। যদি তাবলীগওয়ালাদের কাজ সত্যিই নবীওয়ালা কাজ হতো তাহলে আবার স্বপ্নের মাধ্যমে ইলহাম করতে হবে কেন? রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

[৯৪৮] সুরা ইউসূফ ১২:৯৪।

অর্থ:''আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিষ রেখে গেলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দু'টি জিনিষকে আকড়ে ধরবে ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা গোমরাহ হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব 'কুরআন' আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ 'সহীহ হাদীস।''[৯৪৯]

৯. ফী সাবিলিল্লাহ শব্দের অর্থ বিকৃতি:

তাবলীগ জামাতের লোকদের প্রায়ই বলতে শুনা যায় যে, "আল্লাহর রাস্তায় বের হোন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করুন, আল্লাহর রাস্তায় ঘোরা-ফেরা করুন" ইত্যাদি। আর এর ফযিলত বয়ান করতে গিয়ে ঐ সমস্ত আয়াত এবং হাদীস পেশ করে থাকে, যেগুলোতে فِي سَبِيلِ اللَّــهِ "ফি-সাবিলিল্লাহ" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। যেমন: আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ব্যয় করার ফযিলত:

{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُــلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦١]

অর্থ: যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৯৫০]

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ দিয়ে তাবলীগ জামাতের লোকেরা বলে থাকে যে, "আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এক টাকা খরচ করলে উনপঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করার ছওয়াব পাওয়া যায়।" আসলে কি এখানে আল্লাহর রাস্তা বলতে তাবলীগ জামাত বুঝানো হয়েছে। নাকি জিহাদের রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে? আমরা সহীহ তাফসীর থেকে জানার চেষ্টা করি। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত হয়েছে;

قَالَ مَكْحُوْلٌ: يَعْنِيْ بِهِ: اَلْإِنْفَاقُ فِي الْجِهَادِ، مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَإِعْدَادِ السَّلَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ شَبِيْبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَلْجِهَادُ وَالْحَجُّ، يُضَعَّفُ الدِّرْهَمُ فِيْهِمَا إِلَىْ سَبْعَمِأَةِ ضِعْفٍ (تفسير ابن كثير (١/ ٦٩١)

[৯৪৯] মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯।
[৯৫০] সুরা বাকারা ২:২৬১।

অর্থ: "মাকহুল বলেন, এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা বলতে জিহাদকে বুঝানো হয়েছে। ঘোড়া প্রস্তুত রাখা, অস্ত্র তৈরী করা ইত্যাদীকে বুঝানো হয়েছে। শাবীব ইবনে বাশীর ইকরামা হতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তা বলতে জিহাদ এবং হজ্জ কে বুঝানো হয়েছে যেখানে এক দিরহামকে সাতশত গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।"[৯৫১]

আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল ও এক বিকাল ব্যয় করার ফযিলত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম।"[৯৫২]

এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী সহ আহমদ, ত্বাবরানী এবং বাইহাক্বীতে সহীহ সনদে উল্লেখ আছে। সকল মুহাদ্দিসীনের কিরাম এ হাদীসটি জিহাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, হাদীসটি জিহাদ বিষয়ক। এছাড়াও হাদীস ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ:) তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারীতে বলেন:

وَقَالَ الْقُرْطُبِيْ أَيْ اَلثَّوَابُ الْحَاصِلُ عَلَىْ مَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجِهَادِ خَيْرٌ لِصَاحِبِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا لَوْ جُمِعَتْ لَهُ بِحَذَافِيْرِهَا

অর্থ: "কুরতুবী (রহ:) বলেন, জিহাদের ময়দানে সামান্য পথ চলার দ্বারা যে পরিমান সওয়াব অর্জণ হয় তা গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু একত্র করলেও তার চেয়ে উত্তম।"[৯৫৩]

আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:) তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুর বারীতে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

---

[৯৫১] তাফসীরে ইবনে কাসীর ১ম খন্ড, ৬৯১ পৃষ্ঠা।
[৯৫২] সহীহ বুখারী ২৭৯২; সহীহ মুসলিম ৪৯৮১; সুনানে তিরমিজি ১৬৫১
[৯৫৩] উমদাতুল ক্বারী ২৭ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।

قَوْلُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَي الْجِهَادُ

অর্থাৎ এই হাদীসে ফি-সাবিলিল্লাহ বলতে জিহাদকে বুঝানো হয়েছে।[৯৫৪]
এই হাদীসের শানে উরূদের ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী হানফী (রহ:) তার মিশকাতের প্রসিদ্ধ শরাহ মিরকাতে বলেন:

فلما صلى مع رسول الله رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم بالنصب فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا مـــا أدركـــت فضل غدوقم بفتح الغين وضمها أي فضيلة إسراعهم في ذهابهم إلى الجهاد قـــال الطيبي كان الظاهر أن يقال غدوقم أفضل من صلاتك هذه فعـــدل إلى المـــذكور مبالغة كأنه قيل لا يوازيها شيء من الخيرات وذلك أن تأخره ذاك ربما يفوت عليه مصالح كثيرة ولذلك ورد لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهـــا رواه الترمذي

অর্থ: যখন তিনি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সাথে সালাত আদায় করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে দেখলেন এবং বললেন, কি কারণে তুমি তোমার সঙ্গিদের সাথে যুদ্ধে যাওনি? সে বললো আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনার সাথে সালাত আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হবো। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন যদি তুমি জমিনের সমস্ত সম্পদ দান করে দাও তবুও তাদের সমপরিমান সওয়াব পাবে না যতটুকু সওয়াব তারা এতটুকু সময় যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার মাধ্যমে পেয়েছে। আল্লামা ত্বীবী (র:) বলেন যে, বাহ্যিক ভাবে কথাটা এভাবে হওয়া উচিত ছিল যে, তোমার এই সালাতের থেকে ওদের সকাল বেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়াটা অনেক ভাল। কিন্তু রাসূল (সা:) এভাবে না বলে কথাটা একটু ভিন্নভাবে বললেন। একথা বুঝানোর জন্য যে, তারা যে সকালে চলে গেল তার সমতুল্য পৃথিবীতে কোন আমল নেই। কারণ তার এই বিলম্ব করার দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনেক বড় সুবিধা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকতে পারে। এজন্যই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায়

[৯৫৪] ফাতহুল বারী ১৯ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

(যুদ্ধের ময়দানে) কাটানো দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।"[৯৫৫]

ইমাম শানক্বিত্বী (রহ:) বলেন, فِـيْ سَـبِيْلِ اللهِ শব্দটি যখন কুরআন ও হাদীসে مُطْلَقــاً সাধারণভাবে ব্যাবহার হবে তখন তার দ্বারা দুটি অর্থের কোন একটি উদ্দেশ্য হবে হয়তো فِيْ سَـبِيْلِ اللهِ শব্দের বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য হবে আর তা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। আর এটাই হচ্ছে বেশী প্রসিদ্ধ এবং প্রচারিত। অথবা فِـيْ سَـبِيْلِ اللهِ শব্দের ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। আর তা হচ্ছে ব্যাপক কল্যাণ, ব্যাপক আনুগত্য, ব্যাপক নেক আমল। তবে কোন অর্থটি প্রসিদ্ধ সে ব্যাপারে কথা হলো:

وَالْأَكْثَرُ وَالْأَشْهَرُ أَن يُطْلَقَ سَبِيْلُ اللهِ وَيُرَادُ به الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللهُ يَقُوْلُوْنَ: مِنْ فَوَائِدِ الْجِهَادِ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ سَـمَّى الْجِهَادَ سَبِيْلاً لَهُ، لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْمَكْرُمَاتِ،

অর্থ: অনেক বেশী প্রসিদ্ধ হল فِيْ سَـبِيْلِ اللهِ শব্দটি যখন কুরআনে مُطْلَــقٌ "মুত্বলাক্ব" সাধারণভাবে ব্যাবহার হয় তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে "আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।" এমনকি উলামায়ে কিরামগণ বলেন, জিহাদের ফায়দা সমূহের একটি ফায়দা হচ্ছে যে, আল্লাহ (সুব:) জিহাদকে سَـبِيْلُ اللهِ "সাবিলুল্লাহ" (আল্লাহর রাস্তা) নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তাতে রয়েছে অনেক সম্মান।[৯৫৬]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ বিহীন ধর্ম

ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' অর্থাৎ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও আল্লাহদ্রোহী সকল প্রকার তাগুতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَـا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة : ٢٥٦]

---

[৯৫৫] মিরকাতুল মাফাতীহ ১২ নং খন্ড ৫৫নং পৃষ্ঠা।
[৯৫৬] শরহু যাদিল মুসতানকী'আ লিশ্‌শানক্বিত্বী ১৬ নং খন্ড ১৩৭ নং পৃষ্ঠা।

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত হাতল ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়।"[৯৫৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:)বলেন:

{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل : ٣٦]

অর্থ: "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।"[৯৫৮]

যারাই যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেছেন তারা সকলেই তাগুতকে বর্জণ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ:) সর্ম্পকে আল্লাহ (সুব:)ইরশাদ করেছেন:

{ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة : ٤]

অর্থ: "ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং আমাদের-তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।"[৯৫৯]

অথচ তাবলীগ জামাআ'তের লোকেরা একদিকে ইসলামের কথা বলে আরেকদিকে গণতন্ত্রকে সমর্থণ করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের তাবলীগ জামাআ'ত সম্পর্কে কোন বন্ধুকে কৌতুক করে বলতে শুনেছিলাম যে, "তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'তাবলীগ' আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'আওয়ামীলীগ'। তাবলীগের আছে 'ছয় উসূল' আর আওয়ামী লীগের আছে 'ছয় দফা'।

[৯৫৭] সূরা বাক্বারাহ ২:২৫৬।
[৯৫৮] সূরা নাহাল ১৬:৩৬।
[৯৫৯] সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:৪।

তাবলীগ ওয়ালাদের টঙ্গী আর আওয়ামী লীগের 'টুঙ্গী' (টুঙ্গীপাড়া)। তাবলীগের মুরুব্বিরাও থাকেন 'দিল্লীতে' আওয়ামী লীগের দাদারাও 'দিল্লীতে'।"

মূলতঃ তাবলীগ ওয়ালাদের এই নীতির কারণেই কোন কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কেউ তাদের বিরোধিতা করে না বরং সার্বিক সহযোগিতাই করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবগণ কখনোই তাগুতের সাথে আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করেন নাই।

সুতরাং যেই তাবলীগের মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কোন কর্মসূচি নেই। সেটি দ্বীন কায়েমের কোন সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না।

দশম অধ্যায়

প্রশ্ন: আমরা কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি?

উত্তর: জিহাদের উপরোক্ত আলোচনা শুনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রবল আগ্রহ তৈরী হয়েছে। এখন আপনি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদী দেশে গিয়ে জিহাদ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু কোন উপায় খুজে পাচ্ছেন না। পারলে পাখির মত উড়াল দিয়ে যেতেন। কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়। তাহলে আপনি কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন? আপনার এই প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন এ যুগের মাঠে ময়দানে পরীক্ষিত মুজাহিদ আলেমগন। আপনি নিম্নে বর্ণিত সেই উপায় সমূহ থেকে যে কোন একটি বা একাধিক উপায়ে নিজ অবস্থানে থেকেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

জিহাদের কাজে সহযোগীতা করার ৪৫ টি উপায়।

১. تَحْدِيْثُ النَّفْسِ بِالْجِهَادِ "জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা।"

সবসময় মনে-প্রাণে জিহাদের আকাঙ্খা লালন করা। যখনই يَا خَيْــلَ اللهِ ارْكَبِــيْ (হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহী সেনাদল! ঘোড়ায় সওয়ার হও) বলে জিহাদের ডাক আসবে তখনই জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশ: وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا "যখন তোমাদের বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়।"[৯৬০] এই নির্দেশ পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা। যদি জিহাদে যাওয়ার সুযোগ না হয়, তাহলে আফসোস করা। যেমন পবিত্র কুরআনে কতিপয় সাহাবীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة: ٩٢]

অর্থ: "আর তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, 'আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ

[৯৬০] সহীহ বুখারী ৩১৮৯; সহীহ মুসলিম ৩৩৬৮; সুনানে আবু দাউদ ২৪৮২।

অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে'।"[৯৬১]

কিন্তু যারা বলে যে, আমাদের জিহাদে যাওয়ার নিয়ত আছে। অথচ জিহাদে যাওয়ার সুযোগ না হলে বলে "আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে হিফাজত করেছেন। আমাকে যেতে হয় নাই।" এ জাতীয় কথা বলা মুনাফিকীর লক্ষণ। যেমন হাদীসে বলা হয়েছেঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْـزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কখনো যুদ্ধ না করে এবং মনে মনে যুদ্ধের আকাঙ্খা পোষণ না করে মারা গেল, সে মুনাফিকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল।"[৯৬২]

২. سُؤَالُ الشَّهَادَةِ بِصِدْقٍ **শহীদি মৃত্যুর জন্য দু'আ করা।**

আন্তরিকতার সহিত কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের জন্য প্রার্থনা করা। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করে আল্লাহ (সুবঃ) তাকে শাহাদাতের স্তরে পৌছিয়ে দেন। যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। যেমন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَـــنْ طَلَـــبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ ».

অর্থঃ "আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আন্তরিকভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করে আল্লাহ (সুবঃ) তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। যদিও সে শহীদ না হয়।[৯৬৩]

অন্য আরেকটি রেওয়াতে এভাবে রয়েছেঃ

أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى

[৯৬১] সুরা তাওবা ৯:৯২।
[৯৬২] সুহীহ মুসলিম ৫০৪০।
[৯৬৩] সহীহ মুসলিম ৫০৩৮।

الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

অর্থ: "সাহাল ইবনে আবী উমামাহ বিন সাহাল ইবনে হুনাইফ তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা:) বলেছেন; যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"[৯৬৪]

শায়খ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহ:) বলেন: এই দুটি হাদীসের অর্থ হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করে আল্লাহ (সুব:) তাকে শাহাদাতের সওয়াব দান করেন। যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

বাস্তবে শাহাদাতের আকাঙ্খা করার মানে হচ্ছে যখন সে কোন মুসলিমের আর্তনাদ শুনবে যে, কাফেররা ঐ মুসলিমের উপর নির্যাতন করছে অথবা মুসলিমদের কোন ভূখন্ড কাফেরা দখল করে নিয়েছে। অথবা জিহাদের জন্য কোন আমীর আহ্বান করে। তখন সে ঐ স্থানে উড়ে যেতে চায়, সদাসর্বদা শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। যেমন কবি বলেন:

تَرْجُوْ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا * اِنَّ السَّفِيْنَةَ لَاْ تَجْرِيْ عَلَي الْيَبْسِ

"তুমি নাজাতের পথে না চলে নাজাতের আশা করছো, অথচ তুমি তো জান! জলের জাহাজ কখনো স্থলে চলে না।[৯৬৫]

সত্যিকার অর্থে শাহাদাতের তামান্না যে করে আল্লাহ (সুব:) তার মনের আশা পূরণ করেন। তার জ্বলন্ত প্রমান আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারী দুজন শহীদ। একজন মদীনার প্রখ্যাত ফুটবলার যিনি ফুটবলের মায়া ত্যাগ করে এবং মদীনাতুর রাসূলের মায়া-মমতা ও ফযিলত বিসর্জণ দিয়ে মজলুম মানুষের সাহায্যার্থে এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রেরণা নিয়ে ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য শাহাদাতের কামনা পূরণের জন্য আফগানিস্থান ছুটে এসেছিলেন। তার নাম হলো শফিক আল মাদানী। আরেকজন সৌদী আরবের প্রখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব, ঐতিহ্যবাহী লাদেন

[৯৬৪] সহীহ মুসলিম ৫০৩৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৯৭।
[৯৬৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪:পৃ: ৮৯।

পরিবারের গৌরব শায়খ ওসামা বিন লাদেন। যিনি পার্থিব জগতের ধণ-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার জন্য আফগানিস্থানে ছুটে এসেছিলেন।

অনন্য শহীদ হতে চাইতেন শফিক, শহীদ হওয়ার পর পশুপাখির উদরই যেন হয় আমার কবরস্থান। আমি মাটিতে সমাধিস্ত হতে চাই না। শেষ বিচারের দিন যেন ওই সব পশু ও পাখি আল্লাহর কছে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করার জন্যই শফিক আল মাদানির দেহকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করা হয় । আরপিজি দিয়ে সোভিয়েত ট্যাংক ধংস করায় শফিক আল মাদানি দারুন দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন । জালালাবাদে যুদ্ধ চলার সময় একদিন সোভিয়েত সেনারা তাকে ঘিরে ফেলে। তারা তিন জন পালানোর চেষ্টা করে দেখলেন যে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। শফিক ছিলেন অন্য দুজনের থেকে বড়। শফিক গুলি চালিয়ে ঢাল হয়ে সঙ্গি দুজনকে আড়াল করলেন এবং তাদের পালাতে নির্দেশ দিলেন। সামনের দিক থেকে আসা একটি ট্যাংক ধংস করতে পারলেও বাঁদিক থেকে আরেকটি ট্যাংকের গোলার শিকাড় হলেন শফিক। তার শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এভাবেই পূরন হল তার স্বপ্ন। শত্রু এলাকায় নিহত হয়ে ছিলেন শফিক এবং তার শরীরের কোন অবশিষ্টাংশ আর পাওয়া যায়নি। কোন কবরে তাকে সমাধিস্ত করা যায়নি। পাখি ও পশুদের পাকস্থলিই হলো তার শেষ আশ্রয় ।

ওসামা বিন লাদেন বলেছিলেন, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ শফিক আল মাদানির স্বপ্ন সত্যি করেছেন। তিনি শহীদ হয়েছিলেন এবং আমি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছিলাম। আমার ও যেন শফিক আল মাদানির মত মৃতু হয় এবং আমারও শেষ ঠাঁই যেন মাটিতে না হয়।

শফিক আল মাদানির দ্বারা ওসামা বিন লাদেন এতই প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি একটা স্পিডবোট কেনেন এবং সেটাকে জেদ্দায় তাদের পারিবারিক বন্দরে রাখেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'শফিক আল মাদানি'। স্পিডবোটটির ইঞ্জিন সরিয়ে আরো শক্তিশালি একটি ইঞ্জিন লাগানো হয়। এই 'শফিক আল মাদানি' স্পিডবোটেই আল কায়েদার সদস্যদের সামুদ্রিক যুদ্ধের প্রথম প্রশিক্ষন হয়। ওসমাও সমুদ্র দারুন ভালোবাসতেন। লোহিত সাগরে মাছ ধরতে ধরতে মিশরীয় প্রখ্যাত মুজাহিদ সৈয়দ কুতুব

শহীদ (র:) এর অনেক বই পড়ে ফেলেন। ওসামা কখনোই কল্পনা করেনি যে কোথাও কবর না দিয়ে মার্কিন সেনারা তার লাশ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে। ওবামা প্রশাসন আল কায়েদাকে কবর দিতে না পারলেও একজন বিশাল মাপের শহীদ যুগিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ওসামার ব্যবহৃত বাড়িটি মাটির সঙ্গে মিশেয়ে দিলেও আল কয়েদা গুড়িয়ে যায় নি। বরং শহীদের রক্তের বন্যায় সকল অন্যায়কে ধুয়ে মুছে পৃথিবীর বুকে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে শহীদ ওসামা বিন লাদেনের সৈনিকেরা।

৩. اَلْجِهَادُ بِالْمَالِ নিজের মাল দ্বারা জিহাদ করা।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের জন্য নিজের মাল খরচ করা । এদুয়ের যে কোন প্রয়োজনে নিজের মালকে ব্যয় করা। এ ব্যাপারে ইউসুফ আল উয়াইরী (রহ:) বলেন, মাল দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। অধিকাংশ আয়াতে মালকে জানের আগে রাখা হয়েছে। তা সত্বেও জান দ্বারা জিহাদ করার যে মর্যাদা মাল দ্বারা সে মর্যাদার কাছেও পৌছতে পারবে না। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١]

অর্থ: "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[৯৬৬]

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

অর্থ: "খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কোন কিছু ব্যয় করে তার আমলনামায় (বৃদ্ধি করে) তার সাতশো গুন লিখা হয়।"[৯৬৭]

---

[৯৬৬] সুরা তাওবা ৯:৪১।

৪. تَجْهِيْزُ الْغَازِيْ মুজাহিদীনদের যুদ্ধের সামান তৈরী করে দেয়া।
জিহাদে সহযোগিতা করার আরেকটি উপায় হচ্ছে মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেন:

عَنْ زَيْد بْن خَالد رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّه بخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

অর্থ: "যায়েদ বিন খালেদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদের যুদ্ধে যওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তাদের পরিবার-পরিজনের আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন জিহাদ করলো।"[৯৬৮]
যারা ওজরের কারণে জিহাদে যেতে পারে না তাদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। যেমন অন্ধ ব্যক্তি, অপারগ ব্যক্তি ও মহিলারা যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হতে সক্ষম না। তারা তাদের অর্থের মাধ্যমে মুজাহিদীনদেরকে সহযোগিতা করবে। অস্ত্র কিনে দিয়ে বা প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা ইত্যাদি করার মাধ্যমে।

৫. جَمْعُ التَّبَرُّعَات للْمُجَاهديْنَ মুজাহীদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

عَنِ الْمُنْذرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيه قَالَ كُنَّا عنْدَ رَسُولِ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– فِى صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ منْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ منْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– لمَا رَأَى بهِمْ منَ الْفَاقَة فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ « (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذى خَلَقَكُمْ منْ نَفْسٍ وَاحدَة) إِلَى آخرِ الآيَة (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا) وَالآيَةَ الَّتى فِى الْحَشْرِ (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ منْ دينَارِه منْ دِرْهَمه منْ ثَوْبه منْ صَاعِ

---

[৯৬৭] সুনানে নাসায়ী ৩১৮৬; সুনানে তিরমিযি ১৬২৫; মুসনাদে আহমদ ১৯০৩৬; সুনানে বায়হাকী ১৯০৩৭।
[৯৬৮] সহীহ বুখারী ২৮৪৩; সহীহ মুসলিম ৫০১১; সুনানে আবু দাউদ ২৫১১; সুনানে নাসায়ী ৩১৮০।

بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ – حَتَّى قَالَ – وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ». قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ – قَالَ – ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ».

অর্থ: মুনযির ইবনে জারীর (রা:) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ (সা:) কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ সদস্য কিংবা সকলেই মুদার গোত্রের লোক ছিলো। অভাব অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা:) মুখমন্ডল পরিবর্তিত ও বিষন্ন হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিলালকে (রা:) আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা:) আযান ইকামত দিলেন। নামায শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন: 'হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে (আদম আ:) থেকে সৃষ্টি করেছেন।... নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী (সুরা নিসা ১) অত:পর তিনি সূরা হাশরের শেষের দিকের এ আয়াত পাঠ করলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ (সুব:) কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ্য করে।" অত:পর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক সা' আটা ও কেউ এক সা' খেজুর দান করলো। অবশেষে তিনি বললেন: অন্তত এক টুকরো খেজুর হলেও নিয়ে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে আসলেন। এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়ে গেল। বর্ণনাকরী আরো বলেন, অত:পর

লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকলো। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দুটো স্তুপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চেহারা মুবারক খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্ব হয়ে হাসতে লাগলো। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার কাজের সওয়াব পাবে। এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থি) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমান বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না।"[৯৬৯]

৬. خِلَافَـةُ الْغَـازِيْ فِـيْ اَهْلِـهِ بِخَيْـرٍ একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।

জিহাদে সহযোগিতা করার আরেকটি উপায় হচ্ছে একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) হাদীসে বলেছেন:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ... وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের আমানতের সাথে দেখাশুনা করলো সেও যেন জিহাদ করলো।"[৯৭০]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعَثَ إِلَى بَنِـى لِحْيَانَ وَقَالَ : « لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ». ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِـدِينَ : « أَيُّكُـمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বনি লাহ'ইয়ানের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একদল সৈণ্য পাঠালেন আর

[৯৬৯] সহীহ মুসলিম ২৩৯৮।
[৯৭০] সহীহুল বুখারী ২৮৪৩।

বললেন ‘প্রতি দু’জন পুরুষ হতে একজনকে অবশ্যই বের হতে হবে (যুদ্ধে যেতে হবে) অত:পর যারা যুদ্ধে যায়নি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘যারা মুজাহিদদের পরিবার-পরিজন ও মাল-সামানা আমানত দারীর সঙ্গে হেফাজত করবে সে ব্যক্তি উক্ত মুজাহিদের অর্ধেক পরিমান সওয়াব পাবে ।”[৯৭১]

যে ব্যক্তি যুদ্ধে রয়েছে তার পরিবার পরিজনের দেখা শোনা এবং তাদের প্রয়োজনকে পুরা করা এটা গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি দায়িত্ব । যা আল্লাহর রাসূল (সা:) অন্য একটি হাদীসে বলেন:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم حُرْمَــةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُــلٍ مِــنَ الْقَاعِــدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِى أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُــذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ

অর্থ: “সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন: বাড়িতে অবস্থানকারী পুরুষদের নিকট (যুদ্ধরত) মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের মায়ের মত । যদি গৃহে অবস্থানকারী কোন পুরুষ মুজাহিদ পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে আমানতের খিয়ানত করে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে আটকে রেখে মুজাহিদকে বলা হবে “এই হল তোমার পরিবারের অসৎ তত্বাবধায়ক অতএব তুমি তার নেক আমল সমূহ (ইচ্ছেমত) গ্রহণ কর । অতঃপর সে ঐ ব্যক্তির আমল থেকে যা চায় তা নিয়ে নিবে । তোমাদের ধারণা কি? (অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা কর ঐ ব্যক্তির আমলের কিছু অংশ বাকী থাকবে) ।[৯৭২]

৭. كَفَالَةُ اَسْرِالشُّهَدَاءِ শহীদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা ।

শহীদের পরিবারের সহযোগীতা করা এবং বিধবাদের পাশে দাড়ানো এবং তার সন্তানদের দায়িত্ব নেয়া এটাও জিহাদের একটি খিদমাত । তার কারণ জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি:) যখন মু’তার যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন

---

[৯৭১] সহীহ মুসলিম: ৫০১৬ ।
[৯৭২] সহীহ মুসলিম: ৫০১৭ ।

আল্লাহর রাসূল (সা:) জাফর (রাযি:) এর ঘরে গেলেন এবং অন্যদেরকে বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী কর। আল্লামা ইবনে কাছির (রহ:) এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ঐ হাদীস উল্লেখ এর মাধ্যমে যে হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আছমা বিনতে উমাইস (রাযি:) হতে বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ دَبَغْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيئَةً وَعَجَنْتُ عَجِينِي وَغَسَّلْتُ بَنِيَّ وَدَهَنْتُهُمْ وَنَظَّفْتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِينِي بِبَنِي جَعْفَرٍ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِهِمْ فَشَمَّهُمْ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا يُبْكِيكَ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ أُصِيبُوا هَذَا الْيَوْمَ قَالَتْ فَقُمْتُ أَصِيحُ وَاجْتَمَعَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ (مسند أحمد)

অর্থ: "আসমা বিনতে উমাইস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন জাফর এবং তার সাথীগণ শহীদ হল, আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম আটার চল্লিশটি খামিরা নিয়ে প্রবেশ করল। আমিও খামিরা বানালাম এবং আমার সন্তানদের গোসল করালাম, তাদের শরীর পরিস্কার করলাম এবং তৈল মাখলাম। অতপর আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, আমার কাছে জাফরের সন্তানদের নিয়ে আস। আমি তাদেরকে নিয়ে গেলাম। আল্লাহর রাসূল তাদের ঘ্রান নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল। অতপর আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক। কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে। আপনার কাছে কি জাফর এবং তার সাথীদের কোন সংবাদ পৌঁছেছে? তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন হ্যাঁ, আজকে তারা শহীদ হয়ে গিয়েছে। তখন আমি দাঁড়ালাম এবং চিৎকার মারলাম এবং মহিলাদের কে আমার পাশে জড়ো করে নিলাম। তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) তার পরিবারের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমরা জাফরের

পরিবারের ব্যাপারে বে-খবর হবে না। তাদের জন্য তোমরা খাদ্য তৈরী করবে, তারা তাদের মৃত ব্যক্তির শোকে নিমজ্জিত।[৯৭৩]
সুতরাং আমাদের জন্য এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

৮. জেলে বন্দি অথবা আহত মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশোনা করা।

জিহাদে অংশগ্রহণ করার আরেকটি উপায় হচ্ছে, যারা জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়েছে অথবা গ্রেফতার হয়েছে তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করা। কেননা যে মুজাহিদ আহত কিংবা গ্রেফতার হয়েছে তাদের স্ত্রী সন্তান ও পিতা-মাতা অনেক সময় অভাব অনটনে পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করা, তাদেরকে সবর করার জন্য উপদেশ দেওয়া এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করা, তাদের নিরাপত্তা বিধান করা সাধারণ মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর অবর্তমানে দুষ্ট লোকেরা অসহায় স্ত্রীর দিকে কু-নজর দেয়। তাদের অসহায় অবস্থাকে কটাক্ষ করে। এ কারণে তাদের সহযোগীতা করা ঈমানী দায়িত্ব।

৯. فكاك الاسير কারাবন্দী মুজাহিদদের মুক্ত করা।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে মুক্ত করা এবং তাদের সাহায্য-সহযোগীতা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان : ٨ ، ٩]

অর্থ: "তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, 'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।"[৯৭৪]

এ আয়াতে কারাবন্দী কয়েদীদেরকে খাদ্য দানের বিশেষ মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের অনেক মুজাহিদ ভাই এমনকি অনেক বোনও জেলখানায় বন্দী অবস্থায় চরম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাদের খোঁজ-

---

[৯৭৩] মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ২৭০৮৬

[৯৭৪] সুরা দাহর ৭৬:৮-৯।

খবর নেয়া এবং তাদের মুক্তির ব্যাপারে সর্বোচ্চ ব্যায় করা আমাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। কিছু অর্থ ব্যায় করলেই এদেরকে মুক্ত করা সম্ভব। তারা আমাদের সাহায্য-সহযোগীতার দিকে তাকিয়ে আছে। এই মূহুর্তে তাদের পাশে দাড়াতে পারলে আশা করা যায় কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ (সুব:) আমাদের পাশে দাড়াবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপরে যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের সচেষ্ট হয় আল্লাহ (সুব:) তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন একটি বিপদ দূর করে দেয় আল্লাহ (সুব:) কেয়ামতের দিবসে তার অসংখ্য বিপদ-আপদ থেকে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে কেয়ামতের দিন আল্লাহ (সুব:) তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।"[৯৭৫] অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

অর্থ: "আবু মূসা আশ'আরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্থদের খাদ্য দান কর এবং রুগীদেরকে সেবা কর।"[৯৭৬]

১০. دَفْعُ الزَّكَاةِ لَهُمْ মুজাহিদীনদেরকে যাকাত প্রদান করা।

যাকাত মানুষের মালের মধ্যে আল্লাহ (সুব:) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হক্ব। আর আল্লাহর পক্ষে বর্তমানে মুজাহিদীনরাই এই হক্বের সবচেয়ে বড়

---

[৯৭৫] সহীহ বুখারী ২৪৪২; সহীহ মুসলিম ৬৭৪৩।
[৯৭৬] সহীহ বুখারী ৩০৪৬।

দাবিদার। কেননা তারা প্রথমতঃ "ফি সাবিলিল্লাহ" বা আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত আছে, দ্বিতীয়তঃ তারা "ফুক্বারা" অর্থাৎ অসহায়, তৃতীয়তঃ তারা "ইবনে সাবীল" বা মুসাফির। মুজাহিদীনদেরকে যাকাত দিলে একই সাথে যাকাতের আটটি খাতের মধ্য থেকে তিনটি খাতে ব্যয় করা হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন মুজাহিদীনদের অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল জমা করা হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,

لَوْ ضَاقَ الْمَالُ عَنْ إِطْعَامِ جِيَاعٍ وَالْجِهَادِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ قَدَّمْنَا الْجِهَادَ وَإِنْ مَاتَ الْجِيَاعُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَّتَرُّسِ وَأَوْلَى فَإِنَّ هُنَاكَ نَقْتُلُهُمْ بِفِعْلِنَا وَهُنَا يَمُوتُونَ بِفِعْلِ اللَّهِ. (الفتاوى الكبرى – (ج ٥ / ص ٥٣٧)

অর্থ: "যদি একদিকে ক্ষুধার্ত লোকেরা না খেয়ে মারা যায় অপর দিকে জিহাদের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তখন কাদেরকে সাহায্য করতে হবে? ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, সেক্ষেত্রে জিহাদে সাহায্য করা জরুরী। যদিও ক্ষুধার্থ লোকেরা না খেয়ে মারা যায়। যেরকম কাফেররা যদি কোন মুসলিমকে মানব ঢাল বানায় তখন প্রয়োজনে ঐ মুসলিমকে সহ কাফেরদেরকে হত্যা করার বিধান রয়েছে। অথচ ঐখানে একজন মুসলিমকে সরাসরি আমাদের হত্যা করতে হচ্ছে। আর এখানে সরাসরি আমরা হত্যা করছি না বরং আমরা মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে এই ক্ষুধার্থ লোকদের সাহায্য না করতে পারায় তারা আল্লাহর হুকুমে মৃত্যু বরণ করছে।"[৯৭৭]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন,

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَالِ إِلَيْهَا.

অর্থ: "সমস্ত আলেমগণ একমত যে, যদি মুসলিম জাতির কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেই প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে যাকাতের সমস্ত মাল আদায় করা সত্ত্বেও যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদেরকে অতিরিক্ত সাহায্য

[৯৭৭] ফাতাওয়া আল কুবরা ৫খন্ড ৫৩৭ পৃষ্ঠা।

করা সকল মুসলিমদের প্রতি ওয়াজিব।" এরপর ইমাম কুরতুবী (র:) বলেন:

قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِدَاءُ أُسْرَاهُمْ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَيْضًا،

অর্থ: "ইমাম মালেক (রাহ:) বলেন, মুসলিমদের বন্দিদেরকে মুক্ত করা সকল মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। তাতে যদি মুসলিম জাতির সমস্ত সম্পদও ব্যয় করতে হয় তাও ওয়াজিব। এ বিষয়েও সকল উলামায়ে কিরাম একমত।"[৯৭৮]

১১. تَشْجِيْعُ الْمُجَاهِدِيْنَ وَحَثُّهُمْ عَلَي الْاِسْتِمْرَارِ মুজাহিদীনদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সব-সময় জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করা।

বর্তমান পৃথিবীতে মুজাহিদীনদের সমালোচনা করা ও বিরোধিতা করা এবং মুজাহিদীনদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার কাজেই বেশীর ভাগ মানুষ লিপ্ত আছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও মুজাহিদীনরা তার কোন পরওয়া করেন না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন,

عَنْ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ: "মুআবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমার উম্মতের মধ্য হতে একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সহযোগীতা করবে না এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই তারা আল্লাহর আদেশ (কেয়ামত) আসা পর্যন্ত অবিচল থাকবে।"[৯৭৯]

তারপরও মুজাহিদীনদের মনোবল বৃদ্ধি করা, তাদেরকে শক্তিশালী করা, তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, তারা শুধু একাই নয় বরং তাদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরাও আছে।

[৯৭৮] তাফসীরে কুরতুবী ২য় খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠায় সুরা আনফালের ৭০ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।
[৯৭৯] সহীহ বুখারী ৩৬৪১;

এমনিভাবে তাদের দুঃখে কষ্টে সবর করা ও ধৈর্য্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। বর্তমানে এটা খুবই প্রয়োজন, কারণ সকল প্রকার মিডিয়া ও অমুসলিম জাতিগুলো এবং নামধারী মুনাফিক মুসলমান গুলো যেভাবে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তাতে মুজাহিদীনদের শক্তি সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী।

১২. اَلْمُسَاهَمَةُ فِيْ عِلَاْجِ الْجَرْحَــيْ মুজাহিদীনদের মেডিকেল সহযোগীতা করা।

জিহাদ করতে গিয়ে যারা আহত হয়, জখম হয় তাদের চিকিৎসা প্রদান করা, চিকিৎসার খরচ বহন করা, ঔষধ পত্র কিনে দেওয়া, ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি। কেননা মুজাহিদীনরা যদি আহত লোকদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে জিহাদের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা আসবে। এই জন্য ডাক্তার এবং ঔষধ বিক্রেতাগণ জিহাদের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা করতে পারেন। এমনিভাবে যারা জিহাদের ময়দানের কাছাকাছি শহরে বসবাস করে তারাও এই সহযোগিতাগুলো করতে পারেন। কারণ তারা এমন কিছু কাজ করতে পারেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব না। কেননা নিজ এলাকার অলি-গলি, রাস্তা-ঘাট, ডাক্তার-ফার্মেসী সম্পর্কে তাদের জানা আছে।

১৩. اَلذَّبُّ عَنِ الْمُجَاهِــدِيْنَ وَالــدِّفَاعُ عَــنْهُمْ পশ্চিমাদের মিথ্যা মিডিয়ার প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

عَنْ أَسْمَاءَ – رضي الله عنه – : أَنَّ رسولَ اللَّه –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ : « مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ فِي الْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থঃ "আবু দারদা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের সমালোচনা প্রতিহত করল আল্লাহর (সুব:) এর হক হলো তাকে আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া।"[৯৮০]

---

[৯৮০] কানযুল উম্মাল ৭২৩৫; ইমাম আলবানী (র:) আসমা (রা:) এর সনদে বর্ণিত এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

গোটা মুসলিম জাতির কাছে মুজাহিদীনদের এটি প্রাপ্য অধিকার। প্রত্যেকটি মানুষের উচিত মুজাহিদীনদের সমালোচনা না করা, তাদের জন্য ক্ষতিকর খবর প্রচার করা থেকে বিরত থাকা, তাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকা, তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তিগুলো প্রচার করা থেকে বিরত থাকা, তাদের নিয়ে উপহাস-মস্কারা করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

১৪. فَضْحُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُخْذِلِيْنَ মুনাফিকদের মুখোশ উম্মোচন করা।

বর্তমান যুগে যেসকল নামধারী মুসলিম, একশ্রেণীর আলেম উলামা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কুফ্ফারদের সহযোগিতা করছে এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে নানান প্রকার অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাই এখন মুসলিমদের প্রধান শত্রু। এরা মূলতঃ তাদের নেতা, মদীনার বড় মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এর বংশধর (নাতি-পুতি)।

এরা নিজেরা ইয়াহুদী-খৃষ্টান এবং মুর্তিপূজকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর মুজাহিদীনদেরকে জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, কট্টরপন্থী, খারেজী ইত্যাদী নামে অপবাদ দিয়ে থাকে।

মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ভালো করে জানতে হলে সূরা বাক্বারার ৮নং আয়াত থেকে ২১নং আয়াত পর্যন্ত এবং সূরা তাওবা ও সূরা মুনাফিকুন ভালোভাবে বুঝে শুনে পড়া উচিৎ।

মনে রাখতে হবে যুগে যুগে ইসলামের দুর্গকে রক্ষা করার জন্য মুনাফিকদের সকল প্রকার অভিযোগ, প্রশ্ন ও সংশয়ের দাত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য একদল আলেম ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন। যারা সত্য কথা বলেন, হক্বের পক্ষে যুদ্ধ করেন, কোন সমালোচকদের চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করেন না।

বর্তমান যুগে যেরকম শায়খ আবু আসেম মুহাম্মদ আল মাক্বদেসী, শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আজিজ, শায়খ আনোওয়ার আল আওলাক্বী (রহঃ), শায়খ আলী আল খুদাইর, শায়খ নাসের আল ফাহাদ, শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরী (রহঃ), শায়খ নিজামুদ্দীন শামযায়ী (রহঃ) প্রমুখগণ ছিলেন এবং আছেন। যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে একেকটি কঠিন পাথর সমতুল্য। যারা অপপ্রচারকারীদের সকল অভিযোগ খন্ডন করেছেন, জালিম

শাহীর বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলেছেন যদিও তা তিক্ত। তাদের কেউ শাহাদাত বরণ করেছেন, আবার কেউ শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

যাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন,

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَذَرِيْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই এই ইলমকে (ইলমে দ্বীনকে) প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের সর্বোত্তম লোকেরা বহন করতে থাকবে। যারা (১) অতি উৎসাহিতদের (দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকারী) কুরআন-সুন্নাহর তাহরীফ কে (নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতি সাধন করা) প্রতিহত করবে। (২) বাতিল ফেরকা সমূহের মিথ্যা দলিল-প্রমাণ পেশ করাকে নস্যাৎ করে দিবে। (৩) জাহেল, মূর্খ, পীর-সূফীদের কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকে রহিত করবে।"[৯৮১]

১৫. জিহাদের ব্যাপারে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করা।

যে ব্যক্তি নিজে স্বশরীরে জিহাদে অংশ নিতে পারছে না তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সব পন্থা উন্মুক্ত রয়েছে তার একটি হলো অন্যদেরকে জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত করা। কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا} [النساء: ٨٤]

অর্থ: অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। (সুরা নিসা: ৮৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

---

[৯৮১] মুশকিলুল আসার লিত তাহাবী ৩২৬৯; কানযুল উম্মাল ২৮৯১৮, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র:) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: ٦٥]

অর্থ: "হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না।"[৯৮২]

সুতরাং এটা সেই ব্যক্তির উপর আবশ্যক যে ব্যক্তি জিহাদ করতে সক্ষম এবং তার উপরও যে জিহাদ করতে সক্ষম নয়। এবং সকল মুসলিমের উপর এটা আবশ্যক যে সে তার ভাইদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করবে। আমরা এখন এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে আমাদের এই আয়াতগুলোর উপর সরাসরি আমল করা খুবই প্রয়োজন এবং এর মধ্যে রয়েছে মহা পুরস্কার। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِله ».

অর্থ: আবু মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজে সাহায্য করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি কাজটি সম্পাদন করে।"[৯৮৩]

১৬. মুজাহিদীনদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপনীয়তাকে হেফাজত করা।

এটা অত্যাবশ্যকীয় যে, মুজাহিদীনদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেন তা থেকে কাফির ও মুনাফিকরা সুবিধা নিতে না পারে। আমরা যদি চাই "ভ্রাতৃত্ববোধের" যথার্থতা প্রমাণ করতে এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদেরকে ভালোবাসার যে দাবি আমরা করি তার স্বপক্ষে যেন কিছু প্রমাণ থাকুক; তা হলো মুজাহিদীনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, তাদের

---

[৯৮২] সুরা আনফাল ৮:৬৫।

[৯৮৩] মুসলিম ৫০০৭; সুনানে আবূ দাউদ ৫১৩১।

সুরক্ষা, তাদের নিরাপত্তা এবং তাদেরকে কোন রকম বিপদে না ফেলার বিষয়ে সব সময় আমাদেরকে অবশ্যই সচেষ্ট থাকা। আলিমগণ বলেছেন মুজাহিদীনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা, তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্য করা, তাদের আশ্রয়স্থান প্রকাশ করে দেয়া, তাঁদের ছবি প্রচার করা (কর্তৃপক্ষের হয়ে), তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম)। এবং যে এই গুলো করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমেরিকানদের সহায়তা করছে যারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে মুজাহিদীনদেরকে গ্রেফতার করার জন্য এবং তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। সুতরাং সতর্ক হও মুসলিম ভাইয়েরা মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের (খৃষ্টান ধর্ম যোদ্ধাদের) সাহায্যকারী হওয়া থেকে এবং যে কেউ তা করবে সে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করল এবং জুলুম করল, এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করল। আর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন:

{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢]

অর্থ: "মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।"[৯৮৪]

এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

অর্থ: "আনাস ইবনে মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন: তোমার ভাইকে সাহায্য কর হোক সে অত্যাচারিত অথবা অত্যাচারী।"[৯৮৫]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ. قَالَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ

---

[৯৮৪] সুরা মায়িদা ৫:২)

[৯৮৫] সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ২৪৪৪।

إِلَيْنَا. فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থ:''হাম্মান ইবনুল হারীছ (রা:) বলেছেন, "এক ব্যক্তি ছিল যে মানুষের কথা শাসকদের কাছে পৌঁছে দিত। একদিন আমরা যখন মসজিদে বসে ছিলাম তখন লোকেরা বলল এই ব্যক্তি হল তাদের মধ্যে এক জন যারা মানুষের কথা শাসকদের কাছে পৌঁছে দেয়।" যখন লোকটি আসল এবং আমাদের সাথে বসল, তখন হুযায়ফা (রা:) বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যের কথা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৯৮৬]

১৭. মুজাহিদীনদের জন্য দু'আ করা।

মুজাহিদীনদের সাহায্য করা, তাতে অংশগ্রহণ করা ও সেবা করার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আরেকটি হল গোপনে আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করা যেন আল্লাহ তাঁদেরকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করেন এবং যেন তিঁনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং যেন তিঁনি তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেন। পাশাপাশি প্রার্থণা করা কারাবন্দীরা যেন মুক্তি পায়। সাথেসাথে তাঁদের সুস্বাস্থের জন্য ও আঘাত (যখম) থেকে আরোগ্যতা লাভের জন্য, তাঁদের ক্ষমা ও শহীদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য, তাঁদের নেতৃত্বের সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য, তাঁদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও বেড়ে উঠার জন্য এবং তারা যেন সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারে সে জন্যও দু'আ করা।

প্রার্থণাকারী যেন ঐ সময় গুলোকেই প্রার্থনার জন্য বেছে নেয় যখন দু'আ কবুল করা হয়। এখানে আমরা মুজাহিদীনদের জন্য দোয়ার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরব (ইনশাআল্লাহ): "তাঁদের জন্য বিনীত হৃদয়ে দু'আ করা এবং তাঁদের জন্য শুধু মুখে মুখে দু'আ না করা বরং খালিছ নিয়্যতে দু'আ করা কারণ আল্লাহ এমন বান্দার দু'আ গ্রহণ করেন না যে তাঁর ব্যাপারে (মুখলেছ) মনোযোগী নয়। এমন সময় দু'আ করা সে সময়টি দু'আ কবুলের সময় এবং এ ব্যাপারে অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এটা করার কিছু পদ্ধতির মধ্যে একটি হল অন্যদের লিখিত বার্তা

---

[৯৮৬]সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩০৪।

(এস.এম.এস) পাঠানো এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। একই দু'আ বারবার না করা এবং কবুল না হলে বিরক্ত হয়ে না যাওয়া। এখানে আমাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে যে, দু'আ তখনই করা উচিত যখন দু'আকারী তার দু'আ কবুলের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং সে যেন ধৈর্য্য হারা না হয়ে যায় এবং যেন না বলে ফেলে "আমি দু'আ করেছিলাম, এবং তা কবুল করা হয়নি।"

১৮.জিহাদের ব্যাপারে সঠিক খবরা-খবর রাখা এবং তা প্রচার করা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুজাহিদীনদের খোঁজ-খবর রাখার মধ্যে পুরস্কার রয়েছে যদি তা জিহাদের প্রতি সচেতনতা ও ভালবাসা থেকে হয়ে থাকে; যেখানে সে তাদের সুখে সুখী হয় এবং তাদের দুঃখে দুঃখী হয়। যে ব্যক্তি এটা যথেষ্ট মনে করে যে, যদি (মুজাহিদীনদের) খবরটি ভাল হয়, তবে সে মুজাহিদীনদের সাথে আছে এবং যদি খবরটি খারাপ হয় তবে সে সেখানে সরাসরি জড়িত না থাকাকে আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে তাহলে সেই ব্যক্তি হল তার মত যে রূপ শাইখ আবু উমার মুহাম্মদ আস-সাঈফ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন, "নিশ্চয়ই জিহাদে সহযোগিতা না করা এবং অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং দূর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে (অডিও, ভিডিও, লিখিত) মুজাহিদীনদের সংবাদ সংগ্রহ করাকেই যারা যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তা হবে মুনাফিকের চরিত্র যে রূপ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

{يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا} [الأحزاب: ٢٠]

অর্থ: "তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী[৯৮৭] চলে যায়নি। তবে সম্মিলিত বাহিনী যদি এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, নিশ্চয় যদি তারা মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের খবর জিজ্ঞাসা করতে

[৯৮৭] খন্দক যুদ্ধে কুরাইশরা তাদের আশ–পাশের সকল গোত্রকে একত্র করে মহানবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এ কারণে তাদেরকে আহযাব বা সম্মিলিত বাহিনী বলে উলেখ করা হয়েছে।

পারত [তবে ভালই হত]! আর যদি এরা তোমাদের মধ্যে থাকত তাহলে তারা অল্পই যুদ্ধ করত।"[৯৮৮]

অর্থাৎ মদিনার মুসলিমদেরকে আক্রমনকারী কাফির সৈন্যদলের মুখোমুখি হওয়ার বদলে মুনাফিকরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করার এবং বেদুঈনদের সাথে অবস্থান করে দূরে থেকে মুজাহিদীনদের সংবাদ নেয়ার ইচ্ছা পোষন করতো। সুতরাং এই উম্মাহর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য অন্য কোন উপায় খোলা নেই এটা ব্যতীত যে, সে যথার্থভাবে তার দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সেই লেনদেন সম্পূর্ণ করবে যা আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সাথে করেছেন। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ١١١]

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।"[৯৮৯]

এ জন্য, মুজাহিদীনদের সংবাদ ও বার্তাগুলো মুসালিমদের মাঝে প্রচার করার খুবই প্রয়োজন। কারণ এর মাঝে অনেক উপকার রয়েছে। যেমন:

❖ (মুসলিমদের) উম্মাহর মাঝে এই অনুভূতির পুনঃজাগরণ করা যে আমরা এক অভিন্ন শরীর, যদি এর (এই শরীরের) কোন অংশ ব্যাথা পায়, তবে অন্য অংশ তা অনুভব করে এবং সাহায্য করে।

---

[৯৮৮] সুরা আহযাব ৩৩:২০।
[৯৮৯] সুরা তাওবা ৯:১১১।

❖ উম্মাহর উপর থেকে সংবাদ মাধ্যমের অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটানো যেখানে শত্রুরা অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা যা চায় তা ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রচার করে না। সুতরাং মুজাহিদীনদের খবর সম্প্রচার সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের জন্য প্রচার মাধ্যমের ভিত্তি তৈরী করবে। ফলে উম্মাহ্ সচেতন হবে এবং অনুধাবন করবে যে গৌরব ও সম্মানের পথ হল জিহাদ এবং শাহাদাতের পথ।

১৯. মুজাহিদ আলেমদের বই, লেকচার এবং লেখা প্রচার করা।

এটি পূর্ববর্তী পদ্ধতি "তাঁদের সংবাদ প্রচার করা ও মুসলিমদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়া" এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয় প্রচার করা। যাতে তা উৎসাহিত করে ও মানুষকে জিহাদের দিকে আহবান করে। মুজাহিদীনদের সাহায্য করা এবং জিহাদের বিভিন্ন পদ্ধতির সদ্বব্যবহার করার ব্যাপারে চিন্তা করা সকলের জন্য জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ তাদের ত্যাগ ও সাহসীকতার ঘটনাগুলো সংগ্রহ করা, সেগুলো ফটোকপি করা এবং তা মানুষের মাঝে ও ইন্টারনেটে প্রচার করা। এ ছাড়া গুয়ান্তানামো কারাগারের বন্দীদের চিঠি সংগ্রহ করা এবং তা থেকে সর্বশ্রেষ্ঠগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যেন তা তাদের মাঝে বন্দীদের জন্য সমবেদনা বৃদ্ধি করে দেয়। অনুরূপভাবে সকলের উচিত মুজাহিদীন ও তাঁদের কার্যাবলী নিয়ে কিছু প্রচার মাধ্যমের প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য চেষ্টা করা। এখানে আমি একজন পুন্যবতী বোনের কথা উল্লেখ করব যিনি নিজ কাঁধে চেচনিয়ার সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। তিনি শামিল বাসায়েভ ও খাত্তাবের সর্বশেষ সাক্ষাৎকার এবং কিছু কবিতা, ঘটনা ও বিবৃতি সংগ্রহ করে সেগুলোকে এক সাথে সংকলন করে তা মানুষের মাঝে বিতরন করেছিলেন।

এখন যদি আপনি নিজে প্রকাশ করতে অপারগ হন তবে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সহায়তা করার নিমিত্তে মুজাহিদীনদের সাথে সম্পৃক্ত প্রকাশনা, বই ইত্যাদি প্রচার করা আপনার দায়িত্ব।

২০. মুজাহিদীনদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা।

এটা আলিমগণের কর্তব্য এবং তাদের উপর মুজাহিদীনদের অধিকার। কারণ এটি তাদের দায়িত্ব যে, তারা উম্মাহকে পরিচালিত করবে মুজাহিদীনদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, জান-মাল ও দু'আর মাধ্যমে তাদের

সাহায্য করার জন্য। এটি তালিবুল ইলম এবং দায়ীদের উপরও দায়িত্ব যে তারা উম্মাহকে এই বিরাট কর্তব্যের দিকে ডাকবে। এমনিভাবে আলেমদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের উচিত তাদের এমন কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কে শক্তিশালী করা যা মুজাহিদীন ভাইদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করবে। যখন আলেমগণ তা করবে তখন তাৎক্ষণিক এক আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখা যাবে যা হয়েছিল আমাদের সময়কার মুজাহিদীনদের শাঈখ হামুদ বিন উক্বলা (আল্লাহ তার প্রতি ক্ষামাশীল হোক)- এর ক্ষেত্রে। মুসলিম বা মুজাহিদীনদের উপর যখনই কোন বিপদ আপতিত হয় তখনই তাঁকে এই ব্যাপারে দৃঢ় ও অনমনীয় পদক্ষেপ নিতে দেখা গিয়েছে এবং তা করার ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির কাউকেই ভয় করতেন না। বরং তাঁর সম্পর্কে একজন স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে যে, একবার তিনি একটি ফার্মের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে একটি পুরনো মরচে ধরা কামান পড়েছিল তখন তিনি বললেন, "যদি মুজাহিদীনরা এর দ্বারা কোন প্রকারে উপকৃত হত, তবে আমি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম।"

আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন; তিনি ইসলাম ও মুসলিমের জন্য তীব্র আবেগ নিয়ে ফাতাওয়া প্রকাশ করতেন। শাইখের জীবন বৃত্তান্তে এটা বর্ণিত রয়েছেঃ "শাঈখ (আল্লাহ তাকে ক্ষামা করুন) মুসলিমদের মাঝে অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন ও ভবিষ্যতে থাকবেন। তিনি খবরগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে করতেন এবং তা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি নিজে রেডিও ব্যবহার করতেন এবং খুজে বের করতেন কোন কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার করা হচ্ছে (যেহেতু শাইখ অন্ধ ছিলেন, এবং তাকে তা করতে হত রেডিওর নাম্বার না দেখেই)। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রায়ই তাঁর পাশের ব্যক্তির কাছ থেকে রেডিওটি ছিনিয়ে নিতেন যখন তারা সংবাদের চ্যানেল খুজে না পেত এবং নিজেই ডায়াল ঘুরাতেন তা বের করার জন্য এবং তিনি বিশেষ সংবাদগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতেন কারণ তিনি জানতেন কোন ধরণের উপস্থাপক কোন ধরনের সংবাদ উপস্থাপন করতো। এবং ইন্টারনেটের খবরগুলো প্রতিদিন তাঁকে পড়ে শুনানো হত, যেখানে তাঁকে অন্তত এক বা দুই ঘন্টা বসে থেকে তা শুনতে হত কিন্তু তিনি বিরক্ত বা অস্থির হতেন না।

সুতরাং আপনি দেখতে পাবেন যে, তাঁর সচেতনতা থেকেই মুসলিমদের সব রকম অবস্থাই তিনি জানতেন এবং সকল সাম্প্রতিক খবরাখবর তিনি রাখতেন। সুতরাং যখনই কেউ তাঁর কাছে গিয়ে সাম্প্রতিক খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো শাইখ তাকে জানাতেন এবং তাকে তাঁর নিজের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত জানাতেন।

সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহের প্রতি এরূপ সচেতনতার পাশাপাশি শাইখ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) ইতিহাস, অতীতের ঘটনা, যুদ্ধ, রাজনীতি, এমনকি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব জীবিত বা মৃত, তাদের ইতিহাস ও মতাদর্শ সম্পর্কেও ভাল জ্ঞান রাখতেন। ফলে তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি ও ঘটনার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারতেন। তাঁর পর্বততুল্য জ্ঞান এবং সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে তাঁর গভীর বোধ শক্তির কারণে শাইখ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) মুসলিমদের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন।

মুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর এই উদ্বেগ মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল; কারণ তিনি সব সময় আফগানিস্তান, তালেবান সরকার ও মুজাহিদীনদের সর্বশেষ খবরা-খবর সম্পর্কে বলতেন এবং ইনশাআল্লাহ তাঁর সমাপ্তি ছিল উত্তম।

যখন কিছু আলেম এবং তালেবুল ইলমরা কারাগারে ছিলেন, তিনি সব সময় তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করতেন এবং অবিরাম তাঁদের জন্য দু'আ করতেন যেন তাঁরা (কারাবন্দীগণ) সত্যের উপর অটল থাকতে পারে এবং ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ যেন তাঁকে সর্বশ্রেষ্ট পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

২১. আলেম এবং ইমামদের কাছে মুজাহিদীনদের খবরা-খবর পৌঁছে দেয়া।

এর কারণ হলো, শত্রুরা চায় মুসলিমদের শ্বাসরোধ করতে এবং তাঁদের একতার তীব্র অনুভূতিকে মুছে দিতে ও সাধারণ মুসলিমদেরকে ক্ষুদ্র ব্যাপারে আছন্ন করে রাখতে। সুতরাং যদি আলেমগণ জেগে ওঠেন, ফলশ্রুতিতে তারা জনগণকে জাগ্রত করবেন এবং যদি তারা ঘুমিয়ে থাকেন তবে একই ভাবে জনগণও ঘুমিয়ে থাকবে। সাধারণ মানুষ সাধারণত আলেমগণের সাথে থাকে, অন্তত ধর্মীয় ব্যাপারে, যার চূড়ায়

রয়েছে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের সাহায্য করা। অতীতে যখন ক্রুসেডার ও তাতার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, উম্মাহ দৃঢ় থাকতে পারত না যদি না আলেমগণ ও লোকেরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং জিহাদের পতাকার নিচে একত্রিত হতো।

এর নেতৃত্বে যিনি ছিলেন তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) যিনি মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, মুসলিম বাহিনীর পক্ষে তাতারদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি দ্বারা উম্মাহকে সুদৃঢ় রেখেছিলেন, "আল্লাহর শপথ, তোমারাই বিজয়ী হবে।" সুতরাং তারা তাঁকে বলল, "বলুন ইনশাআল্লাহ!" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি ইনশাআল্লাহ বলি সুনিশ্চিত হলে, কোন শুভ কামনা থেকে নয়।" এভাবেই ইবনে কুদামাহ (রহঃ) সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর (রহঃ) পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সুতরাং, এ কারণে আলেমগণের খুব কাছে থাকা এবং তাঁদেরকে মুজাহিদীনদের ঘটনা সম্পর্কে জানানো অবশ্য করনীয় যেন তারা জিহাদের পাশে দাঁড়ায় এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। যেহেতু ভ্রান্ত মতবাদ ও এর সহকারীরা তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে জিহাদ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে। এ কারণে তাঁদের সংস্পর্শে থেকে মুজাহিদীন ও তাঁদের অধিকারের ব্যাপারে তাঁদের যে কর্তব্য রয়েছে সেই ব্যাপারে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ (সুবঃ) হয়ত শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম ও হামুদ বিন 'উক্বলা (রহঃ) এর মত মানুষদের প্রত্যাবর্তণ করাবেন। সত্যবাদী আলেমগণ হলেন তারা যারা মুজাহিদীনদের পাশে সততার সহিত দাঁড়ায় এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো ও সত্য কথা বলার কারণে মৃত্যু, জেল এবং যন্ত্রনা সহ্য করেন। এ ব্যাপারে শাইখ ইউসুখ আল উয়াইরি (রহঃ) কে হত্যা করার বিষয়টি আমাদের সামনেই রয়েছে।

২২.শারিরিক যোগ্যতা অর্জন করা।

যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করার নিয়ত বা ইচ্ছা রাখে তার অন্য কোন সুযোগ নেই শারীরিক যোগ্যতা অর্জণ করা ছাড়া। যা তাকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কারণ এটা মুজাহিদীনদের জন্য অত্যাবশ্যক। সুতরাং তাকে অবশ্যই হাঁটা, জগিং করা

এবং অনেক দূরের দূরত্বে দৌড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে শারীরিক অবস্থা এমন এক অবস্থায় উপনীত করতে হবে যা তাকে জিহাদের ডাক পাওয়া মাত্রই বেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং যেন সে তাঁর ভাইদের উপর বোঝা না হয়ে পড়ে যা তাদেরকে বয়ে বেড়াতে হবে...ইত্যাদি এবং প্রকৃতপক্ষে এটা বসনিয়ায় (এবং অন্যান্য স্থানের) ক্ষেত্রে ঘটেছিল যেখানে কিছু ভাইকে শারীরিক সক্ষমতা না থাকার কারণে শত্রুদের হাতে বন্দি এবং কারা বরণ করতে হয়েছিল।

শাইখ ইউসুফ আল–উয়াইরি (রহঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই, মুজাহিদীনদের শারীরিক সক্ষমতা, তাঁর দীর্ঘপথ দৌড়ানোর ক্ষমতা, অনেক ভারী ভার বহন করার ক্ষমতা এবং অনেক লম্বা সময়ের জন্য প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা হল প্রধান উপাদান যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। একজন মুজাহিদ হতে পারে অস্ত্র চালনায় পারদর্শী, কিন্তু শারীরিক যোগ্যতা না থাকার কারণে বন্দুক চালনা করার জন্য সে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতে পারে না বা দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে না। এ সব কিছুই ঘটে শারীরিকভাবে অযোগ্য হওয়ার কারণে এবং যেই মুজাহিদের খুব ভালো শারীরিক যোগ্যতা থাকে সে প্রয়োজনীয় সব রকম কাজ সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে পারে যদিও সে অস্ত্র চালনায় তেমন পারদর্শী নয়। কারণ সে গুলি চালানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থানে নিজেকে নিয়ে যেতে পারে এবং সে এ সকল কিছুই করতে পারবে দ্রুততার সাথে ও সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে কারণ ক্লান্তি ও অবসাদ তাকে আচ্ছাদিত করতে পারেনা, তার মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে না এবং তার গতিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এ জন্য আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে, মুজাহিদদের জন্য শারীরিক যোগ্যতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শহর কেন্দ্রীক যুদ্ধের ক্ষেত্রে।" আমাদের এ সময়ে আমরা যে যুগে বাস করছি দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে বর্তমানে সবগুলো জিহাদই সংঘটিত হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ এবং শহর কেন্দ্রীক যুদ্ধের রূপে এবং এজন্য প্রয়োজন উঁচু মানের শারীরিক যোগ্যতা। সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা! তুমি যেন অন্যদের জন্য বোঝা হয়ে না যাও, তাই এখন থেকেই প্রয়োজনীয় শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা শুরু করে দাও।

আমার ভাইয়েরা, শারীরিক যোগ্যতার এ বিষয়টিকে তুচ্ছ ভাবে নিও না- এবং জেনে রাখো এ জন্য পুরষ্কারটাও অনেক বড় যদি তা এক খাঁটি নিয়্যাতে অর্জনের চেষ্টা করা হয়, এবং তুমি তা কর আল্লাহর রাস্তার জিহাদ করার নিয়্যাতে। এবং একজন দৃঢ় ইমানদার আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় একজন দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে। এবং দৃঢ়তার মধ্যে শারীরিক ও কায়িক শক্তি অন্তর্ভুক্ত। শাইখ ও মুজাহিদ ইউসূফ আল-উয়াইরি (রহঃ) বলেছেন, "একজন মুজাহিদের মাঝে যে সকল শারীরিক যোগ্যতার দরকার তার মধ্যে নিম্ন লিখিত কাজগুলো করার ক্ষমতা অর্ন্তভুক্তঃ

* কোন রকম বিরতি ছাড়া ১০ কিঃমিঃ (প্রায় ৬.২ মাইল) জগিং (ব্যায়ামের উদ্দ্যেশে দৌড়) করা এবং খুব খারাপ অবস্থার ক্ষেত্রেও তা যেন ৭০ মিনিটের চেয়ে বেশী সময় না নেয়।

* ১৩.৫ মিনিটের মধ্যে ৩ কিঃ মিঃ (প্রায় ২ মাইল) দৌড়ানো।

* শুধু ১২-১৫ সেকেন্ডের বিরতীতে ১০০ মিটার দৌড়ানো।

* কোন বিশ্রাম না নিয়ে ২০ কিলোগ্রাম (প্রায় ৪৪ পাউন্ড) ওজনের জিনিস কমপক্ষে ৪ ঘন্টা বহন করা।

* না থেমে একটানা কমপক্ষে ৭০ বার বুক-ডাউন দেয়া (একজন হয়ত একবারে ১০ বার পুশ আপ দিতে পারবে, অতঃপর প্রতিদিন ৩টি করে বৃদ্ধি করা যতদিন তা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছে।)

* বাহু দিয়ে হামাগুড়ি করে ৫০ মিটার দূরত্ব পার হওয়া সর্বোচ্চ ৭০ সেকেন্ডে।

* ফার্টলিক অনুশীলন করা (এটা হচ্ছে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে হাটুন, অতঃপর দ্রুত বেগে ২ মিনিট হাটুন, অতঃপর ২ মিনিট জগিং করুন, এরপর ২ মিনিট দৌঁড়ান এবং ১০০ মিটার দূরত্ব আরো দ্রুত বেগে দৌঁড়ান, অতঃপর আবার হাঁটতে থাকেন এবং এভাবেই চলতে থাকুন অবিরত, এটা করবেন অবিরাম ১০ বার পর্যন্ত।

সাধারণ হাঁটা হল দ্রুত হাটা। জগিং দ্রুত হাঁটা থেকে আর একটু দ্রুত তবে দৌড়ানো নয়। দৌড়ানো জগিং থেকে আলাদা। সাধারণ হাঁটার সঙ্গে সবাই পরিচিত। দ্রুত হাঁটা হল, যে একজন ব্যক্তি দ্রুতবেগে হাঁটবে এভাবে যে তার পা মাটি থেকে ততটুকুর খুব বেশী উপরে উঠবেনা যতটুকু হাঁটার সময় ওঠে। জগিং এর ক্ষেত্রে, তা ১ কিঃ মিঃ (প্রায় ০.৬ মাইল)

দূরত্ব অতিক্রম করা ৫.৫ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে। দৌঁড়ানোর ক্ষেত্রে, ১ কিঃ মিঃ দূরত্ব অতিক্রম করা ৪.৫ মিনিটের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে।

মুজাহিদীনরা এ পর্যায়ের শারীরিক যোগ্যতা এক মাসের মধ্যে অর্জন করতে পারে যদি সে কঠোর সাধনা করে। তবে শর্ত হলো যে, সে পর্যায়েক্রমে উন্নতি সাধন করবে এবং তার মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা ছিঁড়ে না যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি মাসের শুরুতে ১৫ মিনিট জগিং করে এবং প্রতিদিন ২ মিনিট করে সে সময় বৃদ্ধি করতে থাকে, তাহলে এক মাসের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কোন রকম বিরতি ছাড়াই পুরো এক ঘন্টা জগিং করতে সক্ষম হবে (এক মাসে ২০ দিন হিসেব করে, যদি সে সপ্তাহে পাঁচ দিন এই শারীরিক ব্যায়ামের কাজটি করে)। অনুরূপভাবে, যদি সে মাসের শুরুতে ১০টি বুক-ডন (push up) দিয়ে আরম্ভ করে এবং প্রতিদিন ৩টি করে বৃদ্ধি করতে থাকে, তবে সে এক মাসের মধ্যে বিরতিহীনভাবে ৭০টি পুশ আপ দিতে সক্ষম হবে। সুতরাং, পর্যায়ক্রমে এবং অবিরাম অগ্রসর হওয়া কোন ব্যক্তির শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের উপর অনেক বড় প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, কোন ব্যক্তির শারীরিক অনুশীলনের মধ্যে অব্যশই কিছু শক্তিমত্তা অর্জন ও মাংসপেশীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কিছু কৌশল থাকা উচিত এবং মুজাহিদীনদেরকে অবশ্যই সেসব ওয়েট ট্রেইনিং-এর উপর জোর দিতে হবে যা খুব বেশী ব্যায়ামের সরঞ্জাম ছাড়াই করা যায়, যেন সে তার শরীর চর্চা যে কোন স্থানে চালিয়ে যেতে পারে। ব্যায়ামের সরঞ্জাম একজনের শরীরকে অক্ষম করে দিতে পারে যদি অনেক দিন ধরে সেগুলো থেকে দূরে থাকে। সবচেয়ে উত্তম প্রকৃতির ব্যায়াম হল সেটি যা সহজে এবং শরীরের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে করা যায়।

২৩.অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেয়া।

বই পড়ে বা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে গুলি চালনা করতে হয় তা শেখা এবং অস্ত্র দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা একজন মানুষ হয়তো সক্ষম হবে সত্যিকারের গোলাবারুদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে বা গোলাবারুদ ছাড়া শুধুমাত্র অস্ত্র দ্বারা অথবা শুধুমাত্র ছবিসহ ম্যানুয়াল পড়ার মাধ্যমে; প্রত্যেক স্থানেই এই ব্যাপারে কোন না কোন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ (সুবঃ)বলেছেনঃ

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال : ٦٠]

অর্থ: "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।[৯৯০] এবং এই আয়াতের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন : أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ। অর্থ "নিশ্চয়ই নিক্ষেপ করাই শক্তি, নিক্ষেপ করাই শক্তি এবং নিক্ষেপ করাই শক্তি।[৯৯১]"

সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের উপর অত্যাবশ্যক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে অবহেলা না করা। ইবনে তাইমিয়াহ (রহ:) বলেছেন, "যুদ্ধের সামর্থ্য অর্জন ও ঘোড়া প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি নেয়া একজনের উপর বাধ্যতামূলক যখন তার যুদ্ধ করার সামর্থ্য না থাকে কারণ কোন বাধ্যতা মূলক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জণ করা বাধ্যতামূলক কাজ।"[৯৯২] সুতরাং নিক্ষেপ করতে শেখা এবং অস্ত্রের সাথে সুপরিচিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে মর্যাদা এবং সাফল্য অর্জনের পথ। এবং তাদের অবস্থা কতই না অদ্ভুত যাদের অস্ত্র দেখলেই ভয়ে চুল সাদা হয়ে যায়।

ও উম্মাহ! সময়ের সাথে সাথে তোমরা অস্ত্র দেখতে ভুলে গিয়েছ।
জীবনের জন্য কেঁদোনা এবং সফলতার জন্য ব্যাকুল হয়োনা।

কি অদ্ভুতই না সেই মানুষ! যে শত্রুদের আঘাত করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় অথচ সে এটা পর্যন্ত জানেনা যে কিভাবে অস্ত্র ধরতে হয়! এতে কোন সন্দেহ নেই যে সে একজন গুনাহগার যার অস্ত্র চালনা শিক্ষার সুযোগ রয়েছে কিন্তু সে তা শিখে না কারণ আল্লাহ তার উপর যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা পালন না করার জন্য। এবং আরো আশ্চর্যজনক সে সকল লোকের চিন্তাধারা যারা

---

[৯৯০] সুরা আনফাল ৮:৬০।
[৯৯১] সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৫০৫৫।
[৯৯২] মাজমু আল-ফাতাওয়া; ২৮:৩৫৫।

তাদের শক্তি এবং সময় ব্যয় করছে পৃথিবীর বিষয়াদি শেখার ব্যাপারে এবং কিভাবে আরাম আয়েশ বৃদ্ধি করা যায় অথচ তারা বিরত থাকে অস্ত্র পরিচালনা শেখা থেকে। বাস্তবতা এই যে শত্রুরা তাদের দোরগোড়ায় এবং তাদের ভূমিতে আক্রমন করেছে; এবং আল্লাহই সকল সাহায্যের উৎস।

২৪.প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেয়া।

জিহাদে অংশগ্রহণ এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার আরেকটি উপায় হলো প্রাথমিক চিকিংসার জ্ঞান অর্জণ করা যা মুজাহিদীনদের জন্য খুবই প্রয়োজন যেমনঃ ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা করা, ক্ষত নিরাময় করা, বিষ বের করে ফেলা, পেশী ও শিরা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা। মুজাহিদীনদের এ সকল দক্ষতা আয়ত্ব করা দরকার। সুতরাং এগুলো খুবই উপকারী জ্ঞান যা জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এটা সহজ ও নিরাপদ শেখা যায়।

২৫.জিহাদের ফিক্হ এর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা।

জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার আরেকটি উপায় হলো জিহাদের ফিকহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং জিহাদের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তা সম্মুখ যুদ্ধে অবস্থানরত মুজাহিদীনদের উপকারে আসবে যেহেতু তাদের উপস্থিতি, যারা তাদের দ্বীনের বিষয়গুলো শিক্ষা দিবে, সম্মুখ যুদ্ধে অবস্থানরতদের জন্য খুবই প্রয়োজন। অনুরূপভাবে এই ব্যক্তিরা বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদেরকে মুনাফিকদের আক্রমন থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে উপকারে আসবে এবং যে জেনে কাজ করে সে ঐ ব্যক্তির মত নয়, যে জ্ঞান ছাড়া কাজ করে। এক্ষেত্রে শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি (রহঃ) এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যিনি তার জ্ঞান দ্বারা জিহাদে সাহায্য করেছিলেন এবং মুজাহিদীনদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একটি বিপুল-বিধ্বংসী শক্তি যা সে সকল লোকের শিংগুলো ভেঙ্গে ফেলত যারা জিহাদের বিপক্ষে কথা বলত তা তারা ভালো উদ্দেশ্যেই করুক বা খারাপ উদ্দেশ্যেই করুক।

জিহাদের ফিকহ্ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে এটাও অন্তর্ভূক্ত যে এমন কিছু পড়া যা জিহাদ সম্পর্কে এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে কারো জ্ঞানকে বৃদ্ধি

করবে এবং এটাকে ঘিরে থাকা কারো সন্দেহ দূর করবে। এটা অর্জন করা যেতে পারে আলেমদের বই পড়ে যেমন আব্দুল্লাহ আয্যাম, ইউসুফ আল-উয়াইরি, আবু মুহাম্মদ আল-মাকদাসী, আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি, আব্দুল কাদির ইবন আব্দিল আজিজ, সুলাইমান আল-উলওয়ান, আলি আল খুদাঈর, নাসির আল ফাহাদ, আব্দুল আযিয আল জারবু, আবু জান্দাল আল-আযদি প্রমুখ।

২৬. মুজাহিদীনদের রক্ষা করা এবং তাদেরকে সবধরণের সহযোগীতা করা।

আল্লাহ (সুব:)বলেছেন:

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٢]

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।"[৯৯৩]

মুজাহিদীনরা সর্বদা ক্ষতি এবং দুর্ভোগের ঝুকির মধ্যে থাকেন। এমনকি শত্রুরা এবং তাদের সহযোগী ও দোসরেরা তাঁদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয় এবং তাদেরকে পালিয়ে থাকতে বাধ্য করে। সেই কারণেই তাদের সাহায্য করা, তাদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের আরাম আয়েশ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী; তাদের সম্মান করা এবং কোন প্রকার বিরক্তি ছাড়াই অতিথি হিসেবে তাদের অধিকারগুলো পূরণ করা। ঠিক যেরূপ ব্যবহার চেচেনরা করেছিল আরব মুজাহিদীন ও অন্যদের সাথে যারা তাদেরকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। তারা তাদের আবাসস্থলকে মুজাহিদীনদের বিশ্রাম কেন্দ্রে পরিণত করেছিল যদিও তারা জানত যে যদি রাশিয়ান শত্রুরা তা জানতে পারে তবে তারা এই ঘর বাড়ীগুলোকে ধংস করে দিবে এবং এর বাসিন্দা পুরুষ ও নারীদের হত্যা করে ফেলবে।

এই একই ধরনের কাজ আফগানরাও করেছিল যখন কাবুল আমেরিকানদের দখলে চলে যায় তখন তারা মুজাহিদীনদের সম্মান করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ঐ অঞ্চলে আমেরিকানদের উপস্থিতি

---

[৯৯৩] সুরা আনফাল ৮:৭২।

ও কর্তৃত্ব এবং নর্দান অ্যালাইয়েন্সের, যারা আমেরিকানদের সাহায্য করছিল নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তারা আফগানিস্তান থেকে মুজাহিদীনদের বের হতে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া অনেক আফগানী মুজাহিদীনদের অধিকারগুলো পূরণ করেছিল তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে এবং শত্রুদের থেকে তাদেরকে গোপন রাখার মাধ্যমে যদিও এ জন্য তাদেরকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। এই নীতিগুলোই আমাদেরকে নিজেদের মাঝে স্থাপন করতে হবে এবং এর জন্য চড়া মূল্য পরিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পাশাপাশি মনের মাঝে দয়াময় আল্লাহর থেকে মহা পুরষ্কারের আশা রাখতে হবে, যেমন বলা হয়ঃ

উৎসাহ আসে জাতির শক্তি অনুযায়ীই
এবং মর্যাদাও আসে জাতির শক্তির উপর নির্ভর করেই।

২৭.'আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃনা করা' এই আক্বীদার বিকাশ ঘটানো।

এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাকে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' ও বলা হয়। 'আল ওয়ালা' অর্থ হলো 'কারো সাথে বন্ধুত্ব করা' আর 'আল বারাআহ' অর্থ হচ্ছে 'কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা'। মূলতঃ ইসলামের মূল ভিত্তি 'তাওহীদ' এর দুই রুকনের প্রথম রুকনটিই হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া সকল গাইরুল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।' 'লা ইলাহা' বলে প্রথমে সকল ইলাহকে বর্জণ করা হয়। তারপরে 'ইল্লাল্লাহ' বলে শুধুমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করা হয়। প্রথমে বর্জণ তারপরে গ্রহণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل : ٣٦]

অর্থঃ "আমি সকল জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে আদেশ প্রদান করার জন্য যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং 'তাগুত' থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে।"[৯৯৪]

তাগুতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

---

[৯৯৪] সুরা নাহল ১৬:৩৬।

{ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة : ٢٥٦]

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত হাতল ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়। আল্লাহ (সুব:)সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।"[৯৯৫]

মূলত: কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ ও আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে মুসলিম দাবী করা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার শামিল। এটা মুনাফিকদের চরিত্র। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة : ١٤]

অর্থ: "আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।"[৯৯৬]

কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মুমিনরা মুমিনদের বন্ধু আর আল্লাহর দুশমনরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ } [الأنفال : ٧٣]

অর্থ: "আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে পৃথিবীতে ফেতনা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই ফাসাদ ছড়িয়ে পরবে।"[৯৯৭]

উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ অর্থ হচ্ছে শিরক, আর فَسَادٌ كَبِيرٌ অর্থ হচ্ছে মুসলিম এবং কাফের এক সাথে মিশে যাওয়া, আল্লাহর

---

[৯৯৫] সূরা বাক্বারাহ ২:২৫৬।
[৯৯৬] বাকারা ২:১৪।
[৯৯৭] আনফাল ৮:৭৩।

অনুগত বান্দাদের সাথে অবাধ্যরা মিশে যাওয়া। আর যখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন ইসলামী নেজাম বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাওহীদের হাকিকত নড়বড়ে হয়ে যাবে, জিহাদের ঝাণ্ডা অবনত হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ الْحُبُّ فِي اللهِ ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ 'আল হুব্বু ফিল্লাহি ওয়াল বুগদু ফিল্লাহি' অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

অর্থ: "বারা ইবনে আজিব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'ঈমানের শক্ত হাতল হচ্ছে: الْحُبُّ فِي اللهِ ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।"[৯৯৮]

বুখারী, মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় কিতাবে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা:) বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সাথে (হাশরের ময়দানে অবস্থান করবে) যাকে সে ভালোবাসে।"[৯৯৯] অন্য হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

অর্থ: " আবূ হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমরা (বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হও এবং) লক্ষ্য করো তোমরা কাকে বন্ধু বানাচ্ছো।"[১০০০] আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

---

[৯৯৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩১০৬০, ইমাম আলবানী (র:) বলেন হাদীসটি সহীহ।
[৯৯৯] সহীহ বুখারী ৬১৬৮; সহীহ মুসলিম ৬৮৮৮।
[১০০০] সুনানে বাইহাকী ২৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম ৭৩১৯। ইমাম যাহাবী (র:) বলেন হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِى سَعِيد عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ

অর্থ: আবু সা'ঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত মহানবী (সা:) বলেছেন, "তোমরা মু'মিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না এবং তোমাদের খাবার যেন মুত্তাকী ব্যতিত অন্য কেউ না খায়।"[১০০১] আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই হাশরে পুনরুত্থিত হবে।"[১০০২] অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تَقَرَّبُوا إِلى الله بِبُغْضِ أَهْلِ المَعاصي والقُوهُمْ بِوْجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ والْتَمِسُوا رِضا الله بِسَخَطِهِمْ وَتَقَرَّبُوا إِلى الله بالتَّباعُدِ مِنْهُمْ

অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, "তোমরা পাপিষ্ঠদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার দ্বারা, এবং তাদের সাথে কঠিন চেহারা প্রদর্শণ কর। তাদেরকে অপছন্দ করার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করা। তাদের ব্যাপারে ঘৃণা পোষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করো এবং তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে আল্লাহর নিকটবর্তী হও।"[১০০৩] অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

عنْ أَبِي مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِىٌّ فَأَعْجَبَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَى مِنْ حِفْظِهِ فَقَالَ : قُلْ لِكَاتِبِكَ يَقْرَأُ لَنَا كِتَابًا. قَالَ : إِنَّهُ نَصْرَانِىٌّ لاَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

[১০০১] সুনানে আবু দাউদ ৪৮৩৪, হাদীসটি হাসান।
[১০০২] মু'জামে ত্বাবরানী ৬৪৫০।
[১০০৩] কানযুল উম্মাল ৫৫১৮।

وَهَمَّ بِهِ وَقَالَ : لاَ تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللَّهُ وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللَّهُ وَلاَ تَأْتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: "আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত তিনি একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) এর কাছে প্রতিনিধি হয়ে আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একজন খৃষ্টান ওমর (রা:) তার সৃত্মিশক্তি দেখে আশ্চর্য হলেন। এবং আবু মূসা আশআরীকে বললেন, তুমি তোমার ম্যানেজারকে বল, সে যেন আমাদেরকে কিতাবুল্লাহর কিছু অংশ পড়ে শুনায়। আবু মূসা আশআরী বললেন, সেতো খৃষ্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। একথা শুনে ওমর (রা:) তাকে ধমক দিলেন এবং তাকে কিছু একটা করার ইচ্ছা করলেন আর বললেন: তোমরা ওদেরকে সম্মান করো না যখন আল্লাহ (সুব:) ওদেরকে অপমানিক করেছেন, তোমরা ওদেরকে তোমাদের নিকটবর্তী বানিয়ো না যখন আল্লাহ (সুব:) ওদেরকে (তাঁর রহমত) থেকে দুর করে দিয়েছেন, তোমরা ওদেরকে আমানতদার মনে করো না যখন আল্লাহ (সুব:) ওদেরকে খেয়ানতকার বানিয়েছেন।"[১০০৪]

তাফসীরে কুরতুবীতে নিম্নে আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতটি হলো:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران : ١١٨]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সামর্থ হও।"[১০০৫]

[১০০৪] সুনানে বাইহাকী ২০৯১০।
[১০০৫] আল ইমরান ৩:১১৮।

ইমাম কুরতুবীর (রহ:) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:

نَهَى اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنْ يَتَّخِذُوْا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُوْدِ، وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، أَصْحَاباً وَأَصْدِقَاءً، يُفَاوِضُوْنَهُمْ فِيْ الرَّأْيِ، وَيَسْنَدُوْنَ إِلَيْهِمْ أُمُوْرَهُمْ؛ وَعَنِ الرَّبِيْعِ (لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً) لَا تَسْتَدْخِلُوْا الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَا تَتَوَلَّوْهُمْ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ؛ وَيُقَالُ: كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِكَ، لَا يَنْبَغِيْ لَكَ أَنْ تُخَادِنَهُ، وَتُعَاشِرَهُ وَتَرْكَنَ إِلَيْهِ

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারা ও প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বেদআতীদের কে বন্ধু/সাথি হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া, তাদের প্রতি কোন কাজের দায়িত্ব আর্পণ করা যাবে না। ইমাম রাবী' বলেন: "তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না" এর ব্যাখ্যা হলো, তোমরা মুনাফিকদেরকে তোমাদের আভ্যন্তরীন কাজে প্রবেশ করার সুযোগ দিও না। এবং মুমিনদের পরিবর্তে তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। জেনে রাখ! যে কেহ তোমার দ্বীনি আর্দশের পরিপন্থী হবে তাকে তোমার গোপন বন্ধু বানানো, তার সাথে উঠ-বসা করা, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমার জন্য উচিত নয়।"[১০০৬]

'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' বিষয়ে সাহাবীদের শক্ত অবস্থান

'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এর বাস্তব নমুনা দেখা যায় সাহাবয়ে কেরামদের জীবনে। যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাদের জীবনের চলা-ফেরা, উঠ-বসা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব সব কিছু পাল্টে যায়। একদিকে বাপ মুসলিম ছেলে কাফের, আবার অপরদিকে ছেলে মুসলিম বাপ কাফের। স্বামী মুসলিম স্ত্রী কাফের, স্ত্রী মুসলিম স্বামী কাফের। এমন এক কঠিন অবস্থায় তারা ইসলামের জন্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, বাড়ি-ঘর সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা:) কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কেননা কুরআনে নির্দেশ করা হয়েছে:

{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

[১০০৬] তাফসীরে কুরতুবী ৪র্থ খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা।

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة: ٢٤]

অর্থ: ''বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশংকা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[১০০৭] তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।"[১০০৮]

মূলত: কোন মু'মিন যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা:) কে ভালবাসে তখন সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা:) এর দুশমনদের ভালবাসতে পারে না। আপনি আমাকে ভালবাসবেন আবার আমার দুশমনকেও ভালবাসবেন এটা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে সে বিষয়টিই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [المجادلة : ٢٢]

[১০০৭] সুরা তাওবা ৯/২৪।
[১০০৮] সহীহ বুখারী ১৫।

অর্থ: "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদী সমূহ। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।[১০০৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন:

أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىْ أَنَّهُ لَاْ يُوْجَدُ مُؤْمِنٌ يُوَادُّ كَافِرًا، فَمَنْ وَادَّهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، قَالَ وَالْمُشَابَهَةُ مَظَنَّةُ الْوَادَّةِ فَتَكُوْنُ مُحَرَّمَةً.

অর্থ: "এই আয়াতে মহান আল্লাহ (সুব:)বলছেন যে, কোন মুমিনকে এমন পাওয়া যাবে না যে কাফিরকে ভালোবাসে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করে সে মুমিন নয়।"[১০১০]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাসীর (র:) বলেন:

قَالَ الْعَمَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ فِىْ تَفْسِيْرِهِ: قِيْلَ نُزِلَتْ فِىْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ حِيْنَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ، (أَوْ أَبْنَائَهُمْ)، فِى الصِّدِّيْقِ يَوْمَئِذٍ هَمَّ بِقَتْلِ ابْنِه عَبْدِ الرَّحْمَنِ، (أَوْ إِخْوَانَهُمْ)، فِىْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، (أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ) فِىْ عُمَرَ قَتَلَ قَرِيْباً لَهُ يَوْمَئِذٍ أَيْضًا، وَحَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَتَلُوْا عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَ وَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةَ يَوْمَئِذٍ.

অর্থ: উপরোক্ত আয়াতে " وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ " (যদিও তারা তাদের পিতা হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে আবূ উবায়দা (রা:) এর ব্যাপারে, যখন তিনি বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

[১০০৯] সুরা মুজাদালা ৫৮:২২।

[১০১০] ইক্বতিদাউস সীরাতিল মুস্তাক্বীম ১১খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

أَوْ أَبْنَاءَهُمْ (অথবা তাদের সন্তান হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে আবূ বকর (রা:) এর ব্যাপারে। বদরের ময়দানে যিনি আপন ছেলেকে পেলে তাকেও হত্যা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

أَوْ إِخْوَانَهُمْ (অথবা তাদের ভাই হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে মুসআব ইবনে উমায়ের (রা:) সম্পর্কে। যিনি বদরের যুদ্ধে আপন ভাই উবায়েদ বিন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন।

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (অথবা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন) কথাটি বলা হয়েছে উমর (রা:), হামযা (রা:), আলী (রা:) ও উবায়দ (রা:) প্রমূখ সাহাবীদের ব্যাপারে, যারা সেদিন উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ ইবনে উতবাসহ নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করেছিলেন।[১০১১]

সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও তার মায়ের ঘটনা

সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার মা খানা-পিনা বন্ধ করে দিয়েছিলো যাতে করে সাআ'দ (রা:) ইসলাম ত্যাগ করেন। তিনি তার মাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তার মা অনঢ় থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সাআ'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) তার মাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তোমার মতো হাজারো মা যদি ধুকে ধুকে মরে যায়, তবুও আমি বিন্দু পরিমাণও ইসলাম থেকে সরে আসবো না।

উম্মূল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা:) এবং তার পিতা আবূ সুফিয়ানের ঘটনা

উম্মে হাবীবা (রা:) এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন আবূ সুফিয়ান (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি) মদীনায় আসলেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজ কন্যা উম্মে হাবীবা (রা:) (যিনি মহানবী (সা:) এর স্ত্রী ছিলেন) তার ঘরে এলেন। তখন উম্মে হাবীবা (রা:) তাকে দেখে বিছানা গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে আবূ সুফিয়ান বললেন, কি হলো তোমার! তুমি কেন বিছানা গুটিয়ে ফেলছ? আমি কি এই বিছানার উপযুক্ত নই? নাকি এই বিছানাটি আমার উপযুক্ত নয়? কোনটি?

[১০১১] তাফসিরে ইবনে কাসির ৮/৫৪।

তখন উম্মে হাবীবা (রা:) বললেন, হে পিতা! আপনি মুশরিক। আর মুশরিকরা অপবিত্র। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক।"[১০১২] কোন নাপাক মানুষ নবীর (সা:) এর বিছানায় বসার যোগ্যতা রাখে না। তাই আমি এই বিছানা গুটিয়ে ফেলেছি। কারণ আপনি এর যোগ্য নন। তখন আবূ সুফিয়ান বললো, আল্লাহর কসম! আমার কাছ থেকে আসার পর তুমি বদলে গেছো।"[১০১৩]

সাআ'দ ইবনে মুআ'জ (রা:) ও বনূ কুরাইজা এর ঘটনা

সাআ'দ ইবনে মুআ'জ (রা:) এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও স্মরণ করুন। বনু কুরাইজা বিশ্বাস ঘাতকতা করার পর মহানবী (সা:) যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাদের দূর্গ ঘেরাও করলেন। শেষ পর্যন্ত বনু কুরাইজা সাআ'দ ইবনে মুআ'জ (রা:) এর ফায়সালা মেনে নেয়ার কথা বললে মহানবী (সা:) সাআ'দ (রা:) কে ডেকে তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করার নির্দেশ দিলেন। সাআ'দ (রা:) ছিলেন বনু কুরাইজার মিত্র। তাই বনু কুরাইজা ভেবে ছিলো সাআ'দ (রা:) তাদের পক্ষেই ফায়সালা দিবেন।

সাআ'দ (রা:) যখন মহানবী (সা:) এর সামনে উপস্থিত হলেন তখন রাসূল (সা:) বললেন, হে সাআ'দ! ওরা তোমার ফায়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছে। সাআ'দ (রা:) বললেন, আমার ফায়সালা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে কি? সবাই বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মুসলিমদের জন্যও কি প্রযোজ্য হবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন তার উপরও কি প্রযোজ্য হবে? রাসূল (সা:) এর প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি একথা বলেছিলেন। রাসূল (সা:) বললেন, হ্যাঁ। আমার উপরও প্রযোজ্য হবে। সাআ'দ (রা:) বললেন, তবে বলছি ওদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে এই যে, বনু কুরাইজার সকল যুদ্ধ করতে সক্ষম

[১০১২] সুরা তাওবা ৯/২৮।

[১০১৩] আর রাহীকুল মাখতু, পৃষ্ঠা ৪১১।

পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে, মহিলাদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদগুলোকে গণীমতের মাল হিসেবে বন্টন করে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) তখন বললেন যে, তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফায়সালাই দিয়েছো যা আল্লাহ (সুব:) তাদের ব্যাপারে সাত আসমানের উপর করে রেখেছেন।"[১০১৪]

ইবরাহীম (আ:) ও তার সাথি গণের 'বারাআহ'

মুসলিমরা হজ্জের মধ্যে ইবরাহীম (আ:) এর বিভিন্ন কাজের অনুসরণ করে থাকে। তিনিও স্পষ্টভাবে আল্লাহর দুশমনদের থেকে সম্পর্কছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এমনকি তার পিতা, তার জাতি সকলকে উদ্দেশ্য করে দীপ্ত কণ্ঠে 'আল বারাআর' ঘোষণা করেছিলেন। আর এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) তাকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة : ٤]

অর্থ: "আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।"[১০১৫]

এ আয়াতে আল্লাহ্ (সুব:)ইবরাহীম (আ:) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আদর্শ হিসাবে পেশ করেছেন যে, তাঁরা কাফেরদের থেকে এবং তাদের জাতির থেকে বারাআহ (সম্পর্ক ছিন্ন) করেছেন।

'আসহাবে কাহাফের' বারাআহ

আসহাবে কাহাফগণও তাদের জাতি, আপনজন থেকে 'বারাআহ' করেছিলেন আর সে কারণেই আল্লাহ (সুব:) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পবিত্র

[১০১৪] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ৩২১।

[১০১৫] সূরা মুমতাহিনা ৬০: ৪।

কুরআনে তাদের নামে একটি সুরা নাজিল করেছেন। আর সেটি হচ্ছে 'সুরাতুল কাহাফ'। এ সুরার একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

{وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ } [الكهف: ١٦]

অর্থঃ "আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও।"[১০১৬]

এসকল আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, আল্লাহর পরিবর্তে যেসকল দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমার পূজা করা হয়। তাদেরকে বর্জণ করার পূর্বে যারা এগুলো তৈরী করে, সংরক্ষণ করে, পূজা করে তাদেরকে বর্জণ করার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেল মূর্তির চেয়েও মূর্তিপূজকরা বেশি ভয়ানক। ওদেরকে বর্জণ করতে হবে।

একটি সুক্ষ্ম রহস্য

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও অন্যান্য মু'মিনগণ যখন আল্লাহর (সুবঃ) নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে তাদের কাফির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শত্রুতা ও কঠোরতা অবলম্বন করলেন তখন আল্লাহ (সুবঃ) তাদেরকে এর বিনিময়ে নিজ সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী নিয়ামত, মহান সাফল্য ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রদান করলেন। ফলে তারাও আল্লাহ প্রদত্ত এই সকল নিয়ামত পেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। মহান আল্লাহ (সুবঃ)তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে শয়তানের দলের বিপক্ষে বিজয়, সফলতা ও সাহায্যের সুসংবাদ দিলেন।

কাফের-মুশরিকদের থেকে 'বারাআহ' করা ব্যতিত ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না

প্রতিটি মু'মিনের জন্য অপরিহার্য হলো কাফির মুশরিক, ইয়াহুদী, খৃস্টান ও আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালিম শাসকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করা যাবে না। এ সম্পর্কে কোরআনের দলিল সমূহঃ-

---

[১০১৬] সুরা কাহাফ ১৬।

প্রথম দলিল ইবরাহীম আ. এর বারাআহ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا} [مريم : ٤٨ ، ٤٩]

অর্থ:- 'আমি (ইবরাহীম (আ:) পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার রবের ইবাদত করব। আশা করি, আমার রবের ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। অত:পর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।"[১০১৭]

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, যে আল্লাহর দুশমনদের থেকে 'বারাআহ' করলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দলিল 'বারাআহ' করতে আল্লাহর নির্দেশ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} [الممتحنة : ١]

অর্থ:-"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ

[১০১৭] মারইয়াম, ৪৮-৪৯।

তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।"[১০১৮]

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) কাফেরদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করেছেন।

তৃতীয় দলীল: নূহ (আ:) এর প্রতি 'বারাআহ'র নির্দেশ

নূহ (আ:) যখন তার কাফের ছেলেকে নিজ পরিবারের সদস্য হিসাবে মনে করে আল্লাহর (সুব:) কাছে দু'আ করেছিলেন যা পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে:

{وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} [هود : ٤٥]

অর্থ: আর নূহ (আ:) তাঁর রবকে ডেকে বললেন। হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নি:সন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।"[১০১৯]

প্রতি উত্তরে আল্লাহ (সুব:)বললেন:

{قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود : ٤٦]

অর্থ: "আল্লাহ্ (সুব:) বললেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না।"[১০২০]

এ আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রক্তের সম্পর্কে যতই আপন হউক না কেন, ঈমান না থাকলে তাকে বর্জন করতে হবে ও তার সাথে 'বারাআহ' করতে হবে। নিম্নে আয়াতটি এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট দলীল। ইরশাদ হচ্ছে:

[১০১৮] সুরা আল মুমতাহিনা:১।
[১০১৯] সূরা হুদ ১১:৪৫।
[১০২০] সূরা হুদ ১১:৪৬।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [التوبة : ٢٣]

অর্থঃ "হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভ্রাতাদেরকে, যদি তারা কুফরীকে প্রিয় মনে করে ঈমানের তুলনায়; তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারাই জালিম ।"[১০২১]

আপনি আল্লাহর দুশমনদের থেকে কিভাবে 'বারাআহ' করবেন

১. লেবাসে-পোষাকে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুরতাদ, ফাসেক, ফুজ্জারদের সাথে কোনভাবে মিল রাখবেন না । যেমনঃ দাড়ি মুণ্ডাবেন না, ছোট করবেন না, গোঁফ লম্বা রাখবেন না, প্রয়োজন ছাড়া তাদের ভাষায় কথা বলবেন না । তাদের স্টাইল গ্রহণ করবেন না ।

২. তাদের এলাকায় অবস্থান করবেন না । আনন্দ-ফুর্তি ও বিনোদনের জন্য তাদের দেশে যাবেন না । তবে ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা-চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী যাওয়া যাবে । প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবেন । মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করবেন না । তাদের প্রশংসা করবেন না । তাদের দোষ-ত্রুটি ও সমালোচনাগুলোর ব্যাপারে তাদের পক্ষ হয়ে জবাব দিবেন না ।

৩. তাদের সাহায্য-সহানুভূতি চাবেন না । এবং তাদের উপর নির্ভরশীল হবেন না । গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে তাদের পরামর্শ নিবেন না । তাদেরকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাবেন না । অফিসের বা দোকানের এম.ডি, ম্যানেজার ও হিসাবরক্ষক বানাবেন না ।

৪. তাদের তারিখে দিন তারিখ হিসাব করবেন না । বিশেষ করে যে সকল দিন-তারিখ তাদের ধর্ম ও সাংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত । যেমনঃ ইংরেজি তারিখ যিশুখৃষ্টের জন্মের সাথে সম্পৃক্ত এটা বর্জণ করতে হবে । সেজন্য সাহাবায়ে কিরাম হিজরী সনের সূচনা করেন ।

৫. তাদের বিয়ে-শাদী, আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন না । চাঁদা দিবেন না ।

[১০২১] সূরা তাওবা ৯:২৩ ।

৬. তাদের কোন প্রশংসা করবেন না। তাদের চরিত্র-পাণ্ডিত্য, অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি সহ কোনটারই প্রশংসা করা যাবে না।

৭. তাদের নামে নামকরণ করবেন না। নিজের ছেলেদের মেয়েদেরসহ অন্যান্যদের নাম রাখতে গিয়ে মন্টু, ঝন্টু, পিন্টু, মিন্টু, লালু, ফালু, দুলু, ভুলু, অপু, তপু, দীপু, শীপু, রুমু, ঝুমু ইত্যাদি বর্জণ করুন।

৮. তাদের পণ্য বর্জণ করুন। পেপসী, সেভেন আপ, কোকাকোলা, মেরিন্ডা এবং তাদের কোম্পানিতে তৈরী তেল, সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম, জুতা, সেণ্ডেল, কাপড়, চোপড় বর্জণ করুন।

৯. তাদের জন্য দয়া-মায়া করা যাবে না। মারা গেলে তাদের মাগফিরাত কামনা করা যাবে না।

১০. তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া যাবে না।

'আল অলা ওয়াল বারাআহ' এর ব্যাপারে একটি মূলনীতি

প্রশ্ন: দুনিয়ায় চলতে গেলে অনেক সময় সবরকম মানুষের সাথে মিশতে হয়। ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরি-নোকরি, হাট-বাজার সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার মানুষের সাথে কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে কিভাবে 'বারাআহ' করবো?

উত্তর: এক্ষেত্রে আমরা মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। **এক:** খাদ্য সমতুল্য। **দুই:** ঔষধ সমতুল্য। **তিন:** সংক্রামক ব্যধি সমতুল্য। **চার:** বিষ সমতুল্য।

প্রথম প্রকার: ঐ সকল আলেম-ওলামা, দ্বীনি ভাই-বোন যাদের সাথে যোগাযোগ রাখা একান্ত জরুরী। খাদ্য যেমন সবসময় প্রয়োজন। না খেলে অসুস্থ হয়ে পরে। মারা যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহের সঠিক অনুসারী দ্বীনের দা'য়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখা সবসময় জরুরী। নতুবা ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশংকা আছে।

দ্বিতীয় প্রকার: সমাজের সাধারণ মানুষ। ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরি-নোকরি, হাট-বাজার করতে গেলে যাদের সাথে ওঠা-বসা, লেনদেনের প্রয়োজন হয়। তাদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মেলামেশা করা যাবে। প্রয়োজন শেষ হলে কেটে পরতে হবে। যেভাবে ঔষধ মানুষেরা প্রয়োজন হলে খায়। এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খায়। বেশী খায় না। অথবা

এই শ্রেণীর লোকদেরকে বাথরুমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যখন পায়খানার বেগ হয় তখনই কেবল ওখানে যায়। প্রয়োজন শেষ হলে কালবিলম্ব না করে বের হয়ে চলে আসে। ঠিক তেমনিভাবে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে যখন যতটুকু প্রয়োজন হবে তখন ততটুকু দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা বলা যাবে।

তৃতীয় প্রকারঃ সমাজে আরেক প্রকার মানুষ আছে যারা সংক্রামক ব্যধি বা ছোয়াচে রোগের মত। সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোকদের সাথে মিশলে যেমন নিজেও আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে ঠিক তেমনিভাবে সমাজের এই শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশলে নিজেও ঈমানী রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। এরা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং পীরদের মুরিদ। যাদের খপ্পরে পরলে আপনাকেও বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোকদের থেকে লোকেরা যেভাবে দূরে থাকে সেভাবে আপনিও ওদের থেকে দূরে থাকবেন।

চতুর্থ প্রকারঃ সমাজের আরেক প্রকার লোক আছে যারা বিষ সমতুল্য। বিষ খেলে যেমন মানুষ মারা যায় ঠিক ওদের খপ্পরে পরলেও আপনি ঈমানহারা হয়ে কাফের-মুশরিক ও বেইমান হয়ে যাবেন। ওরা আপনাকে বিভিন্ন রকমের যুক্তি-তর্ক ও কিচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে বিভ্রান্তির বেড়া-জালে আটকে ফেলবে। এরা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লিডার (নেতা-নেত্রী) এবং বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখগণ। রাজনৈতিক লিডারগণ বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে আপনাকে আটকে ফেলবে। কোনভাবে না পারলে শেষ পর্যন্ত বলবে যে, এটা পশ্চিমা গণতন্ত্র নয়, এটা ইসলামী গণতন্ত্র। আপনি সাবধান! ইসলামে কোন গণতন্ত্র নাই। বরং পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের বিরূদ্ধে বক্তব্য রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام: ١١٦]

অর্থ: " আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের (মতের) আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।"[১০২২]

অপরদিকে বিভিন্ন তরিকার পীর-মাশায়েখগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসকে বিকৃত করে বলবে পীরের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। পীর সাহেবরা মুরিদের অন্তরের সবকিছু দেখতে পান। এমনকি আসমান-যমিন, লৌহ-কলম কোথায় কি হচ্ছে সবকিছু তাদের নখদর্পে। এজন্য তারা বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী মনগড়া কারামতি-বুযুর্গী পেশ করবে। এরাও আপনাকে তাদের তরীকার পীর-মাশায়েখ ও লক্ষ-লক্ষ মুরিদদেরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করবে। এরা কুরআন-সুন্নাহের সঠিক অনুসরণ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে ফেলবে। শয়তানের সর্ব শেষ চাল এটাই যে, যখন কাউকে শত চেষ্টা করেও বিভ্রান্ত করতে পারে না তখন সে বুঝায় যে, তুমি পাপী মানুষ, তুমি আল্লাহর কাছে সরাসরি দুআ' করলে আল্লাহ (সুব:)শুনবেন না। তুমি একজন পীর ধর। পীর তোমার জন্য দুআ' করলেই তুমি আল্লাহকে পেতে পার। তখন ঐলোকটি একজন পীরের কাছে গিয়ে মুরিদ হয়ে যায়। এরপরে শয়তানের বাকী মিশন পীর সাহেবই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই এ জাতিয় লোকজন থেকে একেবারে দুরে থাকতে হবে।

২৮.মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্বগুলো পালন করা।

মুসলিম বন্দিদের ব্যাপারে এটা এমন একটি দায়বদ্ধতা ও দ্বীনি দায়িত্ব যা অবশ্যই পালন করতে হয়। ইসলাম হুকুম দিয়েছে কাফিরদের হাত হতে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য। সুতরাং যদি কোন মুসলিম কাফিরদের হাতে বন্দী হয় তখন মুসলিমদের উপর এটা ফরজ হয়ে যায় সম্ভাব্য সকল উপায় ও চেষ্টার মাধ্যমে তাদের মুক্ত করা। এমনকি যুদ্ধ করে হলেও। যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে, তাদেরকে অবশ্যই মুক্তিপণ দিয়ে হলেও মুক্ত করতে হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

[১০২২] সুরা আনআম ১১৬।

অর্থ: "আবি মুসা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন: "বন্দীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও এবং অসুস্থদের দেখতে যাও।"[১০২৩]

২৯.জিহাদী ওয়েবসাইট তৈরি করা।

বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ। এর মাধ্যমে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের দুশমনেরা ইসলামের বিরূদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তাই এই ইন্টারনেটকেই ওদের বিরূদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। একাধিক 'ওয়েব সাইট' খুলে জিহাদ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য, মুজাহিদীন ওলামায়ে কেরামদের বক্তব্য, বিভিন্ন স্থানে জিহাদরত মুজাহিদীনদের খবরাখবর প্রচার করা। কোন একটি সাইট বন্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে একাধিক 'ওয়েব সাইট' চালু করা।

৩০.আমাদের সন্তানদের জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি ভালবাসা শেখানো।

আজকের শিশুই আগামী দিনের মুজাহিদ। তাই ওদেরকে কুরআন থেকে জিহাদের আয়াত এবং হাদীস থেকে জিহাদ বিষয়ক হাদীস শিক্ষা দেয়া, মুখস্ত করানো। সাহাবায়ে কেরামদের যুদ্ধ ও তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনানো। নিকট অতীত ও বর্তমান যুগের মুজাহিদদের সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়া।

৩১.আরাম- আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করা।

জিহাদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের সহযোগীতার একটি মাধ্যম হলো বিলাসীতা, আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়ার পিছু ছোটা ত্যাগ করা, যেরূপ আবদুল্লাহ আয্যাম (রহ:) বলেছিলেন, 'বিলাসীতা হলো জিহাদের শত্রু।'
বিলাসীতার যেসব প্রভাব পড়ে তা হলো ক্বলবের (হৃদয়) কঠোরতা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, দুনিয়ার প্রতি ছোটা ও সেগুলো ভালবাসা এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করা। এগুলোই মানুষকে জিহাদ থেকে দূরে রাখে; বরং সত্যকে ত্যাগ করার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যকেও তা ত্যাগ করতে পথ দেখায়।
পবিত্র কুরআনে এই দুনিয়ার বিলাসীতা ও আরামকে নেতীবাচক ভাব ছাড়া অন্যকোনভাবে বর্ণনা করা হয়নিঃ

[১০২৩] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩০৪৬।

{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} [سبأ : ٣٤]

অর্থ: "যখনই আমি কোন জনপদে সর্তককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, 'তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখান করি।"[১০২৪] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف : ٢٣]

অর্থ: "এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সর্তককারী প্রেরণ করেচি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী হিসাবে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করছি।"[১০২৫]

{وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} [هود : ١١٦]

অর্থ: "সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করতো এবং তারাই ছিল অপরাধী।"[১০২৬]

{إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ} [الواقعة : ٤٥]

অর্থ: "ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে।"[১০২৭]

আরো দেখুনঃ (বনী-ইসরাঈল ১৭ঃ১৬), (আল-আম্বিয়া ২১ঃ১৩) এবং (আল-মু'মিনূন ২৩ঃ ৩৩,৬৪)। এই আটটি আয়াতে বিলাসীতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোনটিতেই বিলাসীতাকে নেতীবাচক ভাব ছাড়া অন্যকোনভাবে বর্ণনা করা হয়নি।

কেহ এই লেখা পড়ে যেন এরূপ মনে না করেন যে আমরা সম্পদের গুরুত্বকে ছোট করছি যেহেতু সম্পদ আমাদের জীবনকে রক্ষা করে (আল্লাহর পরে) এবং যুদ্ধের চালিকা শক্তি। বরং আমরা সর্তক করছি অত্যাধিক অর্থ খরচ করা এবং বিলাসীতার ব্যাপারে, বিশেষ করে

[১০২৪] সুরা সাবা ৩৪:৩৪।
[১০২৫] সুরা যুখরুফ ৪৩:২৩।
[১০২৬] সুরা হুদ ১১:১১৬।
[১০২৭] সুরা ওয়াকিয়া ৫৬:৪৫।

তাদেরকে সর্তক করছি যারা জিহাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় আছেন। কারণ তাদের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব আমরা নিজের চোখে দেখেছি যে, এর কারণে অনেকেই জিহাদের বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করছেন এবং দুনিয়ার পিছনে ছুটছেন। আল্লাহ (সুব:) আরও বলেছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون : ٩]

অর্থ: "হে মু'মিনগন! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"[১০২৮] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [الأنفال : ٢٨]

অর্থ: "এবং জানে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরিক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরষ্কার রয়েছে।"[১০২৯]

ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমাহ্-য় অনেকগুলো ভাল ভাল অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন যেখানে তিনি বিলাসীতা এবং সম্পদের অনেকগুলো নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন এবং বর্ণনা করছেন কিভাবে তা একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কিভাবে এর খারাপ দিকগুলো একটি জাতিকে শত্রুদের হাতে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

৩২. ঐ সকল যোগ্যতা অর্জন করা যা মুজাহিদীনদের কাজে লাগে।

এটি একটি ব্যাপক বিষয়। যার পক্ষে যেরকম যোগ্যতা অর্জণ করা সম্ভব সে তাই করবে। যেমন: একজন লোক ড্রাইভিং শিখল মুজাহিদীনদেরকে প্রয়োজনের মূহুর্তে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য ইত্যাদি।

[১০২৮] সুরা মুনাফিকুন ৬৩:৯।

[১০২৯] সুরা আনফাল ৮:২৮।

৩৩. যে সকল জামা'আত জিহাদ করছে তাদের সাথে নিজেকে শরীক করা।

নিজে অংশগ্রহণ করে অথবা আর্থিক সহযোগীতা করে অথবা সমর্থণ দিয়ে অথবা যে কোন উপায়ে নিজেকে মুজাহিদীনদের জামাআ'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখা।

৩৪. হক্ব আলেমদের দিকে অন্যদের দিক নির্দেশনা দেয়া।

যারা কোরআন ও হাদীসের সঠিক কথা বলে এবং তাদানুযায়ী নিজে আমলও করে, মানুষকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়, রাসূলের সুন্নাহ শিক্ষা দেয়, তাওহীদ ও সুন্নাহর বিপরীত শিরক ও বিদআত থেকে সাবধান করে, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য মুমিনদেরকে কিতাল ফী সাবিলিল্লাহর জন্য 'তাহ্রীদ' (উদ্বুদ্ধ) করে তাদের কথা শুনা, মানা ও তাদের সংশ্রবে থাকার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহীত করা।

৩৫. হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দ্বীনে হকের পক্ষে কথা বললে যে কোন মূহুর্তে নিজ বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজণ ও নিজের এলাকা যে কোন মূহুর্তে ত্যাগ করতে হবে। সেজন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩৬.হক্ব আলেমগনের ব্যাপারে অন্যদের অবহিত করা।

যারা সত্যিকার আলেম তারা মূলত: নিজেকে প্রচার করে না। বরং তারা নিজেকে গোপন রাখতে আগ্রহী বেশী। তারাই হলো প্রকৃত 'গোরাবা' যাদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, 'ইসলাম অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় আরম্ভ হয়েছে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুকের অবস্থায় ফিরে যাবে। কতইনা সৌভাগ্য সেই 'গোরাবাদের'।"[১০৩০]

যারা হক্বের তালাশ করতে চায় তাদেরকে এই জাতীয় আলেমদের ব্যাপারে অবহিত করানো।

[১০৩০] সহীহ মুসলিম ৩৮৯।

৩৭.মুজাহিদীনদের নাসিহাহ্ দেয়া।

এই উপায় অসংখ্যভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, যেমন কাফিরদের চক্রান্ত ও কৌশল সম্পর্কে মুসলিমদেরকে অবহিত ও সতর্ক করা, যে রূপ আল্লাহর কথায় উল্লেখ হয়েছে:

{ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} [القصص: ٢٠]

অর্থ: "আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে আসল। সে বলল, 'হে মূসা, নিশ্চয় পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে, তাই তুমি বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কল্যাণকামীদের একজন'।"[১০৩১]

সুতরাং এই আয়াতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কাফিরদের চক্রান্তের ব্যাপারে ঈমানদারকে সতর্ক করার জন্য এবং শত্রুর হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুজাহিদকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা এবং আপনার উচিৎ যথাসম্ভব এ বিষয়ে সাহায্য করা যদি এ বিষয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ প্রক্রিয়ায় আরও রয়েছে যে মুসলিমরা যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা এবং পাশাপাশি মুসলিমদের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন :

ويجب على كل مسلم ان يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد ان يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لاحد ان يعاونهم على بقائهم فى الجند والمستخدمين ولا يحل لاحد السكوت عن القيام عليهم بما امر الله به ورسوله ولا يحل لاحد ان ينهى عن القيام بما امر الله به ورسوله فان هذا من اعظم ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى لنبيه يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين

[১০৩১] সুরা কাসাস ২৮:২০।

অর্থ: "তিনি বলেছেন যে,...... প্রতিটি মুসলিমের উপর সাধ্যানুযায়ী এটা সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য এটা অনুমোদিত নয় যে সে (শত্রুর) তথ্য ও গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন করবে। বরং তার উচিত সে যা জানে তা প্রকাশ করা ও প্রচার করা যেন মুসলিমরা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। কারও জন্য এটাও কোনভাবেই অনুমোদিত নয় যে ঐ যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা। এবং এটাও কারও জন্য অনুমোদিত নয় যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে নীরব থাকা অথবা বাধা দেওয়া; কারণ এটা ভালো কাজে সাহায্য করা (আমর্ বিল মা'রুফ) এবং মন্দকে বাধা দেওয়া (ওয়া নাহি আন-মুনকার) ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সবচেয়ে শক্তিশালী দরজাগুলোর একটি এবং মহামান্বিত আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলেছেন, "হে নবী আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।" এবং এরা (মুরতাদরা) কাফির ও মুনাফিকদের থেকে আলাদা কিছু নয়।[১০৩২]

৩৮. ফিত্না বিষয়ের হাদীস অধ্যায়ন করা।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এ উম্মতের শেষ দিকের কিছু ফেতনা সম্পর্কে সাবধান করেছেন আমাদের উচিত সেগুলো জেনে ঐসকল ফেতনা থেকে নিজে বেঁচে থাকা এবং অন্যকে বাঁচানোর জন্য সাবধান করা।

৩৯. বর্তমান যুগের ফেরাউন ও তার জাদুকরদের মুখোশ উম্মোচন করে দেয়া।

যুগে যুগে যারা দ্বীনে হক্বের বিরোধিতা করেছে তাদের চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একই ছিল এবং এখনো আছে। পরিবর্তণ হয় শুধু ব্যক্তি এবং কৌশলের তাই মিশরের ফেরআউন যেভাবে নিজেকে মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী দাবী করে আল্লাহ হয়ে বসেছিল এবং মিশরের একমাত্র আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারী দাবী করে রবের আসনে বসেছিল বর্তমানেও যারা বাংলাদেশের বা অন্য যে কোন দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করে এবং নিজেদেরকে আইন-বিধান তৈরী করার অধিকারী মনে করে তাদের মধ্যে আর মিশরের তৎকালিন ফেরআউনদের মধ্যে কোন

[১০৩২] মাজমুউল ফাতওয়া ৩৫/১৫৯।

পার্থক্য নেই। যদিও এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় এবং মাঝে মধ্যে শরিয়তের কিছু কিছু বিধান পালন করে। বর্তমানে যারা মন্ত্রী-এম.পি হয়ে নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন। যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেরা আইন তৈরী করে এবং সে আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে আর যারা সে আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করে তারা সকলেই ফেরআউনের মতই 'তাগুত'। এদের মুখোশ উম্মোচন করে জনগণের সামনে প্রকাশ করা এবং এদের আনুগত্য থেকে জনগণকে সাবধান করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব।

৪০. মুজাহিদীনদের জন্য নাশিদ (জিহাদী সংগীত, কবিতা, গজল ইত্যাদী) তৈরি করা।

কেননা এইগুলো মুসলিম যুবকদের শাহাদাতের তামান্নাকে উজ্জীবিত করে এবং কুফফারদের অন্তরে বর্শার আঘাতের চেয়েও বেশী আঘাত হানে। হাস্‌সান বিন সাবেত (রা:) জিহাদী কবিতা পড়তেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) তার জন্য দুআ' করেছেন।

اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! তুমি তাকে 'রুহুল কুদুস' (জিবরাইলের) দ্বারা সাহায্য কর।"[১০৩৩]

৪১. শত্রুদের পন্য বয়কট করা।

এই বিষয়ে শাইখ হামুদ বিন 'উক্বলা' আশ-শুআ'ঈব (রহ:) এর ফাতওয়াটি উপস্থাপন করা আমাদের জন্য যথেষ্ট যেখানে তিনি বলেছেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক এবং শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল (সা:) এবং তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর।"

আল্লাহ (সুব:)বলেছেন:

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح : ٢٩]

অর্থ: "মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর...."[১০৩৪]

[১০৩৩] সহীহ বুখারী ৩২১২।
[১০৩৪] সুরা ফাতাহ ৪৮:২৯।

মহিমান্বিত আল্লাহ (সুব:) বর্ণনা দিয়ে বলেছেনঃ

{أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} [المائـــدة : ٥٤]

অর্থ: "...তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না..."[১০৩৫]

কাফিরদের সাথে যুদ্ধের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُـــمْ كُـــلَّ مَرْصَد } [التوبة : ٥]

অর্থ: "...মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাবে, তাদের বন্দী কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে... ।"

তিনি আরও বলেছেনঃ

{وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِـــهِ عَمَـــلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة : ١٢٠]

অর্থ: "এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া উহাদের সংকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"[১০৩৬]

নিশ্চয়ই, যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক সময় ও যুগের নিজস্ব অস্ত্র রয়েছে যা শত্রুদের বিরূদ্ধে ব্যবহার করা হয় এবং মুসলিমরা শত্রুদের পরাজিত করতে ও তাদের দূর্বল করে দিতে সব সময়ই এই সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে। যা আশ-শাওকানী (রহ:) বলেছেন, "আল্লাহ আমাদেরকে কুফ্ফারদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিভাবে তা করতে হবে সেটি নির্দিষ্ট করেননি এবং তিনি এ কথাও বলেননি যে আমাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে যদি এই এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।"[১০৩৭] এবং মহিমান্বিত আল্লাহ যা

[১০৩৫] সুরা মায়েদা ৫:৫৪।

[১০৩৬] সুরা তাওবা ৯:১২০।

[১০৩৭] আস-সেইল আল-জিরার; ৪:৫৩৪।

সর্বজনীনভাবে বলেছেন এটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি ইরশাদ করেছেন:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [التوبة : ٥]

অর্থ: "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাবে, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে।"[১০৩৮]

এবং যে পদ্ধতিগুলো জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সা:) শত্রুদের দূর্বল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, যা বর্তমানে economic boycott হিসেবে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) যে এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলো:

এক: জিহাদের প্রথম তৎপরতা এবং প্রথমে যে অভিযান রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল এবং প্রথম যুদ্ধ যার নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন, পরিচালিত হয়েছিল কুরাইশদের সিরিয়া (উত্তরে) এবং ইয়ামেনের (দক্ষিণে) বাণিজ্য পথকে হুমকির সম্মুখীন করা এবং যার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার অর্থনীতিতে তীব্র আঘাত হানার মাধ্যমে মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থাকে দূর্বল করে দেয়া।

দুই: বনু আন-নাজিরের ইয়াহুদিদেরকে অবরোধের ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যখন তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের অবরোধ করেন এবং তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেন এবং পুড়িয়ে দেন। সুতরাং, তারা তাঁকে বলে পাঠায় যে তারা সে ভূমি ছেড়ে চলে যাবে। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করেছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ (সুব:) নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন:

{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر : ٥]

[১০৩৮] সুরা তাওবা ৯:৫।

অর্থ: "তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলি কর্তণ করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাহা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এবং এই জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন।"[১০৩৯]

সুতরাং তাদেরকে অবরোধ করা ও তাদের ফসল ধবংস করে দেয়া, যা ছিল তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে পরাজিত করা ও মদীনা থেকে তাদের বের করে দেওয়ার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

তিন: মক্কা বিজয়ের পর আত-তাইফ অবরোধ করার ঘটনা। যে ঘটনাটি উল্লেখিত আছে সহীহ বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে, সহীহ মুসলিমের জিহাদ অধ্যায়ে এবং ইবনে ক্বাইয়্যুম (রহ:) এ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন 'যাদুল মা'আদ নামক কিতাবে। ইবনে সা'দ তার তাবাকাত এর ২খন্ডের ১৫৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন,...."সুতরাং আল্লাহর রাসূল (সা:) তাইফের ফসল কেঁটে ফেলতে ও পুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। সুতরাং মুসলিমরা সেগুলো কেঁটে ফেলার জন্য অগ্রসর হয়।" ইবনুল ক্বাইয়্যুম (রহ:) এই ঘটনার উপকারিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, "এটা কাফিরদের ফসল কেঁটে ফেলার দলিল যদি তা তাদের দূর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।"

চার: আরো রয়েছে সাহাবী সুমামা বিন আযাল (রা:) এর অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা। এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে ইতিহাস ও জীবনীর বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে; ইবনে ইসহাক্ব (রহ:) তাঁর 'সীরাত' এ, ইবনে আল ক্বাইয়্যিম (রহ:) তাঁর 'যাদ আল-মাদ'এ, ইমাম বুখারী (রহ:) 'সামরিক আভিযান' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম (রহ:) 'জিহাদ' অধ্যায়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উ'মরা পালনের জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হন। উ'মরাহ পালনের পর তিনি কুরাইশদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা দেন এই বলে যে, "আল্লাহর শপথ! কখনই না! যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে অনুমতি দিবেন আমি আল-ইয়ামামাহ থেকে তোমাদেরকে গমের একটি দানাও দিব না।" অতঃপর

[১০৩৯] সুরা হাশর ৫৯:৫।

তিনি আল-ইয়ামামাতে যান এবং সেখানকার জনগণকে কোন কিছু মক্কায় নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখেন যেন তা কুরাইশদের কাছে পৌঁছতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (সা:) এই অর্থনৈতিক অবরোধকে অনুমোদন করেছিলেন এবং এটা ছিল সাহাবাগণের (রা:) মহৎ গুণাবলীর একটি।

এ সকল ঘটনা এবং এই ঘটনাগুলোর সাদৃশ অন্য ঘটনাগুলো মূলত সকল যুগের ও স্থানের কাফিরদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুদ্ধ করার মূলনীতিগুলোর একটি। এবং বর্তমানে এটার (শত্রুদের পণ্যসামগ্রী বর্জণ করা) দ্বারা জিহাদ করার বিষয়টি মুসলিম উম্মার হাতে ন্যস্ত। আল্লাহ (সুব:)বলেছেনঃ

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن : ١٦]

অর্থ: "তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর...।"[১০৪০]

এবং এটা জিহাদের একটি উপকারী পন্থা যাতে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে, কারণ অন্যরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করেছে। এ কারণে, আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে উৎসাহিত করছি আমেরিকানদের, ব্রিটিশদের ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এই অস্ত্রকে ব্যবহার করার জন্য যা তাদের অর্থনীতিকে দূর্বল করে দিবে।

এবং যদি মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষমতা বা সামর্থ্য না থাকে, তবে কমপক্ষে যা তারা করতে পারে তা হল অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে বর্জণ করা এবং পাশাপাশি তাদের কোম্পনীগুলো ও তাদের প্রতি আসক্তিকে বা তাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বর্জন করা।

অনুরূপভাবে, আমি আমার মুসলিম ভাইদের ধৈর্য্য ধরার জন্য উৎসাহিত করছি এবং এই জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানাই, যেরূপ মহামহিমান্বিত আল্লাহ (সুব:)বলেছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} [آل عمران : ٢٠٠]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক...।"[১০৪১]

[১০৪০] সুরা তাগাবুন ৬৪:১৬।

এবং বিরক্ত বা অলস হয়ে যেওনা কারণ ধৈর্য্যের সাথেই বিজয়ের আগমন ঘটে, এবং তাদের উচিত দৃঢ়তার সাথে, বলিষ্ঠ ও সমন্বিত ভাবে আমেরিকানদের, বৃটিশদের ও ইহুদীদের কোম্পানীগুলো ও তাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বর্জণ করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ (সুবঃ)বলেছেনঃ

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة : ٢]

অর্থঃ "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরে সাহায্য করবে...।"[১০৪২]

আলহামদুলিল্লাহ! আমেরিকান, বৃটিশ ও ইহুদীদের অর্থনীতিতে গণ বর্জনের প্রভাব সম্পর্কে পূর্বে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করেছি। আমেরিকান ও বৃটেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের পৃষ্ঠ-পোষক, তারা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলীদের সাহায্যকারী, তারাই আফগানিস্তানে তালিবানদের ইসলামিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তারা চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের সাহায্যকারী এবং তারাই ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মির ও অন্যান্য দেশে আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাহায্যকারী। জিহাদ ও মুসলিমদের দূর্বল করার চেষ্টার পেছনে তারাই কাজ করছে এবং তারাই ইরাকের মুসলিমদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, একইভাবে তারা প্রতিদিন বিগত দশ বছর ধরে নির্মমভাবে তাদের উপর অনবরত ভারী গোলাবর্ষন করে যাচ্ছে সেই দেশের শাসকদের অগ্রাহ্য করে। এবং তারা মহিমান্বিত আল্লাহর বাণীর বাস্তবায়ন করেছে এবং যথার্থতা প্রমাণ করেছেঃ

{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ } [البقرة : ١٢٠]

অর্থঃ "ইহুদীরা এবং নাসারা কখনও আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করেন...।"[১০৪৩]

হে আল্লাহ! আমেরিকানদের, বৃটিশদের, ইহুদীদের, তাদের সাহায্যকারী ও গোলামদের বিতাড়িত করুন। হে আল্লাহ! আপনার ক্রোধ তাদের উপর

[১০৪১] সুরা আল ইমরান ৩:২০০।
[১০৪২] সুরা মায়েদা ৫:২।
[১০৪৩] সুরা বাকারা ২:১২০।

বর্ষণ করুন এবং তাদেরকে দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ বছর দিন যেমন দিয়েছিলেন ইউসূফ (আঃ) এর জাতির উপর। হে আল্লাহ শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন আপনার রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তার সাহাবাগণের উপর। আমীন।

৪২.কুরআন সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা করা।

কেননা কুরআন হাদীসের ভাষা আরবী। আরবী জানা না থাকলে যে কোন সময় যে কেহ ভূল ব্যাখ্যা করে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তাছাড়া এ পর্যন্ত যতগুলো ভাষায় কুরআন ও হাদীসের তরজমা ও তাফসীর করা হয়েছে তার বেশীর ভাগই বিভিন্ন ফেরকা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকেরা নিজেদের পূর্ব থেকে বদ্ধমূল আকীদা ও বিশ্বাসের আলোকেই করেছে। তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্ভূলভাবে কুরআন-হাদীসকে গবেষণা করতে হলে আরবী ভাষা জানার কোন বিকল্প নাই।

৪৩.বিভিন্ন ভাষায় মুজাহিদীনদের লেখাগুলো অনুবাদ করা।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অনেক লেখক, রাজনীতিবীদ এমনকি ধর্মীয় আলেম, বক্তা যারা মুজাহিদীনদের সমালোচনা করাকেই নিজেদের মূল বিষয় বস্তু বানিয়েছে। কুফফারদের খুশি করার জন্য তারা মুজাহিদীনদেরকে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী আবার কখনো বা মৌলবাদী বলে প্রচার করছে। কেউ যদি নিজেকে প্রচার করতে চায় তাহলে তার সহজ কাজ হলো জিহাদের বিরূদ্ধে কথা বলা, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করা, মুজাহিদীনদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা। তাই মুমিনদের কাজ হলো মুজাহিদীনদের লিখিত বই-পুস্তক ও রচনাবলীর অনুবাদ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

৪৪.الطائفة الناجية ‘মুক্তি প্রাপ্ত দল’ এই উম্মতের ৭২টি দলের মধ্য থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা।

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً . وَهِيَ الْجَمَاعَةُ "

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, বনি ইসরাইল একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত বাহাত্তুর দলে বিভক্ত হবে। সকল দলই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতিত। তারা হচ্ছে 'আল জামাআহ' ।[১০৪৪]

অন্য আরেকটি হাদীসে আরেকটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذلكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতের উপর ঐসকল অবস্থা অতিক্রম করবে যা বনি ইসরাইলদের উপর আবর্তিত হয়েছিল, যেভাবে (উভয় পায়ের) একটি জুতা আরেকটি জুতার সঙ্গে বরাবর হয়। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ নিজের মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে ঐ কাজ করবে। আর নিশ্চয়ই বনি ইসরাইল বাহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিহাত্তুর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র একটি মিল্লাত (জামাআহ) ব্যতিত। আর তা হচ্ছে আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। এই পথে ও মতে যারা থাকবে কেবলমাত্র তারাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[১০৪৫]

এখন যদি কেই প্রশ্ন করে যে, রাসূল (সা:) ও তাঁর সাহাবাগণ বর্তমানে বেঁচে নেই তাহলে আমরা কি করে জানবো যে তিনি এবং তার সাহাবাগণ কোন পথে চলেছেন এবং তাদের কি তরীকা ছিল। এ প্রশ্নের জবাব রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেই খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

[১০৪৪] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩।

[১০৪৫] মুসতাদরাকে হাকেম ৪৪৪; সুনানে তিরমিজি ২৬৪১।

অর্থ: "আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো 'কিতাবুল্লাহ' (আল্লাহর কুরআন)।[১০৪৬] অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّه

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন আমি তোমদের মাঝে এমন দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি যে দুটো জিনিষকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সে দুটো জিনিষ হচ্ছে 'আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)।[১০৪৭] সুতরাং যদিও আমাদের মাঝে রাসূল (সা:) বা সাহাবাদের কেউ নেই কিন্তু কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (সা:) আমাদের মাঝে ঠিকই আছে। আমরা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐ দুটো জিনিষ থেকেই ফায়সালা নিব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: ٥٩]

অর্থ: "অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[১০৪৮]

এ আয়াতে 'আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তণ কর' বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। আর 'রাসূলের কাছে প্রত্যার্পণ কর' বলতে সহীহ হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর সহিত যার কথা মিলবে তার কথা মানা যাবে। আর কুরআন-সুন্নাহের সাথে যার কথা মিলবে না তার কথা মানা যাবে না সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে আলেম-বুযুর্গ, মুরুব্বী, পীর-মাশায়েখ, ওলী-আওলীয়াদের পরিমাপ করবো। ওলী-বুযুর্গদের দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে নয়। আমরা যখনই কুরআন-সুন্নাহর দিকে মানুষকে আহবান করি তখন মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযুর্গ বা মুরুব্বীদেরকে

[১০৪৬] সহীহ মুসলিম ৩০০৯।

[১০৪৭] মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯।

[১০৪৮] সুরা নিসা ৪/৫৯।

অনুসরণ করে। আর বলে এত বড় বড় আলেমরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি ভুল করেছেন? ইত্যাদি। না! এগুলো বলা যাবে না!! কুরআন-সুন্নাহর সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে সে কথাই বলা হয়েছে।

৪৫. اَلْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ 'নাজাত প্রাপ্ত দল' ও اَلطَّائِفَةُ الْمَنْصُوْرَةُ 'আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল' এ উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়া।

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ উম্মতের মধ্যে মৌলিকভাবে তিহাত্তরটি ফেরকা বা দল তৈরী হবে। এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি দল পরকালে নাজাত বা মুক্তি পাবে। যারা اَلْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ 'নাজাত প্রাপ্ত দল' হিসাবে পরিচিত। এটি আ'ম (ব্যাপক)। যারাই সঠিকভাবে দ্বীন ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন তারাই এই দলের অন্তর্ভূক্ত। কেউ শিক্ষার মাধ্যমে, কেউ লেখার মাধ্যমে, কেউ বক্তৃতা-বয়ানের মাধ্যমে, কেউ দাওয়াতের মাধ্যমে, কেউ আযান-ইকামত দেওয়ার মাধ্যমে, কেউ ইমামতি করে আবার কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে। কিন্তু এই নাজাত প্রাপ্ত দলের মধ্য থেকে একটি বাহিনী বা দল থাকবে যাদেরকে আল্লাহ (সুব:) বিশেষভাবে নুসরাত বা সাহায্য করবেন। যারা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনে হকে উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। যারা কাউকে পরোয়া করবে না। কে তাদের সাহায্য করলো আর কে করলো না, কে পক্ষে আসলো কে বিপক্ষে গেল সে দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করবে না। এই দলটিকে **اَلطَّائِفَةُ** الْمَنْصُوْرَةُ 'আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এটি হলো 'খাস' (বিশেষ বাহিনী) যারা আল্লাহর রাস্তায় দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করবে। এদের প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (সা:) ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে সেগুলো থেকে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ »

অর্থ: "ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরই সর্বশেষ দলটি মসিহে দাজ্জালের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে।"[১০৪৯] অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – قَالَ – فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ –صلى الله عليه وسلم– فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

অর্থ: "জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতপর ইসা ইবনে মারইয়াম (আ:) অবতীর্ণ হবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, সামনে আসুন এবং ইমামতি করুন। ইসা আ: বলবেন, না! বরং তোমরা একে অপরের ইমাম হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য সম্মান স্বরূপ।[১০৫০]

উপরোক্ত হাদীসদুটি থেকে পরিষ্কারভাবে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবে। সুতরাং যারা যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা যাদের নেই তারা 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' হতে পারে না। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে এই 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী বলে দাবী করে অথচ জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায় তাদের জানা উচিৎ যে, ঈসা (আ:) যুদ্ধ করবেন। ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন। সুতরাং যারা বর্তমানেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে এবং ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যারা বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করছে এবং

[১০৪৯] সুনানে আবূ দাউদ ২৪৮৬।

[১০৫০] সহীহ মুসলিম ৪১২; সুনানে বাইহাকী ১৮৩৯৬; ইবনে হিব্বান ৬৮১৯।

তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে। যারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুশি করছে তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে। সুতরাং বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে জিহাদ ও কিতালের পথে চলে আসুন। 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র এর সদস্য হোন। শাহাদাতের তামান্নায় এগিয়ে যান নবী-রাসূলগণের আলোক উজ্জ্বল দীপ্ত রাজপথের দিকে।

মুসলিম যুবকদের প্রতি বার্তা

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে আমি আমার সকল মুমিন ভাইদের প্রতি এই উপদেশ নামা, অসিয়ত নামা বা এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। প্রতিটি মুসলিমের বিশেষ করে আমার সাথে যাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, আমাকে যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসেন, আমিও যাদের ভালবাসি। তাদের প্রতি আমার এই বার্তা বা চিঠি। আশা করি এই চিঠি পাওয়ার পর আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসবে, ঈমান বৃদ্ধি পাবে, আমল বৃদ্ধি পাবে এবং এই চিঠিতে যা উল্লেখ করা হচ্ছে তার বাস্তবায়ন ঘটবে। ইনশা-আল্লাহ!

হে মুসলিম!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ (সুব:) জন্য, যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, মা'বুদ নেই। যিনি সব দেখেন, সব শুনেন, সব কিছুর খবর রাখেন। যিনি ফয়সালাকারী, হিসাব গ্রহণ কারী, বিনিময় দাতা এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর খবরদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না।"[১০৫১]

আল্লাহ সুব. আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} [هود : ١١٢]

অর্থ: "তোমাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে দ্বীনের পথে চলার জন্য সে ভাবে তুমি অবিচল থাক।"[১০৫২]

আল্লাহ সুব. আরও বলেছেন ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}

[১০৫১] সুরা আল ইমরান ৩:১০২।

[১০৫২] সুরা হুদ ১১:১১২।

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।"[১০৫৩]

আমি প্রশংসা করছি ঐ আল্লাহর সুব. যিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران : ١٣٣]

অর্থ: "তোমরা ধাবিত হও সেই পথে যা তোমাদের নিয়ে যাবে তোমাদের সৃষ্টি কর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে যা এতই প্রশস্ত যেমন আসমান এবং যমীনের প্রশস্ততা। যা মুত্তাকীনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"[১০৫৪]

আমি প্রশংসা করছি সেই আল্লাহর সুব. যিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ }

অর্থ: "ঈমানদার লোকদের জন্য সেই সময়টি কি এখনো আসেনি যে, আল্লাহর যিকিরে তাদের অন্তর বিগলিত হবে এবং তার অবতীর্ন মহা সত্যের সম্মুখে অবনত হবে। তারা যেন সেই লোকদের মত না হয় যাদের কে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল পরে দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গেলে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে।"[১০৫৫]

আমি প্রশংসা করছি সেই মহান রাব্বুল আলামিনের যিনি ইরশাদ করেছেন:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ }

অর্থ: "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রয় করে থাকে, এবং আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দয়াশীল।"[১০৫৬]

আমি সালাত এবং সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি বাশীর ও নাযির অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ

[১০৫৩] সুরা তাহরীম ৬৬:৬।

[১০৫৪] সুরা আল ইমরান ৩:১৩৩।

[১০৫৫] সুরা হাদীদ ৫৭:১৬।

[১০৫৬] সুরা বাকারা ২:২০৭।

দাতা এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী হিসাবে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। যিনি বলেছেন:

عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ». وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ « لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ».

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই! এই পৃথিবী সুমিষ্ট, সবুজ ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কিভাবে কাজ কর। কাজেই তোমরা পৃথিবী সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারন বনী ঈসরাইলের প্রথম ফেতনা নারীদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল।"[১০৫৭]

হে মুসলিম! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী তোমার প্রতি আমার 'আল ওয়ালা' (বন্ধুত্ব) রয়েছে। আমি আমার নিজের যেরূপ কল্যাণ চাই, অনুরূপ কল্যাণ তোমারও চাই। আল্লাহর জন্য আমি তোমাকে বলছি,

{ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل : ٣٦]

আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাক।[১০৫৮] একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দাও যার কোন শরীক নেই। এই বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত কর। যে মেনে নিবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলে ঘোষণা দাও। শির্ককে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরক এর বিষয়ে ভয় প্রর্দশন কর। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ কর, এ নীতির ভিত্তিতে শত্রুতা স্থাপন কর এবং যে ব্যক্তি শির্ক করে তাকে কাফের বলে ঘোষণা দাও। এই বিষয় গুলো তোমার প্রতি ওয়াজীব। এই দ্বীনের ভিত্তি ও

[১০৫৭] সহীহ মুসলিম ৭১২৪।

[১০৫৮] সুরা নাহাল ১৬:৩৬।

মূলনীতির অর্ন্তভুক্ত। তুমি তোমার দ্বীনকে প্রকাশ কর, তোমার আক্বীদা ও প্রচলিত শিরক, কুফর ও তাগুতের স্বরূপ উম্মোচন কর। কাফের, মুশরিক ও তাগুতের সাথে 'বারাআহ' তথা সম্পর্কছিন্নতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করে দাও।

এগুলো তোমার প্রতি ওয়াজীব। যদি না পার প্রকাশ করতে তাহলে তোমার জন্য ওয়াজীব তুমি হিজরত করে দুনিয়ার এমন জায়গায় চলে যাবে যেখানে তোমার দ্বীনকে প্রকাশ করতে ও যথাযথ ভাবে পালন করতে পারবে। যদি হিজরত করতে না পার তোমার জন্য আদর্শ হচ্ছে ছাগপাল নিয়ে পালিয়ে যাবে পাহাড়ে, তোমার দ্বীন নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'এমন একটি মুহূর্ত আসবে যখন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় মাল হবে ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ে আশ্রয় নিবে, তার ঈমান নিয়ে পালিয়ে যাবে।' তুমি সেটাই কর। যদি তোমার অসমর্থতার কারনে তাও না পার তাহলে কাফের, মুশরিক ও তাগুতের থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। সচেষ্ট থাকবে বাঁধা দুর করার যেন সুযোগ পেলেই চলে যেতে পার।

❖ তুমি সাবধান হও! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তুমি এই দ্বীন থেকে খারীজ হয়ে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে। সেগুলো যেমন কাফেরদের দ্বীনকে ভালবাসা, গণতন্ত্রের লোকদের গণতন্ত্রের জন্য ভালবাসা, আইনপ্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের ভালবাসা, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভালবাসা তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের বিশ্বাসের কারনে, তাদেরকে ইসলামের উপর বিজয়ী দেখতে আশা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা, তাদের দ্বীনের সাথে আপোষ করা ইত্যাদি থেকে তুমি সাবধান থাক। তুমি আরও সাবধান হও! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায় এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তোমার ভয়ংকর কবীরা গুনাহ হবে। সেগুলো যেমন কুফ্ফারদের মর্যাদা দেওয়া, তাদের সম্মান করা অথবা সমাবেশে তাদের প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া, মুসলিমদের বদলে তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা, কর্মচারী বানানো, কাফেরদের সাথে নরম নরম কথা বলা, তাদের প্রতি হাসা, তাদের ময়লা পরিষ্কার করে দেওয়া ইত্যাদি।

❖ তুমি সাবধান হও! কাফেরদের উপর সন্তুষ্ট হইওনা, নির্ভর করো না, তাদের সান্নিধ্যের অন্বেষণ করোনা, অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইওনা, অনুগত হইওনা, ভালবেসনা, কর্তৃত্ব দিওনা, সহযোগীতা করোনা, উপদেশ ও পরামর্শ চেওনা, কুফরীর কোন বিষয়ে একমত পোষন করোনা, প্রশংসা করোনা, অভিভাবক বানাইওনা, এমন কি সে যদি ভাই বা পিতাও হয়।

❖ সতর্ক হও! তোমার অজান্তে না আবার তোমার দ্বীন ধবংস হয়ে যায়, কিংবা ভয়ংকর কবীরা গুনাহ হয়ে যায়। তবে সাবধান! সতর্কতার নামে বেশী বাড়া-বাড়িও করো না যা তোমার জন্য জরুরী নয়।

❖ এই দ্বীনকে প্রচার প্রসার এবং কায়েমে সচেষ্ট হও, গাফিলতা পরিত্যাগ কর, তোমার অবস্থা যেন বনী ঈসরাইলের মত না হয় অনেক দিন যাওয়ার পর যাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি লক্ষ করছি আমাদের অনেক ভাইদেরকে যারা একসময় ভাল দাওয়াহর কাজ করত, দিন রাত সবসময় তাদের চিন্তা থাকত কিভাবে ইসলামকে বিজয়ী করা যায়, ইসলামের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ পেশ করা যায়। কিন্তু তারা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেছে এখন তারা দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল নেই। সে জন্য খবরদার! তুমি সাবধান থাকবে! তোমার অন্তর যেন শক্ত হয়ে না যায়।

❖ তোমাকে আরও বলছি, আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার জিহাদে জান মাল দিয়ে অংশগ্রহণ কর, তোমার উপর এটি 'ফারযুল আঈন'। ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজীব। এটাই হচ্ছে এই দ্বীনের শীর্ষ চূড়া, যিরওয়াতু সানামিল ইসলাম। এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ! তোমার সফলতার চূড়ান্ত পথ হচ্ছে 'আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'। এ থেকে গাফেল থেকে মুনাফিক এর শাখায় যেন তোমার মৃত্যু না হয়, ফাসিক না হয়ে যাও, আযাব স্পর্শ না করে, আল্লাহ না আবার তোমাকে পরিবর্তন করে দেন।

❖ সাবধান! এই দ্বীনে ফিরে আস। তোমাকে আরও বলছি, তোমার পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, গোষ্ঠি, ধনসম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য, বাসস্থান যেন তোমার কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়ে যায়। তাহলে তুমি ফাসেক হয়ে যাবে। তোমাকে আল্লাহর আযাব স্পর্শ করবে।

ওহে মুসলিম সাবধান! গাফেল থেকোনা, নিজেকে পরীক্ষা কর, এখনই সময়! ভেবে দেখ! তুমি এই সব কিছুর চেয়ে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করাকে কম গুরুত্ব দিচ্ছ না তো? তুমি দুনিয়া বা অন্য কিছুর পিছনে ছুটছ না তো? দুনিয়াব্যাপী মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, পঙ্গু করা হচ্ছে, নারীদের ইজ্জত হনন করা হচ্ছে, তাদের গর্ভে অপবিত্র শুকর-বানরদের বাচ্চাতে ভরে যাচ্ছে।

কি লজ্জা! তাদের আর্তচিৎকার তোমার কানে পৌঁছেছে কি? কি জবাব দেবে আল্লাহকে? মুসলিম নারীরা বিধবা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা ইয়াতীম হচ্ছে, ভাইদের বন্দী করা হচ্ছে, অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালানো হচ্ছে, তাদের প্রতি এমন সব অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যা বর্ণনা করা যায়না। তাদেরকে লাঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদেরকে বলৎকার করা হচ্ছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রা'জিউন! তুমি কোথায়! হে খালিদের উত্তরসূরী! মুসলিম দেশগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে।

কোথাও বা রয়েছে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পাঁ-চাটা গোলাম মুরতাদ শাসকগোষ্ঠি। যারা তাদের প্রভুদের খুশী করতে মুসলিমদের বন্দি, হত্যা, গুম ও নির্যাতন সহ এমন কোন কাজ নেই যা করতে দ্বিধাবোধ করে। আল্লাহর কালাম কোরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে। কোরআনকে পায়খানায় ছুড়ে মারা হচ্ছে। কোরআনকে ছিড়ে ফেলে তার উপরে নৃত্য করা হচ্ছে। কুরআনকে আগুনে পুড়ে ফেলা হচ্ছে। প্রিয়তম রাসূলের ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে তারা। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রা'জিউন!

হে অমুক! তুমি কোথায়? যে নিজেকে মুসলিম দাবী করছ। তুমি কিসের পিছনে ছুটছ? তুমি আল্লাহকে কি জবাব দিবে? উম্মাহর রাসূলকে নিয়ে পর্যন্ত ব্যাঙ্গ করা হচ্ছে। আর কি বাকি থাকল? এ অবস্থায় মাটির উপরের চেয়ে মাটির নীচেই যে উত্তম। আল্লাহর জন্য জিজ্ঞেস করছি, তুমি জেগে উঠবে কি? আস, তোমাকে দেখিয়ে দেই কিভাবে তুমি সমর্থন করবে জিহাদকে:

- বিশুদ্ধ নিয়্যত করবে জিহাদের জন্য।
- শহীদ হওয়ার কামনা কর।

- জিহাদে সম্পদ ব্যয় করো।
- অন্যদের থেকে মাল সংগ্রহ কর।
- মুজাহিদদের পরিবারের দেখাশুনা কর।
- মুজাহিদদের প্রস্তুত করে দাও।
- জিহাদের জন্য উৎসাহিত কর।
- মিডিয়ায় প্রচারের কাজ কর।
- মুজাহিদদের হেফাজত কর।
- তাদের গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন রাখ।
- তাদের জন্য দোয়া কর।
- জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার কর।
- জিহাদের ইলম ও ফিকহ্ শিক্ষা কর।
- মুজাহিদদের জ্ঞানগুলো শিক্ষা নাও ও ছড়িয়ে দাও।
- জিহাদের জন্য সবধরনের প্রস্তুতি নাও।
- মুজাহিদদের সমর্থন কর।
- আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ্ এর আক্বীদায় বিপ্লব কর।
- মুসলিম বন্দি ও তাদের পরিবারের দেখাশুনা কর।
- বিলাসিতা ত্যাগ কর।
- জিহাদের বেনিফিট হবে এমন টেকনিক শিক্ষা কর।
- হক্ব আলেমদের চিনাও।
- হিজরত কর।
- মুজাহিদদের 'নাসীহাহ্' দাও।
- তাদের কল্যাণ কামনা কর।
- বর্তমান সময়ের ফিরআউন ও মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন কর।
- জিহাদের নাশিদ বানাও, কবিতা বানাও, জিহাদের গজল, তারানা, জিহাদি জযবা তৈরী করে এমন কবিতা তৈরী কর এবং প্রচার কর।
- কাফেরদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে বয়কট কর। তাদের পণ্যগুলো ব্যবহার এই মূহুর্ত থেকে পরিত্যাগ করো।

- আরবী ভাষা শিক্ষা কর।
- 'আত–তায়ীফাতুল মানসূরাহ্' কারা? তাদের পরিচয় তুলে ধর।
- সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে তুমি সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।
- লাইফ সিডিউল বা জীবনের কর্মসূচী তৈরী কর।
- কিছু বেসিক প্রশিক্ষন গ্রহণ কর। যেমন ড্রাইভিং, বাইক লাইট ও হেভি.হেলথ প্রিসার্ভ ইত্যাদি।
- স্বাস্থের জন্য উপকারী খাবার গ্রহণ কর।
- নিয়মিত কারাটে ও জিম কর।
- কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার শিক্ষা করা তোমার জন্য একান্ত জরুরী।
- নিজের খাবার কমপক্ষে ৩০ দিন নিজে রান্না করে খাবার প্রাকটিস কর।
- নিজের কাজ নিজে কর।
- বাজার, ঘরের কাজ ইত্যাদি নিজে কর।
- লম্বা হাঁটার প্রাকটিস কর (মাসে কমপক্ষে একদিন ১০ কি.মি হাটার অভ্যাস করো), লোড কেরির (বোঝা বহণের) কাজ নিজে কর।
- জাসুসী করার যোগ্যতা অর্জণ কর। (গোয়েন্দাগীরি করে বিভিন্ন তথ্য কালেকশন কর)।
- মোবাইল ও ডিজিটাল ঘড়ির বেসিক প্রশিক্ষন গ্রহণ কর।
- কেমিষ্ট্রি বেসিক নলেজ নিয়ে রাখ।
- মাসে তিন দিন আইয়্যামে বীজের সিয়াম রাখার অভ্যাস গড়ে তোল ও প্রতি সোমবার-বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখ।
- নিজ পরিবার ও বংশীয় লোকদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দাও।
- রিসালাহ বা ছোট ছোট বই-পুস্তক সমাজের মানুষদের কাছে ছড়িয়ে দাও।
- ইসলামী ওয়েব নিয়মিত ব্রাউজ কর এবং বিভিন্ন ফোরামের সাথে লেগে থাক।

- দৈনন্দিন যিক্‌র পরিপূর্ন কর ।
- বেসিক হেকিং জ্ঞান রাখ ।
- প্রতি জুমু'আবার একটা জিহাদের মুভি দেখ ।
- ক্লাবে গিয়ে সুটিং প্রাকটিস, তীর প্রশিক্ষন ও ছোট বল্লম প্রশিক্ষন গ্রহণ কর ।
- এয়ারগানে পাখি শিকার কর ।
- হকিস্টিক, সর্টষ্টিক প্রাকটিস কর ।
- মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে দাওয়া ছড়িয়ে দাও ।
- প্রত্যেক পরিবার থেকে কমপক্ষে একজন সদস্যকে দাওয়া, জিহাদ ও দ্বীনের কাজ করার জন্য ফ্রি করে দাও ।
- নিজের খান্দানকে ইসলামের জন্য আনসার হিসেবে তৈরি রাখ ।
- কমপক্ষে একজন ব্যবসায়ীকে সোহবতে রাখ ।
- প্রত্যেক ব্যক্তি কমপক্ষে ২০ জন ওয়েব মেম্বার বানানোর চেষ্টা কর ।
- জেনে রাখ! আর্মস রাখা মুসলিমদের জন্য সার্বক্ষনিক সুন্নাহ ।
- কমপক্ষে ৪-১০ জনের একটি কমিউনিটি গড়ে তোল । তাদেরকে নিয়মিত জুমু'আর সালাতে নিয়ে আসো এবং কিতাব-রিসোর্স ইত্যাদি প্রদান কর ।
- দ্বীনি ভাইদের মধ্য থেকে ব্যাপকভাবে সার্জারী ও অর্থপেটিক ডাক্তার বানানোর চেষ্টা কর ।
- সিজার যাতে না করতে হয় সেই ব্যবস্থা কর এবং কিছু বোনকে ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী হিসেবে গড়ে তোল ।

এই হচ্ছে কিছু পন্থা, যার মাধ্যমে তুমি প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে জিহাদের অংশগ্রহণ করতে পারবে । সুতরাং অগ্রগামী হও । যত বেশি ভাবে সম্ভব তোমার পক্ষ থেকে সহযোগীতা শুরু কর । তুমি মুজাহিদীন এবং যারা আল্লাহর পথে বন্দী তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছ কি? তুমি তোমার সব প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছ, আর তারা প্রয়োজনগ্রস্ত নয়তো? তোমাকে আল্লাহ মুক্ত রেখে পরীক্ষা করছেন । তুমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছ কি?

❖ সাবধান হয়ে যাও! বিপদ বিপর্যয় তোমাকে স্পর্শ করার পূর্বে আরও সাবধান হও! যখন আল্লাহ বলবেন, হে অমুক! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি অন্ন দাওনি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি দেখতে যাওনি। তুমি আশ্চর্য হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনিতো রব, পবিত্র। আমি কিভাবে আপনাকে খাওয়াব বা দেখতে যাব। আল্লাহ সুব. বলবেন, হে অমুক! আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, তাকে খাদ্য দিলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। হে অমুক! আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। সচেতন হও অনেক বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই।

তুমি জেনে রাখ বর্তমানে জিহাদের জন্য যেমন মানুষ প্রয়োজন। তেমন প্রয়োজন অর্থের এবং সম্পদের। তুমি তোমার ঘরের অতিরিক্ত ফার্ণিচার বা স্ত্রীর গহনা কিনতে বা ঘর সাজাতে কিংবা অন্যান্য বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করছ, এর অনেক কম মাল হলেই তারা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারে। তুমি কি জান এই সময়ের 'তায়িফা আল মানসূরা' বা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল কারা? যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত একটা দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা অন্যদের উপরে প্রাধান্য লাভ করবে, যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

চোখ মেলে তাকাও! দেখ, কারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কারা বর্তমানে 'আত তায়েফা'? কারা বর্তমানে সমস্ত দুনিয়ার কাফেরদের সর্দার আমেরিকা ও তাদের আহযাবের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ করছে। কারা মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে কাফেরদের বের করে দেওয়ার চেষ্টায় রত আছে? কারা মজলুমদের পাশে দাড়াচ্ছে? কারা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে, শরিয়াহ্‌কে কায়েম করতে, খেলাফতকে ফিরিয়ে আনতে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে? কারা মুসলিমদের উপর জেঁকে বসা মুরতাদদের উৎখাতের জিহাদে রত? কারা মুসলিম শিশু ও মা বোনদের ইজ্জত, বন্দি ভাইদের রক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে? কারা এই উম্মাহর জন্য সর্বদা চিন্তিত?

তুমি যদি অন্ধ, বোবা ও বধির না হয়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কাদের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফ্‌ফাররা একাট্টা হয়েও আল্লাহর ইচ্ছার উপরে কোন ক্ষতি করতে পারছে না। আল্লাহর জন্য বলছি, তাদেরকে খুঁজে বের কর এবং তাদের সাথে লেগে থাক। অন্যদেরকে তাদের চিনাও। 'তায়েফা'কে যত সম্ভব সমর্থন-সহযোগিতা কর। তাহলে তোমার জন্য সুসংবাদ। হে গোরাবা!

❖ হে ভাই! আল্লাহর ফরজকৃত বিষয়গুলো পূর্ণ হেফাজত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর। নফল সমূহের ব্যাপারে অগ্রগামী হও, যাতে তুমি আল্লাহর ভালবাসা পেতে পার। তুমি তোমার সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও। এখলাসের সঙ্গে ও খুশু-খুজুর সহিত এমনভাবে তা আদায় কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদিও তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো না তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। জীবনের শেষ সালাতের মত যথা সময়ে সুন্নাহ অনুসারে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর। পরিবার পরিজনকে এই সালাতের নির্দেশ দাও। যাকাতের ব্যাপারে যত্নবান হও। যদি তোমার নিসাব পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে যাকাত মুজাহিদীনদের নিকটে পৌঁছে দাও। তবে যাকাত দিয়েই ক্ষ্যান্ত থেকো না। তোমার মাল দ্বারা জিহাদ কর। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় কর। অর্থ উপার্জন করে জিহাদ এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় কর। জেনে রাখ, জান দ্বারা যুদ্ধ করার সাথে সাথে মাল দ্বারা যুদ্ধ করাও 'ফারদুল আঈন'। সুতরাং পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে তুমি জিহাদের অর্ধেক ফরজিয়্যাত আদায় করতে থাক, যতক্ষণ না শারিরীক ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছো।

❖ আমলের ক্ষেত্রে সচেতন হও, এখলাসের সাথে আমল করো। যেন তা রিয়ার কারনে ধ্বংস না হয়ে যায়। সাবধান হও কবীরা গুনাহগুলো থেকে, যা তোমার জাহান্নামের কারণ হতে পারে। তুমি সচেতণ হও 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আ'নিল মুনকার্' সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার ব্যাপারে। তুমি যেন এর থেকে গাফেল থেকে অন্যদের সাথে নিজেও ধ্বংস হয়ে না যাও। যেমন ধ্বংস হয়েছিল শনিবারে সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে বাধা প্রদান যারা করেনি তারা। জেনে রেখ! সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা তোমার জন্য ফরজ।

❖ সাবধান হও! ওয়াদা অঙ্গীকার চুক্তির ব্যাপারে। অবশ্যই তা পূরণ কর। মুনাফিকদের মত তা ভঙ্গ কর না। বর্তমানে অধিকাংশের মত হয়ো না, যারা এসবের কোন মূল্য দেয় না। তুমি এ ব্যাপারে তোমার রবের কাছে জিজ্ঞাসিত হবে।

❖ এলেম অর্জনে সচেষ্ট হও। কথা এবং কাজের পূর্বে এলেম অর্জন কর। তুমি জেনে রেখ! যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা সমান নয়। কুরআনে আল্লাহ সুব. বলেছেন,ঃ

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر : ٩]

অর্থ: "যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান?"[১০৫৯] অবশ্যই সমান নয়। অন্ধকার এবং আলো সমান নয়। পথভ্রষ্টতা এবং হেদায়েত সমান নয়। সমান নয় অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং বাসীরাহ্ (দূর-দর্শিতা)। তোমার উপর ফরজ হলো দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। তুমি সচেষ্ট হও তোমার রব সম্পর্কে, তাঁর নবী সম্পর্কে, তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও জিহাদ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। তুমি আরো মনযোগ দাও! তোমার পরিবার পরিজন এবং অন্যদেরকে দ্বীনী এলেম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে, হক্ব এলেম ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। তোমার পরিবার যদি দ্বীনের অধিকাংশ ব্যাপারে মূর্খ থাকে তাহলে তারা তোমার দ্বীনের পথে অনেক বড় বাধার কারণ হতে পারে, যা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত। তুমি নিজেকে এবং আত্নীয়-স্বজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।

❖ তুমি সাবধান হও! তোমার অবসর সময়, তোমার যৌবন, তোমার অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করা, এলেম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে। তুমি জেনে রেখ! এসব বিষয়ে তুমি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে। এর উত্তর দেওয়া ব্যতিত এক পাও নাড়াতে পাড়বে না। আবার জিজ্ঞেস করি এগুলো তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাচ্ছো তো? একটা সময় যখন তুমি দ্বীন বুঝেছিলে, তখন তোমার যে অগ্রগামীতা ছিল তা কি স্তিমিত হয়ে গেছে? তুমি কি গাফিলতি, অলসতা, অধিকাংশ সময় তোমার নিজেকে কিংবা এই দুনিয়া, চাকরী, ব্যবসা বা এ জাতীয় কিছুর পিছনে ছুটছ? তুমি প্রত্যহ কিছু

[১০৫৯]সুরা যুমার'৯।

সময় কোরআন নিজে বুঝা, অন্যকে বুঝানো এবং কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার কাজে ব্যয় করছো কি? যা তোমার জন্য রহমত, হেদায়েত এবং অন্তরের রোগের ঔষধ হবে।

❖ ওহে ভাই! কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান হও! তোমার মন যা চায় তা করোনা। আল্লাহ সুব. যা চান তা কর। তোমার অবসর সময়কে যথাযথ কাজে লাগাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুটো নিয়ামত যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ বেশীরভাগ মানুষ তা থেকে উদাসীন। একটি হলো 'সুস্থতা' অপরটি হলো 'অবসর'। তুমি তোমার সুস্থতা এবং অবসরকে কাজে লাগাও। আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!! এবং শুধু মাত্র আল্লাহকেই ভয় কর!!!

❖ ওহে মুসলিম! তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যিনি সব জানেন, তুমি যা গোপন কর ও প্রকাশ কর। তোমাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। তখন তুমি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে শুধু আখেরাতের জন্য যা সঞ্চয় করেছ তা নিয়ে। সাবধান হও! তোমার শেষ আমলের ব্যাপারে। তুমি জান না কখন তোমার শেষ মুহূর্ত এসে যাবে। তুমি কি প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য? তুমি কি প্রস্তুত কবরের সওয়াল-জবাবের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত ভয়াবহ কেয়ামতের জন্য? হাশরের ময়দানের জন্য? হিসাব নিকাশের জন্য? আল্লাহকে জবাব দেওয়ার জন্য? মিযানের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত চুলের চেয়ে সুক্ষ তরবারীর চেয়ে ধারাল পুলসিরাতকে পাড়ি দেওয়ার জন্য? জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছ তো? যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যার আগুন ভয়ংকর উত্তাপ সম্পন্ন কালো বর্ণের। যা হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে। এমন উত্তপ্ত পানি যা নাড়ী-ভুড়িকে গলিয়ে বের করে দিবে। খাবার হিসেবে রয়েছে যাক্কুম ও গলিত পূঁজ।

জাহান্নাম অসম্ভব গভীর, ভয়াল ও অন্ধকার জায়গা। কঠোর হৃদয়ের মালায়েকরা সেখানে নিযুক্ত। যেখানে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরকে অনেক বড় করে দেওয়া হবে। চামড়া গুলো জ্বলে যাবে। সেখান থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু বের হতে পারবে না। মৃত্যুকে ডাকবে কিন্তু মৃত্যু আসবে না কারণ মৃত্যুকেই মৃত্যু দান করা হবে। আর এই ভয়ংকর শাস্তি অনন্তকালব্যপী চলতে থাকবে। কাজেই সাবধান!

❖ তুমি অগ্রগামী হও সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে। যেখানে রয়েছে চিরন্তন সুখ। যা মন চাইবে তা পাবে। যা আদেশ করবে তাই দেয়া হবে। জেনে রেখ! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়!! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়!!! জান্নাতই হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে তোমার সব আকাঙ্খাকে পূর্ণ করে দেওয়া হবে। সেখানে রয়েছে চির কিশোর সেবকগণ, চির যৌবণা সঙ্গিনীগণ, ফল-মূল, গোশত, দুধের-মধুর-শরাবের নহর, উত্তম বাসস্থান ও বিছানা। চির আরাম, চির যৌবণ, চির সুখ, অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে তুমি আল্লাহ্কে দেখবে। শুধু তোমাকে এটা বলাই যথেষ্ট মনে করছি, সবচেয়ে কম মর্যাদার যে জান্নাত লাভ করবে তা হবে দুনিয়ার দশটির সমান। সুতরাং হে মুসলিম! হে ভাই! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এই বার্তা তোমার কাছে পৌঁছার পর আশা করি ইহা তোমার পরিবর্তন এবং সংশোধনে যথেষ্ঠ হবে। গতানুগতিক চিঠি হিসেবে নিও না আমার এই পত্রকে। ফেলে দিও না, এটা ফেলে দেওয়ার নয়। আল্লাহর জন্য বলছি, এর দ্বারা নিজেদেরকে সংশোধনের চেষ্টা কর। আর তোমার অবস্থা যদি উত্তম হয় এর চেয়েও যা উল্লেখ করলাম, আল্লাহর কাছে কামনা করি তোমাকে তিনি দৃঢ় রাখুন। মওত পর্যন্ত লেগে থাক উদ্যম ঈমান সহ। এটি আমার ওসিয়্যত আমার ভাইদের প্রতি। যারা আমাকে ভালবাসে আল্লাহর জন্য। যাদেরকে আমি আল্লাহর জন্য ভালবাসি। যাদেরকে আমি 'আল ওয়ালা' হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি তাদের জন্য এই নসিহাহ্ দিচ্ছি। ভাইয়েরা আমার! তোমরা এই নসিহাহ্ গুলোকে ভাল করে শুন! বারবার শুন!! অনেক বার শুন!!! এবং প্রত্যেকটি অক্ষরে, লাইনে লাইনে মনযোগ দিয়ে চিন্তা কর। এরপরে আমল কর। সে অনুযায়ী তোমরা 'হালাকাহ্' (গ্রুপ) তৈরী কর। ভাইদেরকে দাওয়াত দাও। ইনশাআল্লাহ! তোমরাই হবে এ যুগের 'আল গোরাবা'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

অর্থ: "কতইনা সৌভাগ্য সেই 'গোরাবাদের'।"[১০৬০]

[১০৬০] সহীহ মুসলিম ৩৮৯।

আল্লাহ সুব. আমাকে এবং আপনাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার আমল করার এবং দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"সময়ের কসম, নিশ্চয় সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ و بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي اللهُ عَلَيْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ،

সমাপ্ত

৮ই রজব ১৪৩৩ হিজরী

৩০শে মে ২০১২ ইসায়ী

একটি আবেদন

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! 'মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা' একটি খালেস দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। মারকাজ তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সহীহ আক্বিদাহ ও মানহাজ প্রচার-প্রসারসহ বহুমূখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনা করা, বই-পুস্তক রচনা করা, বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা, সিডি-ভিসিডি, মেমোরী কার্ড ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা সহ বহু কাজে মারকাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মারকাজের এই বহুমূখী কাজে আপনার সার্বিক সাহায্য-সহযোগীতা ও দু'আ একান্তভাবে কাম্য।